'আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে
সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি, এখন উপদেশ
নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?'
(সূরা ক্বামার : ১৭)
সহজ বাংলায়
আল কুরআনের
অনুবাদ
দ্বিতীয় খণ্ড
সূরা রা'দ থেকে সূরা জাছিয়া
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর
উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদ
অধ্যাপক গোলাম আযম

সহজ বাংলায়

আল কুরআনের অনুবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

সূরা রা'দ থেকে সূরা জাছিয়াহ্

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর
উর্দু তরজমার বাংলা অনুবাদ

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

দশম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১২
নবম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১১
অষ্টম মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১০
সপ্তম মুদ্রণ: মার্চ ২০০৯
প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০০৬

সহজ বাংলায় আল কুরআনের অনুবাদ (দ্বিতীয় খণ্ড : সূরা রা'দ থেকে সূরা জাছিয়াহ্) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি (৮ম তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ © অনুবাদক ❖ বর্ণবিন্যাস : কামিয়াব কম্পিউটার ❖ মুদ্রণ : পিএ প্রিন্টার্স, ৪ আরএম দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১ রিসোর্সফুল পল্টন সিটি, পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : দুই শত বিশ টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 47 3

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে আল কুরআনের এই মহতী উদ্যোগের সাথে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

এ গ্রন্থখানি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রচিত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'র একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ, দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা রা'দ থেকে সূরা জাছিয়া এবং তৃতীয় খণ্ডে সূরা আহকাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পরিবেশন করা হয়েছে।

এ গ্রন্থের অনুবাদক পরম শ্রদ্ধাভাজন মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম দীর্ঘ দিন থেকে সাধারণ জনগণের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা পৌছানোর উদ্দেশ্যে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় বেশ কিছু বই-পুস্তক রচনা করছেন। 'পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়', 'মযবুত ঈমান', 'সহীহ ইলম ও নেক আমল', 'জীবন্ত নামায', 'আদম সৃষ্টির হাকীকত', 'কুরআন বোঝা সহজ' 'ইসলাম ও বিজ্ঞান, 'ইসলাম ও দর্শন', 'ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা', 'প্রশান্তচিত্ত মুমিনের ভাবনা', 'আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক', 'নাফস রূহ কালব', 'তাকদীর তাওয়াক্কুল সবর শোকর' ইত্যাদি শিরোনামের অনেক বই ইতোমধ্যে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সাধারণ স্বল্প-শিক্ষিত লোকদের মাঝে কুরআনের আলো পৌছে দেওয়ার সুতীব্র বাসনা নিয়েই লেখক 'তরজমায়ে কুরআন মজীদ'-এর সহজ বাংলা অনুবাদ করার কঠিনসাধ্য কাজটি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

অত্যন্ত চমৎকার সাহিত্যিক মানের ভাষা আয়ত্তে থাকার পরও তাঁর পক্ষ থেকে সহজ ভাষায় ইসলামের এ খিদমত বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় বলেই আমরা মনে করি।

কামিয়াব প্রকাশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন, আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তায় আমরা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত। আল্লাহ তাআলা এ খিদমতকে আমাদের সকলের জন্য আখিরাতে নাজাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট

বিশেষ পরামর্শ

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়ার তাওফীক দিয়েছেন– এটা আপনার উপর মহান রাব্বুল আলামীনের বিরাট রহমত। সূরা রাহ্মানের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "সকল দয়ার অধিকারী যিনি, তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" অর্থাৎ, কুরআন শিখতে পারা আল্লাহর সবচেয়ে বড় দয়া।

এ গ্রন্থ পড়ার ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটি জরুরি পরামর্শ দিচ্ছি :

১. এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে 'কুরআনের আসল পরিচয়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সেখান থেকে বিশেষভাবে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য, রাসূল (স)-এর আসল দায়িত্ব, কুরআন রাসূল (স)-এর সংগ্রামী জীবনেরই গাইড বুক, রাসূল (স)-এর সংগ্রামী জীবনের পটভূমি, নবুওয়াতী জীবনের ২৩ বছর, ইসলামী আন্দোলন, রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের যুগবিভাগ, মাক্কী যুগের বিভিন্ন স্তর, রাসূল (স)-এর জীবনই আসল কুরআন, আন্দোলনকারী ও কুরআন, ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্মপদ্ধিতি, হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য কেন, কুরআন বোঝা সবার জন্যই জরুরি, দীনী ইলম হাসিল করা ফরয ইত্যাদি শিরোনামের আলোচনাগুলো গভীর মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করে নিলে কুরআনের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে যাবে এবং কুরআন বোঝা সহজ হবে।

২. প্রথম খণ্ড থেকে 'অনুবাদকের কথা' শিরোনামের লেখাটিও পড়ে নিলে আমার অনুবাদ বুঝতে সুবিধা হবে।

৩. প্রত্যেক সূরার অনুবাদের আগে বাংলায় সূরাটি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা ভালো করে পড়ে নিন এবং অনুবাদ পড়ার সময় সেসব কথা খেয়ালে রাখুন।

৪. অনুবাদ পড়ার আগে কমপক্ষে এক রুকূ' সুরের সাথে স্পষ্ট উচ্চারণ করে তিলাওয়াত করলে ভালো হয়। রাসূল (স) সুরেলা আওয়াজে তিলাওয়াত করার তাকীদ দিয়েছেন। নীরবে এক আয়াত করে পড়েই যদি অনুবাদ পড়া হয়, তাহলে তিলাওয়াতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

৫. তিলাওয়াত শুরু করার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করুন এবং কুরআন বোঝার তাওফীক চেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে কুরআন বোঝার ও মজা পাওয়ার এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

-অনুবাদক

সহজ বাংলায়
আল কুরআনের অনুবাদ

গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ইউসুফ পর্যন্ত (১ম থেকে ১৩তম পারার অংশ বিশেষ), দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা রা'দ থেকে সূরা জাছিয়া পর্যন্ত (১৩ পারার অবশিষ্টাংশ থেকে ২৫ পারার শেষ পর্যন্ত) এ দুই খণ্ডে আয়াতসমূহের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকা রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সূরা আহকাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত (শেষ ৫ পারা)। এতে অনুবাদ ও টীকা ছাড়াও 'তাফহীমুল কুরআন'-এর সার-সংক্ষেপ লেখা রয়েছে।

মাওলানা মওদূদী (র) কর্তৃক রচিত বিখ্যাত বিশাল তাফসীরগ্রন্থ 'তাফহীমুল কুরআন'-এর দুই রকমের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শেষ পাঁচ পারায় আমি ঐ অনুবাদেরই সারমর্ম সহজ ভাষায় লিখেছি। তাই তৃতীয় খণ্ডে মাত্র পাঁচ পারা হলেও আকারে প্রায় প্রথম খণ্ডের সমান।

কুরআন মাজীদের ১১৪টি সূরার মধ্যে শেষের ৫ পারায় ৬৯টি সূরা রয়েছে। এর মধ্যে মাক্কী সূরাই ৫৪টি। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে গড়ে তোলার জন্য মাক্কী সূরাই বেশি জরুরি। তাই শেষ ৫ পারার সূরাগুলোর সংক্ষিপ্ত তাফসীর লেখা হয়েছে। বিশাল তাফসীর পড়া যারা কঠিন মনে করেন তারাও যাতে তাফসীরের সারকথা জেনে নিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যেই সার-সংক্ষেপ রচনা করা হয়েছে।

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে আমার লেখা বাংলা অনুবাদ 'আল কুরআনের সহজ বাংলা অনুবাদ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। এতে আরবী আয়াত নেই, টীকাও নেই। শুধু আয়াতসমূহের অনুবাদ রয়েছে। যারা কুরআন পড়তে পারেন না, তারা বাংলা অনুবাদ পড়লেও কুরআনের কিছু আলো পেতে পারেন। কুরআনের আয়াতের নিচে নিচে বাংলা অনুবাদ দিয়ে গোটা কুরআন মাজীদ এক খণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছাও প্রকাশকের আছে। এতে টীকা থাকবে না। যারা শুধু তিলাওয়াত ও তরজমা পড়তে চান, তাদের চাহিদা এতে পূরণ হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা সবাইকে সাধ্যমতো কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

গোলাম আযম
জুন, ২০০৬

সূচিপত্র

ক্রমিক	সূরার নাম	নাযিলের স্থান	পারা	পৃষ্ঠা
১৩.	রা'দ	মাক্কী	১৩	৩
১৪.	ইবরাহীম	মাক্কী	১৩	১৬
১৫.	হিজ্‌র	মাক্কী	১৩-১৪	২৮
১৬.	নাহ্‌ল	মাক্কী	১৪	৪০
১৭.	বনী ইসরাঈল	মাক্কী	১৫	৬৮
১৮.	কাহ্‌ফ	মাক্কী	১৫-১৬	৯৪
১৯.	মারইয়াম	মাক্কী	১৬	১১৯
২০.	ত্বাহা	মাক্কী	১৬	১৩৭
২১.	আম্বিয়া	মাক্কী	১৭	১৬২
২২.	হাজ্জ	মাদানী	১৭	১৮১
২৩.	মু'মিনূন	মাক্কী	১৮	১৯৯
২৪.	নূর	মাদানী	১৮	২১৬
২৫.	ফুরকান	মাক্কী	১৮-১৯	২৩৯
২৬.	শু'আরা	মাক্কী	১৯	২৫২
২৭.	নাম্‌ল	মাক্কী	১৯-২০	২৭৫
২৮.	কাসাস	মাক্কী	২০	২৯২
২৯.	'আনকাবূত	মাক্কী	২০-২১	৩১৩
৩০.	রূম	মাক্কী	২১	৩২৮
৩১.	লুকমান	মাক্কী	২১	৩৪৩
৩২.	সাজদাহ্‌	মাক্কী	২১	৩৫১
৩৩.	আহ্‌যাব	মাদানী	২১-২২	৩৫৮
৩৪.	সাবা	মাক্কী	২২	৩৭৮
৩৫.	ফাতির	মাক্কী	২২	৩৮৯
৩৬.	ইয়া-সীন	মাক্কী	২২-২৩	৩৯৯
৩৭.	সাফ্‌ফাত	মাক্কী	২৩	৪১০
৩৮.	সোয়াদ	মাক্কী	২৩	৪২৬
৩৯.	যুমার	মাক্কী	২৩-২৪	৪৩৯
৪০.	মু'মিন	মাক্কী	২৪	৪৫৪
৪১.	হা-মীম সাজদাহ্‌	মাক্কী	২৪-২৫	৪৭১
৪২.	শূরা	মাক্কী	২৫	৪৮৫
৪৩.	যুখরুফ	মাক্কী	২৫	৪৯৯
৪৪.	দুখান	মাক্কী	২৫	৫১৪
৪৫.	জাছিয়াহ্‌	মাক্কী	২৫	৫২১

দ্বিতীয় খণ্ড

সূরা রা'দ থেকে সূরা জাছিয়া

—২য়/২-ক

১৩. সূরা রা'দ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ১৩ নং আয়াতের রা'দ শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রা'দ মানে মেঘের গর্জন। কিন্তু এটা সূরার আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিলের সময়

৪ ও ৬ নং রুকূ' সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ সূরাও সূরা আ'রাফ, ইউনুস ও হূদ-এর সমসাময়িক। সূরাটির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রাসূল (স) অনেক বছর ধরে আল্লাহর পথে যতই ডেকেছেন, বিরোধীরা ততই তাকে অপমান করার চেষ্টা করেছে। সাহাবায়ে কেরাম তাদের হিদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে চেয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা কোনো অলৌকিক ঘটনা দ্বারা তাদেরকে হেদায়াত করার ব্যবস্থা করুন।

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে বোঝালেন, মানুষকে হেদায়াত করার এ নিয়ম তিনি পছন্দ করেন না। মানুষ বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে স্বাধীনভাবে ফায়সালা করুক যে, হেদায়াত কবুল করবে, নাকি গোমরাহ-ই থাকবে।

ইসলামের দুশমনদের হঠকারিতা ও ষড়যন্ত্র এত দিন ধরে আল্লাহ সহ্য করছেন বলে মুমিনদের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে তার জবাবে বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের ঘাবড়ানোর দরকার নেই । এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কবর থেকে মরা মানুষ উঠে এলেও এরা হেদায়াত কবুল করবে না; বরং এর কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা দেবে। বিরোধিতার এ পর্যায় থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি মাক্কী যুগের শেষদিকে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরার মূল কথা প্রথম আয়াতেই বলে দেওয়া হয়েছে। রাসূল (স) যা পেশ করেছেন তা অতি সত্য হওয়া সত্ত্বেও লোকেরা তা মেনে নিচ্ছে না। এটা তাদের মস্ত বড় ভুল। গোটা সূরার এটাই কেন্দ্রীয় বিষয়।

তাদের ভুল ভাঙানোর জন্য বারবার বিভিন্নভাবে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। এগুলোকে বিশ্বাস করার উপকারিতা ও অবিশ্বাস করার ক্ষতি সম্পর্কে স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের পক্ষে যুক্তি পরিবেশন করে একদিকে বিবেক-বুদ্ধিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে, অপরদিকে এসবের প্রতি ঈমান আনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এক-একটি দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করার ফাঁকে ফাঁকে নানাভাবে ভয়ও দেখানো হয়েছে, আবার স্নেহের ভাষায় উপদেশও দেওয়া হয়েছে।

সূরাটির বিভিন্ন আয়াতে বিরোধীদের কয়েকটি আপত্তির কথা উল্লেখ না করেই জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাব থেকেই বোঝা যায়, কোন্ আপত্তির জবাব কোন্টি।

১১/১২ বছর অবিরাম দীনের দাওয়াত দিতে দিতে মুমিনগণ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন এবং জনগণ দাওয়াত কবুল না করায় হতাশ হয়ে যাচ্ছিলেন বলে সূরাটিতে মুমিনগণকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ

ايَاتُهَا ٤٣ رُكُوْعَاتُهَا ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ①

১. আলিফ-লাম-মীম-রা। এটা আল্লাহর কিতাবের আয়াত, যা কিছু আপনার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে তা-ই আসল সত্য। কিন্তু (আপনার কাওমের) বেশির ভাগ লোকই তা মেনে নিচ্ছে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ②

২. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমরা দেখতে পাও[১] এমন খুঁটি ছাড়াই আসমানকে কায়েম করেছেন। এরপর তিনি আরশে আরোহণ করলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একটি নিয়মের অধীন করে দিলেন। এ গোটা ব্যবস্থায় প্রতিটি জিনিস এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে। আল্লাহই এসব কাজের ব্যবস্থাপনা করেন। তিনি নির্দশনগুলো খুলে খুলে বর্ণনা করেন।[২] হয়তো তোমরা তোমাদের রবের সাথে যে দেখা হবে তা বিশ্বাস করবে।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ

৩. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন এবং নদী বহায়ে দিয়েছেন। তিনি সব রকমের ফলের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন। যারা

১. অন্য কথায়, আসমানসমূহ কিসের উপর ভর করে আছে, তা দেখা যায় না। মহাশূন্যে এমন কোনো বস্তু দেখতে পাওয়া যায় না, যা অসংখ্য-অগণিত গ্রহ-তারাকে ধারণ করে আছে। কিন্তু নিশ্চয়ই কোনো শক্তি প্রত্যেককে তার অক্ষে ও কক্ষপথে ধারণ করে আছে এবং এই বিরাট-বিপুল বস্তুসমূহকে পৃথিবীর উপর পড়ে যাওয়া থেকে বা তাদের একের সাথে অপরের ধাক্কা লাগা থেকে ফিরিয়ে রেখেছে।

২. অর্থাৎ, এই বিষয়ের নিদর্শনাবলি যে, আল্লাহর রাসূল (স) যেসব সত্যের খবর দিয়েছেন তা বাস্তবিকই সত্য। সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকদিকেই সেসবের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, এমন নিদর্শনসমূহ

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য এ সবের মধ্যেই বড় বড় নিদর্শন রয়েছে।

وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

৪. আর দেখ, পৃথিবী আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করা আছে, যা একে অপরের পাশাপাশিই রয়েছে। এতে আঙুরের বাগান আছে, চাষাবাদ আছে, খেজুরের গাছ আছে, যার কতক একাধিক কাণ্ডবিশিষ্ট আবার কতক এক কাণ্ডবিশিষ্ট। অথচ এসবকে একই পানি দিয়ে সেচ করা হয়, কিন্তু মজার দিক দিয়ে কোনোটার চেয়ে কোনোটাকে ভালো বানিয়ে দিই। যারা জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী তাদের জন্য এসবের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ۬ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

৫. এখন যদি তোমরা অবাক হও, তাহলে তাদের এ কথাটি আরো বেশি অবাক হওয়ার বিষয় যে, আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব তখন কি আমাদেরকে নতুন করে পয়দা করা হবে? এরা ঐ সব লোক, যারা তাদের রবকে অস্বীকার করেছে[৩] এবং এরা ঐ সব লোক, যাদের গলায় শিকল পরানো হয়েছে।[৪] এরাই দোযখের অধিবাসী এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

রয়েছে। মানুষ যদি চোখ খুলে দেখে তবে পবিত্র কুরআনে যেসব কথার প্রতি বিশ্বাস করার জন্য বলা হয়েছে, জমিন ও আসমানের মধ্যে বিস্তৃত অসংখ্য নিদর্শনসমূহ সেসবের সত্যতার সাক্ষ্য দান করছে।

৩. অর্থাৎ, তাদের আখিরাতকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর ক্ষমতা ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে অস্বীকার করা। তারা শুধু এতটুকুই বলে না যে, মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব; তা ছাড়া তাদের কথার মধ্যে এ ধারণাও লুকিয়ে আছে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অক্ষম, নাচার, মূর্খ ও অজ্ঞ। নাউযুবিল্লাহ!

৪. গলায় শিকল পরে থাকার অর্থ কয়েদি হওয়ার আলামত। তাদের গলায় শিকল পরে থাকার অর্থ হচ্ছে তারা মূর্খতা, হঠকারিতা, নাফসের পূজা এবং তাদের বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণে বন্দী হয়ে আছে। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না। তাদের কুসংস্কারাদি তাদেরকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, তারা আখিরাতকে কিছুতেই স্বীকার করতে পারছে না– যদিও তা স্বীকার করা খুবই যুক্তিপূর্ণ এবং অস্বীকার করা একেবারেই অযৌক্তিক বা যুক্তিবিরোধী।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৬. এই লোকেরা ভালোর আগে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছে।[৫] অথচ এর আগে (যারা এ রকম করেছে তাদের উপর আল্লাহর আযাবের) শিক্ষামূলক উদাহরণ রয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আপনার রব মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তাদেরকে মাফ করে দেন। আবার এটাও সত্য যে, আপনার রব কঠোর শাস্তিও দিয়ে থাকেন।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

৭. যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'এ লোকটির উপর তার রবের পক্ষ থেকে কেন কোনো নিদর্শন নাযিল করেনি?' আপনি তো শুধু সতর্ককারী। আর প্রত্যেক কাওমের জন্যই হেদায়াতকারী রয়েছে।

রুকূ' ২

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ۝

৮. আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে যা আছে তা জানেন। পেটে যা জন্মে তাও তিনি জানেন এবং এতে যা কম-বেশি হয় তাও জানেন। প্রতিটি জিনিসের জন্য তাঁর নিকট একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ۝

৯. গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়েই তিনি জ্ঞানী। তিনি মহান এবং সব অবস্থায়ই তিনি সবার উপরে আছেন।

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝

১০. তোমাদের মধ্যে কেউ আস্তে কথা বলুক আর জোরে বলুক এবং কেউ রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকুক আর দিনের আলোতে চলাফেরা করুক, তাঁর জন্য সবই সমান।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ

১১. প্রতিটি মানুষের সামনে ও পেছনে তাঁর নিয়োজিত পাহারাদার লেগে আছে, যারা আল্লাহর হুকুমে তার দেখাশুনা করে। আসল কথা হলো, আল্লাহ কোনো কাওমের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেরা

৫. অর্থাৎ, শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

নিজেদের গুণাবলির পরিবর্তন না করে। আর যখন আল্লাহ কোনো কাওমের প্রতি মন্দের ফায়সালা করেন, তখন কেউ তা রোধ করতে পারে না। আল্লাহর বিরুদ্ধে এমন কাওমের কোনো সাহায্যকারী হতে পারে না।

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

১২. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তোমাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকান, যা দেখে তোমাদের ভয়ও হয়, আবার আশাও জাগে এবং তিনিই পানিভরা মেঘ বানান।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾

১৩. মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করে।[৬] আর ফেরেশতারা আল্লাহর ভয়ে (তাঁর তাসবীহ করে)। তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান এবং (অনেক সময়) যাদের উপর ইচ্ছা করেন তাদের উপর এমন সময় তা ফেলে দেন, যখন তারা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করতে থাকে। তাঁর কৌশল বড়ই মযবুত।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۚ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾

১৪. একমাত্র আল্লাহকে ডাকাই সত্য ও সঠিক।[৭] যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকে তারা তাদের দোয়ার কোনো জবাবই দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকা এমনই, যেমন কেউ পানির দিকে হাত বাড়িয়ে তার কাছে দরখাস্ত করে যে, 'তুমি আমার মুখে পৌঁছে যাও' অথচ পানি কখনো সেখানে পৌঁছে না। তেমনিভাবে কাফিরদের দোয়াও লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬. অর্থাৎ, মেঘের গর্জন এ সত্য ঘোষণা করে, যে আল্লাহ বাতাস প্রবাহিত করেন, পানিকে বাষ্প বানান, ঘন মেঘ জমা করেন ও বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং এভাবেই পৃথিবীর সকল জীবের জন্য পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন, তিনি নিজের ক্ষমতা ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে পূর্ণ; নিজের গুণাবলিতে ত্রুটিহীন এবং প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বে তাঁর সাথে কেউ শরীক নয়। যারা পশুদের মতো শুধু শুনে, তারা তো মেঘের গর্জনে কেবল আওয়াজটুকুই শুনতে পায়; কিন্তু যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনাসম্পন্ন কান আছে, তারা মেঘের ভাষায় তাওহীদের ঘোষণা শুনতে পায়।

৭. 'ডাকা' মানে নিজের প্রয়োজন ও অভাবে সাহায্য চাওয়া। এ কথার মর্ম হচ্ছে, অভাব পূরণ এবং দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি দূর করার সকল ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। সুতরাং শুধু তাঁর কাছেই দোয়া করা উচিত।

১৫. তিনিই আল্লাহ, যাকে জমিন ও আসমানের সব কিছু ইচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে সিজদা করছে[৮] এবং সব জিনিসের ছায়া সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর দিকে নত হয়।[৯] (সিজদার আয়াত)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۩ ⑮

১৬. (হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও জমিনের রব কে? বলুন, আল্লাহ। তারপর তাদেরকে বলুন, 'যখন এটাই সত্য, তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব মা'বুদকে তোমাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ, যারা নিজেদের ভালো ও মন্দের কোনো ইখতিয়ারও রাখে না?' বলুন, 'অন্ধ ও চোখওয়ালা কি সমান হতে পারে? আলো ও অন্ধকার কি এক?' আর যদি তা না হয় তাহলে তাদের বানানো শরীকরাও কি আল্লাহর মতো কিছু পয়দা করেছে যে, এর কারণে তাদেরও সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে বলে সন্দেহ হয়? বলুন, প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ এবং তিনি একক ও সর্বশক্তিমান।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۗ
قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ أَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ
لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ
وَالنُّوْرُ ۚ أَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ
فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۗ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑯

১৭. আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং প্রত্যেক নদী-নালা তাদের সাধ্যমতো তা বয়ে নিয়ে যায়। যখন বন্যা হয় তখন উপরে অনেক ফেনা উঠে এবং এমন ফেনা ঐ সব ধাতুর উপরও উঠে, যা মানুষ অলংকার ও পাত্র বানানোর জন্য আগুনে গলায়। এ উপমা দিয়ে আল্লাহ হক ও বাতিলের ব্যাপারটা স্পষ্ট করেন। যা ফেনা তা উড়ে যায়, আর যা মানুষের জন্য উপকারী তা মাটিতে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ উপমা দিয়ে নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন।

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا
فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۗ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ
مِّثْلُهٗ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ
اللّٰهُ الْأَمْثَالَ ⑰

৮. 'সিজদা' অর্থ আনুগত্যে বিনত হওয়া, আদেশ পালন করা ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা।

৯. 'ছায়াসমূহ সিজদা করা'র অর্থ হচ্ছে, ছায়াসমূহ সকাল-সন্ধ্যায় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঝুঁকে পড়া। এটা এই সত্যের প্রমাণ যে, সব জিনিসই একজনের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য এবং তাঁর তৈরি আইনের অধীন।

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

১৮. যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয় তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর যারা সাড়া দেয়নি তারা যদি দুনিয়ার সব ধন-দৌলতের মালিক হয় এবং এ পরিমাণ আরও পায়, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য এ সবই ফিদইয়া (বিনিময়) হিসেবে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। এরা ঐ সব লোক, যাদের নিকট থেকে অত্যন্ত কড়াভাবে হিসাব নেওয়া হবে। আর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ এবং তা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

রুকূ' ৩

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

১৯. এটা কী করে সম্ভব, ঐ লোক যে আপনার রবের এই কিতাব, যা তিনি আপনার উপর নাযিল করেছেন, তাকে সত্য বলে জানে, আর ঐ লোক, যে এ বিষয়ে অন্ধ, তারা দুজনই এক সমান হয়ে যাবে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই কবুল করে থাকে।

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

২০. তাদের কর্মনীতি এমন হয় যে, তারা আল্লাহর সাথে তাদের ওয়াদা পূরণ করে এবং তা মযবুত করে বাঁধার পর ছিঁড়ে ফেলে না।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

২১. তাদের আচরণ এমন হয় যে, আল্লাহ যে যে সম্পর্ককে বহাল রাখার হুকুম দিয়েছেন তা বহাল রাখে এবং তাদের রবকে ভয় করে। আর তারা এ বিষয়েও ভয় করে যে, না জানি তাদের থেকে কঠিন হিসাব নেওয়া হয়।

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

২২. তাদের অবস্থা হলো– তারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামায কায়েম করে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আমার দেওয়া রিযক থেকে খরচ করে এবং মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে। আখিরাতের ঘর এ লোকদের জন্যই রয়েছে।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

২৩-২৪. অর্থাৎ তা এমন বাগান, যা তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে। তারা নিজেরাও তাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক তারাও সেখানে তাদের সাথে যাবে। আর ফেরেশতারা সব দিক থেকে তাদেরকে সমাদর জানাতে আসবে এবং তাদেরকে বলবে 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা দুনিয়ায় সবর করার বদলায় আজ এর ভাগী হয়েছো।' তাই আখিরাতের ঘর কতই না ভালো।

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

২৫. আর যারা আল্লাহর সাথে মযবুত ওয়াদায় অবদ্ধ হওয়ার পর তা ভেঙে দেয় এবং যারা ঐ সব সম্পর্ক নষ্ট করে, যা আল্লাহ জোড়ে রাখার হুকুম দিয়েছেন এবং যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তারা লা'নতেরই অধিকারী এবং তাদের জন্য আখিরাতে অনেক মন্দ ঠিকানা রয়েছে।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝

২৬. আল্লাহ যাকে চান রিযক বাড়িয়ে দেন আর যাকে চান কম পরিমাণ দেন। এরা দুনিয়ার জীবনেই মগ্ন আছে, অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় এক সামান্য জীবিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রুকূ' ৪

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝

২৭. এসব লোক, যারা (মুহাম্মদ [স]-কে রাসূল হিসেবে মানতে) অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'এ লোকটির উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন কেন নাযিল হয় না?' বলে দিন, আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন। তিনি তাঁর দিকে আসার পথ তাকেই দেখান, যে তাঁর দিকে ফিরে আসতে চায়।

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۚ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

২৮. তারাই ঐ সব লোক, যারা (এ নবীর দাওয়াত) কবুল করেছে এবং যাদের দিল আল্লাহর যিক্‌র দ্বারা শান্তি ও তৃপ্তিবোধ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিক্‌রই ঐ জিনিস, যা দ্বারা অন্তর এতমিনান (শান্তি) লাভ করে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝

২৯. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারাই ভাগ্যবান এবং তাদের জন্য রয়েছে ভালো পরিণাম।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْۤ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۝

৩০. (হে নবী!) এমনিভাবে আমি আপনাকে এমন এক কাওমের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি[১০], যার আগে অনেক কাওম গত হয়ে গেছে, যাতে আপনি তাদেরকে ঐ বাণী শুনিয়ে দিতে পারেন, যা আমি আপনার উপর নাযিল করেছি। তাদের অবস্থা এই যে, তারা অত্যন্ত মেহেরবান আল্লাহকে অস্বীকার করে আছে। তাদেরকে বলুন, তিনিই আমার রব, যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই, তাঁর উপর আমি ভরসা করি এবং তিনিই আমার সহায় ও আশ্রয়।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ

৩১. কী হয়ে যেত যদি এমন কুরআন নাযিল করা হতো, যার জোরে পাহাড় চলমান হতো, অথবা মাটি ফেটে যেত, অথবা মরা মানুষ কবর থেকে বের হয়ে কথা বলত? (এমন ধরনের নিদর্শন দেখিয়ে দেওয়া কোনো কঠিন ব্যাপার নয়) বরং সকল ইখতিয়ারই আল্লাহর হাতে।[১১] তাহলে

১০. অর্থাৎ, এসব লোক যেসব নিদর্শন দাবি করে সেরূপ কোনো নিদর্শন ছাড়া।

১১. অর্থাৎ, নিদর্শন না দেখানোর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তাআলা তা দেখাতে অক্ষম বরং মূল কারণ হচ্ছে, এ নিয়মে কাজ করা আল্লাহ তাআলার নীতি নয়। কারণ, শুধু কোনো বিশেষ নবীর নবুওয়াত স্বীকার করিয়ে নেওয়া আসল উদ্দেশ্য নয়; হিদায়াতই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। আর লোকদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন ছাড়া হেদোয়াত সম্ভব নয়।

لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ
الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ
أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

ঈমানদাররা কি (এখনো কাফিরদের দাবির জবাবে কোনো নিদর্শনের আশায় আছে এবং তারা এটা জেনে কি) নিরাশ হয়ে যায়নি যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তো সব মানুষকেই হেদায়াত করে দিতেন?[১২] আর যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করছে তাদের কীর্তিকলাপের কারণে তাদের উপর কোনো না কোনো বিপদ আসতেই থাকে অথবা তাদের ঘরের কাছেই কোথাও নাযিল হতেই থাকে। আল্লাহর ওয়াদা তাদের উপর পুরা না হওয়া পর্যন্ত এ ধারা চলতেই থাকবে। অবশ্যই আল্লাহ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।

রুকূ' ৫

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ
عِقَابِ ﴿٣٢﴾

৩২. (হে নবী!) আপনার আগেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। আমি সব সময়ই কাফিরদেরকে ঢিলা দিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন দেখে নাও, আমার শাস্তি কত কঠিন।

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ
بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ

৩৩. যিনি প্রতিটি মানুষের কামাই-এর প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাঁর বিরুদ্ধে কি (ধৃষ্টতা দেখানো হচ্ছে যে) লোকেরা তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করছে? হে নবী! তাদেরকে বলুন (যদি সত্যিই ঐ সব শরীক আল্লাহরই বানানো হয়ে থাকে তাহলে) 'তাদের নাম বল।' তোমরা কি আল্লাহকে এক নতুন কথার খবর দিচ্ছ, যা দুনিয়াতে তিনি জানেন না? নাকি তোমরা এমনি যা মুখে আসে বলে

১২. অর্থাৎ, বুঝ-জ্ঞান ছাড়া যদি শুধু অন্ধ বিশ্বাসই উদ্দেশ্য হতো তাহলে এর জন্য নিদর্শন দেখানোর কী প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ তো সকল মানুষকে মুমিন হিসেবে সৃষ্টি করেই এ কাজ করতে পারতেন।

السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

দিচ্ছ? বরং যারা কাফির তাদের সব ফন্দি[১৩] তাদের নিকট সুন্দর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ যাকে পথহারা করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ۝

৩৪. এমন লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেই আযাব রয়েছে। আর আখিরাতের আযাব তো তা থেকেও বেশি কঠিন। কেউ নেই যে, তাদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচাতে পারে।

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوا ۖ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝

৩৫. মুত্তাকী লোকদের জন্য যে বেহেশতের ওয়াদা করা হয়েছে এর পরিচয় এই যে, নিচে ঝরনাধারা বয়ে যাচ্ছে, এর ফল ও ছায়া চিরস্থায়ী। এটাই মুত্তাকীদের পরিণাম। আর কাফিরদের শেষ ফল হলো আগুন।

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ۝

৩৬. (হে নবী!) আপনার আগে যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এ কিতাবের উপর খুশি, যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর বিভিন্ন দলের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা এর কিছু কথাকে মানতে অস্বীকার করে। আপনি সাফ সাফ বলে দিন, আমাকে শুধু আল্লাহর দাসত্ব করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আর কাউকে তাঁর সাথে শরীক করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমি তাঁরই দিকে দাওয়াত দিই এবং তাঁরই দিকে আমার ফিরে যেতে হবে।

১৩. এই শিরককে ধোঁকা বলার কারণ হচ্ছে, যেসব তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহকে, যে ফেরেশতা ও রূহকে অথবা যে সাধু ও নেক লোকদেরকে খোদায়ী গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বলা হয়েছে এবং যাদেরকে আল্লাহর বিশেষ অধিকার ও ক্ষমতার অংশীদার গণ্য করা হয়েছে, আসলে তাদের মধ্যে কেউ-ই কখনো এই গুণ ও ক্ষমতা নিজেদের বলে দাবি করেননি। তারা মানুষকে এ শিক্ষাও দেননি যে, তোমরা আমাদের উদ্দেশ্যে পূজা-উপাসনা কর, আমরা তোমাদের সব আশা পূরণ করে দেব; বরং চালাক-চতুর লোকেরাই জনসাধারণের উপর নিজেদের প্রভুত্ব কায়েমের জন্য এবং জনগণের আয়-রোজগারের মধ্যে তাদের ভাগ বসানোর জন্য কতগুলো নকল খোদা তৈরি করে মানুষকে সেই সব ঠাকুর-দেবতা ও নকল খোদার প্রতি বিশ্বাসী বানিয়েছে এবং নিজেদেরকে কোনো না কোনোরূপে ঐসব মিথ্যা খোদার প্রতিনিধিরূপে পেশ করে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ۝

৩৭. এ হেদায়াত দিয়েই আমি আপনার উপর আরবীতে হুকুম নাযিল করেছি। এখন আপনার উপর যে ইলম নাযিল করা হয়েছে তা থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি তাদের কথামতো চলেন তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনার কোনো সাহায্যকারীও নেই এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে আপনাকে বাঁচানোরও কেউ নেই।

রুকূ' ৬

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ۝

৩৮. (হে নবী!) আপনার আগেও আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। এবং তাদেরকে আমি স্ত্রী ও সন্তানাদির অধিকারী বানিয়েছিলাম।[১৪] কোনো রাসূলেরই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন এনে দেখানোর ক্ষমতা ছিল না। প্রত্যেক যুগের জন্যই একটি কিতাব রয়েছে।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚۖ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ۝

৩৯. আল্লাহ যা কিছু ইচ্ছা করেন বিলোপ করে দেন এবং যা কিছু চান তা কায়েম রাখেন। উম্মুল কিতাব তো তাঁরই কাছে আছে।[১৫]

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

৪০. (হে নবী!) আমি এদেরকে যে মন্দ পরিণামের ধমক দিচ্ছি এর কিছু অংশ আপনি জীবিত থাকাকালেই দেখিয়ে দিই অথবা তা প্রকাশ হওয়ার আগেই আপনাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিই, অবস্থা যাই হোক, আপনার দায়িত্ব শুধু বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর হিসাব লওয়া আমার কাজ।

১৪. এখানে নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে আরোপিত একটি অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে। তারা বলত, এ লোক তো আজব নবী, যার বিবিও আছে আবার বাচ্চাও আছে। নবীদের কি যৌন কামনা থাকতে পারে? অপরদিকে কুরাইশগণ নিজেরাই হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর হওয়ার গৌরব করত।

১৫. 'উম্মুল কিতাব' অর্থ– মূল কিতাব। অর্থাৎ, সেই মূল, যা থেকে সকল আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

৪১. এরা কি দেখতে পাচ্ছে না যে, আমি পৃথিবীতে এগিয়ে চলছি এবং সব দিক থেকে আমি তা ছোট করে আনছি?[১৬] আল্লাহ হুকুম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর ফায়সালা বদলানোর সাধ্য কারো নেই। আর হিসাব নিতে তাঁর দেরি লাগে না।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২. এদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তারাও বড় বড় চাল চেলেছে। তবে চূড়ান্ত চাল তো সবটুকুই আল্লাহর হাতে। তিনি জানেন যে, কে কী কামাই করছে। শিগ্‌গিরই কাফিররা জানতে পারবে, কার শেষ ফল ভালো।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

৪৩. কাফিররা বলে, আপনাকে আল্লাহ পাঠাননি। বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর এরপর ঐ লোকের সাক্ষ্য, যে আসমানী কিতাবের ইলম রাখে।

১৬. অর্থাৎ, তোমাদের বিরোধীরা কি দেখতে পাচ্ছে না যে, ইসলামের প্রভাব আরবভূমির কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ছে এবং সব দিক থেকে তারা ঘেরাও হয়ে আসছে। এটা যদি তাদের শেষ পরিণতির লক্ষণ না হয় তবে এটা কী? আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন, আমি এ দেশকে ঘেরাও করে ফেলেছি। এটা হচ্ছে চমৎকার একটা বর্ণনাভঙ্গি। যেহেতু দাওয়াতে হক বা সত্যের ডাক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয় এবং আল্লাহ তাআলা দাওয়াত পেশকারীদের সঙ্গেই থাকেন, সেহেতু কোনো দেশে এই দাওয়াত ছড়ানোকে আল্লাহ তাআলা এভাবে বর্ণনা করেন যে, 'আমি এদেশে এগিয়ে চলছি'।

১৪. সূরা ইবরাহীম

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ৩৫ নং আয়াতের 'ইবরাহীম' শব্দের ভিত্তিতেই এ নামকরণ করা হয়েছে। সূরা ইউসুফের মতো হযরত ইবরাহীমের কাহিনী এ সূরার আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিলের সময়

এ সূরার ১৩ নং আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐ সময় মক্কায় মুসলিমদের উপর যুলুম-নির্যাতন চরমে পৌঁছেছিল। তাই সূরাটি মাক্কী যুগের শেষদিকের সূরাগুলোরই একটি বলে মনে হয়। সূরার শেষ রুকূ'র আলোচ্য বিষয় থেকেও এ কথাই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য বিষয়

যারা রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য সব রকমের নিকৃষ্ট ও জঘন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে একদিকে উপদেশ দান করার পাশাপাশি ভয় দেখানোই সূরাটির কেন্দ্রীয় বিষয়। তবে উপদেশের চেয়ে সাবধান করা ও হুমকি দেওয়ার উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ, এর আগের কয়েকটি সূরায় উপদেশ দেওয়া ও বোঝানোর কাজটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমাধা করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও তাদের হঠকারিতা, হিংসা-বিদ্বেষ, বিরোধিতা ও যুলুম-নির্যাতন বেড়েই চলছিল।

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٢ رُكُوْعَاتُهَا ٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ①

১. আলিফ-লাম-রা। হে নবী! এটা এক কিতাব, যা আমি আপনার উপর নাযিল করেছি, যাতে আপনি জনগণকে তাদের রবের তাওফীকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে ঐ আল্লাহর পথে নিয়ে আসেন, যিনি মহাশক্তিশালী ও আপন সত্তায় প্রশংসিত।[১]

اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ ② الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ③

২-৩. তিনি আসমান ও জমিনে যা আছে সবকিছুরই মালিক। আর ঐ কাফিরদের জন্য ধ্বংসকারী কঠোর আযাব রয়েছে, যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং চায় যে এ পথ (তাদের খাহেশ মতো) বাঁকা হয়ে যাক। এ লোকেরা গোমরাহীতে বহু দূর চলে গেছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ④

৪. আমি বাণী পাঠানোর জন্য যখনি কোনো রাসূলকে পাঠিয়েছি, তিনি তার কাওমের ভাষায়ই বাণী পৌঁছিয়েছেন, যাতে তিনি তাদেরকে স্পষ্ট করে কথা বোঝাতে পারেন। আর আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন। তিনি শক্তিমান ও মহাকুশলী।

১. 'হামীদ' শব্দটির অর্থ যদিও 'মুহাম্মাদ' শব্দের মতোই, তবুও দুটি শব্দের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। কোনো ব্যক্তিকে তখনই মুহাম্মাদ বলা হয়, যখন তার প্রশংসা করা হয়েছে বা করা হয়; কিন্তু 'হামীদ' হচ্ছে এমন সত্তা, যিনি নিজে নিজেই প্রশংসিত বা প্রশংসার যোগ্য– কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা না করুক।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

৫. আমি এর আগে মূসাকেও আমার নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি। তাঁকেও আমি আদেশ করেছি যে, আপনার কাওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে আল্লাহর ইতিহাসের[২] শিক্ষামূলক ঘটনাগুলো শুনিয়ে উপদেশ দিন। ঐ সব ঘটনার মধ্যে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই নিদর্শন রয়েছে, যে সবর করে এবং শোকর করে।[৩]

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

৬. (ঐ ঘটনা) স্মরণ কর, যখন মূসা তার কাওমকে বলেছিলেন, আল্লাহর ঐ নিয়ামতকে স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে ফিরাউনদের হাত থেকে নাজাত দিয়েছেন, যারা তোমাদের ভয়ানক কষ্ট দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে মেরে ফেলত এবং মেয়েদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। এসবের মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কঠিন পরীক্ষা ছিল ।

রুকূ' ২

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝

৭. মনে রেখ, তোমাদের রব সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা শোকর কর তাহলে অবশ্যই তোমাদের আরো বেশি দান করব। আর যদি কুফরী কর তাহলে আমার আযাব বড়ই কঠিন।

২. বড় কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বোঝাতে আরবী ভাষায় 'আইয়াম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 'আইয়ামুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর দিনগুলো'-এর অর্থ– মানবীয় ইতিহাসের সেসব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা অতীত যুগের জাতিসমূহের বিরাট বিরাট ব্যক্তিকে তাদের কর্মফল হিসেবে শাস্তি বা পুরস্কার দান করেছেন।

৩. অর্থাৎ, এসব নিদর্শন তো আছেই কিন্তু তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা শুধু তাদেরই কাজ, যারা সবর ও মনোবলের সাহায্যে আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষায় পাস করে এবং আল্লাহ তাআলার সব নিয়ামতের মূল্য সঠিকভাবে বুঝে এর জন্য অন্তর থেকে শুকরিয়া জানায়।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

৮. আর মূসা বললেন, তোমরা যদি কুফরী কর এবং পৃথিবীর সবাইও যদি কাফির হয়ে যায় তাহলে কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই এবং তিনি নিজে নিজেই প্রশংসার পাত্র (তিনি কারো প্রশংসার ধার ধারেন না)।

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾

৯. তোমাদের কাছে[৪] ঐ সব কাওমের খবর কি পৌঁছেনি, যারা তোমাদের আগে গত হয়ে গেছে? নূহের কাওম, 'আদ ও সামূদ এবং তাদের পরও অনেক কাওম, যাদের (সংখ্যা) আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাদের রাসূল যখন তাদের কাছে স্পষ্ট কথা ও নিদর্শন নিয়ে এলেন তখন তারা হাত দিয়ে তাদের মুখ ঢেকে দিল।[৫] আর তারা বলল, তোমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং তুমি আমাদেরকে যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমরা বিভ্রান্তিপূর্ণ সন্দেহে পড়ে আছি।

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾

১০. তাদের রাসূলগণ বললেন, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, সেই আল্লাহ সম্বন্ধেই কি সন্দেহ আছে? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন, যাতে তোমাদের গুনাহ মাফ করতে পারেন এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে সুযোগ দিতে পারেন। তারা জবাবে বলল, তুমি আমাদের মতোই মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। তুমি আমাদেরকে ঐ সব মা'বুদের ইবাদত করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে চাও, যাদের ইবাদত আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে চলে এসেছে? আচ্ছা, তাহলে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এস।

৪. হযরত মূসা (আ)-এর ভাষণ উপরে শেষ হয়েছে। এখন আল্লাহ সরাসরি মক্কার কাফিরদেরকে সম্বোধন করে কথা বলছেন।

৫. এটা এমন কথা, যেমন আমরা (উর্দুতে/বাংলায়) বলে থাকি– 'কানে হাত দেওয়া বা দাঁতে আঙুল কাটা'। অর্থাৎ, কথা শুনতে অস্বীকার করা।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ
وَمَا كَانَ لَنَآ أَنْ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের মতোই মানুষ ছাড়া আর কিছুই নই। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা দয়া করেন। আর এটা আমাদের ইখতিয়ারে নেই যে, আমরা তোমাদেরকে কোনো প্রমাণ এনে দিতে পারি। প্রমাণ তো শুধু আল্লাহর অনুমতিতেই আসতে পারে। আর আল্লাহর উপরই ঈমানদারদের ভরসা করা উচিত।

وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا
سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى
اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. আমরা কেন আল্লাহর উপর ভরসা করব না, অথচ তিনিই আমাদের জীবনে চলার পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ এতে আমরা সবর করব। আর সবরকারীদেরকে শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।

রুকূ' ৩

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ
مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَأَوْحٰى
إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٣﴾
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ
خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿١٤﴾

১৩-১৪. শেষ পর্যন্ত কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলে দিলো, হয় তোমাদেরকে আমাদের পথে ফিরে আসতে হবে[৬], আর না হয় আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবো। তখন তাদের রব তাদের নিকট ওহী পাঠালেন, আমি ঐ যালিমদেরকে ধ্বংস করে দেবো এবং তাদের পর আপনাদেরকে পৃথিবীতে আবাদ করব। যারা আমার কাছে জবাবদিহিকে ভয় করে এবং আমার শাস্তিকে ভয় পায় তাদের জন্যই এ নিয়ামত।

৬. এর অর্থ এই নয় যে, নবীগণ (আ) নবুওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার আগে গোমরাহ জাতির ধর্ম ও সামাজিক প্রথা মেনে চলতেন। এর অর্থ হচ্ছে– যেহেতু নবুওয়াতের আগে তাঁরা একরকম নীরব জীবনযাপন করতেন এবং কোনো ধর্মের প্রচার বা কোনো প্রচলিত ধর্মের প্রতিবাদ করতেন না, সেহেতু তাঁদের কাওমের লোকেরা মনে করত যে, তাঁরা তাঁদের মিল্লাতেই শামিল ছিলেন এবং তাদের আদর্শ ও জীবনধারা মেনে চলতেন। তাই তাঁরা নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন শুরু করার পর তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতো যে, তাঁরা বাপ-দাদার ধর্ম ও আদর্শ বাদ দিয়ে গোমরাহ হয়ে গেছেন। আসলে তাঁরা নবুওয়াতের আগে কখনো মুশরিকদের মিল্লাতে শামিল ছিলেন না। তাই কাওমের লোকদের ঐ অভিযোগ মিথ্যা।

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾

১৫. তারা ফায়সালা চেয়েছিল। (এভাবেই এর ফায়সালা হলো যে) প্রত্যেক শক্তিমান সত্যের দুশমন ব্যর্থ হয়ে গেল!

مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

১৬-১৭. এরপর তাদের জন্য দোযখ রয়েছে এবং সেখানে তাদেরকে পুঁজ জাতীয় পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা তারা কষ্ট করে গলায় ঢুকানোর চেষ্টা করবে এবং তা অতি কষ্টেই গলায় নামাতে পারবে। মউত সব দিক থেকেই তাদের উপর ছেয়ে থাকবে, কিন্তু তারা মরতেও পারবে না। এরপর তাদের উপর কঠিন আযাব চেপে বসবে।

مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

১৮. যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে তাদের আমলের উপমা হলো ঐ ছাইয়ের মতো, যাকে এক তুফানী দিনের ঝড়ো বাতাস উড়িয়ে দিয়েছে। তারা তাদের কামাইয়ের কোনো ফলই পাবে না। এটাই সবচেয়ে বড় গোমরাহী।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আসমান ও জমিনকে সত্যের উপর কায়েম করেছেন? তিনি যদি চান তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং এক নতুন সৃষ্টি তোমাদের জায়গায় নিয়ে আসবেন।

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾

২০. এমনটি করা তাঁর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا

২১. এরা সবাই যখন এক সাথে আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন যারা দুনিয়াতে দুর্বল ছিল তারা দুনিয়ায় যারা বড় লোক বনে বসেছিল তাদেরকে বলবে, 'আমরা দুনিয়ায় তোমাদের অধীনে ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য কিছু করতে পার?' তারা জবাব দেবে, 'আল্লাহ যদি আমাদেরকে নাজাতের কোনো পথ

أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾

দেখাতেন তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকেও দেখাতাম। এখন আমরা হা-হুতাশ করি আর সবর করি সবই সমান। কোনো অবস্থায়ই আমাদের নিস্তার নেই।'

রুকূ' ৪

وَقَالَ الشَّيْطَٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

২২. আর যখন ফায়সালা করে দেওয়া হবে তখন শয়তান বলবে, আসল কথা হলো, আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য ছিল, আর আমি যত ওয়াদা করেছিলাম তা সবই ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। আমি এ ছাড়া আর কিছুই করিনি যে, আমি তোমাদেরকে আমার পথে ডেকেছি, আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ। এখন তোমরা আমাকে দোষারোপ করো না, নিজেরাই নিজেদেরকে দোষারোপ কর। এখন আমি তো তোমাদের ফরিয়াদে সাড়া দিতে পারি না, তোমরাও আমার উদ্ধারে সাড়া দিতে পার না। এর আগে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে রেখেছিলে[৭] তা থেকে আমি দায়মুক্ত। এমন যালিমদের জন্য তো অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٣﴾

২৩. (এর বিপরীতে) দুনিয়ায় যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করানো হবে, যার নিচে ঝরনাধারা বয়ে চলবে। সেখানে তারা তাদের রবের অনুমতিতে চিরকাল থাকবে এবং সেখানে তাদেরকে সালাম দ্বারা মুবারকবাদ জানানো হবে।

৭. এ কথা অতি সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসের দিক দিয়ে কেউই শয়তানকে আল্লাহর গুণাবলির অংশীদার মনে করে না বা তার উপাসনাও করে না; বরং সকলেই তার প্রতি লা'নত করে। কিন্তু যারা শয়তানের কথামতো চলে বা তার রীতি-নীতি মেনে চলে তারা আসলে আল্লাহর সাথে শয়তানকে শরীক করে। এখানে এটাকেই শিরক বলা হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

২৪-২৫. তোমরা কি দেখছ না, আল্লাহ কালেমা তাইয়েবাকে কোন্ জিনিসের সাথে তুলনা করেছেন? এর উদাহরণ এমন, যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে মযবুত হয়ে আছে এবং যার শাখা-প্রশাখা আসমান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যা তার রবের হুকুমে সব সময় ফল দিচ্ছে। আল্লাহ এ রকম উদাহরণ এ জন্য দিয়ে থাকেন, যাতে মানুষ তা থেকে শিক্ষা নেয়।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

২৬. আর অশ্লীল বাক্যের উদাহরণ এমন, যেমন একটা খারাপ জাতের গাছ, যাকে মাটির উপর থেকেই উপড়িয়ে ফেলা যায়, যার (শিকড়) মযবুত নয়।

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾

২৭. যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ একটি মযবুত কথার ভিত্তিতে দুনিয়ায় ও আখিরাতে প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর যালিমদেরকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন।

রুকূ' ৫

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾

২৮-২৯. তোমরা ঐ সব লোককে কি দেখেছ, যারা আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে তা না-শোকরীতে বদলে নিয়েছে এবং (নিজেদের সাথে) তাদের কাওমকেও ধ্বংসের ঘরে ফেলে দিয়েছে অর্থাৎ দোযখে, যেখানে তাদেরকে আগুনে ঝলসানো হবে এবং তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾

৩০. তারা আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে, যাতে তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দেয়। তাদেরকে বলুন, ঠিক আছে, (কিছুদিন) মজা করে নাও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে দোযখেই ফিরে যেতে হবে।

৩১. (হে নবী!) আমার যেসব বান্দাহ ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে আমি যা দিয়েছি তা থেকে তারা যেন প্রকাশ্যে ও গোপনে (সৎপথে) খরচ করে ঐ দিন আসার আগে, যেদিন কোনো বেচাকেনাও হবে না এবং কোনো বন্ধুত্বের সম্পর্কও থাকবে না।	قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ﴿٣١﴾
৩২. তিনিই তো আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন। তারপর এ দ্বারা তোমাদের রিযকের জন্য নানা রকম ফল উৎপন্ন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের আয়ত্তের অধীন করেছেন, যাতে তা সমুদ্রে তার হুকুমে চলাচল করে এবং সমুদ্রকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।	اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿٣٢﴾
৩৩. যিনি চন্দ্র ও সূর্যকে তোমাদের খিদমতে লাগিয়েছেন, যা অবিরাম চলছে এবং রাত ও দিনকেও তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন।[৮]	وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاۤئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর তোমরা যা কিছু চেয়েছ তা সবই যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন।[৯] তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে গুণতে চাও তাহলে গুনে শেষ করতে পারবে না। আসলে মানুষ বড়ই যালিম ও না-শোকর।	وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۚ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۚ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

৮. 'তোমাদের জন্য মুসাখখার করে দেওয়া হয়েছে' বাক্যাংশটিকে সাধারণত লোকে ভুলবশত 'তোমাদের অধীন ও অনুগত করে দেওয়া হয়েছে' বলে মনে করে। তারপর এ ধরনের আয়াত থেকে আজব রকমের অর্থ বের করতে শুরু করে। কেউ কেউ তো মনে করে যে, এ আয়াতের মর্মানুযায়ী আসমান ও জমিনকে নিজেদের অধীন ও অনুগত করে নেওয়াই মানুষের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষের জন্য এসব জিনিসের মুসাখখার করার অর্থ এ ছাড়া অন্য কিছু নয় যে, আল্লাহ তাআলা এসব জিনিসকে এমন কতক নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, যার ফলে তা থেকে মানুষ খিদমত ও উপকার পায়।

৯. অর্থাৎ, তিনি তোমাদের দেহ ও মনের চাহিদা পূরণ করেছেন, তোমাদের জীবনের জন্য যা কিছু দরকার তা জোগাড় করেছেন এবং তোমাদের বেঁচে থাকা ও উন্নতি করার জন্য যা কিছু উপায়-উপকরণ জরুরি সেসব কিছুর ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

রুকূ' ৬

৩৫. ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার রব! এ শহরকে (মক্কা) নিরাপদ শহর বানাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও।'

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۞

৩৬. হে আমার রব! এসব মূর্তি বহু লোককে গোমরাহ করে ফেলেছে (হয়তো আমার সন্তানদেরকেও গোমরাহ করে দিতে পারে, তাই তাদের মধ্যে) যারা আমার পথে চলে তারাই আমার মধ্যে গণ্য। আর যারা আমাকে অমান্য করে (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

৩৭. হে আমার রব! আমি আমার সন্তানদের এক অংশকে তোমার সম্মানিত ঘরের পাশে এক অনাবাদি জায়গায় এনে বসতি স্থাপন করেছি। আমি এজন্য এটা করেছি, যাতে এরা এখানে নামায কায়েম করে। তাই তুমি জনগণের দিলকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে খাবার জন্য ফল দাও। হয়তো তারা শুকরিয়া আদায় করবে।

رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۞

৩৮. হে আমার রব! আমরা যা গোপনে করি ও প্রকাশ্যে করি সবই তুমি জানো। আর বাস্তবে আসমান ও জমিনে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে গোপন নেই।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۞

৩৯. আমি ঐ আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাই, যিনি আমাকে এই বুড়ো বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাকের মতো ছেলে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দোয়া শুনেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ ۞

৪০. হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও (এমন লোক সৃষ্টি কর, যারা এ

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾

কাজ করবে)। হে আমার রব! তুমি আমার দোয়া কবুল কর।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

৪১. হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে[১০] এবং সকল ঈমানদার লোকদেরকে মাফ করে দিও।

রুকূ' ৭

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

৪২. এখন এ যালিমরা যা কিছু করছে সে বিষয়ে আল্লাহকে অমনোযোগী মনে করবে না। আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিনের জন্য অবকাশ দিচ্ছেন, যেদিন অবস্থা এমন হবে যে, চোখগুলো অপলক চেয়ে থাকবে।

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. মাথা তুলে পালাতে থাকবে, চোখ উপর দিকে উঠে থাকবে এবং তাদের দিল উড়ে যেতে থাকবে।

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. (হে নবী!) যেদিন আযাব তাদের কাছে পৌঁছবে, আপনি তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখান। তখন এ যালিমরা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদের আর একটু সুযোগ দিন, আমরা আপনার দাওয়াতে সাড়া দেবো এবং রাসূলগণকে মেনে চলব।' (তাদেরকে সাফ জবাব দেওয়া হবে যে) তোমরা কি ঐ সব লোক নও, যারা কসম খেয়ে খেয়ে বলত, 'আমাদের তো কখনো পতন আসবেই না'।

وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾

৪৫-৪৬. অথচ তোমরা ঐ কাওমগুলোর এলাকায় বসবাস করছ, যারা নিজেদের উপর নিজেরাই যুলুম করেছিল এবং আমরা তাদের সাথে কী ব্যবহার করেছি তাও তোমরা দেখেছিলে। আর তাদের উদাহরণ দিয়ে দিয়ে

১০. হযরত ইবরাহীম (আ) আপন জন্মভূমি থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর পিতার সাথে ওয়াদা করেছিলেন, 'আমি আপনার জন্য আমার রবের কাছে মাফ চাইব (সূরা মারইয়াম : ৪৭)

সেই ওয়াদার কারণে তিনি নিজের গুনাহ মাফ চাওয়ার সাথে তাঁর পিতার জন্যও মাফ চাইলেন। পরে যখন তিনি জানলেন, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন ছিল, তখন তিনি তাঁর পিতার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন। (সূরা তাওবা : ১১৪)

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

তোমাদেরকে বুঝিয়েও ছিলাম। তারা তাদের সব ফন্দিই এঁটে দেখেছিল । কিন্তু তাদের প্রতিটি চালবাজির জবাবই আল্লাহর কাছে ছিল। অবশ্য তাদের অপকৌশল এমন ভয়ানক ছিল, যাতে পাহাড়ও টলে যাওয়ার কথা।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. সুতরাং (হে নবী!) আপনি মোটেই এমন ধারণা করবেন না যে, আল্লাহ কোনো সময় তাঁর রাসূলদেরকে দেওয়া ওয়াদার খেলাফ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রতিশোধ নেওয়ার যোগ্য।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾

৪৮. তাদেরকে ঐ দিনের ভয় দেখান, যেদিন আসমান ও জমিনকে বদলিয়ে অন্য রকম বানিয়ে দেওয়া হবে[১১] এবং সবাই এক মহা শক্তিমান আল্লাহর সামনে বের হয়ে আসবে।

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

৪৯. সেদিন তোমরা অপরাধীদেরকে শিকলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাবে।

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা আলকাতরার পোশাক পরে থাকবে এবং আগুনের শিখা তাদের চেহারায় ছেয়ে যাবে।

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

৫১. এ জন্য এমনটা হবে, যাতে আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে তার কামাইয়ের বদলা দেন। নিশ্চয়ই হিসাব নিতে আল্লাহর দেরি হয় না।

هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

৫২. এটা সকল মানুষের জন্য এক বাণী, যা এ জন্য পাঠানো হয়েছে, যাতে এ দ্বারা তাদেরকে সাবধান করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি একই মা'বুদ এবং বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ পেয়ে যায়।

---

১১. এ আয়াত ও কুরআনের অন্যান্য ইঙ্গিত থেকে জানা যায়, কিয়ামতের দিন জমিন ও আসমান ধ্বংস হওয়া মানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া নয়; সেদিন শুধু বর্তমান প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে ওলট-পালট করে দেওয়া হবে। তারপর শিঙ্গায় প্রথম ও শেষ ফুঁ-এর মাঝখানের সময়ের মধ্যে জমিন ও আসমানকে বর্তমান রূপ ও গঠনের বদলে অন্য রকম প্রাকৃতিক বিধান দিয়ে তৈরি করা হবে। এটাই হবে পরকালের জগৎ। এরপর শিঙ্গায় শেষবার ফুঁ দেওয়ার সাথে সাথে আদম সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল সকলকে নতুন করে জীবিত করে আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির করা হবে। এ ঘটনাকে কুরআনের ভাষায় 'হাশর' (পুনরুত্থান) বলা হয়। 'হাশর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– হাঁকিয়ে এক জায়গায় জড়ো করা।

১৫. সূরা হিজ্‌র

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ৮০ নং আয়াতের 'হিজর' শব্দটি থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনার ধরন থেকে বোঝা যায়, এ সূরাটি সূরা ইবরাহীমের কাছাকাছি সময়েই নাযিল হয়েছে। যে পরিবেশে সূরাটি নাযিল হয়েছে তা হলো, রাসূল (স) ১১/১২ বছর পর্যন্ত দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। আর বিরোধীদের হঠকারিতা, বিদ্রূপ, সংঘাত, অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এর ফলে রাসূল (স) বিরোধিতার পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে ক্লান্ত-শ্রান্ত ও হতাশ হয়ে যাচ্ছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

ঐ পরিবেশের দাবি অনুযায়ীই বিরোধীদেরকে কঠোরভাবে সাবধান করা হয়েছে, আর রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা দিয়ে সাহস জোগানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী কঠোর ধমকের মধ্যেও বোঝানোর ও উপদেশ দেওয়ার নীতি ত্যাগ করেননি; কঠিন ভয় দেখানো ও তীব্র নিন্দা জানানোর সাথে সাথে নসীহত করতেও কোনো কমতি করেননি।

এজন্যই সূরাটিতে একদিকে তাওহীদের বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে বোঝানো হয়েছে, অপরদিকে আদম ও ইবলিসের কাহিনী শুনিয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٩٩ رُكُوْعَاتُهَا ٦

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١

১. আলিফ-লাম-রা। এটা আল্লাহর কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত।[১]

পারা ১৪

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝٢

২. অসম্ভব নয়, এক সময় এমন আসবে, যখন আজ যারা কুফরী করছে তারাই আফসোস করে বলবে, হায়! আমরা যদি মুসলিম হতাম!

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝٣

৩. এদেরকে ছেড়ে দাও। তারা খানাপিনা করুক, মজা করুক এবং তাদের মিথ্যা আশা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক। শিগ্‌গিরই তারা জানতে পারবে।

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ۝٤

৪. এর আগে আমি যে এলাকাকেই ধ্বংস করেছি, এর জন্য নির্দিষ্ট একটা অবকাশের সময় লিখে রাখা হয়েছিল।

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ۝٥

৫. কোনো জাতি নির্দিষ্ট সময়ের আগে যেমন ধ্বংস হতে পারে না, তেমনি পরেও রেহাই পেতে পারে না।

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ۝٦

৬. এরা বলে, হে ঐ লোক, যার উপর যিকর[২] (কুরআন) নাযিল হয়েছে।[৩] তুমি নিশ্চয়ই পাগল।

১. কুরআনের জন্য 'মুবীন' বা 'সুস্পষ্ট' শব্দটি গুণবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে– এ আয়াত সেই কুরআনের, যা নিজের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে।

২. 'যিকর' শব্দটি পরিভাষা হিসেবে আল্লাহর কালামের জন্য কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে, যা আগাগোড়ায় নসীহত হিসেবেই এসেছে। এর আগে নবীগণের উপর যত কিতাব নাযিল হয়েছে তা সবই 'যিকর' ছিল। 'যিকর'-এর আসল অর্থ হচ্ছে 'স্মরণ করিয়ে দেওয়া', 'সতর্ক করা', 'উপদেশ দান করা'।

৩. তারা এ কথা বিদ্রূপ করে বলত। তারা তো এ কথা স্বীকারই করত না যে, 'যিকর' নবী করীম (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে। এ কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর তারা তো আর তাঁকে পাগল

৭. যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের সামনে ফেরেশতাদেরকে কেন নিয়ে আস না?

لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٧

৮. আমি ফেরেশতাদেরকে এমনি এমনিই নাযিল করি না। তারা যখন নাযিল হয় সত্যসহই নাযিল হয়। তখন আর কাউকে কোনো অবকাশ দেওয়া হয় না।[৪]

مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ٨

৯. আর এ 'যিকর' সম্বন্ধে কথা হলো যে, আমিই তা নাযিল করেছি এবং আমি অবশ্যই এর হেফাযতকারী।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ٩

১০. (হে নবী!) আপনার আগে গত হওয়া অনেক কাওমের নিকট আমি রাসূল পাঠিয়েছি।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ١٠

১১. এমন কখনো হয়নি যে, তাদের কাছে রাসূল এলেন, আর তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।

وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ١١

১২. অপরাধীদের অন্তরে তো আমি এই যিকরকে এমনিভাবে (লোহার শলার মতো) ঢুকিয়ে দেই।[৫]

كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ١٢

বলতে পারে না। আসলে তাদের এ কথার অর্থ হলো, 'হে ঐ লোক! তুমি যে দাবি কর, আমার উপর যিকর নাযিল হয়েছে'।

৪. অর্থাৎ, নিছক তামাশা দেখানোর জন্য ফেরেশতা নাযিল করা হয় না। এটা হতে পারে না যে, কোনো কাওম বলল, ফেরেশতাদেরকে ডাক; আর অমনিই ফেরেশতারা এসে হাযির হয়ে যাবে! সেই শেষ সময়েই তো শুধু ফেরেশতা পাঠানো হয়ে থাকে, যখন কোনো জাতির শেষ ফায়সালা চুকিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 'হক-এর সঙ্গে নাযিল হয়' এর অর্থ 'হক' নিয়ে নাযিল হয়। 'সত্য সহকারে নাযিল হয়'-এর অর্থ– সত্য নিয়ে, অর্থাৎ, আল্লাহর সত্য ফায়সালা নিয়ে তারা নাযিল হয় এবং তা বাস্তবে কায়েম না করে তারা ক্ষান্ত হয় না।

৫. মূলে 'নাসলুকুহূ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ– কোনো জিনিসকে অন্য জিনিসের মধ্যে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া, যেমন সুচের ছিদ্র দিয়ে সুতা ঢোকানো হয়। সুতরাং আয়াতটির অর্থ হচ্ছে, মুমিনের অন্তরে কুরআন তো মনের তৃপ্তি ও রূহের খোরাক হিসেবে নাযিল হয়। কিন্তু অপরাধী লোকদের দিলে তা যেন সিকের মতো বিঁধে এবং তা শুনে তাদের মধ্যে এমন আগুন জ্বলে ওঠে, যেন একটি গরম শলাকা তাদের বুকের মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেল।

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ⑬

১৩. এরা এর প্রতি ঈমান আনে না। অতীতকাল থেকেই এ জাতীয় লোকদের এ নিয়মই চলে এসেছে।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ⑭ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ⑮

১৪-১৫. আমি যদি আসমানের কোনো দরজা খুলে দিতাম এবং তারা তাতে সারাদিন উপরে উঠতে থাকত, তবুও তারা এ কথাই বলত যে, আমাদের চোখকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে, বরং আমাদের উপর জাদু করা হয়েছে।

রুকূ' ২

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ⑯

১৬. (এটা আমারই কাজ) আমি আসমানে অনেক মযবুত দুর্গ[৬] বানিয়েছি এবং তা দর্শকদের জন্য (তারকা দিয়ে) সাজিয়ে দিয়েছি।

وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ⑰

১৭. এবং তাকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে হেফাযত করেছি।

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ⑱

১৮. কোনো শয়তান সেখানে ঢুকতে পারে না। অবশ্য চুরি করে কিছু শুনে ফেলতে পারে।[৭] যখন সে কিছু শুনে নেওয়ার চেষ্টা করে তখন এক উজ্জ্বল উল্কা এর পেছনে ধাওয়া করে।[৮]

৬. মূলে 'বুরূজ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় দুর্গ ও মযবুত দালানকে বুরূজ বলা হয়। এর পরের কথার দিকে খেয়াল করলে মনে হয় সম্ভবত এর দ্বারা আসমানের এক-একটি নির্দিষ্ট অংশ বোঝানো হয়েছে। এ দিক দিয়ে আমি 'বুরুজ' শব্দের অর্থ 'মযবুত সীমাবদ্ধ অঞ্চল' বলে মনে করি।

৭. অর্থাৎ, সেই সব শয়তান, যারা তাদের বন্ধুদেরকে অদৃশ্য জগতের খবর জোগান দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের কাছে আসলে অদৃশ্য বিষয় জানার আদৌ কোনো উপায় নেই। এই সৃষ্টিজগৎ তাদের জন্য এমনভাবে খুলে রাখা হয়নি যে, তারা যেখান থেকে খুশি আল্লাহর গোপন বিষয় জেনে নেবে। তারা শুনে জেনে নেওয়ার চেষ্টা তো অবশ্যই করে; কিন্তু তাদের পাল্লায় কিছুই পড়ে না।

৮. 'শিহাবুম মুবীন'-এর অভিধানিক অর্থ 'আগুনের উজ্জ্বল শিখা'। কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় এই অর্থে 'শিহাবুন ছাকিব' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, 'অন্ধকার ভেদকারী অগ্নি-শিখা', আমাদের ভাষায় আমরা 'খসে পড়া তারকা' বলতে যে আঁধার ভেদকারী অগ্নিশিখাকে বোঝাই, এখানে সে অর্থ নাও হতে পারে। এটা অন্য কোনো রকমের আলোও হতে পারে। যেমন– মহাজাগতিক রশ্মি বা এর চেয়েও কড়া কোনো রশ্মি হতে পারে, যা এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। অথবা এও হতে পারে যে, এর দ্বারা ঐ অগ্নিশিখা বোঝানো হয়েছে, যা আমরা কোনো কোনো সময় আসমান থেকে জমিনে নেমে আসতে দেখি। এভাবেও শয়তানকে উপরে যেতে বাধা দেওয়া হয়।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ ﴿١٩﴾

১৯. আমি পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়েছি, এর উপর পাহাড় গেড়েছি, এর মধ্যে সব রকম গাছ-পালা পরিমাণ মতো সৃষ্টি করেছি।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এর মধ্যেই জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য এবং অন্যান্য অনেকের জন্যও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও।

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢١﴾

২১. এমন কোনো জিনিস নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। আর আমি যে জিনিসই নাযিল করি তা এক নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল করে থাকি।

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٢﴾

২২. বৃষ্টি বহনকারী বাতাস আমিই পাঠাই। তারপর আমিই আসমান থেকে পানি নাযিল করি। তারপর আমিই তোমাদেরকে এ পানি পান করাই। এ সম্পদের খাজাঞ্চি তোমরা নও।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. নিশ্চয়ই আমি হায়াত ও মউত দিয়ে থাকি এবং আমিই সবার ওয়ারিশ হব।[৯]

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তোমাদের মধ্যে যারা আগে গত হয়ে গেছে তাদেরকেও আমি দেখে রেখেছি, আর যারা পরে আসবে তারাও আমার চোখের সামনেই আছে।

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾

২৫. (হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনার রব তাদের সবাইকে একত্র করবেন। তিনি যেমন মহা কৌশলী, তেমনি মহাজ্ঞানী।

রুকূ' ৩

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾

২৬. আমি পচা মাটির শুকনো খামির থেকে মানুষকে বানিয়েছি।[১০]

৯. অর্থাৎ, তোমাদের পর একমাত্র আমিই চিরকাল থাকব। তোমরা যা কিছু পেয়েছ তা সবই অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্য। শেষে আমার দেওয়া প্রতিটি জিনিস ছেড়ে তোমাদেরকে খালি হাতেই বিদায় নিতে হবে। এসব জিনিস আমারই ভাণ্ডারে থেকে যাবে।

১০. এখানে পবিত্র কুরআন এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে, মানুষ পশুর অবস্থা থেকে উন্নতি করে মানুষ হয়নি। আধুনিককালে ডারউইনের মতবাদে বিশ্বাসী তাফসীরকাররা পশু থেকে মানুষ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকলেও মানুষের সৃষ্টির সূচনা কিন্তু সরাসরি মাটির

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

২৭. এর আগে জিনকে আমি আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।[১১]

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾

২৮. ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পচা মাটির শুকনো খামির থেকে এক মানুষ সৃষ্টি করছি।

فَاِذَا سَوَّیْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. যখন আমি তাকে পূর্ণ আকৃতি দান করব এবং এর মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁ দিয়ে দেবো, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾ اِلَّآ اِبْلِیْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ یَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِیْنَ ﴿٣١﴾

৩০-৩১. ফলে ইবলিস ছাড়া সব ফেরেশতাই সিজদা করল। সে সিজদাকারীদের সাথী হতে অস্বীকার করল।

قَالَ یٰٓاِبْلِیْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِیْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. (তাদের রব) জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবলিস! তোর কী হলো, তুই সিজদাকারীদের সাথী হলি না কেন?

قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. জবাবে সে বলল, যাকে তুমি পচা মাটির শুকনো খামির থেকে সৃষ্টি করেছ এমন মানুষকে সিজদা করা আমার সাজে না।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِیْمٌ ﴿٣٤﴾ وَّاِنَّ عَلَیْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى یَوْمِ الدِّیْنِ ﴿٣٥﴾

৩৪-৩৫. তখন রব বললেন, আচ্ছা, তাহলে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। কারণ, তুই বিতাড়িত। কিয়ামত পর্যন্ত তোর উপর অভিশাপ।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْۤ اِلٰى یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. সে আরয করল, হে আমার রব! আমাকে ঐদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন সবাইকে আবার জিন্দা করা হবে।

উপাদান থেকেই হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা সে উপাদানকে 'সালসা-লিম মিন হামইম মাসনূন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ শব্দগুলো পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছে যে, পচা মাটির খামির নিয়ে একটি পুতুল তৈরি করা হয়েছিল, যা পরে শুকিয়ে যায় এবং তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়।

১১. 'সামূম' দ্বারা গরম বাতাসকে বোঝানো হয়। আর আগুনকে যখন 'সামূম' বলা হয়, তখন তার দ্বারা আগুন না বুঝিয়ে খুব গরম বোঝানো হয়ে থাকে। এর দ্বারা কুরআন মাজীদের যে যে জায়গায় বলা হয়েছে 'জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে', সেসব জায়গায় এর অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾

৩৭-৩৮. আল্লাহ বললেন, আচ্ছা তোকে ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হলো যার সময় আমার জানা আছে।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. ইবলিস বলল, হে আমার রব! যেভাবে তুমি আমাকে গোমরাহ করেছ, তেমনিভাবে আমি এখন পৃথিবীকে তাদের জন্য সুসজ্জিত করে তাদের সবাইকে গোমরাহ্ করব।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. অবশ্য তোমার বান্দাহদের মধ্যে যাদেরকে তুমি মুখলিস বানিয়েছ তাদেরকে ছাড়া।

قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾

৪১-৪২. (আল্লাহ) বললেন, এটাই ঐ রাস্তা, যা সোজা আমার কাছে পৌঁছে।[১২] নিশ্চয়ই যারা আমার প্রকৃত বান্দাহ তাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা খাটবে না। তোর কর্তৃত্ব শুধু ঐ গোমরাহ লোকদের উপরই চলবে, যারা তোকে মেনে চলে।[১৩]

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. নিশ্চয়ই তাদের সবার জন্য দোযখের শাস্তির ওয়াদা রইল।

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. ঐ দোযখের সাতটি দরজা আছে। প্রতিটি দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে একটি অংশকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।[১৪]

১২. 'সিরাতুন 'আলাইয়া মুসতাকীম'-এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে– এক অর্থ, যা আমি অনুবাদে করেছি; দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে; 'এ কথা সঠিক, আমিও এ কথা মেনে চলব'।

১৩. এ কথাটির অন্য অর্থ এও হতে পারে যে, আমার দাসদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না। তুই তাদেরকে জোর করে নাফরমান বানাতে পারবি না। অবশ্য যারা নিজেরা গোমরাহ এবং তোর অনুসরণ করতে নিজেরাই ইচ্ছা করে, তাদেরকেই তোর পথে চলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। তাদেরকে আমি জোর করে ফিরিয়ে রাখব না।

১৪. দোযখের এ দরজাগুলো বোধ হয় বিভিন্ন রকমের গুনাহের জন্য আলাদা আলাদা করে বরাদ্দ করা হবে। যেমন– কেউ নাস্তিকতার দরজা দিয়ে দোযখে যাবে, কেউ শিরকের দরজা দিয়ে, কেউ মুনাফিকীর দরজা দিয়ে, কেউ প্রকৃতি পূজার দরজা দিয়ে, কেউ যুলুম-অত্যাচার ও জীবের উপর নির্যাতন করার দরজা দিয়ে, কেউ মিথ্যা ও গোমরাহীর প্রচার ও ধর্মদ্রোহিতার দরজা দিয়ে এবং কেউ অশ্লীলতা ও অন্যায়-অনুচিত কাজের প্রচার-প্রসারের দরজা দিয়ে ঢুকবে। যার কয়েক রকমের গুনাহ থাকবে সে সবচেয়ে বড় গুনাহর জন্য নির্দিষ্ট দরজা দিয়েই ঢুকবে।

রুকূ' ৪

৪৫-৪৬. অপরদিকে মুত্তাকী লোকেরা বাগানে ও ঝরনাসমূহের মধ্যে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ কর।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَّعُيُونٍ ۝ اُدْخُلُوهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِينَ ۝

৪৭. তাদের অন্তরে একে অপরের প্রতি কোনো শত্রুতার ভাব থাকলে তা আমি দূর করে দেবো। তারা ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসনে বসবে।

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِينَ ۝

৪৮. সেখানে কোনো রকম কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং সেখান থেকে তাদেরকে বেরও করে দেওয়া হবে না।

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝

৪৯-৫০. (হে নবী!) আমার বান্দাহদেরকে জানিয়ে দিন, আমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান, কিন্তু সে সঙ্গে আমার আযাবও ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক।

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝

৫১. তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের কাহিনী শুনিয়ে দিন।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ ۝

৫২. যখন তারা তার কাছে এল, তখন তাঁকে 'সালাম' বলল। তিনি বললেন, তোমাদেরকে দেখে আমার ভয় লাগছে।

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا ۚ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝

৫৩. তারা বলল, আপনি ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে এক বড় জ্ঞানী ছেলের সুখবর দিচ্ছি।[১৫]

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ۝

৫৪. ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি আমাকে এ বুড়ো বয়সে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছ? একটু ভেবেই দেখ, তোমরা আমাকে এ কেমন সুখবর দিচ্ছ?

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلٰى أَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۝

১৫. অর্থাৎ, হযরত ইসহাক (আ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ। সূরা হূদে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۝

৫৫. তারা জবাব দিলো, আমরা আপনাকে সত্য সুখবরই দিচ্ছি। আপনি নিরাশ হবেন না।

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۝

৫৬. ইবরাহীম বললেন, গোমরাহ মানুষ ছাড়া আর কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়?

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝

৫৭. এরপর ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর পাঠানো দূতগণ! আপনারা কোন্ অভিযানে এসেছেন?

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝ اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۚ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

৫৮-৫৯-৬০. তারা জবাব দিলো, নিশ্চয়ই এক অপরাধী কাওমের নিকট আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে; শুধু লূতের পরিবার ছাড়া। আমরা অবশ্যই তাঁর স্ত্রী ছাড়া তাদের সবাইকে রক্ষা করব। (তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন) আমি ফায়সালা করে দিয়েছি যে, সে তাদের মধ্যে শামিল থাকবে, যারা পেছনে পড়েছে।

রুকূ' ৫

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلُوْنَ ۝ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝

৬১-৬২. তারপর যখন (ফেরেশতারা) লূতের কাছে পৌঁছল তখন তিনি বললেন, আপনাদেরকে তো অপরিচিত মনে হচ্ছে।

قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۝

৬৩. তারা জবাব দিলো, আমরা বরং ঐ জিনিস নিয়েই আপনার কাছে এসেছি, যা আসার ব্যাপারে এ লোকেরা সন্দেহ করছিল।

وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

৬৪. আমরা আপনাকে সত্যই বলছি, আমরা আপনার নিকট হকসহই এসেছি।

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ ۝

৬৫. তাই রাত কিছু বাকি থাকতেই আপনি আপনার পরিবারকে নিয়ে বের হয়ে যান এবং নিজে তাদের পেছনে চলুন। আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে ফিরে না দেখে। যেদিকে যেতে হুকুম করা হচ্ছে সোজা সেদিকে চলে যান।

وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ ۝

৬৬. আর আমরা তাকে আমাদের এ ফায়সালা জানিয়ে দিয়েছি যে, সকাল হতে না হতেই এদের শিকড় কেটে দেওয়া হবে।

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ইতোমধ্যে শহরবাসী খুশি হয়ে লূতের বাড়িতে চড়াও হলো।

قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾

৬৮-৬৯. লূত বললেন, দেখ, এরা আমার মেহমান, আমাকে অপমানিত করো না। আল্লাহকে ভয় কর। আমাকে লাঞ্ছিত করো না।

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٠﴾

৭০. তারা বলল, আমরা কি বারবার তোমাকে নিষেধ করিনি যে, দুনিয়ার সব কিছুর দায়িত্ব নিও না?

قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

৭১. লূত কাতর হয়ে বললেন, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয় তাহলে এই যে আমার মেয়েরা আছে।[১৬]

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. (হে নবী!) আপনার জীবনের কসম, ঐ সময় তাদের উপর এক নেশা চেপে বসেছিল, যার ফলে তারা দিশেহারা হয়ে গেছে।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. শেষ পর্যন্ত পূর্বদিক আলোকিত হতেই এক বিকট শব্দ তাদেরকে ধরে ফেলল।

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারপর আমরা ঐ জনপদটিকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ফেললাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথরের বৃষ্টিবর্ষণ করলাম।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. এ ঘটনায় চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. আর ঐ এলাকাটি মানুষের চলাচলের পথের পাশেই রয়েছে।[১৭]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

৭৭. নিশ্চয়ই এর মধ্যে মুমিনদের জন্য শিক্ষার খোরাক রয়েছে।

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আইকার অধিবাসীরাও[১৮] যালিম ছিল।

---

১৬. ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : সূরা হূদ, টীকা নং ২৬-২৭।

১৭. হিজায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিসর যেতে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরান এলাকা পথে পড়ে এবং সাধারণত কাফেলাসমূহের লোক এই পুরো এলাকার যেসব ধ্বংসের চিহ্ন আজ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে, তা দেখে থাকে।

১৮. অর্থাৎ, হযরত শোয়াইব (আ)-এর কাওমের লোক। 'আইকা' হচ্ছে তাবুকের প্রাচীন নাম।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ۝

৭৯. দেখে নাও যে, আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। ঐ দুটো কাওমের পতিত এলাকা খোলা রাস্তার উপরেই আছে।[১৯]

রুকূ' ৬

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ۝

৮০. হিজরের অধিবাসীরাও রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে।

وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

৮১. আমি তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠিয়েছি, আমার নিদর্শন দেখিয়েছি। কিন্তু তারা এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝

৮২. তারা পাহাড় খোদাই করে বাড়ি বানাত এবং এতে তারা নিশ্চিন্ত ছিল ।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۝

৮৩. অবশেষে এক বিকট শব্দ তাদেরকে সকাল হতে হতেই পাকড়াও করল।

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৮৪. তারা যা কামাই করেছিল তা তাদের কোনো কাজেই এলো না।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝

৮৫. আমি আসমান ও জমিনকে এবং এ দুটোর মধ্যে যা কিছু আছে সবকেই হক (সত্য) ছাড়া আর কোনো ভিত্তিতে সৃষ্টি করিনি। ফায়সালার সময় অবশ্যই আসবে। তাই (হে নবী!) আপনি তাদেরকে ভদ্রভাবে মাফ করে দিন।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝

৮৬. নিশ্চয়ই আপনার রব সব কিছুর স্রষ্টা এবং সব কিছুই জানেন।

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝

৮৭. আমি আপনাকে সাতটি এমন আয়াত দিয়েছি, যা বারবার পড়ার মতো[২০] এবং আরও দিয়েছি মহান কুরআন।

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

৮৮. আমি বিভিন্ন রকমের লোকদেরকে দুনিয়ার যেসব মাল-সামান দিয়ে রেখেছি, আপনি সেসবের দিকে চোখ তুলেও দেখবেন

১৯. মাদাইন ও আইকার অধিবাসীদের এলাকাও হিজায থেকে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাওয়ার পথে পড়ে।

২০. অর্থাৎ, সূরা ফাতিহার সাতটি আয়াত। আগেকার অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত। ইমাম বুখারী (র) দুটি মারফূ' হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যে, স্বয়ং নবী করীম (স) 'সাব'আম মিনাল মাছানী'-কে সূরা ফাতিহা বলে বর্ণনা করেছেন।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

না এবং তাদের অবস্থা দেখে আপনি মনে কষ্টবোধ করবেন না। তাদেরকে বাদ দিয়ে আপনি মুমিনদের দিকে ঝুঁকুন।

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

৮৯. (যারা আপনাকে মানে না তাদেরকে) বলুন, আমি তো স্পষ্টভাবে সতর্ককারী মাত্র।

كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

৯০-৯১. এটা তেমনি ধরনের সতর্কতা, যেমন আমি ঐ সব বিভক্তকারীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, যারা কুরআনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল।[২১]

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯২-৯৩. অতএব, আপনার রবের কসম! আমি অবশ্য তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করব যে, তোমরা কী করছিলে।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

৯৪. তাই, (হে নবী!) যে বিষয়ে আপনাকে হুকুম দেওয়া হচ্ছে তা জোরে-শোরে বলে দিন এবং যারা শির্‌ক করে তাদেরকে মোটেও পরওয়া করবেন না।

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

৯৫-৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে সেসব বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আপনার পক্ষ থেকে আমিই যথেষ্ট। শিগ্‌গিরই তারা জানতে পারবে।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭. আমি জানি, আপনার বিরুদ্ধে এরা যা কিছু বলে তাতে আপনার হৃদয় খুব বেদনাবোধ করে।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

৯৮. (এর চিকিৎসা এটাই যে) আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করুন এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদারত হোন।

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

৯৯. আর যে চূড়ান্ত সময়টি আসা নিশ্চিত, সে সময় পর্যন্ত আপনার রবের দাসত্ব করতে থাকুন।

২১. অর্থাৎ, কুরআনের মতো তাদেরকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাকে তারা টুকরো টুকরো করে ফেলেছে, তার কোনো অংশকে তারা মেনে চলে আর কোনো অংশকে পেছনে ফেলে রাখে।

১৬. সূরা নাহ্‌ল

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

৬৮ নং আয়াতে 'নাহ্‌ল' শব্দটি থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। 'নাহ্‌ল' মানে মৌমাছি। সূরার আলোচ্য বিষয় মৌমাছি নয়।

নাযিলের সময়

এ সূরার কয়েকটি আয়াত থেকে এর নাযিলের সময় সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৪১ নং আয়াত থেকে জানা যায়, এর আগেই যুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছুসংখ্যক সাহাবী হিজরত করে আফ্রিকার হাবশায় (বর্তমান ইরিত্রিয়ায়) চলে গিয়েছিলেন।

১০৬ নং আয়াত থেকে জানা যায়, যুলুম-অত্যাচার এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে, নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জান বাঁচানোর জন্য কুফরি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য হতে হচ্ছিল। এ অবস্থায় প্রশ্ন দেখা দিল যে, এভাবে জান বাঁচানোর চেষ্টা করা শরীআতে জায়েয কি না?

১১২ থেকে ১১৪ নং আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মক্কায় বড় রকমের যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, এ সূরা নাযিলের সময় তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়, এ সূরাও মাক্কী জীবনের শেষদিকে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

নিচের কয়েকটি বিষয়ে এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে :

১. শিরককে বাতিল প্রমাণ করে তাওহীদের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা।
২. নবীর ডাকে সাড়া না দেওয়ার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে এতে সাড়া দেওয়ার জন্য উপদেশ দান করা।
৩. হকের বিরোধিতা করা ও সত্য পথে আসতে মানুষকে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ভয় দেখানো।

আলোচনার ধরন

কোনো ভূমিকা ছাড়াই হঠাৎ এক সাবধানবাণী দিয়ে সূরাটি শুরু করা হয়েছে। কাফিররা বারবার বলেছিল, 'আমরা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছি এবং প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছি আর তুমিও আমাদেরকে বারবার আযাবের ভয় দেখাচ্ছ, আযাব আসছে না কেন?' আযাব না আসায় তারা ধারণা করেছিল যে, তিনি সত্য নবী নন।

এর জবাবে বলা হয়েছে, 'বোকার দল! আল্লাহর আযাব তো তোদের মাথার উপরেই হাজির। আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করিস না। আল্লাহ তাআলা দয়া করে তোদেরকে কিছু সময় দিচ্ছেন। সত্যকে চেনার চেষ্টা কর্।'

এর পরই তাদেরকে বোঝানোর জন্য সূরাটিতে নিচের বিষয়গুলো একাধিকবার পেশ করা হয়েছে :

১. আকর্ষণীয় যুক্তি এবং জগৎ ও জীবনের কতক নিদর্শনকে সাক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরে বোঝানো হয়েছে যে, শিরক একেবারেই মিথ্যা এবং তাওহীদই সত্য।

২. কাফিরদের সকল সন্দেহ, আপত্তি, যুক্তি ও টালবাহানার জবাব দেওয়া হয়েছে।

৩. মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাকার জেদ এবং সত্যের মোকাবিলায় অহঙ্কার দেখানোর মন্দ ফল সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে।

এগুলো ছাড়া আরও দুটো বিষয়ে সূরাটিতে আলোচনা করা হয়েছে :

১. রাসূল (স)-এর আনীত দীন মানুষের জীবনে যে নৈতিক ও বাস্তব পরিবর্তন আনতে চায় তা সংক্ষেপে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

২. রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণের মনে সাহস দেওয়া হয়েছে এবং কাফিরদের বিরোধিতার মোকাবেলায় কেমন মনোভাব ও কর্মনীতি গ্রহণ করতে হবে তা-ও বলে দেওয়া হয়েছে।

সূরা নাহ্‌ল

১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٢٨ رُكُوْعَاتُهَا ١٦

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আল্লাহর ফায়সালা এসে গেছে।[১] এখন এর জন্য তাড়াহুড়া করো না। এরা যে শিরক করছে তা থেকে তিনি পবিত্র ও অনেক উপরে।

اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ①

২. তিনি এই রূহকে[২] তাঁর যে বান্দার উপর ইচ্ছা করেন নিজের হুকুমে ফেরেশতাদের মারফতে নাযিল করেন (এ নির্দেশ দিয়ে যে জনগণকে) সাবধান করে দিন! আমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় কর।

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ②

৩. তিনি আসমান ও জমিনকে সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন। লোকেরা যে শিরক করে তিনি তা থেকে অনেক উপরে আছেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ③

৪. আল্লাহ মানুষকে একফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর দেখতে দেখতে সে প্রকাশ্যে ঝগড়াটে হয়ে গেছে।[৩]

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ④

---

১. অর্থাৎ, আল্লাহর ফায়সালা বাস্তবায়নের সময় কাছে এসে গেছে। সম্ভবত এই ফায়সালা বলতে নবী করীম (স)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকে বোঝানো হয়েছে, কিছুদিন পরেই যা করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায় যে, নবী (স)-কে যে লোকদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল তারা যখন শেষ পর্যন্তও নবীকে মানতে অস্বীকার করে তখন তাঁকে হিজরতের হুকুম দেওয়া হয় এবং এ হুকুমই তাদের ভাগ্যের শেষ ফায়সালা করে দেয়। এরপর তাদের উপর ধ্বংসকর আযাব এসে যায় অথবা নবী ও তাঁর অনুসারীদের হাতে তাদেরকে দমন করা হয়।

২. 'রূহ' দ্বারা নবুওয়াত ও ওহী বোঝানো হয়েছে, যার ভিত্তিতে নবী (স) কাজ করেন বা কথা বলেন।

৩. এর দু'রকম অর্থ হতে পারে। সম্ভবত এখানে দু'রকম অর্থই বোঝানো হয়েছে। প্রথম অর্থ– আল্লাহ তাআলা শুক্রের এক তুচ্ছ বিন্দু থেকে সেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যে তর্ক করার ও যুক্তি-প্রমাণ দেওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং নিজের উদ্দেশ্য ও কথার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে পারে। দ্বিতীয় অর্থ– আল্লাহ তাআলা যে মানুষকে শুক্রবিন্দুর মতো তুচ্ছ জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছেন, সেই মানুষের বাড়াবাড়ি কতদূর দেখ, সে স্বয়ং আল্লাহরই মোকাবিলায় বিতর্কে লেগে যায় (!)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

৫. তিনি গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে তোমাদের জন্য পোশাকও আছে খোরাকও আছে এবং বিভিন্ন রকম অন্য উপকারও রয়েছে।

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

৬. যখন তোমরা সকালে (পশুগুলোকে) চারণভূমিতে নিয়ে যাও এবং সন্ধ্যায় ফিরিয়ে আন তখন এতে তোমাদের জন্য শোভা রয়েছে।

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

৭. এসব (পশু) তোমাদের বোঝা বহন করে এমন এমন জায়গায় নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা কঠোর পরিশ্রম ছাড়া পৌছতে পার না। নিশ্চয়ই তোমাদের রব বড়ই স্নেহপরায়ণ ও মেহেরবান।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

৮. তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এদের উপর আরোহণ কর এবং যাতে এরা তোমাদের জীবনের শোভা হয়। তিনি তোমাদের জন্য আরও অনেক জিনিস (সৃষ্টি করেন), যার খবরও তোমরা জানো না।[8]

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

৯. সরল পথ দেখানো আল্লাহরই দায়িত্ব; যখন অনেক বাঁকা পথও আছে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকেই হেদায়াত করে দিতেন।

রুকূ' ২

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

১০. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন, যা থেকে তোমরা নিজেরাও পান কর এবং তোমাদের পশুদের জন্যও খাবার তৈরি হয়।

৪. অর্থাৎ, এমন অনেক জিনিস আছে, যা মানুষের উপকারের জন্য কাজ করে; কিন্তু মানুষ সে সম্পর্কে কিছুই জানে না। কোথায় কোথায় কত সেবক তার খিদমতে রত আছে ও কী ধরনের খিদমত করছে তা মানুষ জানেও না।

يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

১১. তিনি এ পানির দ্বারা ফসল উৎপাদন করেন এবং যয়তুন, খেজুর, আঙুর ও আরও অন্যান্য ফল উৎপন্ন করেন। এর মধ্যে তাদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

১২. তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য দিন ও রাত এবং চন্দ্র ও সূর্যকে তোমাদের খিদমতে লাগিয়ে রেখেছেন এবং তারকাগুলোও তাঁরই হুকুমে নিয়ন্ত্রিত আছে। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾

১৩. আর এই যে রঙ-বেরঙের অনেক জিনিস তোমাদের জন্য তিনি মাটিতে পয়দা করে রেখেছেন, এর মধ্যেও তাদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে, যারা উপদেশ নিতে চায়।

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

১৪. তিনিই সে, যিনি সমুদ্রকে বশ করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা গোশ্‌ত খেতে পার এবং সাজ-সজ্জার জন্য ঐসব জিনিস বের করতে পার, যা তোমরা গায়ে পরে থাক। তোমরা দেখতে পাও যে, জাহাজ সমুদ্রের বুক চিড়ে চলে। এসব এ জন্য, যাতে তোমরা আল্লাহর দয়ার দান তালাশ করে নিতে পার[৫] এবং হয়তো তোমরা শুকর করবে।

وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

১৫. তিনি পৃথিবীতে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে দোল না খায়। তিনি নদ-নদী জারি করেছেন এবং কুদরতী পথ বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তোমরা চলার পথ পাও।

৫. অর্থাৎ, হালাল উপায়ে নিজের রিযক হাসিলের চেষ্টা করবে।

وَعَلٰمٰتٍ ۗ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তিনি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার মতো চিহ্ন রেখে দিয়েছেন। তাছাড়া মানুষ তারকার সাহায্যেও পথ পায়।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ۗ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. তাহলে, যিনি সৃষ্টি করেন, আর যে কিছুই সৃষ্টি করে না– এ দুজন কি সমান? তোমাদের কি চেতনা হবে না?

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮. তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতকে গুণতে চাও তাহলে গুনে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. অথচ তোমরা যা গোপন কর তাও তিনি জানেন, আর যা প্রকাশ কর তাও জানেন।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে মানুষ ডাকে তারা কোনো জিনিসই সৃষ্টি করে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. তারা সব মরা; জীবিত নয়। তারা এ কথাও জানে না যে, তাদেরকে আবার কবে জিন্দা করে উঠানো হবে।[৬]

রুকূ' ৩

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তোমাদের মা'বুদ একজনই। কিন্তু যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, তাদের দিলে অস্বীকার কায়েম হয়ে আছে এবং তারা অহংকারী।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহ এদের সব কিছু জানেন, যা গোপন করে তাও এবং যা প্রকাশ করে তাও। যারা অহংকারী তাদেরকে তিনি পছন্দ করেন না।

৬. এ শব্দগুলো দ্বারা ভালো করেই বোঝা যায়, যেসব নকল মাবূদকে এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে তারা মৃত মানুষ। কেননা, ফেরেশতারা তো জীবিত, তারা তো মৃত নয় এবং কাঠ-পাথরের মূর্তিকে তো আবার জীবিত করে উঠানোর প্রশ্নই উঠতে পারে না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. যখন কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের রব এটা কী নাযিল করেছেন[৭] তখন বলে, আরে এটা তো পুরাকালের কিসসা-কাহিনী।

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. এসব কথা তারা এ জন্য বলে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের বোঝাও বইবে এবং সাথে সাথে ঐসব লোকের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে এরা মূর্খতার কারণে গোমরাহ করছে। দেখ, কত কঠিন বোঝার দায়িত্ব, যা এরা নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে।

রুকূ' ৪

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. এদের আগেও অনেক লোক (সত্যকে নীচু দেখানোর উদ্দেশ্যে) এ রকম ধোঁকাবাজি করেছে। আল্লাহ তাদের সব ফন্দি একেবারে শিকড় থেকে উপড়িয়ে ফেলেছেন এবং তাদের ছাদ উপর থেকে তাদের মাথার উপর এসে পড়েছে। আর এমন দিক থেকে তাদের উপর আযাব এসে পড়েছে, যেদিক থেকে আসার কোনো ধারণাই তাদের ছিল না।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. এরপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত করবেন। আর বলবেন, বল আমার ঐসব শরীক কোথায়, যাদের জন্য তোমরা (হকপন্থিদের সাথে) ঝগড়া করতে? দুনিয়ায় যাদের ইলম ছিল তারা বলবে, আজ কাফিরদের জন্যই অপমান ও দুর্ভাগ্য।

৭. আরবে যখন নবী করীম (স) সম্পর্কে চর্চা হতে লাগল তখন মক্কার বাইরের লোক মক্কাবাসীদের কাছে তাঁর সম্পর্কে জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করত।

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ۚ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٢٨

২৮. হ্যাঁ, (ঐ কাফিরদের জন্য) যারা নিজেদের উপর যুলুম করার অবস্থায় ফেরেশতাদের হাতে গ্রেপ্তার হয় (মারা যায়), তারা তখন (বিদ্রোহ বাদ দিয়ে) আত্মসমর্পণ করে এবং বলে, আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি। তখন ফেরেশতারা জবাব দেয়, 'অপরাধ করনি কেমন?' তোমরা যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন।

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝٢٩

২৯. এখন যাও, দোযখের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়। সেখানেই তোমাদেরকে চিরকাল থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য তা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝٣٠

৩০. অপরদিকে যখন মুত্তাকীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কী জিনিস নাযিল হয়েছে? তখন তারা জবাব দেয়, খুবই ভালো জিনিস নাযিল হয়েছে। এ রকম নেক লোকদের জন্য এ দুনিয়াতেও কল্যাণ রয়েছে। আর আখিরাতের ঘর তো অবশ্যই তাদের জন্য আরও ভালো। মুত্তাকীদের ঘর কতই ভালো!

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝٣١

৩১. চিরদিন থাকার মতো বাগ-বাগিচা, যেখানে তারা প্রবেশ করবে। এর নিচে ঝরনাধারা বয়ে যাবে এবং তারা যা চাইবে সবকিছুই সেখানে রয়েছে। এভাবেই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে বদলা দিয়ে থাকেন।

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٣٢

৩২. ফেরেশতারা যখন পবিত্র অবস্থায় মুত্তাকীদের রূহ কবয করবে তখন তাদেরকে বলবে, তোমাদের উপর সালাম। তোমরা যে আমল করেছ এর বদলায় বেহেশতে প্রবেশ কর।

৩৩. (হে নবী!) এরা কি এখন এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, ফেরেশতারা এসে যাক, অথবা আপনার রবের ফায়সালা এসে পড়ুক? তাদের আগেও অনেকেই এমন আচরণ করেছে। এরপর যা কিছু তাদের সাথে হয়েছে তা তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো যুলুম ছিল না; বরং তা তাদের নিজেদেরই যুলুম ছিল, যা তারা তাদের উপর করেছে।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

৩৪. তারা যে আমল করেছিল এর মন্দ ফল শেষ পর্যন্ত তাদের উপরই এসে পড়েছে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত তা-ই তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

রুকূ' ৫

৩৫. মুশরিকরা বলে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করতাম না এবং তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসকে আমরা হারামও মনে করতাম না। তাদের আগের লোকেরাও এ রকম বাহানা বানাত। তাহলে কি রাসূলগণের উপর স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া আরও কোনো দায়িত্ব আছে?

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَٰغُ الْمُبِينُ ۝

৩৬. আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁর মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগূতের দাসত্ব থেকে দূরে থাক। এরপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন এবং কারো উপর গোমরাহী চেপে বসেছে। কাজেই পৃথিবীতে একটু চলে-ফিরে দেখে নাও, মিথ্যা আরোপকারীদের কী পরিণাম হয়েছে।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّٰغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَٰلَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝

إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾

৩৭. (হে নবী!) আপনি তাদের হেদায়াতের জন্য যতই আগ্রহী হোন না কেন, আল্লাহ যাদেরকে গোমরাহ করে দিয়েছেন তাদেরকে হেদায়াত দেন না। আর এ ধরনের লোকদেরকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এরা আল্লাহর নামে কড়া কড়া কসম খেয়ে বলে, যে মরে গেছে তাকে আল্লাহ আবার জিন্দা করে উঠাবেন না। 'উঠাবেন না কেমন?' এটা করা তো তাঁর ওয়াদা, যা পূর্ণ করা তিনি নিজের উপর ওয়াজিব করে নিয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. এমন হওয়া এ জন্যই জরুরি, এরা যে সত্যের ব্যাপারে মতভেদ করছে, আল্লাহ এর সত্যতা তাদের সামনে প্রকাশ করে দেবেন এবং কাফিররা জেনে নেবে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল ।

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾

৪০. (এমন হওয়া অসম্ভব মনে কর? তাহলে জেনে রাখবে) কোনো কিছু বানাতে চাইলে আমাকে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে হয় না, আমি হুকুম দেই 'হয়ে যাও' আর অমনি তা হয়ে যায়।

রুকূ' ৬

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

৪১-৪২. যারা যুলুম সহ্য করার পর আল্লাহর খাতিরে হিজরত করে গেছে তাদেরকে আমি দুনিয়াতেই ভালো ঠিকানার ব্যবস্থা করব, আর আখিরাতের প্রতিফল তো অনেক বড়।[৮] যে মযলুমরা সবর করেছে এবং তাদের রবের উপর ভরসা করেছে তারা যদি জানত, (কেমন ভালো শেষফল তাদের জন্য অপেক্ষা করছে)।

৮. এখানে সেই মুহাজিরগণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা কাফিরদের অসহনীয় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন।

৪৩. (হে নবী!) আমি আপনার আগেও যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়েছি, মানুষই পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি আমার বাণী ওহী করেছি। তোমরা যদি না জানো তাহলে 'আহলে যিকর'কে জিজ্ঞেস কর।[৯]

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. আগের রাসূলগণকেও আমি উজ্জ্বল নিদর্শন ও কিতাব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন আপনার উপর এই যিকর নাযিল করেছি, যাতে আপনি জনগণের সামনে ঐ শিক্ষার ব্যাখ্যা দিতে থাকেন, যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে। আর যাতে তারা (নিজেরাও) চিন্তা-ভাবনা করে।[১০]

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৫. ঐসব লোক, যারা (নবীর দাওয়াতের বিরুদ্ধে) মন্দের চেয়ে মন্দ চাল চালিয়ে যাচ্ছে, তারা কি এ বিষয়ে একেবারেই নিরাপদ বোধ করছে যে, আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন অথবা এমন দিক থেকে তাদের উপর আযাব নিয়ে আসবেন, যেদিক থেকে আসবে বলে তাদের ধারণাই হয় না?

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّـَٔاتِ أَن يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৬. অথবা চলাফেরা করার সময় হঠাৎ তাদেরকে ধরে ফেলবেন। তিনি যা করতে চান, তাতে তারা তাকে অক্ষম করার কোনো ক্ষমতা রাখে না।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

৪৭. অথবা এমন অবস্থায় তাদেরকে ধরে ফেলবেন, যখন আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাদের মনে ভয় লেগেছে এবং তারা তা থেকে বাঁচার চিন্তা করছে। আসলে তোমাদের রব বড়ই স্নেহশীল ও দয়াবান।

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ۗ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾

৯. অর্থাৎ, যারা আসমানি কিতাবের ইলম রাখে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানো– নবীগণ কি মানুষ, না অন্য কিছু।

১০. অর্থাৎ, রাসূলে কারীম (স)-এর প্রতি কিতাব এজন্য নাযিল করা হয়েছিল যে, তিনি নিজের কথা ও কাজের দ্বারা কিতাবের শিক্ষা ও আদেশ-নিষেধের সঠিক অর্থ বোঝাতে থাকবেন। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (স)-এর সুন্নাহ হচ্ছে কুরআনের আসল সরকারি ব্যাখ্যা।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. তারা কি আল্লাহর তৈরি কোনো জিনিসের দিকেই লক্ষ্য করে না যে, এর ছায়া কীভাবে ডানে ও বায়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় ঝুঁকে পড়ে?[১১] এভাবেই সব কিছু নত হয়ে থাকে।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আসমান ও জমিনে যত প্রাণী আছে এবং যত ফেরেশতা আছে, সবাই আল্লাহর সামনে সিজদারত। তারা কখনো অহংকার করে না।

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾

৫০. তাদের উপর যে রব রয়েছে, তাঁকে তারা ভয় করে এবং যে হুকুম করা হয় সে অনুযায়ীই কাজ করে। (সিজদার আয়াত)

রুকূ' ৭

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥١﴾

৫১. আল্লাহ বলেন, দুই মা'বুদ বানিয়ে নিও না[১২], মা'বুদ তো শুধু একজনই। কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় কর।

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর এবং সব সময় তাঁর দীন (গোটা সৃষ্টি জগতে) চালু রয়েছে।[১৩] তার পরও তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে চলবে?

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۖ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. যে নিয়ামতই তোমরা পেয়েছ, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। তারপর যখন তোমাদের উপর কোনো কঠিন সময় আসে তখন তোমরা ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াও।

১১. অর্থাৎ, সকল জিনিসের ছায়া এ কথার নিদর্শন যে, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, পশু-পাখি ও মানুষ সবই এক ব্যাপক নিয়মের বাঁধনে আবদ্ধ; সবাই একজনেরই দাস। খোদায়ীতে কারোরই কোনো সামান্যতম অংশও নেই। কোনো কিছুর ছায়া থাকা এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, সে বস্তুটি জড়। আর কোনো কিছুর 'জড়' হওয়া তার 'দাস' ও সৃষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

১২. 'দুই খোদা না থাকা'র মধ্যে দুই-এর অধিক খোদা না থাকার কথাও শামিল আছে।

১৩. অন্যকথায় তাঁরই আনুগত্যের ভিত্তিতে গোটা সৃষ্টিজগতের বিশাল কারখানা চলছে।

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝٥٤ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٥٥

৫৪-৫৫. যখন আল্লাহ ঐ বিপদ দূর করে দেন, তখন হঠাৎ তোমাদের মধ্যে এক দল তাদের রবের সাথে অন্যদেরকেও (এ মেহেরবানীর শুকরিয়াতে) শরীক করে নেয়, যাতে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তারা এর নাশুকরী করে। ঠিক আছে, মজা করে নাও। শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে।

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ۝٥٦

৫৬. এরা আসল মর্ম না জেনেই আমার দেওয়া রিযকের কোনো অংশ নির্দিষ্ট করে নেয়। আল্লাহর কসম! অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, এ মিথ্যা তোমরা কেমন করে বানিয়ে নিয়েছিলে?

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۝٥٧

৫৭. তারা আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান সাব্যস্ত করে।[১৪] সুবহানাল্লাহ! আর নিজেদের জন্য তা (ঠিক করে) যা তারা কামনা করে।[১৫]

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝٥٨

৫৮. যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান পয়দা হওয়ার সুখবর দেওয়া হয় তখন তাদের চেহারা কালো হয়ে যায় এবং কষ্টে রাগ দমন করে নেয়।

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝٥٩

৫৯. মানুষ থেকে তারা লুকিয়ে বেড়ায়। কারণ এমন খারাপ খবরের পর কেমন করে মুখ দেখাবে? ভাবতে থাকে যে, অপমান সহ্য করে কন্যাকে রাখবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? দেখ, এরা আল্লাহ সম্পর্কে কেমন মন্দ ফায়সালা করে।[১৬]

---

১৪. আরবের মুশরিকদের মা'বূদদের মধ্যে দেবতা কম ছিল দেবীই ছিল বেশি। আর এ দেবীদের সম্পর্কেই তাদের বিশ্বাস ছিল, এরা আল্লাহর কন্যাসন্তান। এভাবে ফেরেশতাদেরকেও তারা আল্লাহর কন্যা মনে করত।

১৫. অর্থাৎ, পুত্রসন্তানগুলো।

১৬. অর্থাৎ, নিজেদের জন্য যে কন্যাসন্তানকে তারা এরূপ হীন ও অপমানকর মনে করত, সেই কন্যাসন্তানকেই তারা আল্লাহর জন্য ভাবতে কোনো লজ্জাবোধ করত না।

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

৬০. যারা আখিরাতের উপর ঈমান আনে না তারাই তো মন্দ উপমার যোগ্য। আর আল্লাহর জন্য তো সবচেয়ে উচ্চ উপমা রয়েছে। তিনি মহা শক্তিমান ও মহাকুশলী।

রুকূ' ৮

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের যুলুমের কারণে সাথে সাথেই পাকড়াও করতেন তাহলে দুনিয়ার কোনো একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি সবাইকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। যখন ঐ সময় এসে যায় তখন এক মুহূর্তও আগে বা পরে হতে পারে না।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. আজ তারা আল্লাহর জন্য ঐ জিনিস প্রস্তাব করছে, যা তাদের নিজেদের কাছে পছন্দনীয় নয়। তাদের মুখ মিথ্যা বলছে যে, তাদের জন্য কল্যাণই কল্যাণ। তাদের জন্য তো একই জিনিস আছে, আর তা হলো দোযখের আগুন। অবশ্যই তাদেরকে সবার আগে সেখানে পৌঁছানো হবে।

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. আল্লাহর কসম! (হে নবী!) আপনার আগেও আমি বহু কাওমের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। (আগেও এমনই হয়েছে যে) শয়তান তাদের আমলকে তাদের নিকট সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে (যার ফলে তারা রাসূলকে অমান্য করেছে)। ঐ শয়তানই আজ তাদের অভিভাবক হয়ে আছে। আর তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবের ভাগী হয়ে গেছে।

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আমি আপনার উপর এ কিতাব এ জন্য নাযিল করেছি, যাতে এরা যে মতভেদের মধ্যে পড়ে আছে এর আসল মর্ম তাদের কাছে আপনি প্রকাশ করেন। আর যারা এ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে তাদের জন্য যেন হেদায়াত ও রহমত হয়।

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. (তোমরা প্রত্যেক বর্ষাকালে দেখতে পাও) আল্লাহ আসমান থেকে পানি নাযিল করেন এবং মরে পড়ে থাকা মাটির মধ্যে এ দ্বারা জীবন দান করেন।[১৭] নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা (মন খুলে) শুনে।

রুকূ' ৯

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তোমাদের জন্য গৃহপালিত পশুর মধ্যেও একটি শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটের গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে তোমাদেরকে খাঁটি দুধ পান করাই, যা তাদের জন্য তৃপ্তিদায়ক, যারা পান করে।

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. (এমনিভাবে) খেজুরের গাছ ও আঙুরের ছড়া থেকেও (তোমাদেরকে খাওয়াই) যা থেকে তোমরা নেশার জিনিসও বানিয়ে ফেল এবং পাক-পবিত্র রিযকও।[১৮] নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা বিবেককে কাজে লাগায়।

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. আর দেখুন, আপনার রব মৌমাছির কাছে এ কথা ওহী করে দিয়েছেন[১৯] যে, তোমরা পাহাড়ে, গাছে ও মাচায় মৌচাক বানাও।

১৭. অর্থাৎ, প্রতি বছর এ দৃশ্য তোমরা চোখের সামনেই দেখতে পাও– জমিন একেবারে খালি ময়দানের মতো পড়ে থাকে, তার মধ্যে জীবনের কোনো চিহ্নই থাকে না। তাতে ঘাস পর্যন্ত দেখা যায় না। কোনো কীট-পতঙ্গও থাকে না। তারপর যখন বর্ষা আসে, একটু-আধটু বৃষ্টি হতেই সেই মরা জমিন থেকে জীবনের ঝরনা বইতে থাকে। মাটির নিচে গাছ-গাছড়ার যে বীজ মরে পড়ে ছিল হঠাৎ সেগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং এক-একটি বীজ থেকে সেই সব লতাপাতা আবার বের হয়, যা আগের বর্ষায় গজানোর পর মরে গিয়েছিল। গরমকালে যেসব কীট-পতঙ্গের নাম-নিশানাও কোথাও ছিল না হঠাৎ সেগুলো এমনভাবে আবার জেগে ওঠে, যেভাবে তারা বিগত বর্ষায় দেখা দিয়েছিল। নিজেদের জীবনে এসব বিষয় তোমরা বারবার লক্ষ করা সত্ত্বেও 'আল্লাহ সব মানুষকে মরার পর আবার জীবিত করবেন' কথাটি নবীদের মুখে শুনে কেন তোমরা অবাক হও?

১৮. এখানে পরোক্ষভাবে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ইশারা করা হয়েছে যে, এটা পবিত্র রিযক নয়।

১৯. 'ওহী'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– গোপন ও সূক্ষ্ম ইশারা, যা ইশারাকারী ও যাকে ইশারা করা হয় সে ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না। এ হিসেবে এ শব্দটি 'ইলকা' (মনে কোনো কথা ঢেলে দেওয়া) এবং 'ইলহাম' (গোপনে শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়া) অর্থেও ব্যবহার করা হয়।

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑥⑨

৬৯. তোমরা সব রকম ফলের রস চুষে নাও এবং তোমাদের রবের সমান করা পথে চলতে থাক। এ মৌমাছির পেট থেকে রঙ-বেরঙের এক শরবত বের হয়, যার মধ্যে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ⑦⓪

৭০. তারপর লক্ষ্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদেরকে মউত দেন, তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো লোককে এমন মন্দ বয়সে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সবকিছু জানার পরও কিছুই জানে না। সত্য এটাই যে, আল্লাহ ইলমের দিক দিয়েও পূর্ণ এবং ক্ষমতার দিক দিয়েও।

রুকূ' ১০

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ⑦①

৭১. আরও লক্ষ্য কর, তোমাদের মধ্যে কতক লোককে আল্লাহ অপর কতকের চেয়ে বেশি রিযক দিয়েছেন। যাদেরকে বেশি দেওয়া হয়েছে তারা তাদের রিযক তাদের গোলামদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয় না, যাতে রিযকের দিক দিয়ে তারা তার সমান অংশীদার হয়ে যায়। তাহলে তারা কি আল্লাহরই নিয়ামতকে অস্বীকার করে?[২০]

২০. বর্তমান সময়ে কিছু লোক এ আয়াত থেকে তাদের মনগড়া এই অর্থ বের করেছেন যে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বেশি রিযক দান করেছেন তাদের রিযক তাদের কর্মচারী ও চাকরদেরকে দান করে দিতে হবে। যদি তারা তা না করে তাহলে তারা আল্লাহর নিয়ামতের অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে।

উপর থেকে গোটা আলোচনাটাই শিরকের বিরুদ্ধে ও তাওহীদের পক্ষে হয়ে এসেছে এবং পরেও ধারাবাহিকভাবে এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। আগের ও পরের কথার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়– এখানে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, তুমি যখন নিজের ধন-সম্পদে তোমার গোলাম ও চাকরদেরকে অংশীদার মনে কর না, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন সেগুলোর শুকরিয়া জানাতে তোমরা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কেমন করে তাঁর বান্দাহদেরকেও শরীক বানানোকে সঠিক মনে কর এবং তোমরা কেমন করে এ ধারণা কর যে, ক্ষমতা ও অধিকারে আল্লাহর এই বান্দাহরাও তাঁর সঙ্গে সম-ভাগী?

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. আর তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদেরকে বানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই ঐ স্ত্রীদের থেকে তোমাদের ছেলে ও নাতি দান করেছেন এবং তোমাদেরকে খাবার জন্য ভালো ভালো জিনিস দিয়েছেন। (এসব দেখে এবং বুঝেও) তারা কি বাতিলকে মেনে নিয়েছে[২১] এবং আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করছে?

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে পূজা করে তারা তাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে কোনো রিযক দিতে পারে না। তারা এ কাজ করার কোনো ক্ষমতাই রাখে না।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. কাজেই আল্লাহকে কারো সাথে তুলনা করো না।[২২] নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না।

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আল্লাহ একটা উপমা দিচ্ছেন। একজন গোলাম যে অন্যের অধীন। তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আর একজন এমন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে ভালো রিযক দিয়েছি এবং সে এ থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খুব খরচ করে। বল দেখি এরা দু'জন কি সমান? আলহামদুলিল্লাহ।[২৩] কিন্তু বেশির ভাগ লোকই (এ সোজা কথাটি) জানে না।

২১. অর্থাৎ, তারা এ ভিত্তিহীন ও অসত্য বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের ভাগ্য গড়া ও ভাঙা, তাদের মনের আশা পূরণ করা, দোয়া শোনা, তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করা, তাদের রিযকের ব্যবস্থা করা, তাদের মামলা-মোকদ্দমায় জিতিয়ে দেওয়া, তাদের রোগ দূর করা– এসব কাজ করার ক্ষমতা দেবী, দেবতা, জিন এবং আগের ও পরের কতক নেক লোকের রয়েছে।

২২. অর্থাৎ, আল্লাহকে দুনিয়ার রাজা, মহারাজা-বাদশাহদের মতো মনে করো না। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের কাছে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ কর্মচারীদের মাধ্যম, ছাড়া কেউ আবেদন-নিবেদন পৌঁছাতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেও তোমরা ধারণা কর যে, তিনি নিজের শাহী মহলে ফেরেশতা, আউলিয়া ও তাঁর অন্যান্য মুসাহিব দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছেন এবং তাদের সাহায্য ছাড়া কোনো কাজই আল্লাহর কাছ থেকে হাসিল করা সম্ভব নয়।

২৩. যেহেতু এ প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরা এ কথা বলতে পারে না যে, দুই-ই সমান। এজন্য বলা হয়েছে, আলহামদু লিল্লাহ! এতটুকু কথা অন্তত তোমাদের বুঝে এসেছে।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٧٦

৭৬. আল্লাহ আরও একটা উপমা দিচ্ছেন। দুজন মানুষ। একজন বোবা ও বধির। কোনো কাজ করতে পারে না। নিজের মনিবের উপর বোঝা হয়ে আছে। তাকে যেখানেই পাঠায় সে ভালো কিছু করে আসতে পারে না। আর একজন এমন যে, সে ইনসাফের সাথে হুকুম দেয় এবং নিজেও সরল-সঠিক পথের উপর কায়েম আছে। বল দেখি, এরা দুজন কি সমান?

রুকূ' ১১

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٧٧

৭৭. আসমান ও জমিনের গায়েবী ইলম তো আল্লাহরই আছে। কিয়ামত হওয়ার সময়টা তো চোখের পলক পড়া বা আরো কম সময়ের ব্যাপার। আল্লাহ অবশ্যই সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝٧٨

৭৮. আল্লাহ তোমাদেরকে এমন অবস্থায় তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেছেন, যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে চোখ, কান ও দিল দিয়েছেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝٧٩

৭৯. এরা কি কখনো পাখিদেরকে দেখেনি যে, কীভাবে তারা শূন্য আসমানে নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য এর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا

৮০. আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের বাড়ি-ঘরকে আরামের জায়গা বানিয়েছেন। তিনি পশুর চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন ঘর বানিয়ে দিয়েছেন, যা সফরে ও নিজের বাড়িতে তোমরা হালকা মনে কর।[২৪] আর তিনি পশুর চামড়া, লোম ও পশম দিয়ে তোমাদের গায়ে পরা ও ব্যবহার করার জন্য

২৪. অর্থাৎ, চামড়ার তাঁবু। আরবে এটা বহুল প্রচলিত।

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝

অনেক জিনিস বানিয়ে দিয়েছেন, যা সারা জীবন কাজে লাগে।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝

৮১. আল্লাহ তাঁর তৈরি করা বহু কিছু থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়ে তোমাদের জন্য লুকানোর জায়গা বানিয়েছেন, তোমাদেরকে এমন পোশাক দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গরম থেকে বাঁচায় এবং অন্য এক রকম পোশাক, যা যুদ্ধে তোমাদেরকে হেফাযত করে। এভাবেই তিনি তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা হুকুম পালনকারী হও।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

৮২. (হে নবী!) এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আপনার উপর সাফ সাফ সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই।

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

৮৩. এরা আল্লাহর নিয়ামতকে চেনে, তবু তা অস্বীকার করে। তাদের বেশির ভাগ লোকই কাফির।

রুকূ' ১২

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

৮৪. (তাদের কি ঐ দিনের কোনো চেতনা আছে?) যেদিন প্রত্যেক উম্মত থেকে আমি একজন সাক্ষী খাড়া করব। তারপর কাফিরদেরকে কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করারও কোনো অনুমতি দেওয়া হবে না[২৫] এবং তাওবা করতেও বলা হবে না।

২৫. এর অর্থ এই নয় যে, তাদের সাফাই পেশ করার সুযোগ দেওয়া হবে না; বরং এর মর্ম হচ্ছে— তাদের অপরাধ এমন স্পষ্ট এবং তাদের বিরুদ্ধে এমন এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা হবে যে, অপরাধী কোনোটাই অস্বীকার করতে পারবে না। তাই তাদের সাফাই পেশ করার কোনো অবকাশই থাকবে না।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٨٥﴾

৮৫. যালিমরা যখন একদফা আযাব দেখে নেবে, তখন তাদের আযাব একটু কমিয়েও দেওয়া হবে না এবং এক মুহূর্ত বিরামও দেওয়া হবে না।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٦﴾

৮৬. ঐসব লোক, যারা দুনিয়ায় শিরক করেছিল, তারা যখন তাদের শরীকদেরকে দেখতে পাবে তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! এরাই হচ্ছে আমাদের ঐসব শরীক, তোমাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আমরা ডাকতাম। এ কথার জবাবে তাদের ঐসব মা'বুদ বলবে, তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[২৬]

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾

৮৭. ঐ সময় তারা সবাই আল্লাহর সামনে ঝুঁকে যাবে এবং দুনিয়ায় তারা যা কিছু মিথ্যা রচনা করেছিল তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে।

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. যারা নিজেরা কুফরী করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিয়েছে, তারা দুনিয়ায় যে ফাসাদ ছড়িয়েছে এর বদলায় আমি তাদেরকে আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেবো।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

৮৯. (হে নবী! তাদেরকে ঐ দিন সম্পর্কে সাবধান করে দিন) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। আর এই লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে দাঁড় করাব। আর (এটা ঐ সাক্ষ্যেরই প্রস্তুতি যে) আমি আপনার উপর এ কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রতিটি জিনিসের স্পষ্ট বিবরণ দিচ্ছে এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।

২৬. অর্থাৎ, বানানো মা'বুদরা একে একে বলবে, 'আমি তোমাদেরকে কখনো এ কথা বলিনি যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকেই ডাকো, আর তোমাদের এ কাজে আমি রাজিও ছিলাম না; বরং আমি জানতামই না যে, তোমরা আমার কাছে কিছু চেয়ে দোয়া করেছিলে।

রুকূ' ১৩

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

৯০. আল্লাহ সুবিচার, বদান্যতা ও নিটকাত্মীয়ের হক আদায় করার আদেশ দিচ্ছেন এবং বেহায়াপনা, নিষিদ্ধ কাজ ও যুলুম করা থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে নসীহত করছেন, যাতে তোমরা উপদেশ নিতে পার।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

৯১. আল্লাহর সাথে যখন কোনো মযবুত ওয়াদা কর তখন তা পালন কর। আর পাকা কসম খাওয়ার পর তা ভেঙে ফেল না। অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের উপর সাক্ষী বানিয়েছ। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সবই জানেন।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

৯২. তোমাদের অবস্থা ঐ মহিলার মতো যেন হয়ে না যায়, যে নিজেই মেহনত করে সুতা কাটল এবং নিজেই তা টুকরো টুকরো করে ফেলল। তোমরা কসমকে নিজেদের মধ্যে ধোঁকাবাজির হাতিয়ার বানিয়ে থাক, যাতে এক কাওম অপর কাওম থেকে বেশি ফায়দা হাসিল করতে পারে। অথচ আল্লাহ ওয়াদা-কসমের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। যেসব বিষয়ে তোমরা দুনিয়ায় মতভেদ করেছিলে, সেসবের আসল মর্ম অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবেন।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. আল্লাহর যদি এটাই ইচ্ছা হতো (যে তোমাদের মধ্যে কোনো রকম মতভেদ না হোক) তাহলে তোমাদেরকে তিনি একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু যাকে ইচ্ছা তিনি গোমরাহ করেন, আর যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দেন। আর অবশ্যই তোমাদের সব আমল সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

৯৪. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা নিজেদের কসমকে একে অপরকে ধোঁকা দেওয়ার মাধ্যম বানিয়ে নিও না। এমন যেন হয় না যে, কদম মযবুত হওয়ার পর পিছলে যায় এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেওয়ার অপরাধে তোমরা মন্দ পরিণাম ভোগ কর ও ভয়ানক আযাব পাও।[২৭]

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. আল্লাহর ওয়াদাকে সামান্য ফায়দার বদলে বেচে দিও না। যদি তোমরা জানো তাহলে যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা তোমাদের জন্য বেশি ভালো।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৬. যা তোমাদের কাছে আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই বাকি থাকবে। যারা সবর অবলম্বন করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের সবচেয়ে ভালো আমলের হিসাব অনুপাতে প্রতিফল দান করব।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

৯৭. পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, যে লোকই নেক আমল করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবনযাপন করাবো আর (আখিরাতে) অবশ্যই তার সবচেয়ে ভালো আমলের হিসাব অনুযায়ী বদলা দেবো।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

৯৮. যখন তোমরা কুরআন পড়তে শুরু কর তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।[২৮]

২৭. অর্থাৎ, কোনো লোক ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস করার পর শুধু তোমাদের অসততা ও অসচ্চরিত্র দেখে যেন এই দীনের প্রতি তার ধারণা খারাপ হয়ে না যায়। সে যেন এ কারণে ঈমান আনতে আপত্তি না করে যে, মুসলমানদের চরিত্র ও ব্যবহার তো কাফিরদের চেয়ে ভালো মনে হচ্ছে না।

২৮. এর উদ্দেশ্য শুধু মুখে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' বলা নয়; বরং খাঁটি জযবা নিয়ে দিল থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে হবে যে, কুরআন পড়ার সময় আল্লাহ যেন শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে তাকে নিরাপদ রাখেন। কেননা কেউ যদি এখান থেকে হেদায়াত না পায়, তবে সে অন্য আর কোথাও থেকে হেদায়াত পাবে না। আর কেউ যদি এ কিতাব থেকে গোমরাহী হাসিল করে, তবে দুনিয়ার কোনো কিছুই তাকে গোমরাহীর গোলকধাঁধা থেকে উদ্ধার করতে পারে না।

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

৯৯-১০০. যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তাদের রবের উপর ভরসা রাখে, তাদের উপর শয়তানের কোনো জোর খাটে না। শয়তানের ক্ষমতা তাদের উপরই চলে, যারা তাকে তাদের অভিভাবক বানায়, আর যারা তার ধোঁকায় পড়ে শিরক করে।

রুকূ' ১৪

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

১০১. আমি যখন এক আয়াতের জায়গায় অন্য আয়াত নাযিল করি, আর তিনিই ভালো জানেন, তিনি কী নাযিল করবেন, তখন তারা (নবীকে) বলে, তুমি নিজেই কুরআন রচনা করে নিয়েছ। আসল কথা এটাই যে, তাদের বেশির ভাগ লোকই মর্মকথা জানে না।

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

১০২. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, কুরআন তো জিবরাইল তার রবের পক্ষ থেকে সঠিকভাবে নাযিল করেছেন,[২৯] যাতে ঈমানদারদের ঈমানকে মযবুত করে, যারা আত্মসমর্পণকারী তাদেরকে সরল পথ দেখায় ও তাদের সফলতার সুখবর দেয়।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ۝

১০৩. আমি জানি যে, এরা আপনার সম্বন্ধে বলে, 'তাকে অন্য এক লোক শিখিয়ে দেয়'। অথচ তারা যে লোকের দিকে ইঙ্গিত করে তার ভাষা অনারব, আর এ কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۙ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

১০৪. আসলে যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে সঠিক কথা বোঝার তাওফীক দেন না এবং এ জাতীয় লোকদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

২৯. 'রূহুল কুদুস'-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– পবিত্র আত্মা বা পবিত্রতার আত্মা। হযরত জিবরাঈল (আ)-কে এই উপাধি দান করা হয়েছে। এখানে ওহী বহনকারী ফেরেশতার নাম না নিয়ে তার উপাধি উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে– শ্রোতাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, এই বাণীকে এমন এক আত্মা বহন করে নিয়ে আসেন, যিনি মানবীয় দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পুরোপুরি আমানতদারি ও দায়িত্বশীলতার সাথে আল্লাহ তাআলার বাণী পৌঁছিয়ে দেন।

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ⊙

১০৫. (নবী মিথ্যা রচনা করেন না, বরং) তারাই মিথ্যা রচনা করে, যারা আল্লাহর আয়াতের উপর ঈমান আনে না। আসলে তারাই মিথ্যাবাদী।[৩০]

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⊙

১০৬. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর যে তাঁর উপর কুফরী করে (তাকে যদি) বাধ্য করা হয়ে থাকে এবং তার দিল যদি ঈমানের উপর প্রশান্ত থাকে তাহলে তো ভালোই, কিন্তু যে মনের খুশিতে কুফরকে কবুল করে, তার উপর আল্লাহর গযব পড়বে এবং এমন সব লোকদের জন্য বিরাট আযাব রয়েছে।[৩১]

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ⊙

১০৭. এটা এ জন্য যে তারা আখিরাতের উপর দুনিয়ার জীবনকে বেশি পছন্দ করেছে। আর এটাই আল্লাহর নিয়ম যে, যারা নিয়ামতের কুফরী করে তাদেরকে তিনি নাজাতের পথ দেখান না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ⊙

১০৮. এরা ঐসব লোক, যাদের দিল, কান ও চোখে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা গাফলতিতে ডুবে আছে।

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ⊙

১০৯. অবশ্য অবশ্যই তারা আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩২]

---

৩০. দ্বিতীয় প্রকার অনুবাদ এও হতে পারে যে, যারা আল্লাহর আয়াতে ঈমান রাখে না এবং তাঁর নিদর্শনসমূহে যাদের বিশ্বাস নেই, মিথ্যা তো তারাই রচনা করে।

৩১. এ আয়াতে সেই মুসলমানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যাদের উপর সে সময় ভয়ানক অত্যাচার-নির্যাতন করে এবং অসহনীয় কষ্ট-যন্ত্রণা দিয়ে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা কোনো সময় নির্যাতনে নিরুপায় হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য মুখে কুফরীর কথা বলে ফেললেও তোমাদের দিল যদি কুফরী বিশ্বাস থেকে পবিত্র থাকে, তাহলে তোমাদেরকে মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু তোমরা যদি নিজের মনে কুফরী স্বীকার করে নাও, তবে দুনিয়ায় তোমাদের প্রাণ বাঁচলেও আখিরাতে আল্লাহর আযাব থেকে তোমরা রক্ষা পাবে না।

৩২. এ হুকুম সেইসব লোকদের সম্পর্কে, যারা ঈমানের পথ কঠিন দেখে তা থেকে ফিরে গিয়ে তাদের কাফির ও মুশরিক জাতির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছিল।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾

১১০. অপরদিকে যাদের অবস্থা এই যে, যখন (ঈমান আনার কারণে) তাদেরকে যাতনা দেওয়া হয়েছে তখন তারা বাড়িঘর ছেড়ে হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে ও সবর করেছে। এরপর তাদের জন্য আপনার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

রুকূ' ১৫

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١١﴾

১১১. (এসবের ফায়সালা সেদিন হবে) যেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজের বাঁচার ধান্দায়ই লেগে থাকবে এবং প্রত্যেককে যা সে করেছে, এর বদলা পুরোপুরি দেওয়া হবে এবং কারো উপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. আল্লাহ একটি জনপদের উপমা দিচ্ছেন। তারা নিরাপদ ও শান্তিময় জীবনযাপন করছিল এবং সব দিক থেকে তাদের কাছে খুবই ভালো রিযক পৌঁছিল। এরপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের কুফরী শুরু করল। তখন ঐ জনপদবাসী যা কিছু করছিল এর বদলায় আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের মজা ভোগ করালেন।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তাদের নিকট তাদের কাওমের এক লোক রাসূল হিসেবে আসলেন। কিন্তু তারা তাকে মানতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত যখন তারা যালিম হয়ে গেল তখন আযাব তাদেরকে পাকড়াও করে ফেলল।[৩৩]

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

১১৪. কাজেই, (হে মানুষ!) আল্লাহ যা কিছু হালাল ও পাক রিযক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা খাও এবং আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় কর, যদি সত্যিই তোমরা তাঁরই দাসত্ব করার লোক হয়ে থাক।

৩৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতানুযায়ী নাম না নিয়ে এখানে মক্কাকেই উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাখ্যানুযায়ী ভয় ও ক্ষুধার যে বিপদ ব্যাপকভাবে ছেয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে সেই দুর্ভিক্ষ, যা রাসূল (স)-এর নবুওয়াতের ঘোষণার পর অনেক দিন পর্যন্ত মক্কাবাসীর উপর জারি ছিল।

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. আল্লাহ যা কিছু তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তা হলো– মরা পশু, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং ঐসব পশু, যার উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে। অবশ্য আল্লাহর আইন অমান্য করার নিয়ত না থাকলে এবং বাঁচার প্রয়োজন পরিমাণের বেশি না হলে, কেউ যদি ক্ষুধায় কাতর হয়ে (হারাম জিনিস) খেয়ে ফেলে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

১১৬. এই যে তোমাদের মুখ মিথ্যা হুকুম জারি করে যে, এ জিনিস হালাল ও ঐ জিনিস হারাম,[৩৪] এভাবে তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করো না। যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা বানিয়ে বলে তারা কখনো সফল হতে পারে না।

مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾

১১৭. দুনিয়ার ভোগের জিনিস অতি সামান্য কয়দিনের। শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

১১৮. (হে নবী!) কতক জিনিস আমি বিশেষ করে ইহুদীদের উপর হারাম করে দিয়েছিলাম, যার উল্লেখ আগে আপনার কাছে করেছি। এটা তাদের উপর আমার কোনো যুলুম ছিল না; বরং এটা তাদের নিজেদেরই যুলুম ছিল, যা তারা তাদের উপর করেছিল।

৩৪. এ আয়াত সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয় যে, কোন্‌টা হালাল বা কোন্‌টা হারাম তা ঘোষণা করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোরই নেই। যদি কেউ হালাল বা হারাম ঘোষণা করার সাহস করে, তাহলে সে সীমা লঙ্ঘন করে। অবশ্য যদি কেউ আল্লাহ তাআলার আইনকে মানে এবং সে আইনের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে কোনো জিনিসকে হালাল বা হারাম বলে সাব্যস্ত করে, তাহলে আলাদা কথা। কারো নিজের পক্ষ থেকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করাকে 'আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা' বলা হয়েছে। যে এমন কাজ করে সে দু কারণে তা করতে পারে– হয় সে এই কথা দাবি করে যে, আল্লাহর কিতাবের ভিত্তি ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে সে যেটাকে হালাল বা হারাম বলে সাব্যস্ত করেছে তাকে আল্লাহ স্বীকার করে নেবেন; অথবা তার দাবি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করার অধিকার ত্যাগ করে মানুষকে তাদের নিজেদের মর্জি মোতাবেক আইন রচনা করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। এ দুটি দাবির মধ্যে মানুষ যেটাই করুক, তা আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১১৯. অবশ্য যারা না জেনে মন্দ আমল করেছে এবং এরপর তাওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে, নিশ্চয়ই তাওবা ও সংশোধনের পর আপনার রব তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

রুকূ' ১৬

১২০. নিশ্চয়ই ইবরাহীম নিজের সত্তায় পুরো এক উম্মত ছিলেন । তিনি আল্লাহর অতি নিষ্ঠাবান অনুগত ছিলেন। তিনি কখনো মুশরিক ছিলেন না।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

১২১. তিনি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়কারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং তাকে সোজা ও মযবুত পথ দেখালেন।

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

১২২. দুনিয়াতেও তাকে আমি কল্যাণ দিয়েছি, আখিরাতেও তিনি অবশ্যই সৎ লোকের মধ্যে গণ্য হবেন।

وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. (হে নবী!) এরপর আমি আপনার প্রতি এ ওহী পাঠিয়েছি যে, একমুখী হয়ে ইবরাহীমের নিয়মনীতি মেনে চলুন। আর তিনি মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না।

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৪. এখন রইল শনিবারের কথা। যারা শনিবারের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে মতভেদ করেছিল, আমি তাদের উপর তা চাপিয়ে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আপনার রব কিয়ামতের দিন ঐসব বিষয়ের মীমাংসা করে দেবেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছিল।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৫. (হে নবী!) হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে ডাকুন। আর তাদের সাথে তর্ক-

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ

رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

বিতর্ক করতে হলে সুন্দরভাবে করুন। আপনার রবই বেশি জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে সরে আছে, আর কে সঠিক পথে আছে।

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝

১২৬. যদি তোমরা কারো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নাও, তাহলে তোমাদের উপর যে পরিমাণ অন্যায় করেছে, সে পরিমাণ নিতে পার। আর যদি তোমরা সবর কর তাহলে তা তার জন্যই ভালো, যে সবর করেছে।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝

১২৭. ধৈর্যের সাথে কাজ করতে থাক। তোমার এ সবর আল্লাহরই তাওফীকের ফল। তাদের কার্যকলাপে দুঃখবোধ করো না এবং তারা যত চালবাজি করছে তাতে মন ছোট করো না।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

১২৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন, যারা তাকওয়ার জীবনযাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে।

১৭. সূরা বনী ইসরাঈল

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

চার নম্বর আয়াতের 'বনী ইসরাঈল' শব্দদ্বয় থেকে এ নাম রাখা হয়েছে। অবশ্য এটা সূরাটির আলোচ্য বিষয় নয়। প্রথম আয়াতের 'আসরা' ক্রিয়াবাচক শব্দের বিশেষ্য হলো 'ইসরা'। তাই– এ সূরার অপর নাম 'ইসরা'।

নাযিলের সময় ও পরিবেশ

সূরাটির প্রথম আয়াতেই রাসূল (স)-এর মি'রাজের সূচনার কথা রয়েছে। হাদীস ও সীরাতের কিতাব অনুযায়ী হিজরতের এক বছর আগে মি'রাজ সংঘটিত হয়। সে হিসেবে মাক্কী যুগের শেষের দিকে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

রাসূল (স) মক্কা শহরকে কেন্দ্র করে অবিরাম ১২ বছর পর্যন্ত জনগণকে আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার দাওয়াত দিতে থাকেন। কুরাইশনেতাদের দ্বারা বিভ্রান্ত জনগণ মারমুখী হয়ে বিরোধিতা করতে থাকে। মক্কাবাসী থেকে হতাশ হয়ে মি'রাজের দেড় বছর আগে বড় আশা নিয়ে রাসূল (স) তায়েফে গেলেন। তায়েফবাসীরা চরম দুশমনির সাথে তাঁকে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দিল।

অবশ্য ১২ বছরে মক্কাসহ সারা আরবেই অল্পসংখ্যক হলেও এ দাওয়াত কবুল করে সকল বিপদ ও বাধার মুকাবিলা করার মতো লোক তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে মদীনার প্রধান দুটো গোত্র আউস ও খাযরাজ ইসলাম গ্রহণ করায় সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েমের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

ঐ কঠিন সময়ে আল্লাহ তাআলা মি'রাজের মতো বিস্ময়কর ও মহা সম্মানজনক ঘটনার মাধ্যমে রাসূল (স)-এর হতাশা দূর করে আশার আলো জ্বেলে দিলেন। মি'রাজ থেকে ফিরে এসে রাসূল (স) দুনিয়াবাসীকে এ সূরা শুনিয়ে দেন।

সূরার আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় বিরোধীদেরকে সাবধান করা ও বোঝানোর উদ্দেশ্যে উপদেশ দান করা এবং সমর্থকদেরকে কতক মূল্যবান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাসূল (স)-কে হেদায়াত করা হয়েছে যে, সমস্যা ও সংকট যত কঠিনই হোক সকল অবস্থায় মযবুত থাকতে হবে এবং কুফরীর সাথে আপসের কোনো চিন্তাই করা চলবে না।

সূরাটির প্রথম রুকূ'তেই বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে এবং অন্যান্য জাতির উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য মক্কার কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াত কবুল করার এখনও সুযোগ রয়েছে। যদি তোমরা তা না কর তাহলে ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাক। পরোক্ষভাবে মদীনার ইহুদী গোত্রসমূহকে সাবধান করা হয়েছে যে, অতীতে তোমরা যে শাস্তি

পেয়েছ তা থেকে শিক্ষা নাও এবং মুহাম্মদ (স)-কে মেনে নাও। এটাই তোমাদের শেষ সুযোগ। যদি এ সুযোগ গ্রহণ না কর তাহলে অতীতের মতো আবার তোমরা শাস্তি ভোগ করবে।

এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং এসব সত্যের ব্যাপারে মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে যেসব সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে। মাঝে মাঝে তাদের মূর্খতার কারণে ধমকও দেওয়া হয়েছে।

সূরাটির ৩য় ও ৪র্থ রুকূ'তে মানবসমাজের সুখ-শান্তি, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে যেসব বড় মূলনীতি রয়েছে তা এমন চমৎকারভাবে দফাওয়ারি উল্লেখ করা হয়েছে, যা এক বছর পর মদীনায় হিজরত ও ইসলামী সমাজ গঠনের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিল। আধুনিক যুগে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে দেশ ও সমাজকে গড়ে তোলার মূলনীতি ঘোষণা করা হয়। এ দুটো রুকূ'তে যেন তেমনই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মূলনীতিগুলো সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তা ছাড়া সাহাবায়ে কেরামকে সবর ও হিকমতের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মন কাফিরদের যুলুম, মিথ্যা প্রচার ও জঘন্য ধরনের বিরোধিতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। তাই তাঁদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ এবং আত্মসংশোধনের জন্য নামাযের প্রতি তাকিদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, নামায সত্য পথের মুজাহিদদেরকে উন্নত গুণাবলিতে সজ্জিত করে। হাদীস থেকে জানা যায়, মি'রাজ উপলক্ষেই প্রথম মুসলিমদের উপর নিয়মিতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়।

سُوْرَةُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١١١ رُكُوْعَاتُهَا ١٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা ১৫

১. তিনিই ঐ পবিত্র সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাহকে এক রাতে মাসজিদে হারাম থেকে দূরের ঐ মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চারপাশকে আমি বরকতময় করেছি, যাতে তাঁকে আমার কতক নিদর্শন দেখাতে পারি।[১] নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۚ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ①

২. এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাঁকে এ তাকিদ দিয়ে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছিলাম যে, আমাকে ছাড়া আর কাকেও উকিল বানিও না।[২]

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا ②

১. এটা হচ্ছে সেই ঘটনা, যা ইসলামের পরিভাষায় মি'রাজ নামে খ্যাত। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য বিবরণ অনুযায়ী এই ঘটনাটি হিজরতের এক বছর আগে ঘটেছিল। হাদীস ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনীবিষয়ক বহু বইয়ে সাহাবীগণ এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এরূপ বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত পৌঁছেছে। কুরআন মাজীদে শুধু বায়তুল্লাহ (হারাম শরীফ) থেকে মাসজিদে আকসা (বায়তুল মাকদিস) পর্যন্ত যাওয়ার কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য হাদীসে বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মাকদিস হয়ে সাত আসমান পার হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে হাজির হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই সফরের ধরন কেমন ছিল, এটা কি স্বপ্নে ঘটেছিল, না জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছিল? নবী করীম (স) কি নিজে সশরীরে গিয়েছিলেন, না শুধু রূহানীভাবে তাঁকে সবকিছু দেখানো হয়েছিল? কুরআনের ভাষা-ই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দান করে। 'তিনি পবিত্র, যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন'– এই কথা দ্বারা বিবরণ শুরু করায় বোঝা যায়, এটা কোনো বিরাট অসাধারণ ঘটনা; যা আল্লাহ তাআলার অলৌকিক ক্ষমতায় সম্ভব হয়েছিল। স্বপ্নে এমন কিছু দেখা বা রূহানীভাবে দেখার এতটা গুরুত্ব হতে পারে না যে, তা বর্ণনা করার জন্য এরূপ ভূমিকার প্রয়োজন হতে পারে— 'সকল প্রকার অক্ষমতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাহকে স্বপ্নে বা রূহানীভাবে এসব কিছু দেখিয়েছিলেন'। এ ছাড়া 'এক রাতে তাঁর দাস-বান্দাহকে নিয়ে গিয়েছিলেন'– এ কথা দ্বারা সশরীরে যাওয়ার পক্ষেই যুক্তি পেশ করে। স্বপ্নে বা রূহানী সফরের জন্য এ শব্দগুলো কোনোক্রমেই সঠিক হতে পারে না। সুতরাং আমাদের জন্য এ কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে, এ ঘটনা শুধু রূহানী ছিল না বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (স)-কে সশরীরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বহু গায়েবী জিনিস দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

২. 'ওয়াকীল' মানে ভরসার পাত্র। অর্থাৎ, যার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায়, যার হাতে সবকিছু তুলে দেওয়া যায়, হেদায়াত ও সাহায্যের জন্য যার কাছে ধরনা দেওয়া যায়।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ⊙

৩. তোমরা ঐ লোকদের সন্তান, যাদেরকে নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই নূহ এক শোকর-গোজার বান্দাহ ছিলেন।

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ⊙

৪. তারপর আমি আমার কিতাবে[3] বনী ইসরাঈলকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা পৃথিবীতে দুই বার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বিরাট বিদ্রোহ করবে।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ⊙

৫. শেষ পর্যন্ত যখন প্রথম বিদ্রোহের সময় এল তখন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার এমন বান্দাহদেরকে পাঠালাম, যারা বড়ই জোরদার ছিল এবং তারা তোমাদের দেশে ঢুকে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।[4] এটা এমন এক ওয়াদা ছিল, যা পুরা হওয়ারই কথা।

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ⊙

৬. এরপর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিলাম এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে সাহায্য করলাম ও তোমাদের সংখ্যা আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিলাম।

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ

৭. তোমরা যদি ভালো কাজ করে থাক তাহলে তা তোমাদের জন্য ভালোই ছিল। আর যদি মন্দ কাজ করে থাক তাহলে তা তোমাদের জন্যই মন্দ প্রমাণিত হলো। তারপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় এল তখন আমি অন্য দুশমনকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিলাম, যাতে তারা তোমাদের

৩. 'কিতাব' বলতে এখানে শুধু তাওরাতকে বোঝানো হয়নি; বরং সকল আসমানি কিতাবকে বোঝানো হয়েছে। কুরআনের কয়েক জায়গায়ই এর জন্য পরিভাষা হিসেবে 'আল কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. এখানে সেই ভয়াবহ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে, যা আসুরীয় ও ব্যবিলনীয় কাওম এবং বনী ইসরাঈলের উপর আপতিত হয়েছিল।

كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ⑦

চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে (বায়তুল মাকদিস) তেমনিভাবে ঢুকে পড়ে যেমনিভাবে আগেরবার দুশমনরা ঢুকেছিল এবং যে জিনিসের উপরই তাদের হাত পড়ে তা-ই যেন ধ্বংস করে দেয়।[৫]

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ⑧

৮. তোমাদের রব হয়তো এখন তোমাদের উপর দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি আবার আগের মতো আচরণ কর তাহলে আমিও আবার তোমাদেরকে শাস্তি দেবো এবং যারা নিয়ামতের না-শোকরী করে তাদের জন্য আমি দোযখকে জেলখানা বানিয়ে রেখেছি।[৬]

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ⑨ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑩

৯-১০. নিশ্চয়ই এ কুরআন ঐ পথ দেখায়, যা একেবারে সোজা। যারা একে মেনে নিয়ে নেক আমল করতে থাকে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে এবং যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে জানিয়ে দেয়, তাদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈরি করে রেখেছি।

৫. এর দ্বারা রোমক জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যারা বায়তুল মাকদিসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিল ও বনী ইসরাঈলদেরকে মেরে ফিলিস্তিন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলেই আজ দুহাজার বছর যাবৎ তারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

৬. মক্কার কাফিররা রাসূল করীম (স)-এর কাছে বারবার আহাম্মকের মতো এ দাবি পেশ করেছে যে, তুমি সেই আযাব আমাদের উপর নিয়ে এস, যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ। এখানে তাদের সেই দাবির জবাব দেওয়া হয়েছে। উপরের বিবরণ শেষ হওয়ার পরপরই এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে– তাদেরকে সাবধান করা যে, 'মূর্খের দল, কল্যাণের দাবি না করে আযাবের দাবি করছ! আল্লাহর আযাব যখন কোনো কাওমের উপর নাযিল হয় তখন তার অবস্থা কেমন হয় সে সম্বন্ধে তোমাদের কি কোনো ধারণা আছে?' এ কথার মধ্যে মুসলমানদের প্রতিও এক পরোক্ষ সতর্কবাণী ছিল। কারণ, তারা কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতন ও তাদের হঠকারিতায় অতিষ্ঠ হয়ে কখনো কখনো তাদের উপর আল্লাহর আযাবের জন্য দোয়া করতে শুরু করত। কিন্তু সেই কাফিরদের মধ্যে তখনো এমন অনেক লোক ছিল, যারা পরে ঈমান এনেছিল এবং সারা দুনিয়ায় ইসলামের পতাকা উন্নত করেছিল। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মানুষ বড়ই বেসবর। যখনই কোনো কিছুর প্রয়োজন বোধ করে, মানুষ তখনই তা চায়; কিন্তু পরে অভিজ্ঞতার দ্বারা জানতে পারে– যদি ঐ সময়ে তার দোয়া কবুল হতো তবে তা তার জন্য উপকারী হতো না।

রুকূ' ২

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ⑪

১১. মানুষ এমনভাবে অকল্যাণ চায়, যেমনভাবে কল্যাণ চাওয়া উচিত। তাড়াহুড়া করাই মানুষের অভ্যাস।

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ⑫

১২. লক্ষ্য কর, আমি দিন ও রাতকে দুটো নিদর্শন বানিয়েছি। রাতের নিদর্শনকে আমি আলোহীন বানিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে উজ্জ্বল করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের রবের দয়া (রিযক) তালাশ করতে পার এবং মাস ও বছরের হিসাব জানতে পার। এভাবেই আমি প্রতিটি জিনিসকে আলাদা আলাদা মর্যাদা দিয়েছি।

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ⑬

১৩. প্রতিটি মানুষের ভালো ও মন্দ আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছি।[৭] আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য একটা লেখা বের করব যা সে খোলা কিতাব হিসেবে পাবে।

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ⑭

১৪. তোমার আমলনামা পড়। আজ তোমার হিসাব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ⑮

১৫. যে সঠিক পথে চলে তার হেদায়াত পাওয়া তার নিজের জন্যই উপকারী। আর যে গোমরাহ হয়ে যায় তার গোমরাহীর আপদ তারই উপর পড়বে। কোনো বোঝাবাহক অন্যের বোঝা বইবে না।[৮] (মানুষকে হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝানোর জন্য) কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি আযাব দিই না।

৭. অর্থাৎ, প্রতিটি মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এবং তার পরিণতির-কল্যাণ ও অকল্যাণের কারণগুলো তার নিজের মধ্যেই থাকে।

৮. অর্থাৎ, প্রতিটি মানুষেরই স্থায়ী নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে আল্লাহ তাআলার কাছে তার আমলের জন্য দায়ী। এই ব্যক্তিগত দায়িত্বের ব্যাপারে অন্য কেউই তার সঙ্গে অংশীদার নয়।

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيرًا ۝١٦

১৬. যখন আমি কোনো এলাকাকে ধ্বংস করার জন্য ইচ্ছা করি তখন আমি তাদের ধনী লোকদেরকে হুকুম দিই এবং তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে। তখন আযাবের ফায়সালা ঐ জনপদের উপর ধার্য হয়ে যায় এবং আমি তা বরবাদ করে দিই।[৯]

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْۢ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهٖ خَبِيرًۢا بَصِيرًا ۝١٧

১৭. (লক্ষ্য করে দেখুন) নূহের পর আমি কত যুগের মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আপনার রব তাঁর বান্দাহদের গুনাহের পুরোপুরি খবর রাখেন ও তিনি সব কিছু দেখেন।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ۝١٨

১৮. যে শুধু দুনিয়াতেই ফায়দা পেতে চায়, আমি তাকে যা দিতে চাই তা তাকে এখানেই দিয়ে দিই। তারপর তার ভাগ্যে দোযখ লিখে দিই। যেখানে সে নিন্দনীয় ও বিতাড়িত অবস্থায় আগুনে জ্বলবে।

وَمَنْ أَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ۝١٩

১৯. আর যে আখিরাতের কামনা করে এবং এ জন্য যেমন চেষ্টা করা দরকার তা করে, সে যদি মুমিন হয় তাহলে এমন লোকদের চেষ্টা-সাধনা (আল্লাহর নিকট) কবুল হবে।[১০]

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝٢٠

২০. এদেরকেও (যারা আখিরাত চায়) এবং ওদেরকেও (যারা দুনিয়া চায়) সকলকেই আমি (দুনিয়ায়) বাঁচার জিনিসপত্র দিয়ে যাচ্ছি। এটা আপনার রবের দান। আপনার রবের দানকে বন্ধ করার কেউ নেই।

৯. এ আয়াতে এক মহাসত্যের প্রতি সতর্ক করা হয়েছে যে, একটি সমাজকে শেষ পর্যন্ত যা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় তা হচ্ছে–সেই সমাজের সচ্ছল ও অবস্থাপন্ন এবং উচ্চশ্রেণীর লোকদের চরিত্রহীনতা ও অসততা। যখন কোনো কাওমের পরিণাম হিসেবে ধ্বংসের সময় হয়, তখন তাদের অর্থশালী ও ক্ষমতাবান লোকেরা অশ্লীলতা, অত্যাচার-উৎপীড়ন, অনাচার-ব্যভিচার ও দুষ্টুমিতে লিপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত এই পাপ গোটা কাওমকে ডুবায়। সুতরাং যে সমাজ নিজে নিজের শত্রু হতে না চায় তার চিন্তা-ভাবনা করা দরকার, যাতে ক্ষমতা ও জাতীয় সম্পদের চাবিকাঠি ক্ষুদ্রমনা ও দুষ্টপ্রকৃতির লোকদের হাতে না যায়।

১০. অর্থাৎ, তার কাজের কদর করা হবে। আখিরাতে কামিয়াবীর জন্য যে যেভাবে ও যতটা চেষ্টা-যত্ন করবে, অবশ্যই সে তার ফল পাবে।

انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾

২১. কিন্তু লক্ষ্য কর, দুনিয়াতেই আমি এক দল লোককে অপর দলের উপর কেমন মর্যাদা দিয়ে রেখেছি।[১১] আখিরাতে তাদের মান আরও বেশি হবে এবং তাদের মর্যাদা অনেক বেড়ে যাবে।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴿٢٢﴾

২২. তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা'বুদ বানাবে না। বানালে তুমি নিন্দনীয় ও অপমানিত হয়ে পড়ে থাকবে।

রুকূ' ৩

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

২৩. (হে নবী!) আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে কোনো একজন বা দুজনই যদি তোমাদের কাছে বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে তোমরা তাদেরকে উহ্-ও বলবে না, তাদেরকে ধমক দেবে না এবং তাদের সাথে সম্মানের সাথে কথা বলবে।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

২৪. নরম হয়ে এবং রহমের সাথে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে। আর এই বলে দোয়া করতে থাকবে, হে আমার রব! তুমি তাঁদের দুজনের উপর তেমনি রহম কর, তাঁরা যেমন আমাকে ছোট বয়সে আদর যত্ন করে লালন-পালন করেছেন।

১১. অর্থাৎ, এই পার্থিব জীবনেও দুনিয়াপূজারীদের চেয়ে আখিরাতের কাঙ্গালদের মান-মর্যাদা বেশি দেখা যায়। আখিরাতের কাঙ্গালরা অবশ্য খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, যানবাহন এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার দিক দিয়ে দুনিয়াপূজারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাও হতে পারে। এঁরা এ দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ যে, এঁরা যাকিছু পান তা সত্যতা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারির মাধ্যমেই হাসিল করেন। এ ছাড়া এঁরা যাকিছু পান তা অপব্যয় করা হয় না। তা দ্বারা হকদারের হক আদায় করা হয়, তার মধ্য থেকে ভিক্ষুক ও গরিবরা তাদের হিস্যা পায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অন্যান্য ভালো কাজেও খরচ করা হয়। অপরদিকে দুনিয়াপূজারীরা যাকিছু পায় তা যুলুম, বেঈমানি ও নানা রকমের হারামখুরির মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। তাঁদের যাকিছু লাভ হয় তার বেশির ভাগই বিলাসিতা, হারাম কাজ এবং নানা রকম দুর্নীতি ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী কাজে পানির মতো খরচ করা হয়। এভাবে সকল দিক দিয়েই আখিরাতমুখীদের জীবন দুনিয়ালোভীদের জীবন থেকে উন্নত ও সম্মানজনক।

২৫. তোমাদের রব ভালো করেই জানেন, তোমাদের দিলে কী আছে। যদি তোমরা নেক হয়ে চল, তাহলে যারা গুনাহের ব্যাপারে সাবধান হয়ে দাসত্বের দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ এমন সব লোকদের জন্য ক্ষমাশীল। — رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

২৬. আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দাও এবং গরিব ও মুসাফিরদেরকেও তাদের হক দাও। আর অপব্যয় করো না। — وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

২৭. নিশ্চয়ই যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের নিমক হারামি করে। — إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

২৮. তুমি তোমার রবের যে রহমত পাওয়ার আশা করছ তা এখনো তুমি তালাশ করছ, এ কারণে যদি তুমি তাদেরকে (আত্মীয়, গরিব ও মুসাফিরকে) পাশ কাটিয়ে থাকতে চাও তাহলে তাদেরকে নরমভাবে জবাব দিয়ে দাও। — وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

২৯. তোমার হাত গলার সাথে বেঁধেও রেখ না, আবার একেবারে খোলাও ছেড়ে দিও না। তাহলে তুমি নিন্দার পাত্র ও অক্ষম হয়ে পড়বে।[১২] — وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

৩০. তোমার রব যাকে ইচ্ছা রিযক বাড়িয়ে দেন, আর যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। তিনি তার বান্দাহদের খবর রাখেন এবং তাদেরকে দেখছেন। — إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

রুকূ' ৪

৩১. তোমাদের সন্তানদেরকে অভাবের ভয়ে মেরে ফেল না। আমি তাদেরকেও রিযক দেবো, তোমাদেরকেও দেবো। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মস্ত বড় গুনাহ। — وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

১২. হাত বেঁধে রাখা মানে কৃপণতা এবং হাত একেবারে খোলা ছেড়ে দেওয়া মানে অপব্যয়।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

৩২. যিনার ধারে-কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা বেহায়াপনা ও বড়ই মন্দ পথ।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. কোনো হক কায়েমের উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করেছেন। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে তার অভিভাবককে আমি কিসাস (হত্যার বিনিময়) দাবি করার অধিকার দিয়েছি।[১৩] কাজেই সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে।[১৪] তাকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে।[১৫]

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾

৩৪. সুন্দর উপায়ে ছাড়া ইয়াতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, যতদিন না সে যুবক বয়সে পৌঁছে। ওয়াদা পালন কর। নিশ্চয়ই ওয়াদার ব্যাপারে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٣٥﴾

৩৫. পাত্র দিয়ে (জিনিস) মাপলে তা পুরাপুরি ভর্তি করে দিও। আর ওজন করে দিলে সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে মাপবে। এটাই ভালো নিয়ম এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটাই বেশি ভালো।

১৩. মূল আয়াতের অনুবাদ হলো– 'তার ওলীকে আমি সুলতান দান করেছি'। এখানে 'সুলতান' শব্দের অর্থ 'হুজ্জাত' বা 'যুক্তিভিত্তিক অধিকার'। এর বলে সে 'কিসাস' দাবি করতে পারে।

১৪. হত্যার সীমা লঙ্ঘন কয়েক রকমের হতে পারে এবং প্রত্যেক রকমই হারাম। যেমন– প্রতিশোধের তীব্র উত্তেজনায় অপরাধী ছাড়া অন্যকে হত্যা করা কিংবা অপরাধীকে নির্যাতন করে হত্যা করা অথবা হত্যা করার পর তার মৃতদেহের উপর আক্রোশ দেখানো অথবা রক্তপণ নেওয়ার পরও আবার অপরাধীকে হত্যা করা ইত্যাদি।

১৫. যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেহেতু এ কথা পরিষ্কার করা হয়নি যে, কে তাঁকে সাহায্য করবে। হিজরতের পর যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয় তখন এটাও ঠিক হয় যে, তাঁকে সাহায্য করা তার কাওম বা মিত্রদের কাজ নয়; বরং সে কাজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও এর বিচারব্যবস্থার। এছাড়া কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেরা আপন হাতে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকারী হবে না; এ দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। বিচার পাওয়ার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

৩৬. এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেও না, যে সম্পর্কে তোমার সঠিক জানা নেই।[১৬] নিশ্চয়ই চোখ, কান ও মন সব কিছু সম্পর্কেই জবাবদিহি করতে হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝

৩৭. মাটির বুকে গর্বের সাথে চলবে না। নিশ্চয়ই তুমি মাটিকে ফাটিয়ে দিতেও পারবে না, আর পাহাড়ের সমান উঁচু হতেও পারবে না।

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝

৩৮. এসব বিষয়ের মধ্যে যেগুলো মন্দ, সেগুলো তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়।[১৭]

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝

৩৯. (হে নবী!) এসব হিকমতের (জ্ঞান-বুদ্ধি) কথা যা আপনার রব আপনার উপর ওহী করেছেন। আল্লাহর সাথে আর কাউকে মা'বুদ বানাবে না। (যদি বানাও) তাহলে তোমাকে নিন্দনীয় ও বিতাড়িত অবস্থায় দোযখে ফেলে দেওয়া হবে।[১৮]

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۝

৪০. (কেমন আজব কথা যে) তোমাদেরকে তোমাদের রব কি ছেলে-সন্তান দেওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, আর তাঁর নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে মেয়ে-সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন। নিশ্চয়ই তোমরা অতি বড় (মিথ্যা) কথা বলে চলেছ।

أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝

রুকূ' ৫

৪১. আমি এ কুরআনে নানা উপায়ে মানুষকে বুঝিয়েছি, যাতে তারা সচেতন হয়। কিন্তু তারা (সত্য থেকে) আরো অনেক দূরেই সরে যাচ্ছে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

১৬. এ হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে অমূলক ধারণা ও অনুমানের পরিবর্তে 'জ্ঞান'-এর অনুসরণ করবে।

১৭. অর্থাৎ, এসব হুকুমের মধ্যে যেকোনোটি অমান্য করা অপছন্দনীয়।

১৮. এ আদেশ প্রতিটি মানুষের প্রতি। এ আদেশের মর্ম হচ্ছে, ওহে মানুষ! তুমি এ কাজ করো না।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٢﴾

৪২. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, যদি আল্লাহর সাথে আরো কোনো মা'বুদ থাকত, যেমন তারা বলে থাকে, তাহলে তারা অবশ্যই আরশের মালিকের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করত।

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾

৪৩. তিনি পবিত্র এবং তারা যা বলছে তিনি তা থেকে অনেক উপরে।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

৪৪. সাত আসমান ও জমিন এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে সবই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে।[১৯] এমন কোনো জিনিস নেই, যা তাঁর প্রশংসাসহ তার তাসবীহ করছে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই সহনশীল ও ক্ষমাশীল।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. (হে নবী!) আপনি যখন কুরআন পড়েন তখন আপনার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক পর্দার আড়াল করে দিই।

وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿٤٦﴾

৪৬. আর তাদের মনের উপর এমন ঢাকনা দিয়ে দেই যে, তারা কিছুই বুঝতে পারে না এবং তাদের কানকেও বধির করে দেই।[২০] যখন আপনি কুরআনে আপনার একমাত্র রবের কথা উল্লেখ করেন, তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।[২১]

১৯. অর্থাৎ, গোটা সৃষ্টিজগৎ এবং এর প্রতিটি জিনিস নিজেদের পুরো অস্তিত্ব এই সত্যের সাক্ষ্য দান করছে যে, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এসবের লালন-পালন ও হেফাযত করেছেন তাঁর সত্তা সকল দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত পবিত্র। তাঁর ক্ষমতা ও প্রভুত্বের ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদার ও সমতুল্য হতে পারে– এমন কলঙ্ক থেকেও তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

২০. অর্থাৎ, আখিরাতে বিশ্বাস না করার ফলে মানুষের দিলে তালা লেগে যায় এবং তার কান কুরআনের ডাক শুনতে পায় না। কুরআনের দাওয়াতী বুনিয়াদী কথা হচ্ছে, পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক দ্বারা ধোঁকা খেও না। হক ও বাতিলের ফায়সালা এই দুনিয়ায় হবে না; তা আখিরাতে হবে। আখিরাতে যে জিনিসের পরিণাম ভালো হবে তা-ই নেকী; যদিও এর জন্য দুনিয়ায় কতই না দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আর আখিরাতে যে জিনিসের পরিণাম মন্দ হবে তা-ই বদ বা গুনাহের কাজ; দুনিয়ায় তা যতই মজাদার, সুখকর ও উপকারী মনে হোক না কেন। এখন যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাসই করে না, সে কুরআনের এ দাওয়াতের প্রতি কেমন করে মনোযোগ দিতে পারে?

২১. তুমি যে শুধু আল্লাহকেই মালিক ও মোখতার মনে কর এবং তাঁরই প্রশংসা কর, এটা তাদের বড়ই অসহ্য বোধ হয়। তারা বলে, 'এ ব্যক্তি তো আজব লোক! সে মনে করে, অদৃশ্য বিষয়ের

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّـٰلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٧﴾

৪৭. আমি জানি, যখন ওরা কান লাগিয়ে আপনার কথা শুনে তখন ওরা আসলে কী শুনে, আর যখন ওরা কানে কানে গোপন কথা বলে তখনই বা তারা কী বলে। এ যালিমেরা বলে যে, তোমরা তো এমন এক লোকের পেছনে চলছ, যার উপর জাদু করা হয়েছে।[২২]

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৮. আপনি লক্ষ্য করুন, এসব লোক আপনার সম্পর্কে কেমন উপমা দিয়ে কথা বলে। আসলে এরা পথহারা হয়ে গেছে। কাজেই তারা পথ পাওয়ার সাধ্য রাখে না।

وَقَالُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا عِظَـٰمًا وَرُفَـٰتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

৪৯. তারা বলে, আমরা যখন শুধু হাড় ও মাটি হয়ে যাব তখন কি আমাদেরকে নতুনভাবে পয়দা করে উঠানো হবে?

قُلْ كُونُوا۟ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥٠﴾ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِى صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۖ قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ

৫০-৫১. তাদেরকে বলে দিন, তোমরা পাথর বা লোহাও যদি হয়ে যাও, অথবা এর চেয়েও বেশি শক্ত কোনো জিনিসও হয়ে যাও, যা তোমাদের ধারণায় জীবিত হতে পারে না (তবুও তোমরা অবশ্যই উঠবে) তারপর শিগ্‌গিরই তারা জিজ্ঞেস করবে, এমন কে আছে যে, আমাদেরকে আবার জীবিত করে ফিরিয়ে আনবে? এ কথার জবাবে আপনি বলুন, তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তারা আপনার দিকে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে জিজ্ঞেস করবে–[২৩] 'ঠিক আছে,

জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই আছে; ক্ষমতা থাকে তো একমাত্র আল্লাহরই আছে; কর্তৃত্ব ও অধিকার থাকে তো একমাত্র আল্লাহরই আছে। তাহলে আমাদের এই আস্তানাওয়ালারা কি কোনো কিছুই নয়? তাদের কাছ থেকেই তো আমরা সন্তান-সন্ততি লাভ করি, রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হয় এবং তাদের দয়ায়ই তো আমাদের মনের আশা পূরণ হয়।'

২২. মক্কার কাফিরদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা চুপেচুপে গোপনে কুরআন শুনত এবং পরে আপসে সলাপরামর্শ করত যে কেমন করে এর মোকাবিলা করা যায়? অনেক সময় তাদের নিজেদের লোকদের মধ্যেই কারো কারো প্রতি তাদের সন্দেহ হতো যে, হয়ত সে কুরআন শুনে কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। এজন্য তারা সকলে মিলিত হয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করত যে, মিয়া তুমি কার পাল্লায় পড়ে যাচ্ছ? এ লোকটির উপর তো জাদু করা হয়েছে। তাই সে এমন আবোল-তাবোল বলতে শুরু করেছে।

২৩. 'ফাসাইউনগিদূনা' শব্দের ক্রিয়ামূল 'আনগাদ'-এর অর্থ মাথা উপর থেকে নিচে ও নিচ থেকে উপরের দিকে হেলানো। যেমন– মানুষ বিস্ময় প্রকাশের জন্য বা ঠাট্টা-বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকে।

هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿٥١﴾

এটা কবে ঘটবে?' বলে দিন, হয়তো সে সময়টা কাছেই এসে গেছে।

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٢﴾

৫২. যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, আর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বের হয়ে আসবে, তখন তোমাদের এ ধারণা হবে যে, 'আমরা তো অল্প দিনই এ অবস্থায় পড়ে রয়েছি'।[২৪]

রুকূ' ৬

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

৫৩. (হে নবী!) আমার (মুমিন) বান্দাহদেরকে বলে দিন তারা যেন এমন কথা বলে, যা খুব ভালো।[২৫] আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিয়ে ফাসাদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য প্রকাশ্য দুশমন।

رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের হাল অবস্থা ভালো করেই জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর রহম করবেন, আর ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে আযাব দেবেন।[২৬] (হে নবী!) আমি আপনাকে তাদের উপর দায়িত্বশীল বানিয়ে পাঠাইনি।

২৪. অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় থেকে কিয়ামতের পর আবার জীবিত হয়ে ওঠা পর্যন্ত এত লম্বা সময়টা তোমাদের কাছে কয়েক ঘণ্টার বেশি বলে মনে হবে না। তোমরা তখন মনে করবে যে তোমরা কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলে, হঠাৎ হাশরের শোরগোল তোমাদেরকে জাগিয়ে তুলেছে।

২৫. বিরোধীরা যতই অসহনীয় কথাবার্তা বলুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদের মুখ থেকে হকের বিরুদ্ধে কোনো কথা বের হওয়া উচিত নয় এবং রাগের চোটে বেহুদা কথার জবাব বেহুদা কথায় দেওয়া উচিত হবে না। তাদের দাওয়াতের মর্যাদা অনুযায়ী ঠাণ্ডা মাথায় সতর্ক হয়ে হিসাব করে তাদের হক কথা বলা দরকার।

২৬. অর্থাৎ, মুমিনদের মুখ থেকে কখনো এমন কথা বের হওয়া উচিত নয় যে, 'আমরা বেহেশতী আর অমুক লোক বা দল দোযখী। এর ফায়সালা তো একমাত্র আল্লাহরই হাতে। তিনিই সকল লোকের ভেতর ও বাহির এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানেন। তিনিই এ ফায়সালা করবেন– কাকে তিনি রহম ও কাকে তিনি আযাব দেবেন। একজন মুসলিম নীতিগতভাবে তো এ কথা বলার হক রাখে যে, কোন্ ধরনের লোক আল্লাহর কিতাব অনুসারে রহমত পাওয়ার হকদার ও কোন্ ধরনের লোক শাস্তির যোগ্য। কিন্তু কোনো ব্যক্তির এ কথা বলার অধিকার নেই যে, অমুক লোক শাস্তি পাবে ও অমুক লোক ক্ষমা ও মুক্তি লাভ করবে।

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۝

৫৫. আপনার রব আসমান ও জমিনের সব সৃষ্টি সম্পর্কেই বেশি জানেন। আমি কোনো কোনো নবীকে অন্য কোনো কোনো নবীর চেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছি। আর আমিই দাউদকে যাবূর (কিতাব) দিয়েছিলাম।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ۝

৫৬. তাদেরকে বলুন, আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা মা'বুদ মনে কর তাদেরকে ডেকে দেখ। তারা তোমাদের উপর থেকে কোনো দুঃখ-কষ্ট দূর করতেও পারে না, বদলাতেও পারে না।[২৭]

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۝

৫৭. যাদেরকে এরা ডাকে তারা তো নিজেরাই তাদের রবের কাছে পৌঁছার অসীলা তালাশ করছে যে, কে তাঁর বেশি কাছে পৌঁছে যাবে। তারা তাঁর রহমতের আশায় আছে এবং তাঁর আযাবকেও ভয় করছে।[২৮] নিশ্চয়ই আপনার রবের আযাবই ভয় করার মতো।

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ۚ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

৫৮. এমন কোনো জনপদই নেই, যা আমি কিয়ামতের দিনের আগে ধ্বংস করব না অথবা এর উপর কঠিন আযাব নাযিল করব না। এটা আল্লাহর কিতাবে লেখা আছে।

وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ إِلَّآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ ۚ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً

৫৯. নিদর্শন পাঠাতে কেউ আমাকে নিষেধ করেনি। শুধু এ কারণে আমি পাঠাই না যে, এর আগের লোকেরা তা মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করেছে।[২৯] যেমন, সামূদ জাতিকে আমি

২৭. এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করাই শুধু শিরক নয় বরং তিনি ছাড়া অন্য কোনো সত্তার কাছে দোয়া করা বা সাহায্য চাওয়াও শিরক।

২৮. এ শব্দগুলো দ্বারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের যেসব মা'বুদ এবং ফরিয়াদ শোনার মতো সত্তার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা পাথরের মূর্তি নয়। হয় তারা ফেরেশতা, না হয় অতীতকালের বুযুর্গ লোক।

২৯. কাফিররা মুহাম্মদ (স)-এর কাছে তাদেরকে কোনো মু'জিযা দেখানোর যে দাবি জানাত, এটা হচ্ছে সেই দাবির জবাব। এর মর্ম হচ্ছে, এরূপ মু'জিযা দেখার পরও যখন লোকেরা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে, তখন অবশ্যই তাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবে এবং এমন কাওমকে ধ্বংস না করে ছেড়ে দেওয়া হয় না। এটা আল্লাহর একান্ত দয়া যে, তিনি এরূপ কোনো মু'জিযা পাঠাচ্ছেন না। কিন্তু তোমরা এমন বোকা যে, মুজিযা দাবি করে সামূদ জাতির মতো পরিণতি লাভ করতে চাচ্ছ।

فَظَلَمُوا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

দৃশ্যমান উটনী এনে দিলাম আর তারা এর উপর যুলুম করল। আমি তো এ জন্যই নিদর্শন পাঠাই, যাতে মানুষ তা দেখে ভয় পায়।

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ أَرَيْنٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

৬০. (হে নবী!) আপনি স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম, আপনার রব তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন। আর এই যা কিছু এখনি আপনাকে দেখালাম[৩০] এটাকে এবং ঐ গাছটিকে, যার উপর কুরআনে লা'নত করা হয়েছে[৩১], এসব আমি ঐ লোকদের জন্য শুধু এক ফিতনা (পরীক্ষা) বানিয়ে রেখেছি।[৩২] তাদেরকে আমি বারবার সাবধান করে যাচ্ছি। কিন্তু প্রতিটি সাবধান বাণী তাদের বিদ্রোহের মাত্রা বাড়িয়েই দিচ্ছে।

রুকূ' ৭

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۚ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾

৬১. (ঐ ঘটনা স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে বলল, যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ আমি কি তাকে সিজদা করব?

৩০. 'মি'রাজ'-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে 'রু'ইয়া' শব্দটি দ্বারা স্বপ্ন বোঝানো হয়নি; বরং এর অর্থ চোখে দেখা।

৩১. অর্থাৎ, 'যাক্কূম', যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তা দোযখের তলায় সৃষ্টি হবে এবং দোযখবাসীকে বাধ্য হয়ে তা খেতে হবে। এর প্রতি লা'নত দ্বারা আল্লাহর রহমত থেকে দূর হয়ে যাওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ, আমি তাদের মঙ্গলের জন্য আপনাকে মি'রাজে এত কিছু দেখিয়েছি, যাতে আপনার মতো সত্যবাদী বিশ্বস্ত মানুষের মাধ্যমে তারা আসল সত্য জানতে পারে এবং সতর্ক হয়ে সঠিক পথে এসে যায়; কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। আমি আপনার মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করেছি যে, এখানকার হারামখুরির ফলে তোমাদেরকে যাক্কূমের মতো খাবার খেতে বাধ্য হতে হবে; কিন্তু তারা এ কথা শুনে অট্টহাসির সঙ্গে বলতে শুরু করল, 'লোকটি কী বলে দেখ– একদিকে তো সে বলেছে, দোযখের মধ্যে আগুন লেলিহান শিখায় জ্বলছে; আবার সেই সঙ্গে এই খবরও দিচ্ছে যে, গাছ-পালাও সেখানে জন্মাবে।

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٢﴾

৬২. সে আরো বলল, তুমি ভেবে দেখেছ কি? সে কি এমন যোগ্য ছিল যে, আমার উপর তুমি তাকে সম্মান দিয়েছ? যদি তুমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে সময় দাও তাহলে অল্প কিছু লোক ছাড়া (আদমের) গোটা বংশকে মূল থেকে উপড়িয়ে ফেলব।

قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾

৬৩. আল্লাহ বললেন, আচ্ছা তুই চলে যা। তাদের মধ্য থেকে যে-ই তোর পেছনে চলবে, তোকেসহ তাদের সবার জন্য দোযখই হবে পুরো বদলা।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَٰلِ وَالْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

৬৪. তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে তোর কথা দ্বারা ফুসলাতে পারিস ফুসলিয়ে নিয়ে যা, তাদের উপর তোর আরোহী ও পদাতিক বাহিনীকে চড়াও করে দে, তাদের ধন-সম্পদ (খরচে) ও সন্তানাদির (পরিচালনায়) তাদের সাথে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে ওয়াদার জালে জড়িয়ে ফেল্। আর শয়তানের ওয়াদা তো ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

৬৫. অবশ্য আমার বান্দাহদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব খাটবে না। আর তাদের অভিভাবক হিসেবে তোর রবই যথেষ্ট (তারা তোকে অভিভাবক বানাবে না)।

رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

৬৬. তোমাদের (আসল) রব তো তিনি, যিনি সমুদ্রে তোমাদের জাহাজকে চালান, যাতে তোমরা আল্লাহর দয়ার দান তালাশ করতে পার। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের উপর বড়ই মেহেরবান।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى

৬৭. যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর কোনো মুসিবত এসে পড়ে তখন তোমরা ঐ একজন ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা সব হারিয়ে যায়।

الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٦٧﴾

কিন্তু যখন তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে শুকনায় পৌঁছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। বাস্তবিকই মানুষ বড়ই না-শোকর।

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾

৬৮. আচ্ছা, তাহলে তোমরা কি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ কখনো তোমাদেরকে মাটিতে ধসিয়ে দেবেন না? অথবা তোমাদের উপর পাথরবাহী ঝড়ো হাওয়া পাঠাবেন না? (যদি আল্লাহ এমন কিছু করেন তাহলে) এরপর তোমরা তোমাদেরকে (বাঁচানোর জন্য) কোথাও কোনো অভিভাবক পাবে না।

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমাদের কি এ ভয় নেই যে, আল্লাহ হয়তো আবার কোনো সময় তোমাদেরকে সমুদ্রে নিয়ে যাবেন এবং তোমাদের না-শোকরীর বদলায় তোমাদের উপর কঠিন ঝড়ো বাতাস পাঠিয়ে তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন? আর তোমরা এমন কাউকেই পাবে না, যে এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

৭০. এটা তো আমারই দয়া যে, আমি আদম-সন্তানকে সম্মানিত করেছি, তাদেরকে জলে ও স্থলে যানবাহন দান করেছি, তাদেরকে পবিত্র জিনিস থেকে রিযক দিয়েছি এবং আমার বহু সৃষ্টির উপর তাদেরকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়েছি।

রুকূ' ৮

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۖ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

৭১. তোমরা ঐ দিনের কথা খেয়াল কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে নেতাসহ ডাকব। তখন যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে তারা তাদের কাজের বিবরণ পড়ে দেখবে এবং তাদের উপর সামান্য যুলুমও করা হবে না।

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৭২. যে এ দুনিয়ার জীবনে অন্ধ হয়ে ছিল, সে আখিরাতেও অন্ধ হয়েই থাকবে এবং সে পথ পাওয়ার ব্যাপারে অন্ধ থেকেও বেশি গোমরাহ।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ۝

৭৩. আমি আপনার নিকট যে ওহী পাঠিয়েছি, তারা আপনাকে ফিতনায় ফেলে ঐ ওহী থেকে আপনাকে ফিরিয়ে রাখার জন্য কম চেষ্টা করেনি, যাতে আপনি আমার নামে আপনার পক্ষ থেকে কোনো কথা বানিয়ে নেন। আপনি যদি তা করতেন তাহলে তারা আপনাকে তাদের বন্ধু হিসেবে কবুল করত।

وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ۝

৭৪. যদি আমি আপনাকে মযবুত করে না রাখতাম তাহলে তাদের প্রতি আপনার কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়া অসম্ভব ছিল না।

اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ۝

৭৫. কিন্তু যদি আপনি তা করতেন তাহলে আপনাকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে দ্বিগুণ আযাবের মজা ভোগ করাতাম। এরপর আপনি আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৭৬. তারা এ কথার উপর জিদ ধরে ছিল যে, তারা আপনাকে এ দেশ থেকে উৎখাত করে বের করে দেবে। কিন্তু তারা যদি এমনটা করে তাহলে আপনার পর এরা নিজেরাও এখানে বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ۝

৭৭. এটাই আমার স্থায়ী নীতি, যা আপনার আগে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি সবার বেলায়ই প্রয়োগ করেছি। আমার ঐ নীতিতে আপনি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবেন না।

রুকূ' ৯

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝

৭৮. সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম করুন।[৩৩] আর ফজরের (নামাযে) কুরআন পড়ুন, কেননা ফজরে কুরআন পড়ার সময় (ফেরেশতারা) হাজির থাকে।[৩৪]

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ۝

৭৯. আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন।[৩৫] এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত করণীয় কাজ। হয়তো আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছিয়ে দেবেন।[৩৬]

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝

৮০. এবং দোয়া করুন, হে আমার রব! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও, সত্যতার সাথেই নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে বের কর সত্যতার সাথেই বের কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে এমন কোনো শক্তি দান কর, যে আমার সাহায্যকারী হবে।[৩৭]

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

৮১. আপনি এ কথা ঘোষণা করুন যে, সত্য এসে গেছে এবং বাতিল বিলীন হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই বাতিল বিলীন হওয়ারই কথা।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

৮২. আমি এ কুরআন নাযিল করতে গিয়ে এমন কিছু নাযিল করছি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। আর তা যালিমদের ক্ষতিই শুধু বাড়িয়ে দেয়।

৩৩. এর দ্বারা যোহর থেকে ইশা পর্যন্ত চার ওয়াক্তের নামায বোঝানো হয়েছে।

৩৪. ফজরকালীন কুরআন পড়ার অর্থ– ফজরের নামাযে কুরআন পড়া এবং ফজরের কুরআন 'মাসহূদ' হওয়ার অর্থ– ফেরেশতারা বিশেষভাবে ফজরের নামাযের কুরআন পড়ার সাক্ষী থাকেন।

৩৫. 'তাহাজ্জুদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ঘুম থেকে উঠা'। সুতরাং রাতে 'তাহাজ্জুদ' করার অর্থ হচ্ছে, রাতের এক অংশে ঘুমানোর পর উঠে নামায পড়া।

৩৬. অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাকে এমন সম্মান দেওয়া হবে, গোটা সৃষ্টিজগৎ আপনার প্রশংসা করবে। চারদিকে আপনার প্রশংসা হতে থাকবে এবং আপনি প্রশংসার যোগ্য সত্তারূপে গণ্য হবেন।

৩৭. অর্থাৎ, হয় আমাকে ক্ষমতা দাও, নতুবা কোনো রাষ্ট্রশক্তিকে আমার সাহায্যকারী করে দাও, যেন আমি সেই শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদকে সংশোধন করতে পারি, পাপ ও ব্যভিচারের এই বন্যাকে রোধ করতে পারি এবং তোমার ইনসাফের আইনকে জারি করতে পারি।

৮৩. (মানুষের অবস্থা এই যে) যখন আমি মানুষকে নিয়ামত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং (অহংকারে) দূরে সরে যায়। আর যখন তার উপর বিপদ এসে পড়ে তখন সে নিরাশ হয়ে যায়।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴿٨٣﴾

৮৪. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়মে আমল করে যাচ্ছে। এখন আপনার রবই বেশি জানেন, কে সঠিক পথে চলছে।

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

রুকূ' ১০

৮৫. এরা আপনাকে 'রূহ' সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, রূহ আমার রবের হুকুমে আসে। কিন্তু ইলমের সামান্য অংশই তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।[৩৮]

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

৮৬. (হে নবী!) আমি আপনার কাছে ওহী হিসেবে যা পাঠিয়েছি তা সবই আমি ইচ্ছা করলে কেড়ে নিতে পারি। তারপর আমার বিরুদ্ধে আপনি এমন কোনো সাহায্যকারী পাবেন না যে, আপনাকে তা ফিরিয়ে দিতে পারে।

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾

৮৭. এই যা কিছু আপনি পেয়েছেন, আপনার রবের রহমতেই পেয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনার উপর তার অনুগ্রহ বিরাট।

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾

৩৮. সাধারণভাবে মনে করা হয়, এখানে 'রূহ' অর্থ প্রাণ। অর্থাৎ, লোকেরা নবী করীম (স)-কে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে, এর প্রকৃত অবস্থা কী? তার উত্তর এই দেওয়া হয়েছে যে, 'রূহ' আল্লাহর হুকুমেই আসে। কিন্তু আগের ও পরের কথার দিকে লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, এখানে 'রূহ' অর্থ 'নবুওয়াতের প্রাণশক্তি' বা 'ওহী' এবং সূরা নাহ্‌লের দ্বিতীয় আয়াত, সূরা মু'মিনূনের পঞ্চম আয়াত এবং সূরা শুরার ৫২তম আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে। প্রাচীন মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদা (রা) ও হাসান বসরী (র) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। রূহুল মা'আনীর লেখক হাসান বসরীও কাতাদার এই কথা উল্লেখ করেছেন যে, 'রূহ' অর্থ জিবরাঈল (আ)। আসলে কাফিরদের প্রশ্ন ছিল–জিবরাঈল কীভাবে নাযিল হয় এবং কীভাবে নবী করীম (স)-এর দিলে ওহীর বাণী পৌঁছায়?

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ۝٨٨

৮৮. আপনি বলে দিন, যদি সব মানুষ ও জিন এক সাথে মিলেও কুরআনের মতো কোনো জিনিস আনার চেষ্টা করে, তবুও তারা তা পারবে না, এমন কি তারা একে অপরের সাহায্যকারী হলেও।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۝٨٩

৮৯. আমি এই কুরআনে মানুষকে কত রকমভাবে বুঝিয়েছি। কিন্তু বেশির ভাগ লোক কুফরীতেই কায়েম রইল।

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۝٩٠

৯০. তারা বলল, তুমি মাটি ফাটিয়ে আমাদের জন্য একটা ঝরনাধারা জারি না করা পর্যন্ত আমরা তোমার উপর ঈমান আনব না।

اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا ۝٩١

৯১. অথবা, তোমার জন্য খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান পয়দা হোক এবং এর মধ্যে তুমি নদী বহমান করে দাও।

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۝٩٢

৯২. অথবা, তোমার দাবি অনুযায়ী আসমানকে টুকরো টুকরো করে আমাদের উপর ফেলে দাও। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে এস।

اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝٩٣

৯৩. অথবা, তোমার জন্য সোনার একটা ঘর তৈরি হয়ে যাক। অথবা, তুমি আসমানের উপর উঠে যাও। যে পর্যন্ত তুমি আসমান থেকে এমন কোনো লেখা, যা আমরা পড়তে পারি, নিয়ে না আসবে, আমরা তোমার আসমানে উঠার কথাও বিশ্বাস করব না। (হে নবী!) আপনি বলুন, আমার রব পবিত্র। আমি কি আল্লাহর বাণীবাহক মানুষ ছাড়া আর কিছু?

রুকূ' ১১

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝٩٤

৯৪. যখনই কোনো নবী হেদায়াত নিয়ে এসেছেন তখন একটি কথাই মানুষকে ঈমান আনতে নিষেধ করেছে। আর সে কথাটি হলো, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন?

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ﴿٩٥﴾

৯৫. তাদেরকে বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের নিকট ফেরেশতাকেই রাসূল হিসেবে পাঠাতাম।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿٩٦﴾

৯৬. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাহদের খবর রাখেন এবং সব কিছু দেখছেন।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۚ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭. আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াত পেয়ে থাকে। আর তিনি যাকে পথহারা করে দেন, তিনি ছাড়া তাদের জন্য আপনি আর কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবেন না। এদেরকে আমি অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায় কিয়ামতের দিন তাদের মুখ নীচু করে টেনে আনব। দোযখই তাদের ঠিকানা। যখনই আগুনের তেজ কমে যাবে তাদের জন্য আমি আগুনের তাপ বাড়িয়ে দেবো।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

৯৮. এটাই তাদের ঐ আচরণের বদলা যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, আমরা যখন শুধু হাড্ডি ও মাটি হয়ে যাব তখন কি আবার নতুন করে আমাদেরকে পয়দা করে উঠানো হবে?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ فَأَبَى الظّٰلِمُوْنَ إِلَّا كُفُوْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯. তারা কি এটুকু কথাও বুঝে না, যে আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি অবশ্যই তাদের মতো সৃষ্টিকে আবার পয়দা করার ক্ষমতা রাখেন? তিনি তাদের হাশরের জন্য একটা সময় ঠিক করে রেখেছেন, যার আসা নিশ্চিত। কিন্তু যালিমরা কুফরীতেই কায়েম রইল।

১০০. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, তোমরা যদি আমার রবের রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হতে তাহলে খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অবশ্যই তোমরা তা আটক করে রাখতে। আসলে মানুষ বড়ই বখিল।[৩৯]

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۟

রুকূ' ১২

১০১. আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম।[৪০] তোমরা বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, যখন মূসা তাদের কাছে এলেন তখন ফিরাউন তো এ কথাই বলেছিল, হে মূসা! আমি মনে করি, তোমার উপর জাদুর আছর পড়েছে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ۟

১০২. মূসা এ কথার জবাবে বললেন, তুমি ভালো করেই জানো, এসব গভীর অর্থপূর্ণ নিদর্শন আসমান ও জমিনের রব ছাড়া আর কেউ নাযিল করেনি।[৪১] হে ফিরাউন! আমি তোমাকে অবশ্যই একজন হতভাগা মনে করি।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ۟

১০৩. শেষ পর্যন্ত ফিরাউন মূসা ও বনী ইসরাঈলকে সমূলে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু আমি তাকে তার সাথীসহ সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۟

৩৯. মক্কার মুশরিকরা যেসব কারণে নবী করীম (স)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করত, তার মধ্যে একটি বিশেষ কারণ ছিল– তাঁকে নবী বলে মেনে নিলে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকেও স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু নিজেদের সমসাময়িক বা নিজেদের চোখে দেখা কোনো লোকের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ স্বভাবত সহজে স্বীকার করতে চায় না। এজন্য বলা হচ্ছে যারা এতদূর কৃপণ যে কারো মর্যাদা স্বীকার করতে তাদের এত কষ্টবোধ হয়– যদি আল্লাহ তাঁর রহমতের ভাণ্ডারের চাবি তাদের হাতে তুলে দিতেন তাহলে তারা কাউকে একটি কানাকড়িও দিত না।

৪০. এ নয়টি নিদর্শনের বিবরণ সূরা আ'রাফে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪১. এ কথা হযরত মূসা (আ) এই কারণে বলেছিলেন যে, একটি দেশের সকল এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া, লাখ লাখ বর্গমাইল এলাকায় এক মহাবিপদ হিসেবে ব্যাঙের উপদ্রব হওয়া, দেশের খাদ্যশস্যের সব গুদামে ঘুণ লেগে যাওয়া এবং এ ধরনের ব্যাপক বিপদ কখনো কোনো জাদুকরের জাদুতে বা কোনো মানবীয় শক্তির বলে ঘটতে পারে না। জাদুকরেরা শুধু কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় কোনো একদল মানুষের চোখকে জাদুর প্রভাবে কিছু আজব ক্রিয়া-কাণ্ড দেখাতে পারে; কিন্তু তাতে কোনো সত্য ব্যাপার ঘটে না, চোখকে ধোঁকা দেওয়া হয় মাত্র।

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. এরপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, এখন তোমরা দুনিয়ায় বসবাস কর। তারপর যখন আখিরাতের ওয়াদা পূরণের সময় আসবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে একসাথে হাজির করব।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿١٠٥﴾

১০৫. আমি এই কুরআনকে হকের সাথে নাযিল করেছি এবং হকের সাথেই তা নাযিল হয়েছে। (হে নবী!) আমি আপনাকে এ ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব দিয়ে পাঠাইনি, (যে মেনে নেয় তাকে) আপনি সুখবর দিয়ে দিন এবং (যে না মানে তাকে) আপনি সাবধান করে দিন।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ﴿١٠٦﴾

১০৬. আমি এই কুরআনকে অল্প অল্প করে নাযিল করেছি, যাতে আপনি থেমে থেমে মানুষকে পড়ে শোনাতে পারেন। আর আমি এই কুরআনকে (বিভিন্ন সময়) ক্রমে ক্রমে নাযিল করেছি।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾

১০৭-১০৮-১০৯. (হে নবী!) এদেরকে বলে দিন, তোমরা ঈমান আন বা না-ই আন, এর আগে যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে তাদেরকে যখন পড়ে শোনানো হয়েছে, তখন তারা নতমুখে সিজদায় পড়ে গিয়ে বলেছে, আমাদের রব পবিত্র। তাঁর ওয়াদা তো পুরা হয়েই থাকে। আর তারা মুখ নিচু করে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েছে এবং (কুরআন) শুনে তাদের বিনয় আরও বেড়ে গেছে। (সিজদার আয়াত)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۗ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ

১১০. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ বলেই ডাক, বা রাহমান বলেই ডাক, যে নামেই তাঁকে ডাক না কেন, সব ভালো

بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

নামই তাঁর।[৪২] আপনার নামায অনেক উঁচু আওয়াজেও পড়বেন না আবার খুব নিচু আওয়াজেও নয়। এ দুয়ের মাঝামাঝি পথই ধরুন।[৪৩]

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

১১১. আরও বলুন, সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি কাউকেই ছেলে হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর বাদশাহীতেও তাঁর সাথে কেউ শরীক নেই। আর তিনি এমন দুর্বল নন যে, তার কোনো অভিভাবক দরকার। তার বড়ত্ব ঘোষণা করুন, পূর্ণ মাত্রার বড়ত্ব।

৪২. মক্কার মুশরিকরা আপত্তি তুলেছিল, সৃষ্টিকর্তার জন্য 'আল্লাহ' নাম তো আমরা শুনেছি কিন্তু 'রাহমান' নামটি তুমি কোথা থেকে পেলে? এখানে তাদের এই আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার জন্য তাদের মধ্যে এ নাম প্রচলিত ছিল না, বিধায় তারা এ নাম শুনে নাক সিটকাত।

৪৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, মক্কায় যখন রাসূলুল্লাহ (স) বা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম নামায পড়ার সময় আওয়ায করে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন, তখন কাফিররা শোরগোল শুরু করত ও বহু সময় অবাধে গালিগালাজ করতে থাকত। এজন্য এই আদেশ দেওয়া হয় যে, এতটা জোরে কুরআন পাঠ করো না, যাতে তা শুনে কাফিররা ভিড় করে বসে, আর এতটা আস্তে পড়ো না যে, যাতে তোমাদের নিজেদের সাথীরাও শুনবে না। এ নির্দেশ শুধু সাময়িকভাবে সেই সময়কার অবস্থার জন্য ছিল। মদীনায় যখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল, তখন এ নির্দেশ আর বহাল ছিল না। অবশ্য যদি কোনো সময় মক্কার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে এ নির্দেশ অনুযায়ী আমল করাই উচিত হবে।

১৮. সূরা কাহ্ফ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম রুকূ'র ৯ নং আয়াতের 'কাহ্ফ' শব্দ থেকে এর নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষদিকে যখন সাহাবায়ে কেরামের উপর যুলুম-নির্যাতন ও বিরোধিতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল তখন এ সূরাটি নাযিল হয়। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এর অল্প দিন পরেই একদল সাহাবী হাবশায় (বর্তমানে আফ্রিকার ইরিত্রিয়ায়) হিজরত করেন। হিজরতের আগেই ঈমানদারদেরকে সাহস দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী শুনিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতীতে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহরা ঈমান বাঁচানোর জন্য কী করেছিল।

নাযিলের পটভূমি

মক্কার মুশরিকদেরকে খ্রিস্টান ও ইহুদীরা এমন তিনটি প্রশ্ন শিখিয়ে দিল, যা তাদের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত। এসব বিষয়ে মক্কার জনগণের কিছুই জানা ছিল না। খ্রিস্টান ও ইহুদীরা তাদেরকে বলে দিল, মুহাম্মদ (স)-কে এ কয়েকটি প্রশ্ন করে পরীক্ষা কর যে, এর জবাব দিতে পারে কি না। প্রশ্ন তিনটি নিম্নরূপ ছিল–

১. আসহাবে কাহ্ফ বলতে কাদেরকে বোঝায়?

২. খিযির (আ)-এর ঘটনাটা কী এবং এর মর্মই বা কী?

৩. যুলকারনাইনের পরিচয় কী?

তারা নবী (স)-এর নবুওয়াতের দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করার বদ নিয়তেই এসব প্রশ্ন তুলেছিল। গায়েবী ইলম যার নেই তার পক্ষে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তারা মনে করেছিল, তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে শুধু এসবের পূর্ণ জবাব দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এ তিনটি ঘটনাকে ঐ সময় মক্কায় ইসলাম ও কুফরের মধ্যে যে লড়াই চলছিল তার সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে দিলেন।

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী

কাহ্ফ অর্থ গুহা বা গর্ত; আসহাব মানে অধিবাসী। আসহাবে কাহ্ফ মানে গুহাবাসী।

কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো– অতীতে কোনো এক দেশে কতক যুবক তাওহীদের প্রতি ঈমান আনার কারণে মুশরিক নেতাদের অত্যাচার থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং এক গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। তাঁরা গুহায় ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় কুকুরটি গুহার মুখে পাহারা দিতে থাকে, যাতে কেউ গুহায় ঢোকার চেষ্টা না করে। এ অবস্থায় কয়েক শ' বছর চলে যায়। ইতোমধ্যে ঐ দেশের সরকার ও জনগণ তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে

যায়। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেন। তাঁদের কাছে কয়েক শ' বছর আগের যে টাকা ছিল তা নিয়ে তাঁদের মধ্য থেকে একজন কিছু খাবার কেনার জন্য সাবধানে বাজারে গিয়েছিলেন। লোকেরা তাঁর সেকালের পোশাক দেখে অবাক হয়ে পড়ে। তাঁর ভাষাও লোকেরা বুঝতে পারেনি। তাঁর হাতের টাকাও তখন বাজারে চালু ছিল না।

এমন আজব মানুষ দেখে হৈচৈ পড়ে গেল। সরকারের কানেও এ খবর পৌঁছল। ঐ ঈমানদার যুবকদের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হিজরত করার কাহিনী দেশে কিংবদন্তী হিসেবে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে সরকার ও জনগণ ধার্মিক হয়ে যাওয়ায় ঐ গুহাবাসীরা তাদের নিকট অতি শ্রদ্ধার পাত্র বলে গণ্য হন। সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ঐ আজব মানুষটির সাথে সরকারি দায়িত্বশীলগণ গুহায় পৌঁছেন। গুহাবাসী সবাই তখন মারা যান। তাঁদের সম্মানে ঐ জায়গায় মসজিদ তৈরি কিংবা কোনো স্মৃতিসৌধ গড়া হয়।

এ কাহিনীর মাধ্যমে মক্কার কাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, তোমরাও ঈমানদারদের সাথে তেমনই যুলুম করছ, যে ধরনের যুলুম থেকে জান বাঁচানোর জন্য ঐ গুহাবাসীদেরকে হিজরত করতে হয়েছে। এ কাহিনী ঈমানদারদেরকে সাহস দিয়েছে যে, যালিমদের কাছে মাথা নত করবে না। ঈমান বাঁচানোর জন্য হিজরত করতে হবে, তবু ঈমান ত্যাগ করা যাবে না। এর পরপরই একদল সাহাবী হাবশায় হিজরত করেন।

খিযির ও মূসা (আ)-এর কাহিনী

মূসা (আ) ও খিযির (আ)-এর কাহিনীর মাধ্যমে মানবজাতিকে বিরাট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানবসমাজে এমন সব ঘটনা ঘটান, যার উদ্দেশ্য তিনি ছাড়া আর কেউ বুঝে না। বুঝতে না পারার কারণে মানুষ প্রশ্ন তোলে, 'এরূপ কেন হলো? এটা কী হয়ে গেল? এমন ক্ষতি কেন হয়ে গেল' ইত্যাদি। অদৃশ্যের পর্দা উঠিয়ে দিলে আল্লাহর উদ্দেশ্য মানুষ জানতে পারত।

খিযির (আ) একটা নৌকা ফুটো করে দিলেন, একটা বালককে হত্যা করলেন এবং বিনা মজুরিতে একটা দেয়াল মেরামত করে দিলেন। কোনো প্রশ্ন করবেন না বলে বারবার ওয়াদা করা সত্ত্বেও মূসা (আ) ঐ তিনটি কাজের সময় প্রশ্ন না করে থাকতে পারলেন না। খিযির (আ) শেষে একসাথে ঐ তিনটি কাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন।

এ কাহিনীর মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপর যে যুলুম-অত্যাচার হচ্ছে এর মধ্যে আল্লাহ নিশ্চয়ই কোনো কল্যাণ লুকিয়ে রেখেছেন; যা তোমাদের জানা নেই।

যুলকারনাইনের কাহিনী

যুলকারনাইনের কাহিনী থেকে জানা গেল যে, তিনি বিশ্ববিজয়ী শাসক ছিলেন। এত বিশাল ক্ষমতা ও উপায়-উপকরণের মালিক হয়েও তিনি আল্লাহর সামনে নত হয়ে থাকতেন। তিনি নিজের আসল পরিচয় ভুলে যাননি। ক্ষমতার আসল মালিক কে, সে চেতনা থাকায় তিনি অহঙ্কারী হননি। আল্লাহ যখন চান ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারেন– এ ধারণা তাঁর ছিল। ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার আল্লাহ যে সহ্য করেন না, সে কথাও তাঁর জানা ছিল।

এ কাহিনীর মাধ্যমে মক্কার সরদারদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা সামান্য সরদারি পেয়েই অহঙ্কারী হয়ে গেলে এবং তোমাদের এটুকু ক্ষমতাকে স্থায়ী মনে করে আল্লাহর নবীর সাথে দুশমনি করছ! ক্ষমতার আসল মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি যখনই চান তখনই তোমাদের সরদারি ছিনিয়ে নিতে পারেন।

সূরাটিতে কাফিরদের তিনটি প্রশ্নের জবাব এমনভাবে তাদের প্রতি আরোপ করা হলো যে, তাদের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে গেল এবং তারাই আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গেল।

কাহিনী তিনটি শোনানোর পর তাওহীদ ও আখিরাতের যে দাওয়াত দিয়ে সূরাটি শুরু করা হয়েছিল তা-ই যে আসল সত্য, সে কথার উপর জোর দিয়েই সূরাটির বক্তব্য শেষ করা হয়েছে। সুতরাং তারা যদি তা মেনে নেয় তাহলে তাদেরই মঙ্গল আর না মানলে তারাই খারাপ পরিণতি ভোগ করবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস এবং নবী-রাসূলগণের ও অন্যান্য যত কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা গল্প বলার উদ্দেশ্যে নয়; শিক্ষা ও উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এসব বর্ণনার মাধ্যমে তিন রকমের মানুষের জন্য তিন রকম শিক্ষা রয়েছে–

১. ইসলামবিরোধীদেরকে সতর্ক করা ও ভয় দেখানো।

২. ঈমানদারদেরকে সাহস ও সান্ত্বনা দান করা এবং সবরের উপদেশ দেওয়া।

৩. সকল মানুষকে উপদেশ ও শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ দান করা।

সূরা কাহ্‌ফ

১১০ আয়াত, ১২ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١١٠ رُكُوْعَاتُهَا ١٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۝

১. সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাহর উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো বক্রতা রাখেননি।

قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۝

২. এ কিতাব সঠিক কথা ঠিক ঠিকভাবে বলে, যাতে সে মানুষকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে সাবধান করে দেয় এবং যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে সুখবর দেয় যে, তাদের জন্য ভালো বদলা রয়েছে।

مّٰكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۝

৩. তারা সেখানে চিরদিনের বাসিন্দা।

وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۝

৪. আর যারা বলে, আল্লাহ কাউকে ছেলে হিসেবে কবুল করেছেন, তাদেরকেও (এ কিতাব) ভয় দেখায়।

مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ۭ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۭ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۝

৫. এ বিষয়ে তাদের কোনো ইলম নেই এবং তাদের বাপ-দাদাদেরও ছিল না। এটা সাংঘাতিক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হয়। তারা শুধু মিথ্যাই বলছে।

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ۝

৬. আচ্ছা! (হে নবী!) এরা এ শিক্ষার উপর ঈমান না আনলে হয়তো আপনি আফসোস করে নিজের জীবনটাই বরবাদ করে দেবেন।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝

৭. আসল কথা হলো, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা দিয়ে আমি তাকে সাজিয়েছি, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি, কে তাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে বেশি ভালো।

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝٨

৮. শেষ পর্যন্ত আমি এসব কিছুকে এক সমতল ময়দান বানিয়ে দেবো।

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝٩

৯. (হে নবী!) আপনি কি মনে করেন, গুহাবাসী ও গুহাতে লাগানো স্মারকলিপি[১] আমার কোনো বড় আজব নিদর্শনগুলোর মধ্যে শামিল?

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝١٠

১০. যখন কয়েকজন যুবক গুহায় আশ্রয় নিল এবং তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদেরকে তোমার খাস রহমত দ্বারা ধন্য কর এবং আমাদের সকল বিষয় ভালোভাবে ঠিক করে দাও।

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝١١

১১. তখন আমি তাদেরকে ঐ গুহার মধ্যেই আদর করে বছরের পর বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখলাম।

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝١٢

১২. তারপর আমি তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম, যাতে আমি দেখতে পাই, তাদের দুদলের মধ্যে কারা সেখানে তাদের থাকার সময়টা ঠিক ঠিক গুণতে পারে।

রুকূ' ২

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝١٣

১৩. (হে নবী!) আমি আপনাকে তাদের আসল কাহিনী শোনাচ্ছি। তারা কয়েকজন যুবক ছিল, যারা তাদের রবের উপর ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদেরকে হেদায়াতে উন্নতি দিয়েছিলাম।[২]

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ

১৪. আমি তাদের দিল ঐ সময় মযবুত করে দিয়েছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়াল ও ঘোষণা করল, যিনি আসমান ও জমিনের রব

১. অর্থাৎ, সেই তরুণরা, যাঁরা ঈমান বাঁচানোর জন্য গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং যাদের গুহায় পরে স্মারকলিপি লাগানো হয়েছিল।

২. বিভিন্ন বর্ণনা থেকে মনে হয়, ঐ তরুণরা প্রাথমিক যুগের ঈসা (আ)-এর অনুসারী ছিলেন এবং তাঁরা রোমের অধীন ছিলেন। ঐ সময় রোমের শাসক শিরকপন্থি ছিল এবং তাওহীদপন্থিদের ভীষণ শত্রু ছিল।

إِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا ﴿١٤﴾

একমাত্র তিনিই আমাদের রব। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদকে আমরা ডাকব না। যদি আমরা তা করি তাহলে তা একেবারেই বেহুদা কাজ হবে।

هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾

১৫. (তারপর তারা একে অপরের সাথে আপসে বলল) আমাদের এই কাওম তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে। তারা ঐ সব মা'বুদ হওয়ার কোনো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আনে না কেন? তারপর যে আল্লাহর উপর মিথ্যা চাপায় তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে?

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ﴿١٦﴾

১৬. এখন যখন তোমরা তাদের সাথে ও আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা পূজা করে তাদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেছ, তখন চল অমুক পাহাড়ের গুহায় যেয়ে আশ্রয় নাও। তোমাদের রব তাঁর রহমত তোমাদের উপর বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের কাজের জন্য সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করে দেবেন।

وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾

১৭. তুমি যদি তাদেরকে গুহার মধ্যে দেখতে[৩], তাহলে দেখতে পেতে যে যখন সূর্য উঠে তখন গুহাকে ছেড়ে ডান দিক দিয়ে উপরে উঠে যায় এবং যখন ডুবে তখন তাদেরকে আড়ালে রেখে বাম দিক দিয়ে নেমে যায়। আর তারা গুহার ভেতর এক বিরাট জায়গায় পড়ে আছে। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটা। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন সে-ই হেদায়াত পায়। আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন তার জন্য তুমি কখনো পথ দেখানোর কোনো অভিভাবক পাবে না।

৩. মধ্যখানের এ ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়নি যে, তারা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে যুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য বা ধর্মত্যাগে বাধ্য হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শহর থেকে বের হয়ে পাহাড়ি এলাকার একটি গুহার মধ্যে গোপনে আশ্রয় নেয়।

রুকূ' ৩

১৮. তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করতে, তারা জেগে আছে। অথচ তারা ঘুমিয়েছিল। আমি তাদেরকে ডান ও বাম দিকে পাশ ফিরাতাম। আর তাদের কুকুর গুহার মুখে তার দু'পা ছড়িয়ে বসেছিল। যদি তুমি উঁকি মেরে তাদেরকে দেখতে, তাহলে পেছনে ফিরে পালিয়ে আসতে এবং তাদেরকে দেখে ভীষণ ভয় পেতে।

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾

১৯. এমন আজব অবস্থায়ই আমি তাদেরকে জাগিয়ে বসালাম,[৪] যাতে তারা আপসে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল, বল কতদিন তোমরা এ অবস্থায় ছিলে? অন্যরা বলল, হয়তো একদিন বা দিনের কিছু সময় ছিলাম। তারপর তারা বলল, আল্লাহই ভালো জানেন, তোমরা কত সময় এ অবস্থায় ছিলে। এখন চল, তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো একজনকে রূপার এ মুদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠাও। সে দেখুক সবচেয়ে ভালো খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে কিছু খাবার নিয়ে আসুক। সে যেন সাবধান থাকে, যাতে কেউ তোমাদের (এখানে থাকার কথা) টের না পায়।

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

২০. যদি তোমাদের কথা তাদের কাছে প্রকাশ পায় তাহলে অবশ্যই তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে শেষ করবে, অথবা তাদের দীনে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবে। যদি তা-ই হয় তাহলে তোমরা কখনো সফল হতে পারবে না।

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٢٠﴾

৪. অর্থাৎ, যেরূপ অলৌকিক নিয়মে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল, বহু বছর পর তাদেরকে জাগিয়ে তোলাটাও ছিল তেমনই অলৌকিক ব্যাপার।

وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلٰىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾

২১. এভাবেই আমি শহরবাসীকে তাদের অবস্থা জানিয়ে দিলাম[৫], যাতে লোকেরা জেনে যায়, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য এবং নিশ্চয়ই কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। (কিন্তু একটু লক্ষ্য কর, যখন এটাই চিন্তার আসল বিষয় ছিল) তখন তারা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিল যে, এ গুহাবাসীদের সাথে কী করা যাবে। কিছু লোক বলল, তাদের উপর একটি সৌধ তৈরি কর। তাদের রবই তাদের ব্যাপারে ভালোভাবে জানেন।[৬] কিন্তু করণীয় সম্পর্কে যাদের প্রাধান্য ছিল তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ বানাব।[৭]

৫. অর্থাৎ, যখন সে খাবার জিনিস কেনার জন্য শহরে ঢুকেছিল তখন সারা দুনিয়া-ই বদলে গিয়েছিল। মূর্তিপূজারী রোম রাজ্য এর অনেক আগেই ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদের ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পোশাকের দিক দিয়ে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। দু শ' বছর আগের এই মানুষটি তার সাজ-সজ্জা, পোশাক ও ভাষার দিক দিয়ে দেশের মানুষের কাছে আজব তামাশার জিনিস বলে মনে হলো। এরপর যখন সে ব্যক্তি খাবার কেনার জন্য পুরাতন কালের মুদ্রা দিল তখন দোকানদারের চক্ষু তো স্থির! খোঁজ-খবরের পর জানা গেল, এ লোকটি সেই ঈসায়ী ধার্মিকদেরই একজন, যাঁরা দু শ' বছর আগে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য পালিয়ে গিয়েছিলেন। এ খবর মুহূর্তের মধ্যে শহরের ঈসায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সরকারি অফিসারসহ এক দল সাধারণ লোক গুহায় হাজির হলেন। যখন আসহাবে কাহ্‌ফ (গুহাবাসীরা) জানতে পারল, তাঁরা দু শ' বছর পর ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন, তখন তাঁরা নিজেদের ঈসায়ী ধর্মের ভাইদেরকে সালাম জানিয়ে আবার সেই গুহায় শুয়ে পড়লে তাঁদের মৃত্যু হয়ে গেল।

৬. কথার ধরন থেকে বোঝা যায়, ঈসায়ী নেক লোকেরাই এ কথা বলেছিলেন। তাদের অভিমত এটাই ছিল যে, গুহাবাসীরা যেভাবে গুহার মধ্যে শুয়ে আছেন সেভাবেই তাঁদেরকে থাকতে দেওয়া হোক এবং গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হোক। তাঁদের প্রভুই সঠিক জানেন– তাঁরা কারা, তাঁরা কেমন মর্যাদার মানুষ এবং কীরূপ পুরস্কারের যোগ্য।

৭. এটা এই কারণে হয়েছিল যে, সে সময় ঈসায়ী জনসাধারণের মধ্যেও মুশরিকদের মতো ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়েছিল। পুরাতন মূর্তির জায়গায় পূজা করার জন্য এ নতুন মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল।

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২. কতক লোক বলবে, তারা তিনজন ছিল, আর তাদের কুকুরটি চতুর্থ ছিল। কতক লোক বলে দেবে, তারা পাঁচজন ছিল এবং তাদের কুকুরটি যষ্ঠ ছিল[৮]। এরা সব আন্দাজ অনুমানে কথা বলে। আরও কতক লোক বলে, তারা সাতজন ছিল এবং তাদের কুকুরটি অষ্টম ছিল। (হে নবী!) বলুন, আমার রবই ভালোভাবে জানেন, তারা কতজন ছিল। কম লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। তাই সাধারণ কথাবার্তা ছাড়া তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্বন্ধে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞোসা করো না।[৯]

রুকূ' ৪

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

২৩. আর দেখ, কোনো জিনিস সম্পর্কে কখনো এভাবে বলবে না, নিশ্চয়ই আমি কাল এ কাজটি করব।[১০]

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾

২৪. (তুমি কিছুই করতে পার না) যদি তা আল্লাহ না চান। যদি ভুলে এমন কথা মুখ থেকে বের হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে তোমার রবকে স্মরণ কর এবং বল, আশা করা যায়, আমার রব এ বিষয়ে সত্যের কাছাকাছি কথার দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।

৮. এর দ্বারা জানা যায়, এ ঘটনার পৌনে তিন শ' বছর পর কুরআন মাজীদ নাযিল হওয়ার সময় ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে ঈসায়ীদের মধ্যে নানা রকমে অলীক কল্পকাহিনী ব্যাপকভাবে চালু ছিল। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা কারো কাছেই ছিল না। তবে যেহেতু আল্লাহ তাআলা তৃতীয় কথাটি বাতিল করেননি, সেহেতু অনুমান করা যেতে পারে যে, সঠিক সংখ্যা সাতই ছিল।

৯. অর্থাৎ, আসল বিষয় তাদের সংখ্যা নয়; আসল বিষয় হচ্ছে সেই শিক্ষা, যা এ কাহিনী থেকে লাভ করা যায়।

১০. আগের ও পরের কথার মাঝখানে এ কথাটি বলা হয়েছে। আগের আয়াতে হেদায়াত করা হয়েছিল যে, আসহাবে কাহ্‌ফের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই জানেন এবং এর সংখ্যা সম্পর্কে গবেষণা করা বেহুদা কাজ। এ বিষয়ে পরবর্তী কথা বলার আগে মাঝখানে এ বাক্যটিতে নবী করীম (স) ও মু'মিনদের আরো একটি হেদায়াত দান করা হয়েছে যে, তুমি কখনো দাবি করে এ কথা বলো না, 'আমি আগামীকাল অমুক কাজ করব।' তুমি সে কাজ করতে পারবে কি পারবে না, তা তুমি কি জানো?

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

২৫. তারা তাদের গুহায় তিন শ' বছর ছিল। (কতক লোক মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে) নয় বছর বেশি গুনেছে।

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۖ لَهُ غَيْبُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

২৬. আপনি বলুন, তারা কতদিন ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন।[১১] আসমান ও জমিনের সব গোপন অবস্থা তাঁরই জানা। তিনি কতই না ভালোভাবে দেখেন ও শুনেন। তিনি ছাড়া (সৃষ্টি জগতের) আর কোনো অভিভাবক নেই। আর তিনি তার রাজ্য শাসনে কাউকেই শরীক করেন না।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

২৭. (হে নবী!) আপনার রবের কিতাব থেকে যা কিছু আপনার উপর ওহী করা হয়েছে (হুবহু) তা শুনিয়ে দিন। তার কথায় রদবদল করার ইখতিয়ার কারো নেই। (যদি আপনি কারো খাতিরে এর মধ্যে রদবদল করেন তাহলে) তাঁর কাছ থেকে পালানোর কোনো আশ্রয়ই পাবেন না।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوٰةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

২৮. যারা তাদের রবের সন্তুষ্টির আশায় সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে, আপনার দিলকে সবরের সাথে তাদের সঙ্গে যুক্ত রাখুন এবং তাদের থেকে আপনার চোখকে কখনো ফিরাবেন না। আপনি কি দুনিয়ার জীবনের সাজ-সজ্জা পছন্দ করেন? আপনি এমন লোকের কথা মতো চলবেন না[১২], যার দিলকে আমার যিকর থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার নাফসের গোলামি করছে এবং সীমা লঙ্ঘন করাই যার কর্মনীতি।

১১. অর্থাৎ, আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যার মতো তারা কত বছর গুহায় ছিলেন, সে সম্পর্কেও লোকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এটা জানারও তোমার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তাআলাই জানেন, তারা ঐ অবস্থায় কত কাল ছিলেন।

১২. এমন কোনো কথা মেনে নিও না, তার সামনে নত হয়ো না, তার মতলব পূর্ণ করো না এবং তার কথামতো চলো না। এখানে ইতা'আত তথা 'আনুগত্য' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

২৯. পরিষ্কার বলে দিন, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এটাই সত্য। এখন যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা কুফরী করুক। আমি (অস্বীকারকারী) যালিমদের জন্য আগুন তৈরি করে রেখেছি, যার শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। সেখানে তারা যদি পানি চায় তাহলে এমন পানি দেওয়া হবে, যা তেলের গাদের মতো এবং যা তাদের চেহারাকে ঝলসিয়ে দেবে। কতই না মন্দ পানীয় এবং বড়ই মন্দ বাসস্থান!

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ
وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَّسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ
وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

৩০. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, (জেনে রাখ) আমি নেক আমলকারীদের কর্মফল বরবাদ করি না।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

৩১. এই লোকদের জন্যই রয়েছে চির সবুজ বেহেশত, যার তলদেশে ঝরনাধারা বহমান থাকবে। সেখানে তাদেরকে সোনার বালা পরিয়ে সাজানো হবে।[১৩] তারা মিহিন ও মোটা রেশমের সবুজ পোশাক পরবে এবং উঁচু আসনে বালিশে হেলান দিয়ে বসবে। কতইনা চমৎকার কর্মফল এবং কত সুন্দর বাসস্থান!

أُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ
وَّإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ
الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

রুকূ' ৫

৩২. (হে নবী!) তাদের সামনে একটি উদাহরণ পেশ করুন। দু'জন লোক ছিল। তাদের একজনকে আঙ্গুরের দুটো বাগান দিলাম এবং এর চারদিক খেজুরের গাছ দিয়ে ঘিরে দিলাম। এ দুটোর মাঝখানে চাষের জমিও রাখলাম।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا
جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا
بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾

১৩. প্রাচীনকালে বাদশাহরা সোনার গহনা পরত। বেহেশতবাসীদের পোশাক হিসেবে এ জিনিসের কথা উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে, বেহেশতে তাদেরকে রাজকীয় পোশাক পরানো হবে। কাফির ও ফাসিক বাদশাহ সেখানে হীন ও লাঞ্ছিত হবে। আর মু'মিন ও নেক লোক সেখানে বাদশাহী শান-শওকতে থাকবে।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۙ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ۝

৩৩. দুটো বাগানই ফলে-ফুলে পূর্ণ হলো এবং উৎপাদনে কোনো রকম কমতি রইল না। আর এ দুটোর মাঝখানে ঝরনা বহমান করে দিলাম।

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝

৩৪. এতে তার অনেক মুনাফা হলো। এসব পেয়ে একদিন সে তার প্রতিবেশীর সাথে কথা প্রসঙ্গে বলল, আমি তোমার চেয়ে ধনেও অনেক বেশি এবং জনেও বেশি শক্তিশালী।

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۙ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

৩৫-৩৬. তারপর সে বাগানে ঢুকল এবং নিজের উপর নিজেই যালিম হয়ে বলল, আমি মনে করি না যে, এ সম্পদ কোনো সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি ধারণা করি না যে, কখনো কিয়ামত হবে। তবুও যদি আমাকে কখনো আমার রবের সামনে ফিরিয়ে নেওয়া হয়-ই, তাহলে আমি অবশ্যই ফিরে যাওয়ার জন্য এর চেয়েও বেশি ভালো জায়গা পাব।

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ۝

৩৭. তার প্রতিবেশী তার সাথে কথা বলতে গিয়ে বলল, তুমি কি এমন এক সত্তাকে অস্বীকার করছ, যে তোমাকে মাটি থেকে, তারপর বীর্য থেকে পয়দা করেছেন এবং তোমাকে একজন পূর্ণ মানুষ বানিয়েছেন।

لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

৩৮. কিন্তু আমার কথা হলো, আমার রব তো ঐ আল্লাহ-ই এবং আমি তাঁর সাথে কাউকেই শরীক করি না।

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۙ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝

৩৯-৪০-৪১. যখন তুমি তোমার বাগানে ঢুকলে তখন তুমি কেন বললে না, 'মা-শা-আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই'।[১৪] যদিও তুমি আমাকে ধনে ও

১৪. অর্থাৎ, আল্লাহ যা চান তা-ই হবে। আমার ও অন্য কারোরই কোনো শক্তি নেই। আমাদের যদি কোনো ক্ষমতা চলে তবে তা আল্লাহরই দেওয়া তাওফীক ও সাহায্যে চলে।

فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۝٤٠

اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ۝٤١

জনে তোমার চেয়ে কম দেখতে পাচ্ছ, তবুও হয়তো আমার রব আমাকে তোমার বাগান থেকে ভালো কিছু দান করবেন এবং তোমার বাগানের উপর আসমান থেকে কোনো আপদ নাযিল করবেন, যার ফলে তা গাছপালাশূন্য ময়দানে পরিণত হবে। অথবা বাগানের পানি মাটির নিচে নেমে যাবে এবং তুমি তা কিছুতেই বের করে আনতে পারবে না।

وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا ۝٤٢

৪২. শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। তার সব ফলমূল নষ্ট হয়ে গেল। সে তার আঙ্গুরের বাগানকে মাচার উপর উলটানো দেখে, তাতে সে যে পুঁজি খরচ করেছিল সে জন্য আফসোস করে নিজের হাত কচলাতে লাগল এবং বলতে লাগল, 'হায়! আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম।'

وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۝٤٣

৪৩. আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার জন্য কোনো বাহিনীও রইল না, আর সে নিজেও এর মুকাবিলা করতে পারল না।

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۭ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ۝٤٤

৪৪. তখন জানা গেল, সব কিছুর ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই হাতে, যিনি সত্য পুরস্কার তা-ই ভালো, যা তিনি দান করেন এবং পরিণামও তা-ই ভালো, যা তিনি দেখাবেন।

রুকূ' ৬

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝٤٥

৪৫. (হে নবী!) একটি উপমা দিয়ে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের হাকীকত বুঝিয়ে দিন। আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলে মাটিতে গাছ-গাছড়া ঘন হয়ে থাকে। আবার তা শুকিয়ে ভুসি হয়ে গেলে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَٰقِيَٰتُ الصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

৪৬. এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সাময়িক সাজসজ্জা মাত্র। আসলে তো টিকে থাকার মতো নেক আমলই আপনার রবের নিকট পরিণামের দিক দিয়ে ভালো এবং এ বিষয়েই ভালো কিছু আশা করা যায়।

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾

৪৭. (আসলে ঐ দিনের জন্যই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত) যেদিন আমি পাহাড়কে চলমান করে দেবো এবং তোমরা জমিনকে উন্মুক্ত দেখতে পাবে। আমি সব মানুষকে এমনভাবে ঘেরাও করে একত্রিত করব যে, (আগের ও পরের) কেউ বাদ পড়বে না।

وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾

৪৮. সবাইকে আপনার রবের সামনে সারিবদ্ধভাবে হাজির করা হবে। এখন দেখে নাও, তোমরা আমার কাছে তেমনিভাবে এসে গেছ, যেমন তোমাদেরকে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি। তোমরা তো ধারণা করেছিলে, আমি তোমাদের জন্য ওয়াদার কোনো সময় ঠিক করিনি।

وَوُضِعَ الْكِتَٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

৪৯. আমলনামা তোমাদের সামনে রেখে দেওয়া হবে। তোমরা তখন দেখতে পাবে, অপরাধীরা তাদের আমলনামায় লেখা সব বিষয় সম্পর্কে ভয় পাচ্ছে এবং বলছে, 'হায়রে আমাদের মন্দ কপাল! এটা কেমন কিতাব যে আমাদের ছোট বড় এমন কোনো কাজ নেই, যা এ কিতাবে লেখা হয়নি।' যা কিছু তারা করেছে সবই তাদের সামনে হাজির পাবে এবং আপনার রব কারো উপর সামান্য যুলুমও করবেন না।

রুকূ' ৭

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا

৫০. স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা

إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

কর, তখন তারা সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস তা করল না। সে জাতিতে জিন ছিল। তাই সে তার রবের হুকুম অমান্য করল।[১৫] তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে তাকে ও তার বংশধরকে তোমাদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছ? অথচ তারা তোমাদের দুশমন। এটা কতই না মন্দ বদল, যা যালিমরা (আল্লাহর বদলে) গ্রহণ করেছে।

مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥١﴾

৫১. আমি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার সময় তাদেরকে ডাকিনি। তাদের পয়দা করার কাজেও তাদেরকে শরীক করিনি। যারা গোমরাহ করে তাদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে আমি গ্রহণ করি না।[১৬]

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾

৫২. এ লোকেরা ঐ দিন কী করবে, যখন তাদের রব তাদেরকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বলে ধারণা করেছিলে তাদেরকে এখন ডাক। তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা এদেরকে সাহায্য করতে আসবে না। আর আমি উভয় পক্ষকে একই ধ্বংসের জায়গায় (দোযখে) রাখব।

وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾

৫৩. সকল অপরাধীই সেদিন আগুন দেখবে এবং বুঝতে পারবে যে, এখন তাদেরকে সেখানেই ফেলা হবে। তারা তা থেকে বাঁচার জন্য কোনো আশ্রয়ই পাবে না।

১৫. অর্থাৎ, ইবলিস ফেরেশতা ছিল না; সে জাতিতে জিন ছিল। তাই আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। যদি সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হতো তবে সে নাফরমানি করতেই পারত না; কিন্তু জিন ফেরেশতাদের মতো না হয়ে মানুষের মতোই এক স্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সৃষ্টি, যাকে জন্মগতভাবে অনুগত বানানো হয়নি; বরং কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা উভয় রকমের ইখতিয়ারই তাকে দান করা হয়েছে।

১৬. এ শয়তানগুলো কীভাবে তোমাদের আনুগত্য ও দাসত্বের উপযুক্ত হয়ে গেল? দাসত্বের যোগ্য তো একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই হতে পারেন। আর এ শয়তানরা আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকাজে শরীক হওয়া তো দূরের কথা, এরা তো নিজেরাই সৃষ্ট।

রুকূ' ৮

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾

৫৪. আমি এ কুরআনে মানুষকে নানাভাবে বুঝিয়েছি। কিন্তু মানুষ বড়ই ঝগড়াটে প্রমাণিত হয়েছে।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

৫৫. তাদের সামনে যখন হেদায়াত আসলো তখন তা মেনে নিতে এবং তাদের রবের নিকট মাফ চাইতে কোন্ জিনিস বাধা দিয়েছে? এ ছাড়া আর কিছুই নয়, তারা এ অপেক্ষায়ই আছে যে, তাদের আগের কাওমদের সাথে যা করা হয়েছে, তাদের সাথেও তা-ই করা হোক, অথবা তারা আযাবকে সামনে আসতে দেখে নিক।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ۖ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি রাসূলগণকে সুসংবাদ দেওয়া ও সাবধান করার দায়িত্ব পালন করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পাঠাই না। কিন্তু কাফিরদের অবস্থা এই যে, তারা বাতিলের হাতিয়ার দিয়ে হককে হেয় করে দেখানোর চেষ্টা করে এবং তারা আমার আয়াতগুলোকে এবং যা দিয়ে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে তাকে ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾

৫৭. ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে, যাকে তার রবের আয়াত শুনিয়ে নসীহত করার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ঐ মন্দ পরিণামকে ভুলে যায়, যার ব্যবস্থা সে নিজের হাতেই করেছে? (যারাই এ নীতি গ্রহণ করেছে) তাদের দিলের উপর আমি পর্দা টানিয়ে দিয়েছি, যা তাদেরকে কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না এবং তাদের কানকে আমি বধির করে দিয়েছি। আপনি তাদেরকে হেদায়াতের দিকে যতই ডাকুন না কেন তারা এ অবস্থায় কখনো হেদায়াত পাবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾

৫৮. আপনার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। তারা যা কামাই করেছে এর দরুন যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইতেন তাহলে দ্রুত আযাব পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু তাদের জন্য ওয়াদার একটা সময় নির্দিষ্ট আছে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য কোনো পথই তারা পাবে না।

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾

৫৯. এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জন-বসতিগুলো তোমাদের সামনেই রয়েছে। তারা যখন যুলুম করল তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্য আমি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

রুকূ' ৯

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

৬০. (হে নবী! তাদেরকে মূসার ঐ কাহিনী শুনিয়ে দিন) যখন মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, দু'নদী যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি থামব না। তা না হলে আমি যুগ যুগ ধরে চলতেই থাকব।[১৭]

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

৬১. যখন তারা দুজন ঐ সঙ্গমে (দু'নদীর মিলনকেন্দ্রে) পৌঁছল তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল এবং মাছটি এমনভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেল, যেন কোনো সুরঙ্গ লাগানো ছিল।

১৭. কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে জানা যায়নি যে, হযরত মূসা (আ)-এর এই সফর কোন্ সময় হয়েছিল এবং ঐ দু'নদীই বা কোন্ কোন্ নদী ছিল, যাদের মিলনের জায়গায় এই ঘটনা ঘটেছিল; কিন্তু কাহিনীটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয়, মূসা (আ) যখন মিসরে ছিলেন ঘটনাটি সেই সময়ের, যখন ফেরাউনের সঙ্গে তাঁর টক্কর চলছিল আর দুটি নদী হচ্ছে, 'শ্বেতনীল' (White Nile) ও কটানীল (Blue Nile)। এ দুটো নদী যেখানে একত্র হয়েছে, সেখানেই সুদানের রাজধানী খার্তুম শহর রয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে সূরা কাহ্‌ফের ব্যাখ্যায় এ অনুমানের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝

৬২. কিছু দূর যাওয়ার পর মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আন। আজকের সফরে তো আমরা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ج وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ ق عَجَبًا ۝

৬৩. খাদেম বলল, আপনি কি দেখেছেন? এটা কী হয়ে গেল? যখন আমরা পাথরের পাশে থেমে ছিলাম তখন আমার মাছের কথা খেয়াল ছিল না এবং শয়তান আমাকে এমন বেখেয়াল করে দিলো যে, আমি তা (আপনাকে) বলতে ভুলে গেছি। মাছটি তো আজবভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেল।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ق فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ۝

৬৪. মূসা বললেন, আমরা তো ঐ জায়গার তালাশেই ছিলাম।[১৮] তারা দুজনেই তখন তাদের পায়ের দাগ ধরে আবার ফিরে এলেন।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

৬৫. সেখানে তারা আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে এক বান্দাহকে পেলেন, যাকে আমি নিজের রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে এক খাস ইলম দান করেছিলাম।[১৯]

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۝

৬৬. মূসা তাকে বললেন, আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যাতে আপনি আমাকেও ঐ ইলম শেখাতে পারেন, যা আপনাকে শেখানো হয়েছে?

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۝

৬৭-৬৮. তিনি জবাব দিলেন, আপনি আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি কেমন করে সবর করতে পারেন?

১৮. অর্থাৎ, যে জায়গায় আমার পৌঁছার কথা সে জায়গার এ চিহ্ন সম্পর্কেই তো আমাকে জানানো হয়েছে।

১৯. আল্লাহর এই বান্দাহর নাম সকল সহী হাদীসে 'খিজির' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾

৬৯. মূসা বললেন, ইন-শা-আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীই পাবেন। আমি কোনো বিষয়ে আপনার অবাধ্য হব না।

قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

৭০. তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তবে আপনি যদি আমার সাথে চলতে চান তাহলে, আমি নিজে আপনাকে না বলা পর্যন্ত আমাকে আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন না।

রুকূ' ১০

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ؕ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا ﴿٧١﴾

৭১. এখন তাঁরা দুজনই রওয়ানা দিলেন। তাঁরা যখন এক নৌকায় সওয়ার হলেন তখন ঐ লোকটি নৌকায় ছিদ্র করে দিলেন। মূসা প্রশ্ন করলেন, আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্যই কি আপনি নৌকায় ছিদ্র করলেন? এটা তো আপনি এক মারাত্মক কাজ করলেন।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

৭২. তিনি বললেন, আমি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবেন না?

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾

৭৩. মূসা বললেন, আমি যা ভুলে গেছি সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে আপনি এতটা কড়াকড়ি করবেন না।

فَانْطَلَقَا ٚ حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾

৭৪. আবার তারা দুজন চলতে লাগলেন। তারা একটি বালককে দেখতে পেলেন। ঐ লোকটি তাকে হত্যা করে ফেললেন। তখন মূসা বললেন, আপনি একজন নির্দোষকে হত্যা করে ফেললেন? অথচ সে তো কাউকে খুন করেনি। আপনি তো এক মহা অন্যায় কাজ করে বসলেন।

. পারা ১৬

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

৭৫. ঐ লোক বললেন, আমি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবেন না?

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾

৭৬. মূসা বললেন, এর পর যদি আপনাকে কোনো প্রশ্ন করি তাহলে আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। নিন এখন তো আমার পক্ষ থেকে আপনি ওজর পেয়ে গেলেন।

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

৭৭. এরপর আবার তারা দুজন চললেন। তারা এক জনবসতিতে পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের নিকট খাবার চাইলেন। তারা তাদের দুজনেরই মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। সেখানে তারা একটি দেয়াল পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় দেখতে পেলেন। ঐ লোক তা মেরামত করে দিলেন। মূসা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের মজুরি নিতে পারতেন।

قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

৭৮. তিনি বললেন, ব্যস, আর না, আমার ও আপনার এক সাথে চলা শেষ হয়ে গেল। আমি এখন আপনাকে ঐসব বিষয়ের হাকীকত বলব, যা সম্পর্কে আপনি সবর করতে পারেননি।

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

৭৯. ঐ নৌকার ব্যাপারটি এই যে, কতক গরীব লোক এর মালিক। তারা নদীতে মেহনত মজুরি করে। আমি এটাকে ত্রুটিপূর্ণ করতে চাইলাম। কারণ সামনে এমন এক বাদশাহর এলাকা আছে, যারা প্রত্যেক নৌকাকে জোর করে কেড়ে নেয়।

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾

৮০-৮১. এরপর ঐ বালকটির কথা। তার পিতামাতা মুমিন ছিল। আমি আশঙ্কা করলাম, এ ছেলেটি বিদ্রোহ ও নাফরমানী করে তাদের কষ্ট দেবে। তাই আমি চাইলাম,

فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

তাদের রব এর বদলে তাদেরকে এমন সন্তান দান করুন, যে চরিত্রের দিক দিয়েও এর থেকে ভালো হবে এবং যার কাছ থেকে সদয় ব্যবহারও আশা করা যাবে।

وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَٰلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾

৮২. ঐ দেয়ালটির ব্যাপারে কথা হলো, সেটি দুজন ইয়াতীমের, যারা এ শহরেই থাকে। এ দেওয়ালের নিচে এদের জন্য ধন সম্পদ লুকানো রয়েছে। আর তাদের পিতা নেককার ছিল। তাই আপনার রব চাইলেন, এরা দুজন সাবালক হোক এবং তাদের সম্পদ বের করে নিক। এটা আপনার রবের দয়ার কারণে করা হয়েছে। আমি নিজের মর্জিতে তা করিনি। এই হলো ঐসবের ব্যাখ্যা, যে বিষয়ে আপনি সবর করতে পারেননি।[২০]

রুকূ' ১১

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾

৮৩. (হে নবী!) এরা আপনাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে কিছু শোনাচ্ছি।

২০. এ কাহিনী থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত খিজির (আ) যে তিনটি কাজ করেছিলেন তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই করেছিলেন। এ কথাও অতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দুটি কাজ এরূপ ছিল, যার অনুমতি কোনো শরীআতে কোনো মানুষকে কখনো দেওয়া হয়নি। এমনকি ইলহামের ভিত্তিতেও কোনো মানুষ কারো কোনো মালিকানাভুক্ত নৌকা এজন্য নষ্ট করে দিতে পারে না যে, পরে কোনো ছিনতাইকারী নৌকাটি ছিনিয়ে নেবে এবং কোনো বালককে এজন্য হত্যা করতে পারে না যে, বড় হয়ে সে কাফির বা অবাধ্য হবে। এ কারণে এ কথা না মেনে উপায় নেই, হযরত খিজির এ কাজ শরীআতের বিধান অনুসারে করেননি; বরং তিনি এ কাজ করেছিলেন আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী। তা ছাড়া এ জাতীয় হুকুম পালনের জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষ ছাড়া ফেরেশতা বা অন্য এক প্রকার সৃষ্টি পাঠিয়ে থাকেন। কাহিনীর ধরন থেকে এ কথাও বোঝা যায়, পর্দার পেছনে আল্লাহ তাআলার মশিয়তের (ইচ্ছার) কারখানায় ভালো-মন্দের কেমন হিসাব করে কাজ হয়ে থাকে– যা বোঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে, পর্দা সরিয়ে মূসা (আ)-কে ঐ কারখানা এক নজর দেখানোর জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ)-কে তাঁর এই বান্দাহর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা হযরত খিজিরের জন্য 'বান্দাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলেই তাঁকে মানুষ মনে করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি হতে পারে না। সূরা আম্বিয়ার ২৬ নং আয়াত, সূরা যুখরুফের ১৯ নং আয়াত এবং আরও বারোটি জায়গায় ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও ঐ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾

৮৪. আমি তাকে পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী করেছিলাম এবং তাকে সব রকম উপায় উপকরণ দিয়েছিলাম।

فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

৮৫. সে (প্রথমে পশ্চিম দিকে এক অভিযানের) আয়োজন করল।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

৮৬. যখন সে সূর্য ডুবার সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেল[২১], তখন সে সূর্যকে কালো পানিতে ডুবতে দেখল[২২] এবং সেখানে সে এক কাওমকে পেল। আমি বললাম, হে যুল-কারনাইন! তোমার এ ক্ষমতা আছে যে, তুমি তাদেরকে কষ্টও দিতে পার এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহারও করতে পার।

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

৮৭-৮৮. সে বলল, তাদের মধ্যে যে যুলুম করবে তাকে আমি শাস্তি দেবো। তারপর তাকে তার রবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং তিনি তাকে আরও কঠিন শাস্তি দেবেন। আর তাদের মধ্যে যে ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তার জন্য ভালো বদলা রয়েছে এবং আমি তাকে সহজ হুকুম করব।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾

৮৯-৯০. তারপর সে (আরও একটি অভিযানের) আয়োজন করল, এমনকি সে সূর্য উঠার সীমানায় পৌঁছে গেল।[২৩] সেখানে সে দেখতে পেল, সূর্য এমন এক কাওমের উপর উদয় হচ্ছে, যাদেরকে রোদ থেকে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা আমি করিনি।

كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾

৯১. তাদের অবস্থা এমনই ছিল। আর যুল-কারনাইনের নিকট যা কিছু ছিল, সে সম্পর্কে আমার জানা ছিল।

২১. অর্থাৎ, পশ্চিমদিকের শেষ সীমা পর্যন্ত।

২২. অর্থাৎ, সেখানে সূর্য ডুবার সময় এমন মনে হতো, যেন সূর্য সমুদ্রের কালো পানিতে ডুবে যাচ্ছে।

২৩. অর্থাৎ, পূর্বদিকের শেষ সীমা পর্যন্ত।

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾

৯২. তারপর সে (আরো এক অভিযানের) ব্যবস্থা করল।

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

৯৩. যখন সে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছল তখন সেখানে এমন এক কাওমকে পেল, যারা কথাবার্তা কমই বুঝতে পারত।

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

৯৪. ঐ লোকেরা বলল, হে যুল-কারনাইন! ইয়াজূজ ও মাজূজ[২৪] এ এলাকায় ফাসাদ সৃষ্টি করছে। আমরা কি এ কাজের জন্য আপনাকে কোনো কর দেবো, যাতে আপনি আমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর তৈরি করে দেন?

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

৯৫. সে বলল, আমার রব যা কিছু আমাকে দিয়েছেন তা-ই যথেষ্ট। তোমরা শুধু শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে প্রাচীর বানিয়ে দিচ্ছি।

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾

৯৬. আমাকে লোহার পাত এনে দাও। শেষ পর্যন্ত যখন তারা দুপাহাড়ের মাঝখানের শূন্য জায়গা ভরাট করে দিলো, তখন তাদেরকে সে বলল, তোমরা এখন আগুন জ্বালাও। এমনকি যখন (এ লোহার প্রাচীর) একেবারে আগুনের মতো লাল করে দিলো, তখন সে বলল, আন, আমি এখন এর উপর গলিত তামা ঢেলে দেবো।

---

২৪. ইয়াজূজ-মাজূজ হচ্ছে এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সেইসব জাতি, যারা প্রাচীনকাল থেকে সভ্য দেশগুলোর উপর ধ্বংসাত্মক বর্বর হামলা চালিয়ে এসেছে এবং মাঝে মাঝে বন্যার মতো এশিয়া ও ইউরোপ উভয়দিকে মোড় নিতে থাকে। বাইবেলের আদি পুস্তকে তাদেরকে হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র ইয়াফেস-এর বংশধর বলা হয়েছে হিযকিয়েলের কিতাবে (৩৮-৩৯ অধ্যায়) রুশ, তোবল (বর্তমানে তোবলস্ক) ও মসক্‌কে (বর্তমানে মস্কো) এদের এলাকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসরাঈলি ঐতিহাসিক ইউসিফুস ইয়াজূজ-মাজূজ দ্বারা সিথিয়ান কাওম বুঝেছেন, যাদের এলাকা ছিল কৃষ্ণ সাগরের উত্তর-পূর্বে। জিরুমের বর্ণনামতে, মাজূজ ককেশিয়ার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগরের নিকটে বসবাস করত।

৯৭. (এ প্রাচীর এমন ছিল যে) ইয়াজূজ ও মাজূজ তা পার হয়েও আসতে পারত না এবং তাতে ছিদ্র করার সাধ্যও তাদের ছিল না।

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ۝٩٧

৯৮. যুল-কারনাইন বলল, এটা আমার রবের রহমত। কিন্তু যখন আমার রবের ওয়াদার সময় আসবে তখন তিনি এটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা সত্য।

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝٩٨

৯৯. সেদিন[২৫] আমি মানুষকে ছেড়ে দেবো, যাতে (সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো) একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। তখন সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং তারপর আমি সব মানুষকে একত্রিত করব।

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۝٩٩

১০০-১০১. ঐদিন আমি দোযখকে ঐ কাফিরদের সামনে হাজির করব, যারা আমার নসীহতের প্রতি অন্ধ হয়ে ছিল এবং কিছুই শোনার জন্য তৈরি ছিল না।

وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۝١٠٠ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۝١٠١

রুকূ' ১২

১০২. তবে কি যারা কুফরী করেছে তারা এ ধারণা রাখে যে, আমাকে বাদ দিয়ে আমার বান্দাহদেরকে তাদের অভিভাবক বানিয়ে নেবে? নিশ্চয়ই আমি এ কাফিরদের মেহমানদারির জন্য দোযখকে তৈরি করে রেখেছি।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ۭ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ۝١٠٢

১০৩. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, আমি কি তোমাদেরকে জানাবো যে, আমলের দিক দিয়ে কারা সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ?

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝١٠٣

১০৪. (তারা হলো ঐ সব লোক) দুনিয়ার জীবনে যাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ভুল পথে চলেছে এবং যারা মনে করে, তারা সব কিছু ঠিকই করছে।

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝١٠٤

২৫. অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের সত্য ওয়াদার প্রতি যুলকারনাইন যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাঁর সেই ইঙ্গিতের সঙ্গে মিল রেখে এ আয়াত ইরশাদ করা হয়েছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝

১০৫. এরাই ঐ সব লোক, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে মানতে অস্বীকার করেছে এবং তার সাথে সাক্ষাতের কথা বিশ্বাস করে না। এর ফলে তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে কোনো গুরুত্বই দেবো না।

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝

১০৬. তারা যে কুফরী করেছে এবং আমার আয়াত ও আমার রাসূলকে হাসি-ঠাট্টার পাত্র বানিয়েছে এর কারণে তাদের জন্য বদলা হিসেবে দোযখ রয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

১০৭-১০৮. অবশ্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারির জন্য ফিরদাউস নামক বেহেশত রয়েছে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও তারা যেতে চাইবে না।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝

১০৯. (হে নবী!) আপনি বলুন, যদি সমুদ্রও আমার রবের কথা লেখার জন্য কালিতে পরিণত হয় তাহলে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই তা শেষ হয়ে যাবে। এমনকি যদি ঐ পরিমাণ কালি আবারও আনি, তা-ও যথেষ্ট হবে না।[২৬]

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

১১০. হে নবী! আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী এসেছে, তোমাদের মা'বুদ একজনই। এখন যে কেউ তার রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন নেক আমল করে এবং দাসত্ব ও বন্দেগী করার ব্যাপারে যেন তার রবের সাথে আর কাউকে শরীক না করে।

২৬. আল্লাহ তাআলার 'কথা'-এর অর্থ তাঁর কাজ, তাঁর পূর্ণতাসূচক গুণ-বৈশিষ্ট্য, তাঁর শক্তির মহিমা ও তাঁর হিকমত।

১৯. সূরা মারইয়াম

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরাটির ১৬ নং আয়াতের 'মারইয়াম' শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত মারইয়ামের কাহিনী এর আসল আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিলের সময়

নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে একদল সাহাবীর হাবশায় হিজরত করার আগেই সূরাটি নাযিল হয়েছে। হাদীস থেকে জানা যায়, হাবশার শাসক নাজ্জাশীর দরবারে যখন মুহাজির সাহাবীগণকে ডাকা হয় তখন হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব ঐ দরবারে এ সূরাটি তিলাওয়াত করে শোনান।

ঐতিহাসিক পটভূমি

কুরাইশ সরদাররা যখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, লোভ-লালসা দেখিয়ে, ভয় প্রদর্শন করে এবং মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেও ইসলামী আন্দোলনকে দমাতে পারল না, তখন তারা মারপিট ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করল। প্রত্যেক গোত্রের নওমুসলিমদের উপর গোত্রনেতারা অত্যাচার চালাল। বিশেষ করে গরিব লোক ও ক্রীতদাসদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের উপর চরম যুলুম চলতে থাকল। মেরে আধমরা করা, খাবার না দিয়ে আটক করে রাখা, রোদের সময় আগুনের মতো গরম বালুর উপর খালি গায়ে শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দেওয়া এবং শ্রমিক হিসেবে কাজ করিয়ে বেতন না দেওয়ার মতো পৈশাচিক নির্যাতন তাদের উপর চালানো হয়েছিল।

অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন হযরত খাব্বাব (রা) রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন। রাসূল (স) তখন কাবাঘরের ছায়ায় বসা ছিলেন। হযরত খাব্বাব (রা) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এখন তো যুলুম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন না?' এ কথা শুনে নবী করীম (স)-এর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'তোমাদের আগের মুসলিমদের উপর এর চেয়েও বেশি যুলুম করা হয়েছিল। তাঁদের শরীর থেকে লোহার চিরুনি দিয়ে গোশত তুলে নেওয়া হয়েছে; মাথার উপর করাত চালিয়ে শরীর দু'ভাগ করা হয়েছে– তবু তাঁরা দীন ত্যাগ করতে রাজি হননি। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ এ কাজটিকে পূর্ণ করবেন। সময় আসবে, যখন একজন সান'আ (ইয়ামেনের রাজধানী) থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত একাকী নিশ্চিন্তে সফর করতে পারবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ভয় থাকবে না; কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।' (সহীহ বুখারী)

অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষ দিকে রাসূল (স) সাহাবীগণকে পরামর্শ দিলেন, 'তোমরা যদি হাবশায় চলে যাও তাহলে সেখানে এমন একজন বাদশাহ দেখতে পাবে, যার রাজ্যে কারো উপর যুলুম করা হয় না। সে দেশটি কল্যাণময়। যত দিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর থেকে এ বিপদ দূর না করবে, তত দিন তোমরা সেখানে থাকতে পার।'

এর পরেই প্রথমে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা হাবশার পথে পালিয়ে যান। কুরাইশরা টের পেয়ে তাঁদেরকে ধরার জন্য লোহিত সাগর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সৌভাগ্যক্রমে তাঁরা আগেই জাহাজে উঠে সমুদ্রে চলে যাওয়ায় রক্ষা পান। কয়েক মাস পর আরও অনেকে হাবশায় হিজরত করেন। মোট হিজরতকারী কুরাইশীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৩ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা। আরো ৭ জন অকুরাইশী মিলে সর্বমোট ১০১ জন মুহাজির হাবশায় একত্রিত হন। এ সময় মাত্র ৪০ জন সাহাবী মক্কায় রাসূল (স)-এর সাথে থেকে যান।

হিজরতের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

এ হিজরতের ফলে মক্কার ঘরে ঘরে কান্নাকাটি শুরু হয়ে যায়। বিরাট কুরাইশ বংশের ছোট-বড় সকল গোত্রের লোকই মুহাজিরদের মধ্যে শামিল ছিলেন। বলতে গেলে প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই কেউ না কেউ সবাইকে ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। কারো ছেলে, কারো মেয়ে, কারো জামাতা, কারো ভাই, কারো বোন চলে যাওয়ায় ঘরে ঘরে শোকের মাতম পড়ে যায়।

কুরাইশনেতাদের পরিবার থেকে আবূ জাহলের আপন ভাই, দু চাচাত ভাই ও এক চাচাত বোন, আবূ সুফিয়ানের মেয়ে ও তার স্ত্রী হিন্দার ভাই এবং সোহাইলের মেয়ে মুহাজিরদের মধ্যে শামিল ছিলেন। অন্য কুরাইশ-সরদারদের ছেলেরাও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে চলে যান।

পরিবারে এ ঘটনার বিরূপ প্রভাব দেখে ইসলামের প্রতি সরদারদের দুশমনি আরো বেড়ে যায়। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের দু'জন কূটনীতি বিশারদ হাবশায় বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হয়ে তাদেরকে ফেরত দিতে রাজি করাবে। আমর ইবনে আস ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাবীয়াহ অনেক মূল্যবান উপহার নিয়ে বাদশাহ নাজ্জাশীর দরবারে গেল এবং প্রথমে দরবারের লোকদের মধ্যে উপহার বিতরণ করে তাদেরকে নাজ্জাশীর উপর চাপ দিতে সম্মত করল।

তারপর নাজ্জাশীর খিদমতে বহু মূল্যবান নযরানা পেশ করে তারা আরয করল, 'আমাদের শহরের কতক অবিবেচক লোক বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে আপনার রাজ্যে পালিয়ে এসেছে। তারা আপনার ধর্মও কবুল করেনি। তারা নতুন এক আজব ধর্ম কবুল করে সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করেছে। জাতির নেতাগণ আমাদের সাথে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আপনার নিকট আবেদন জানাতে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আপনি তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন।' দরবারের সকল দিক থেকে এক সাথে আওয়াজ উঠল, 'এদেরকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এদের দোষ সম্পর্কে তাদের জাতির নেতারাই ভালো জানেন। তাই তাদেরকে এখানে রাখা মোটেই ঠিক নয়।'

নাজ্জাশী রেগে গিয়ে বললেন, 'আমি এভাবে তাদেরকে এদের হাতে তুলে দেব না। যারা নিজের দেশ ছেড়ে আমার দেশের প্রতি আস্থা বোধ করে এখানে আশ্রয় নিয়েছে, তাঁদের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। আমি প্রথমে তাদেরকে ডেকে এনে আসল ব্যাপার জেনে নেব।' নাজ্জাশী তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। মুহাজিরগণ নাজ্জাশীর সামনে কী বলা হবে সে বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাসূল (স) যে শিক্ষা দিয়েছেন তা সামান্যও কম-বেশি না করে বাদশাহর সামনে পেশ করা হবে। এতে নাজ্জাশী আমাদেরকে এ দেশে থাকতে দেন বা না দেন, এর কোনো পরওয়া করা হবে না।

তাঁরা দরবারে পৌঁছলে নাজ্জাশী প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা এটা কী করলে– নিজ জাতির ধর্ম ত্যাগ করলে, আমার ধর্মও কবুল করলে না, অন্য কোনো ধর্মও গ্রহণ করলে না?'

মুহাজিরগণের পক্ষ থেকে হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব (রা) [রাসূল (স)-এর আপন চাচাতো ভাই] নাজ্জাশীর প্রশ্নের জওয়াবে এক চমৎকার ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি আরব জাহিলিয়াতের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক কুসংস্কারের বিবরণ দিয়ে রাসূল (স) যে শিক্ষা দিয়েছেন তা তুলে ধরেন। যারা রাসূলের শিক্ষা মেনে চলছিল তাদের উপর কুরাইশরা যে অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছিল তা বর্ণনা করেন। সবশেষে তিনি বলেন, 'আমরা যুলুম সহ্য করতে না পেরে এ আশা নিয়ে আপনার রাজ্যে এসেছি যে, এখানে কোনো যুলুম হবে না।'

এ ভাষণ শুনে নাজ্জাশী মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের নবীর উপর যে কালাম নাযিল হয় বলে তোমরা দাবি করছ তা আমাকে একটু শোনাও তো দেখি।' হযরত জাফর (রা) সূরা মারইয়ামের প্রথম দিকে হযরত ইয়াহইয়া (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সম্পর্কিত আয়াতগুলো শোনালেন। নাজ্জাশী শুনছিলেন আর কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। নাজ্জাশী মন্তব্য করলেন, 'নিশ্চয়ই এ কালাম ও হযরত ঈসা যা এনেছিলেন উভয়ই একই উৎস থেকে এসেছে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে তাদের হাতে তুলে দেব না।'

পরের দিন আমর ইবনুল আস নাজ্জাশীকে বললেন, 'ওদেরকে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন, ওরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে কী মারাত্মক আকীদা পোষণ করে।' নাজ্জাশী মুহাজিরদেরকে আবার ডাকলেন। নাজ্জাশী কেন আবার ডাকলেন তা জানতে পেরে মুহাজিরগণ পরামর্শ করে আবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পরিণাম যা-ই হোক আমরা তা-ই বলব, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শিক্ষা দিয়েছেন। পরিস্থিতি বড়ই নাজুক ছিল। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করত, ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র; কিন্তু এ গলদ আকীদার প্রতিবাদ করেছে কুরআন। তাই ঈসা (আ) সম্পর্কে কুরআনের আকীদা প্রকাশ করলে নাজ্জাশী তা কীভাবে নেবেন, সেটা অবশ্যই চিন্তার বিষয় ছিল। এ সত্ত্বেও তাঁরা কোনো পরওয়া না করার সিদ্ধান্তই নিলেন।

দরবারে পৌঁছার পর নাজ্জাশী আমর ইবনুল আসের প্রশ্ন তাঁদের সামনে রাখলেন। তখন হযরত জাফর ইবনে আবী তালিব কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, এর জবাবে বললেন, 'তিনি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ ও একটি বাণী, যা আল্লাহ কুমারী কন্যা মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছেন।' এ কথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি ঘাস তুলে নিয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা যা বলেছ, হযরত ঈসা এর চেয়ে এই ঘাসের পরিমাণও বেশি কিছু ছিলেন না।'

এরপর নাজ্জাশী কুরাইশদের সকল উপহার ফেরত দিয়ে বললেন, 'আমি ঘুষ নিই না।' আর তিনি মুহাজিরদেরকে বললেন, 'তোমরা এ দেশে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে থাক।'

সূরাটির আলোচ্য বিষয়

উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা খেয়ালে রেখে যদি আমরা সূরাটির বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করি তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাই, সাহাবায়ে কেরাম মযলুম অবস্থায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য নিজেদের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে গিয়েছিলেন। এ অসহায় অবস্থায়ও আল্লাহ তাঁদেরকে দীনের ব্যাপারে সামান্যতম

আপস করারও শিক্ষা দেননি; বরং পাথেয় হিসেবে এমন একটি সূরা দান করলেন, যাতে তাঁরা ঈসায়ীদের দেশেও ঈসা (আ) সম্পর্কে সঠিক ধারণা তুলে ধরার হিম্মত করেন এবং তাদের ভুল ধারণা অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাতে পারেন।

প্রথম দু'রু'কূতে হযরত ইয়াহইয়া (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর কাহিনী শোনানোর পর তৃতীয় রু'কূতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, দীনের দুশমনদের অন্যায় আচরণের দরুন তাঁকেও দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। এভাবে একদিকে মক্কার কাফিরদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের অত্যাচারের কারণে হিজরতকারী মুসলমানরা হযরত ইবরাহীমের পজিশনে আছে। আর তোমরা ঐ যালিমদের পজিশনে আছ, যাদের অত্যাচারের কারণে ইবরাহীম (আ)-কে হিজরত করতে হয়েছিল। অপরদিকে মুহাজিরদেরকে পরোক্ষভাবে এ সুখবর দেওয়া হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যেমন হিজরত করে ধ্বংস হয়ে যাননি বরং আরো বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন, তোমাদের পরিণামও তেমনই কল্যাণময় হবে।

চতুর্থ রুকূ'তে অন্য নবীদের কথা আলোচনা করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, মুহাম্মদ (স) যে দীন পেশ করছেন, আগের সব নবী ঐ একই দীনের ধারক ও বাহক ছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের উম্মত আসল শিক্ষা হারিয়ে দীনকে বিকৃত করে ছেড়েছে। ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-এর উম্মতরাও তা-ই করেছে। মুহাম্মদ (স)-এর নিকট ঐ আসল দীনই পাঠানো হয়েছে।

শেষ দু রু'কূতে মক্কার কাফিরদের গোমরাহীর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। শেষদিকে মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, দুশমনদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তোমরা জনগণের ভালোবাসা হাসিল করবে এবং তারা অবশ্যই পরাজিত হবে।

রাসূল (স) দুনিয়ায় থাকাকালেই বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যু হলে রাসূল (স) মদীনায় তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয়, নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

سُوْرَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٩٨ رُكُوْعَاتُهَا ٦

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١

১. কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ।

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٣

২-৩. (হে নবী!) এটা তার বান্দাহ যাকারিয়ার উপর আপনার রবের রহমতের বিবরণ, যখন তিনি তাঁর রবকে চুপে চুপে ডেকেছিলেন।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٤

৪. তিনি আরয করলেন, হে আমার রব! আমার হাড় পর্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মাথা বার্ধক্যে চকমক করছে। হে আমার রব আমি কখনো তোমার কাছে দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হইনি।

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۝٥ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝٦

৫-৬. আমার পর আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের ভয় করি। আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (এ অবস্থায়) তোমার খাস মেহেরবানী থেকে আমাকে এমন একজন ওয়ারিশ দান কর, যে আমারও ওয়ারিশ হবে এবং ইয়াকূবের বংশেরও ওয়ারিশ পায়। হে রব! তাকে একজন পছন্দনীয় মানুষ বানিয়ে দাও।

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۣاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧

৭. (জবাব দেওয়া হলো) হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে একটি পুত্র সন্তানের সুখবর দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া। এর আগে আমি এ নামের কোনো মানুষ পয়দা করিনি।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨

৮. যাকারিয়া আরয করলেন, হে আমার রব! কেমন করে আমার সন্তান হবে? আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি একেবারেই বুড়ো হয়ে গেছি।

قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾

৯: (জবাব এল) এ রকমই হবে।[১] আপনার রব বলছেন, এটা তো আমার জন্য সামান্য ব্যাপার। এর আগে আমি আপনাকে পয়দা করেছি, যখন আপনি কিছুই ছিলেন না।

قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾

১০. যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব! আমার জন্য কোনো নিদর্শন ঠিক করে দাও। আল্লাহ বললেন, আপনার জন্য এটাই নিদর্শন যে, আপনি একটানা তিনদিন মানুষের সাথে কথা বলতে পারবেন না।

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾

১১. তারপর তিনি মেহরাব থেকে বের হয়ে তার কাওমের কাছে এলেন এবং তিনি ইঙ্গিতে তাদেরকে হেদায়াত করলেন যে, তোমরা সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ কর।

يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

১২. হে ইয়াহইয়া! আল্লাহর কিতাবকে মযবুতভাবে ধরুন।[২] আমি তাঁকে ছোট বয়সেই 'হুকুম'[৩] দ্বারা ধন্য করেছি।

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

১৩. আমার পক্ষ থেকে তাকে নরম দিল বানিয়েছি এবং পাক-পবিত্র করেছি। তিনি বড়ই মুত্তাকী ছিলেন।

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

১৪. তিনি পিতা-মাতার খুব বাধ্য ছিলেন। অহংকারী ও নাফরমান ছিলেন না।

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

১৫. তার উপর সালাম, যেদিন তিনি পয়দা হলেন, যেদিন তিনি মরবেন এবং যেদিন তাকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে।

---

১. অর্থাৎ, তুমি বুড়ো এবং তোমার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের সন্তান হবে।

২. মাঝখানের এই বিবরণ এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার এ ফরমান অনুযায়ী হযরত ইয়াহইয়া (আ) জন্ম নিয়েছিলেন এবং যুবকরূপে বেড়ে উঠেছিলেন।

৩. 'হুকুম' অর্থ– সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি, ইজতিহাদের ক্ষমতা, দীনের ব্যাপারে সঠিক বুঝ, বৈষয়িক ব্যাপারে সঠিক মতামত দেওয়ার যোগ্যতা এবং সব ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা দেওয়ার অধিকার।

রুকূ' ২

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۙ ﴿١٦﴾

১৬. (হে নবী!) এ কিতাবে মারইয়ামের অবস্থা বর্ণনা করুন, যখন সে আপন লোকজন থেকে আলাদা হয়ে পূর্বদিকে নির্জনবাসী হয়ে গেল।[৪]

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۗ فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

১৭. তারপর সে তাদের থেকে পর্দার আড়াল হয়ে গেল।[৫] আমি আমার রূহকে (অর্থাৎ ফেরেশতাকে) তার কাছে পাঠালাম এবং সে তার সামনে একজন পূর্ণ মানুষের আকারে হাজির হয়ে গেল।

قَالَتْ إِنِّيْٓ أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾

১৮. মারইয়াম হঠাৎ বলে উঠল, তুমি যদি কোনো মুত্তাকী লোক হয়ে থাক তাহলে আমি তোমার নিকট থেকে রাহমানের কাছে আশ্রয় চাই।

قَالَ إِنَّمَآ أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾

১৯. সে বলল, আমি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত। আমাকে এ জন্য পাঠানো হয়েছে যে, তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করব।

قَالَتْ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

২০. মারইয়াম বলল, আমার সন্তান কেমন করে হবে? আমাকে তো কোনো মানুষ ছোঁয়ওনি এবং আমি কোনো বদকার মেয়েও নই।

قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾

২১. ফেরেশতা বলল, এ রকমই হবে।[৬] তোমার রব বলছেন, এমনটা করা আমার জন্য অতি সহজ। আর আমি এটা এ জন্য করব যে, (ঐ ছেলেকে) আমি মানুষের জন্য একটি নিদর্শন[৭] ও আমার পক্ষ থেকে রহমত বানাব। আর এ কাজ অবশ্যই হবে।

৪. অর্থাৎ, বাইতুল মাকদিসের পূর্বদিকের অংশ।

৫. অর্থাৎ, ই'তিকাফে বসে গিয়েছিলেন।

৬. অর্থাৎ, কোনো পুরুষ তোমাকে স্পর্শ না করলেও তোমার পেটে সন্তান হবে।

৭. অর্থাৎ, আমি এই শিশুকে একটি জীবন্ত মু'জিযা (অলৌকিক ব্যাপার) বানাব।

২২. তারপর মারইয়াম ঐ ছেলেকে গর্ভে ধারণ করল এবং এ গর্ভ নিয়ে দূরে এক জায়গায় চলে গেল।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۝

২৩. এরপর প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নিচে পৌঁছিয়ে দিলো। সে বলতে লাগল, হায়, আমি যদি এর আগেই মরে যেতাম এবং আমার নাম-নিশানাও না থাকত![৮]

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۝

২৪-২৫. ফেরেশতা তার পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বলল, তুমি চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার নিচ থেকে ঝরনা বহমান করে দিয়েছেন। তুমি খেজুরের ডালায় একটু ঝাঁকি দাও, তোমার উপর তরতাজা পাকা খেজুর টপটপ করে পড়বে।

فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝
وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۝

২৬. এখন তুমি খাও ও পান কর এবং তোমার চোখ ঠাণ্ডা কর। তুমি যদি কোনো মানুষকে দেখতে পাও, তাহলে বলে দাও, আমি রাহমানের জন্য রোযা মান্নত করেছি। তাই আজ কারো সাথে কথা বলব না।

فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝

২৭-২৮. তারপর সে ঐ শিশুকে নিয়ে কাওমের কাছে ফিরে এল। লোকেরা বলল, হে মারইয়াম! তুমি তো বড় পাপ করে বসেছ। হে হারূনের বোন![৯] তোমার বাপ তো কোনো খারাপ লোক ছিল না। তোমার মা-ও তো বদকার মহিলা ছিল না।

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ۝ يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۝

৮. যে মুহূর্ত ও পরিস্থিতিতে এ কথা বলা হয়েছে তা বিবেচনা করলে বোঝা যাবে, হযরত মারইয়াম (আ) প্রসবযন্ত্রণার কারণে এ কথা বলেননি; বরং এই চিন্তায় বলেছিলেন যে, পিতা ছাড়া এ শিশু জন্ম নিয়েছে, একে নিয়ে আমি কোথায় যাব? এ কারণেই গর্ভাবস্থায় তিনি একাকী দূরবর্তী এক জায়গায় চলে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর মা ও বংশের লোক দেশেই ছিলেন।

৯. অর্থাৎ, হারূন-বংশীয় কন্যা। আরবী বাগধারায় কোনো বংশের কোনো ব্যক্তিকে সেই বংশের ভাই বা বোন বলে অভিহিত করা হয়। কাওমের লোকদের এ কথার অর্থ হচ্ছে, আমাদের সব থেকে বড় দীনী পরিবারের মেয়ে হয়ে তুমি এ কী করে বসলে!

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾

২৯. মারইয়াম (নিজে কথা না বলে) শিশুটির দিকে ইশারা করল। লোকেরা বলল, আমরা এর সাথে কী কথা বলবো, যে দোলনায় পড়ে থাকা একটা বাচ্চা মাত্র।

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

৩০. শিশুটি বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দাহ।[১০] তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন।

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾

৩১-৩২. আর যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন এবং যতদিন আমি জীবিত আছি ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। আর আমাকে আমার মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন।[১১] আমাকে তিনি অহংকারী ও হতভাগা বানাননি।

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

৩৩. আমার উপর সালাম, যেদিন আমি পয়দা হয়েছি, যেদিন আমি মরব এবং যেদিন আমাকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে।[১২]

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তিনিই হলেন মারইয়ামের পুত্র ঈসা। আর এটাই হলো তাঁর সম্পর্কে ঐ সত্য কথা, যার মধ্যে মানুষ সন্দেহ করছে।

১০. এ ছিল সেই নিদর্শন, এর আগে ২১ নং আয়াতে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবজাত শিশু দোলনায় শোয়া অবস্থায়ই কথা বলতে শুরু করায় সকলের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ শিশু কোনো পাপজাত শিশু হতে পারে না; বরং এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা অলৌকিক নিদর্শন। সূরা আলে ইমরানের ৪৬ নং আয়াত ও সূরা মায়িদার ১১০ নং আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) দোলনায় কথা বলেছিলেন।

১১. মাতা-পিতার হক আদায়কারী বলা হয়নি; বরং শুধু মায়ের হক আদায়কারী বলা হয়েছে। এর দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হয়, হযরত ঈসা (আ)-এর কোনো পিতা ছিল না। আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে– কুরআন মাজীদের সকল জায়গাতেই তাঁকে 'ঈসা ইবনে মারইয়াম' বলা হয়েছে।

১২. এ অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সে সময়ই বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর সতর্কীকরণের দায়িত্ব পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাই যখন যুবক হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ) নবুওয়াতের কাজ শুরু করলেন তখন বনী ইসরাঈল তাঁকে শুধু অস্বীকারই করল না বরং তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করল। তাঁর সম্মানিতা মায়ের প্রতি যিনা করার অপবাদ দিতেও যখন তারা লজ্জাবোধ করল না তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন শাস্তি দিলেন, যা তিনি অন্য কোনো কাওমকেই দেননি।

৩৫. এটা আল্লাহর কাজ নয় যে, তিনি কাউকে পুত্র বানাবেন। তিনি পাক-পবিত্র। তিনি যখন কোনো ফায়াসালা করেন তখন তিনি বলেন, হয়ে যাও। আর অমনি তা হয়ে যায়।[১৩]

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾

৩৬. (ঈসা বলেছিলেন যে) আল্লাহ আমারও রব, তোমাদেরও রব। তাই তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর। এটাই সরল মযবুত পথ।

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾

৩৭. কিন্তু এরপর বিভিন্ন দল আপসে মতভেদ করতে লাগল। তাই যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য ঐ সময়টা বড়ই ধ্বংসের হবে, যখন তারা এক মহা দিন দেখতে পাবে।

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. যখন তারা আমার সামনে হাজির হবে, সেদিন তো তাদের কানও খুব শুনতে পাবে এবং তাদের চোখও খুব দেখতে পাবে। কিন্তু আজ এ যালিমরা স্পষ্ট গোমরাহীতে ডুবে আছে।

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৯. (হে নবী!) এ অবস্থায় যখন লোকেরা বে-খেয়াল হয়ে আছে এবং ঈমান আনছে না, আপনি তাদের ঐ আফসোস করার দিনের ভয় দেখান, যেদিন ফায়সালা করে দেওয়া হবে।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. অবশেষে পৃথিবী এবং এর উপর যা আছে, আমি এর ওয়ারিশ হব এবং সবকিছুকে আমার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

রুকূ' ৩

৪১. (হে নবী!) এই কিতাবে ইবরাহীমের কাহিনী বর্ণনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সত্যপন্থি ও নবী ছিলেন।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤١﴾

১৩. ঈসায়ীদের প্রতি এ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার 'ইতমামে হুজ্জাত' বা যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে সাবধান করার দায়িত্ব পালন করা। অলৌকিকভাবে কারো জন্ম হওয়াটাই এ কথার প্রমাণ নয় যে, তাঁকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মা'আযাল্লাহ (এ পাপ ধারণা থেকে আল্লাহ বাঁচান!) গণ্য করতে হবে।

৪২. (তাদেরকে একটু ঐ কথা মনে করিয়ে দিন) যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, আব্বাজান! আপনি কেন ঐসবের ইবাদত করেন, যারা শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না এবং যারা আপনার কোনো উপকারেও আসে না?

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا ۝

৪৩. আব্বাজান! আমার নিকট এমন এক ইলম এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। তাই আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সোজা পথ দেখাব।

يَٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا ۝

৪৪. আব্বাজান! আপনি শয়তানের দাসত্ব করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান রাহমানের নাফরমান।

يَٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ۝

৪৫. আব্বাজান! আমার ভয় হয়, না জানি আপনার উপর রাহমানের আযাব এসে পড়ে এবং আপনি শয়তানের সাথী হয়ে যান।

يَٰٓأَبَتِ إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَٰنِ وَلِيًّا ۝

৪৬. (ইবরাহীমের পিতা) বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার মা'বুদদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করে দেব। তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا ۝

৪৭. ইবরাহীম বললেন, আপনাকে সালাম। আমার রবের নিকট আপনার জন্য গুনাহ মাফ চাইব। আমার রব আমার উপর বড়ই মেহেরবান।

قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّا ۝

৪৮. আমি আপনাদেরকেও ত্যাগ করলাম এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আপনারা যাদেরকে ডাকেন তাদেরকেও ত্যাগ করলাম। আমি তো আমার রবকেই ডাকব। আশা করি, আমার রবকে ডেকে আমি ব্যর্থ হব না।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُوا۟ رَبِّى عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّى شَقِيًّا ۝

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

৪৯. যখন ইবরাহীম তাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি নবী বানালাম।

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

৫০. আমার পক্ষ থেকে তাদের উপর রহমত নাযিল করেছি এবং তাদেরকে সত্যিকার সুনাম-সুখ্যাতি দান করেছি।

রুকূ' ৪

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٥١﴾

৫১. (হে নবী!) এই কিতাবে মূসার কথাও বর্ণনা করুন। তিনি একজন মুখলিস মানুষ ছিলেন এবং রাসূল ও নবী ছিলেন।[১৪]

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

৫২. আমি তাকে তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডাকলাম এবং আমার সাথে একান্তে কথাবার্তার মাধ্যমে তাকে আমার কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ দিলাম।

১৪. 'রাসূল' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'দূত' বা 'প্রেরিত'। 'নবী' শব্দের অর্থ নিয়ে আভিধানিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো মতে, 'নবী' অর্থ সংবাদদাতা, আবার কারো মতে, 'নবী' অর্থ উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের পাত্র। তাই কাউকে রাসূল বা নবী বলার অর্থ উচ্চ মর্যাদাবান পয়গাম্বর অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদদাতা পয়গাম্বর। পবিত্র কুরআনে এ দুটি শব্দ সাধারণত একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো স্থানে 'রাসূল' ও 'নবী' শব্দ দুটি এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায়, এ দুটোর মধ্যে পদমর্যাদা অথবা কাজের হিসাবে কোনো পারিভাষিক পার্থক্য আছে। যেমন– সূরা হাজ্জের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– 'আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল অথবা নবী প্রেরণ করিনি, ...' শব্দগুলো থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, 'রাসূল' ও 'নবী' দুটি পরিভাষা, যেগুলোর মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে অবশ্যই কোনো না কোনো পার্থক্য আছে। এ কারণেই তাফসীরকারদের মধ্যে এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যে, এ পার্থক্যের ধরন কী? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অকাট্য প্রমাণসহ কেউ-ই 'রাসূল' ও 'নবী'র পৃথক পৃথক স্বরূপ ও পদমর্যাদা নির্দিষ্ট করতে পারেননি। এ সম্পর্কে যতটুকু কথা নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে তা হচ্ছে, 'রাসূল' শব্দটি 'নবী'র তুলনায় বিশেষ অর্থ বোঝায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক রাসূলই 'নবী'; কিন্তু প্রত্যেক 'নবী' 'রাসূল' নন। অন্য কথায়, পয়গাম্বরদের মধ্যে সেই সব মহান উচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে রাসূল বলা হয়, যাঁদেরকে সাধারণ পয়গাম্বরদের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একটি হাদীসেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স)-কে রাসূলের সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁদের সংখ্যা ৩১৩ বা ৩১৫ জন বলেছিলেন; কিন্তু তাঁকে নবীদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাঁদের সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার বলেছিলেন।

ووهبنا له من رحمتنا اخاه هرون نبيا ۝

৫৩. আমার রহমত দ্বারা তার ভাই হারূনকে নবী বানিয়ে তাকে (সাহায্যকারী হিসেবে) দিলাম।

واذكر في الكتب اسمعيل ز انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ۝

৫৪. এই কিতাবে ইসমাইলের কাহিনীও স্মরণ করুন। তিনি ওয়াদা পালনে সত্যপন্থি ছিলেন এবং রাসূল ও নবী ছিলেন।

وكان يأمر اهله بالصلوة والزكوة ص وكان عند ربه مرضيا ۝

৫৫. তিনি তার পরিবারের লোকদেরকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিতেন এবং তার রবের নিকট পছন্দনীয় মানুষ ছিলেন।

واذكر في الكتب ادريس ز انه كان صديقا نبيا ۝ ورفعنه مكانا عليا ۝

৫৬-৫৭. এই কিতাবে ইদরীসের কথাও বর্ণনা করুন। তিনি একজন সত্যপন্থি নবী ছিলেন এবং তাকে আমি উচ্চস্থানে উঠিয়েছিলাম।

اولئك الذين انعم الله عليهم من النبين من ذرية ادم ق وممن حملنا مع نوح ز ومن ذرية ابرهيم واسراءيل ز وممن هدينا واجتبينا ط اذا تتلى عليهم ايت الرحمن خروا سجدا وبكيا ۝

৫৮. এরাই ঐসব নবী-রাসূল, আদম সন্তানদের মধ্যে যাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত দান করেছিলেন। এরা তাদেরই বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম। তারা ইবরাহীম ও ইসরাঈলেরও বংশধর। তারা ঐসব লোকদের মধ্যে শামিল, যাদেরকে আমি হেদায়াত দান করেছিলাম ও বাছাই করে নিয়েছিলাম। তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন রাহমানের আয়াত তাদেরকে তিলাওয়াত করে শোনানো হতো তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় পড়ে যেতেন। (সিজদার আয়াত)।

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوت فسوف يلقون غيا ۝

৫৯. তাঁদের পর এমন অযোগ্য লোকেরা তাদের উত্তরাধিকারী হলো, যারা নামাযকে নষ্ট করল এবং নাফসের তাঁবেদারী করল। সুতরাং তারা শিগ্‌গিরই গোমরাহীর পরিণাম ভোগ করবে।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۝

৬০. অবশ্য যারা তাওবা করে নেয় এবং ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারাই ঐসব লোক, যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের উপর কোনো যুলুম করা হবে না।

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۝

৬১. তাদের জন্য চিরস্থায়ী বেহেশত রয়েছে, রাহমান যার ওয়াদা তাঁর বান্দাদের সাথে গোপনে করে রেখেছেন। নিশ্চয়ই এই ওয়াদা পূর্ণ হতেই হবে।

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

৬২ সেখানে তারা কোনো বাজে কথা শুনবে না। যা শুনবে তা ঠিকমতোই শুনবে। সেখানে তাদের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রিযক রয়েছে।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝

৬৩. এটাই ঐ বেহেশত, যার ওয়ারিশ আমি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকেই বানাবো, যারা মুত্তাকী।

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝

৬৪. (হে নবী!) আপনার রবের হুকুম ছাড়া আমি নাযিল হই না।[১৫] যা আমার সামনে আছে ও যা পেছনে আছে এবং যা কিছু এর মাঝখানে আছে; এর প্রতিটি জিনিসের মালিক তিনিই। আর আপনার রব ভুলে যান না।

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝

৬৫. তিনি আসমান ও জমিন এবং যা কিছু এর মাঝখানে আছে সবারই রব। কাজেই একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করুন এবং তাঁর দাসত্বের প্রতি মযবুত থাকুন। আপনি কি তার সমকক্ষ কেউ আছে বলে জানেন?

রুকূ' ৫

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۝

৬৬. মানুষ বলে যে, আমি যখন মরে যাব তখন সত্য সত্যই কি আমাকে আবার জীবিত অবস্থায় বের করা হবে?

১৫. এখানে বক্তা হচ্ছে ফেরেশতা, যদিও কালাম আল্লাহ্ তাআলারই। অর্থাৎ, ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছেন, 'আমরা নিজেদের ইচ্ছায় আসি না; আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে পাঠান তখনই আমরা এসে থাকি।'

৬৭. মানুষের কি এ কথা মনে পড়ে না যে, আমি যখন তাকে এর আগে পয়দা করেছি তখন তো সে কিছুই ছিল না।

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝

৬৮. (হে নবী!) আপনার রবের কসম, অবশ্যই আমি এদের সবাইকে এবং তাদের সাথে শয়তানদেরকেও ঘেরাও করে আনব এবং দোযখের চারপাশে এনে উপুড় করে ফেলব।

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝

৬৯. তারপর প্রত্যেক দল থেকে এমন প্রতিটি মানুষকে বাছাই করে নেব, যে রাহমানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী ছিল।

ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ۝

৭০. আমি অবশ্যই জানি, তাদের মধ্যে কে কে দোযখের জন্য বেশি উপযুক্ত।

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝

৭১. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে দোযখের উপর দিয়ে পার হবে না। এটা এমন এক সিদ্ধান্ত, যা পূরণ করা আপনার রবের দায়িত্ব।

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝

৭২. তারপর আমি তাদেরকে বাঁচিয়ে দেবো, যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী ছিল এবং যালিমদেরকে এর মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ার জন্য ছেড়ে দেবো।

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

৭৩. তাদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন কাফিররা ঈমানদারদেরকে বলে, বল দেখি আমাদের দু'দলের মধ্যে কারা বেশি ভালো অবস্থায় আছে এবং কাদের মজলিস বেশি সুন্দর? ১৬

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۝

১৬. মক্কার কাফিরদের যুক্তি ছিল– তোমরা দেখে নাও– দুনিয়ায় কারা আল্লাহর দয়া ও তাঁর নেয়ামত বেশি ভোগ করছে? কাদের ঘর-বাড়ি বেশি জাঁকজমকপূর্ণ? কাদের জীবনযাপনের মান বেশি উন্নত? কাদের মজলিসগুলো বেশি জমকালো? যদি এগুলো আমরা পেয়ে থাকি এবং তোমরা মুসলমানরা এগুলো থেকে বঞ্চিত থাক, তবে তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ– এটা কী করে সম্ভব হতে পারে যে, আমরা মিথ্যার উপর থেকেও এমন আয়েশ-আরাম ও মজা লুটছি এবং তোমরা সত্য পথে থেকেও এরূপ দুরবস্থায় জীবন কাটাচ্ছ?

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾

৭৪. অথচ এদের আগে আমি এমন কত কাওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা এদের চেয়েও বেশি সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাইরে থেকে দেখতেও বেশি উন্নত ছিল।

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ؕ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾

৭৫. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, যে গোমরাহীতে পড়ে থাকে তাকে রাহমান ঢিলা দিয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যখন তারা ঐ জিনিস দেখতে পায়, যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে, তা আল্লাহর আযাব হোক বা কিয়ামত হোক, তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা বেশি খারাপ এবং কার দল বেশি দুর্বল।

وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ؕ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

৭৬. এর বিপরীতে, যারা হেদায়াতের পথে চলে তিনি তাদেরকে এ পথে উন্নতি দান করেন এবং স্থায়ী থাকার মতো নেক আমলই আপনার রবের নিকট বদলা হিসেবেও বেশি ভালো এবং পরিণাম হিসেবেও বেশি ভালো।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾

৭৭. আপনি কি ঐ লোককে দেখেছেন, যে আমার আয়াতসমূহকে মানতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে তো ধন-দৌলত ও সন্তানাদি দিতেই থাকবে।

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾

৭৮. সে কি গায়েবী খবর জেনে গেছে অথবা সে কি রাহমান থেকে কোনো ওয়াদা আদায় করে নিয়েছে?

كَلَّا ؕ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾

৭৯. কখনো নয়। সে যা বলছে তা আমি লিখে রাখব এবং তার শাস্তির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেবো।

وَّنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾

৮০. যে (সাজ-সরঞ্জাম ও লোকবলের) কথা সে বলে তা সবই আমার কাছে থেকে যাবে এবং সে একাই আমার কাছে হাজির হবে।

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾

৮১. তারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কিছুকে মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করেছে, যাতে তা তাদের জন্য শক্তির ভিত্তি হয়।

كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

৮২. কখনো শক্তির উৎস হবে না; বরং তারা সবাই তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে এবং উল্টো তাদের দুশমন হয়ে যাবে।

রুকূ' ৬

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾

৮৩. তোমরা কি দেখছ না যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি, যারা তাদেরকে (সত্যের বিরোধিতা করার জন্য) খুব বেশি করে উসকাচ্ছে?

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾

৮৪. আপনি তাদের (উপর আযাব নাযিলের) জন্য তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তাদের দিন গুনে যাচ্ছি।

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾

৮৫. (সে দিনটি অবশ্যই আসবে) যেদিন আমি মুত্তাকীদেরকে রাহমানের সামনে মেহমান হিসেবে পেশ করব।

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾

৮৬. আর অপরাধীদেরকে আমি পিপাসায় কাতর জানোয়ারের মতো দোযখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।

لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

৮৭. তখন যারা রাহমান থেকে ওয়াদা পেয়েছে এমন লোক ছাড়া কারো শাফাআত করার ক্ষমতা থাকবে না।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾

৮৮. তারা বলে যে, রাহমান কাউকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছে।

لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾

৮৯. অত্যন্ত কঠিন বাজে কথা, যা তোমরা বানিয়ে এনেছ।

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

৯০-৯১. তারা রাহমানের ছেলে রয়েছে বলে দাবি করেছে– এ কারণে হয়তো আসমান ভেঙে পড়বে, জমিন ফেটে যাবে এবং পাহাড় পড়ে যাবে।

وَمَا يَنۢبَغِي لِلرَّحۡمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ٩٢

৯২. এটা রাহমানের জন্য শোভা পায় না যে, তিনি কাউকে পুত্র বানিয়ে নেবেন।

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ إِلَّآ ءَاتِي ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدٗا ٩٣

৯৩. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই রাহমানের সামনে তাঁর বান্দাহ হিসেবে হাজির হবে।

لَّقَدۡ أَحۡصَىٰهُمۡ وَعَدَّهُمۡ عَدّٗا ٩٤

৯৪. তিনি তাদের ঘেরাও করে রেখেছেন এবং তাদেরকে গুনে রেখেছেন।

وَكُلُّهُمۡ ءَاتِيهِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَرۡدًا ٩٥

৯৫. কিয়ামতের দিন তাদের সবাই একা একা তাঁর সামনে হাজির হবে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا ٩٦

৯৬. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, শিগ্‌গিরই রাহমান তাদের মধ্যে মহব্বত পয়দা করে দেবেন।[১৭]

فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوۡمٗا لُّدّٗا ٩٧

৯৭. (হে নবী!) আমি (এ কিতাবকে) আপনার ভাষায় সহজ করে এ জন্য নাযিল করেছি, যাতে আপনি মুত্তাকীদেরকে সুখবর দেন এবং হঠকারী লোকদেরকে ভয় দেখান।

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرۡنٍ هَلۡ تُحِسُّ مِنۡهُم مِّنۡ أَحَدٍ أَوۡ تَسۡمَعُ لَهُمۡ رِكۡزَۢا ٩٨

৯৮. এর আগে আমি কত কাওমকেই ধ্বংস করেছি। আজ আপনি তাদের কোনো চিহ্ন কি দেখতে পান? অথবা তাদের কোনো অস্পষ্ট আওয়াজও কি আপনি শুনতে পান?

১৭. অর্থাৎ, আজ মক্কার অলি-গলিতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছে; কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। সেদিন অতি নিকটে, যখন তারা নিজেদের সৎ কাজ এবং উন্নত চরিত্র ও ব্যবহারের কারণে মানুষের কাছে অবশ্যই প্রিয় হবে, মানুষের দিল তাদের দিকে ঝুঁকবে এবং জনগণ তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবে। দুর্নীতি, অনাচার, অহঙ্কার, মিথ্যা ও লোকদেখানো কার্যকলাপের দ্বারা যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চলে তা গায়ের জোরে মানুষকে মাথা নত করতে বাধ্য করলেও তাদের মন জয় করতে পারে না। আর সততা, ন্যায়পরতা, অকপটতা, সদ্ব্যবহার ও উন্নত নৈতিকতাসহ যারা মানুষকে সত্য-সঠিক পথের দিকে ডাকে, প্রথমদিকে মানুষ তাদেরকে যতই উপেক্ষা করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্যই মানুষের মন জয় করে নিতে সক্ষম হয়। বেঈমানদের মিথ্যা তাদের পথ বেশি দিন আটক করে রাখতে পারে না।

২০. সূরা ত্বা-হা

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম দুটো অক্ষরকেই এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরা মারইয়াম নাযিলের কাছাকাছি সময়েই এ সূরা নাযিল হয়। হাবশায় সাহাবীগণের হিজরতের পরপরই নাযিল হয়েছে। তবে হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের আগেই যে এ সূরা নাযিল হয়েছে তা একেবারেই নিশ্চিত।

হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বিস্তারিতভাবেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কুরাইশ বংশের শ'খানেক নারী-পুরুষ হাবশায় চলে যাওয়ার ফলে ঘরে ঘরে যে হাহাকার পড়ে গেল এর তীব্র বেদনা ওমর ইবনে খাত্তাবের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। এর জন্য রাসূল (স)-কে একমাত্র দায়ী সাব্যস্ত করে তিনি তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে খোলা তলোয়ার নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন। এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ? তিনি অকপটে মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার জন্য যাওয়ার কথা বলে দিলেন। ঐ লোক বলল, তোমার বোন ও ভগ্নিপতি যে ইসলাম কবুল করেছে, সে খবর রাখ? এ কথা শুনেই তিনি ক্ষীপ্ত হয়ে বোনের বাড়ি গেলেন। তখন তাঁর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ কুরআনের একটি সূরা শিখছিলেন। হযরত খাব্বাব (রা) তাঁদেরকে শেখাচ্ছিলেন। বাড়িতে ঢোকার সময় পড়ার আওয়াজও তিনি শুনতে পেলেন। ভাইকে আসতে দেখে ফাতিমা (রা) যা পড়ছিলেন তা লুকিয়ে ফেললেন। খাব্বাব (রা)ও লুকিয়ে গেলেন। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর ওমর তাঁর ভগ্নিপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বোন স্বামীকে বাঁচাতে এসে এমন মার খেলেন, তাঁর মাথা ফেটে গেল। তখন দু'জনই বেপরওয়া হয়ে বললেন, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, তুমি যা করতে পার কর।' তাঁদের দৃঢ়তা দেখে ওমর থামলেন এবং বোনকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকে দেখাও'।

বোন বললেন, 'তুমি ওয়াদা কর যে, তা ছিঁড়ে ফেলবে না।' তিনি ওয়াদা করলেন। বোন বললেন, 'তুমি গোসল করে পবিত্র না হলে তাতে হাত লাগাতে দেব না।' তিনি গোসল করে এসে পড়তে লাগলেন। সেখানে এ সূরাই লিখিত ছিল। পড়তে পড়তে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে পড়ল, 'বড় চমৎকার কথা তো!' এ কথা শুনে হযরত খাব্বাব (রা) বের হয়ে এসে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আশা করি আল্লাহ তোমার দ্বারা রাসূলের আশা পূরণ করবেন। গতকালই আমি রাসূল (স)-কে এই দোয়া করতে শুনেছি যে, 'হে আল্লাহ! ইবনে হিশাম (আবু জাহল) বা ওমর ইবনে খাত্তাবের মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে ইসলামের সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।' সুতরাং হে ওমর! আল্লাহর দিকে চল, আল্লাহর দিকে চল।"

হযরত ওমরের মনে যে পরিবর্তন আসা শুরু হয়েছিল, হযরত খাব্বাবের ঐ কথা শুনে তা পূর্ণ হয়ে গেল। খাব্বাব (রা)-কে নিয়েই তিনি রাসূল (স)-এর সাথে দেখা করতে গেলেন। দরজা খটখটানোর পর যিনি প্রথম দেখলেন তিনি খোলা তলোয়ার হাতে ওমরকে দেখে ভীত হয়ে রাসূল (স)-কে জানালেন। রাসূল বললেন, 'ওমরকে আসতে দাও'।

হত্যার উদ্দেশ্যে যে ওমর তলোয়ার নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন, এ ওমর সে ওমর নয়; যাকে হত্যা করার জন্য কাফির অবস্থায় তিনি রওয়ানা হয়েছিলেন, তাঁর কাছেই এখন ঐ কাফির উমর ঈমানদার ওমর (রা) হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। এ দৃশ্য ইসলামের ইতিহাসে বিরল এক ঘটনা। একমাত্র কল্পনায়ই এ মহান দৃশ্য উপভোগ করা যায়। রাসূল (স)-এর দরবার থেকে উঠেই তিনি বীরের মতো তালোয়ার উঁচিয়েই কা'বা শরীফে গিয়ে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। তিনি প্রকাশ্যে সেখানে নামায আদায় করলেন। কেউ তাঁকে বাধা দেওয়ার সাহস পেল না।

আলোচ্য বিষয়

সূরার শুরুতেই বলা হয়েছে, 'হে রাসূল! আপনাকে অযথা বিপদে ফেলার জন্য আপনার উপর কুরআন নাযিল করিনি।' অর্থাৎ আপনার উপর এমন অসম্ভব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, যারা হককে অস্বীকার করে তাদেরকে স্বীকার করতে বাধ্য করবেন এবং যারা হঠকারী তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দিবেন। কুরআন তো উপদেশই দেয়। তা কবুল করা না করার ব্যাপারে মানুষের ইখতিয়ার রয়েছে। যাদের মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হবে এবং যারা তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে চাইবে তারাই তা কবুল করবে। কুরআন আসমান-জমিনের মালিকের কালাম। কেউ তা মানুক বা না মানুক, তাতে আপনার কিছুই আসে-যায় না।'

এটুকু ভূমিকার পর হঠাৎ মূসা (আ)-এর কাহিনী শুরু করা হয়েছে। কুরআনে কোনো কাহিনীই গল্প বলার জন্য বর্ণনা করা হয়নি। এ কাহিনীর মাধ্যমে মক্কাবাসীদেরকে কী কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা পরে আলোচনা করা হবে। প্রথমে এ কথা বুঝে নেওয়া দরকার যে, এখানে মূসা (আ)-এর কাহিনী কেন আনা হয়েছে। এজন্য আনা হয়েছে যে, আরব দেশে অনেক ইহুদী বাস করত। জ্ঞান, মেধা ও ধনে ইহুদীরা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাদের প্রভাব সারা আরবেই ছিল। রোম ও হাবশায় খ্রিস্টান শাসকরা ঈসা (আ) ছাড়াও মূসা (আ)-কে নবী বলে স্বীকার করত। এসব কারণে মূর্তিপূজক ও আরবের অন্য অধিবাসীরাও মূসা (আ)-কে নবী বলে জানত।

এ সূরায় যেসব মূল্যবান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা সূরার আয়াতগুলো থেকে সরাসরি প্রকাশ না পেলেও মূসা (আ)-এর কাহিনীর মধ্যে সেসবের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন–

১. আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোনো বান্দাহকে নবী নিযুক্ত করেন তখন ঢাক ঢোল পিটিয়ে বিরাট সমাবেশ ডেকে কোনো অনুষ্ঠান করে ঘোষণা করেন না যে, অমুক লোককে তোমাদের জন্য নবী বানানো হলো। হযরত মূসাকে যেমন গোপনেই নবী বানানো হয়েছে, তেমনি সব নবীকে এভাবেই নবুওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। আজ 'তোমাদের সমাজেরই একজন লোক নবী হিসেবে হাজির হয়ে গেছেন' বলে তোমরা অবাক হচ্ছ কেন? আকাশ থেকেও এমন কোনো ঘোষণা করা হলো না বা ফেরেশতারাও পৃথিবীতে নেমে এ কথা জানাল না বলে তোমরা প্রশ্ন তুলছ কেন? আগে যাদেরকে নবী বানানো হয়েছিল তাদের ব্যাপারে কি এভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?

২. মুহাম্মদ (স) আজ তাওহীদ ও আখিরাতের যে দাওয়াত দিচ্ছেন, মূসা (আ)-কে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেওয়ার সময় এ একই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তোমাদের নবীও কোনো নতুন ও আজব কথা পেশ করছেন না।

৩. মূসা (আ)-কে কোনো সৈন্য-সামন্ত ছাড়াই ফিরাউনের মতো শক্তিমান বাদশাহকে যেমন হিদায়াত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তেমনি আজ তোমাদের মতো সরদারদের নিকট দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য কোনো বাহিনী ছাড়াই মুহাম্মদ (স)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪. মক্কাবাসীরা আজ মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে যে ধরনের অভিযোগ, সন্দেহ, অপবাদ, ধোঁকা ও যুলুমের অস্ত্র ব্যবহার করছে, ফিরাউন মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে এসব অস্ত্র আরও জোরেশোরে ব্যবহার করেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের সকল কৌশল ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল এবং মূসা (আ)-ই বিজয়ী হয়েছিলেন।

এর দ্বারা ঈমানদারদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তোমরাই বিজয়ী হবে। মিসরের জাদুকরদের উদাহরণ পেশ করে ঈমানদারদেরকে সাহস দেওয়া হয়েছে যে, ঈমান আনার পর ফিরাউনের হুমকি-ধমকিতে তারা ভীত হননি।

৫. বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকে স্বর্ণের তৈরি বাছুরের মূর্তিকে দেবতা বানানোর হাস্যকর ঘটনার কথা উল্লেখ করে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করা হয়েছে। ঐ মূর্তিকে জ্বালিয়ে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার কথা উল্লেখ করে মুহাম্মদ (স)-এর মূর্তিপূজার বিরোধিতাকে সঠিক বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

এভাবে মূসা (আ)-এর কাহিনীর আড়ালে মক্কার সরদারদের সাথে রাসূল (স)-এর যেসব বিষয়ে বিরোধ চলছিল সেসব বিষয়ে এমন চমৎকারভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, যা সরদারদের বিরুদ্ধে এবং রাসূল (স)-এর পক্ষেই গিয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে, কুরআন হচ্ছে উপদেশস্বরূপ। তোমাদের নিজেদের ভাষায় তা নাযিল করা হয়েছে, যাতে তোমরা সহজেই বুঝতে পার। এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলে তোমাদেরই কল্যাণ হবে; আর না মানলে এর মন্দ পরিণাম তোমরাই ভোগ করবে।

তারপর আদম ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করে বোঝানো হয়েছে যে, মক্কাবাসীরা যে পথে চলছিল তা শয়তানের পথ। শয়তানের ফাঁদে পড়ার আশঙ্কা অবশ্যই আছে; কিন্তু আদমের মতো ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথেই তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে এলে নাজাত পাওয়া নিশ্চিত। আর ইবলিসের মতো জিদ করে আল্লাহর নাফরমানি করতে থাকলে আল্লাহর লা'নতেরই ভাগী হতে হবে।

সবশেষে রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে সবর করতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর অবাধ্য বান্দাহদেরকে সঙ্গে সঙ্গেই পাকড়াও করেন না; বরং সংশোধনের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দেন। তাই অস্থির না হয়ে তাদের বাড়াবাড়ি ও যুলুমকে বরদাশত করতে হবে এবং তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার দায়িত্বও পালন করে যেতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে নামাযের উপর জোর দেওয়া হয়েছে– যাতে মুমিনদের মধ্যে সবর, সংযম, অল্পে তুষ্টি, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি ও আত্মসমালোচনার এমন গুণাবলি সৃষ্টি হয়, যা হকের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব পালনের জন্য জরুরি।

سُوْرَةُ طٰهٰ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٣٥ رُكُوْعَاتُهَا ٨

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ত্বা-হা।

طٰهٰ ۝

২. (হে নবী!) আমি আপনার উপর এ কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, আপনি মুসীবতে পড়ে যান।

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝

৩. এটা এমন প্রত্যেকের জন্য উপদেশ, যে ভয় করে।[১]

اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝

৪. যিনি জমিন ও উঁচু আসমানকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে তা নাযিল করা হয়েছে।

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝

৫. তিনিই ঐ রাহমান, যিনি (বিশ্বলোকের) সিংহাসনে কায়েম আছেন।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

৬. যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে, আর যা কিছু আসমান ও জমিনের মাঝখানে আছে এবং যা মাটির নিচে আছে এ সবেরই তিনি মালিক।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝

৭. আর যদি তুমি জোরে কথা বল, তিনি তো চুপে চুপে বলা কথা এমনকি এর চেয়ে গোপন কথাও জানেন।

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى ۝

৮. তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। সব সুন্দর নামগুলো তাঁরই জন্য রয়েছে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝

১. অর্থাৎ, এই কুরআন নাযিল করে আমি আপনাকে দিয়ে এমন কাজ করাতে চাই না, যা করা আপনার সাধ্যের বাইরে। আপনাকে এমন দায়িত্ব দেওয়া হয়নি যে, যারা মানতে চায় না তাদেরকে মানাতে হবে এবং যাদের অন্তর ঈমানের জন্য বন্ধ হয়ে আছে তাদের অন্তরে ঈমান ঢুকিয়ে দিতে হবে। এ কুরআন তো শুধু নসীহত-উপদেশ ও স্মারক। এটা নাযিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সে তা শুনে সচেতন ও সাবধান হবে।

৯. (হে নবী!) আপনার কাছে কি মূসার খবর পৌঁছেছে?

وَهَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ﴿٩﴾

১০. যখন তিনি এক আগুন দেখতে পেলেন[২] তখন তিনি তাঁর পরিবারকে বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি একটি আগুন দেখেছি। হয়তো তোমাদের জন্য আগুনের এক আধটা শিখা নিয়ে আসব অথবা ঐ আগুনের সাহায্যে পথের দিশা পেয়ে যাব।[৩]

إِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوٓا إِنِّيٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ اٰتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾

১১-১২. যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন তখন তাঁকে ডাকা হলো, হে মূসা! আমিই আপনার রব। আপনার জুতা খুলে ফেলুন। আপনি পবিত্র 'তোয়া' নামক উপত্যকায় এসে গেছেন।

فَلَمَّآ أَتٰىهَا نُودِيَ يٰمُوسٰى ﴿١١﴾ إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٢﴾

১৩. আমি আপনাকে বাছাই করে নিয়েছি। তাই যা কিছু ওহী করা হচ্ছে তা শুনুন।

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰى ﴿١٣﴾

১৪. নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। কাজেই আপনি একমাত্র আমারই দাসত্ব করুন এবং আমাকে মনে রাখার জন্য নামায কায়েম করুন।

إِنَّنِيٓ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَاعْبُدْنِي ۙ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيٓ ﴿١٤﴾

১৫. কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। আমি এর আসার সময়টা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকটি মানুষ নিজ নিজ চেষ্টা অনুযায়ী বদলা পায়।

إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾

২. এটা ঐ সময়ের কথা, যখন হযরত মূসা (আ) কয়েক বছর মাদইয়ানে নির্বাসিত জীবনযাপন করার পর নিজের স্ত্রীকে (যাকে তিনি মাদইয়ানে বিয়ে করেছিলেন) নিয়ে মিসরে ফিরে আসছিলেন।

৩. মনে হয়, তখন রাতের বেলা ও শীতের সময় ছিল। হযরত মূসা সিনাই এলাকার মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। দূর থেকে আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন, হয়তো ওখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যাবে, যা দ্বারা সারা রাত বাচ্চাদেরকে গরম করে রাখার ব্যবস্থা হয়ে যাবে অথবা কমপক্ষে ওখান থেকে পথের দিশা পাওয়া যাবে। তিনি চিন্তা করেছিলেন দুনিয়ার পথ পাওয়ার; কিন্তু সেখানে মিলে গেল আখিরাতে মুক্তির পথ।

১৬. যে এর প্রতি ঈমান আনে না এবং তার নাফসের গোলাম হয়ে গেছে, এমন কোনো লোক যেন আপনাকে (কিয়ামতের চিন্তা-ভাবনা থেকে) ফিরিয়ে না রাখে। তাহলে আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন।

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾

১৭. হে মূসা! আপনার হাতে এটা কী?

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾

১৮. মূসা জবাব দিলেন, এটা আমার লাঠি। এতে ভর দিয়ে আমি চলি। এটা দিয়ে আমার ছাগলের জন্য পাতা ফেলি এবং আরও অনেক কাজ আছে, যা আমি এ দ্বারা করে থাকি।

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾

১৯. আল্লাহ বললেন, হে মূসা! আপনি ওটা ছুড়ে দিন।

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى ﴿١٩﴾

২০. মূসা তা ফেলে দিলে অমনি তা একটি সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল।

فَاَلْقٰىهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى ﴿٢٠﴾

২১. আল্লাহ বললেন, আপনি ওটা ধরুন, ভয় পাবেন না। আমি ওটাকে যেমন ছিল তেমনি বানিয়ে দেবো।

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ٚ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ﴿٢١﴾

২২-২৩. আপনার হাতকে বগলে চেপে ধরুন। তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। এতে আপনার কোনো কষ্ট হবে না।[৪] এটা দ্বিতীয় নিদর্শন। এটা এ জন্য যে, আমি আপনাকে আরো বড় বড় নিদর্শন দেখাবো।

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿٢٣﴾

২৪. এখন আপনি ফিরাউনের কাছে যান, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٢٤﴾

রুকূ' ২

২৫. মূসা আরয করলেন, হে আমার রব! আমার দিলকে বড় করে দিন।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾

৪. অর্থাৎ, সূর্যের মতো উজ্জ্বল হবে; কিন্তু তাতে আপনার কোনো কষ্টবোধ হবে না।

وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي ۝

২৬. আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দিন।

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

২৭-২৮. আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۝ هَارُونَ أَخِي ۝

২৯-৩০. আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজনকে সহকারী বানিয়ে দিন। হারূনকে, যে আমার ভাই।

اشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِي ۝ وَأَشْرِكْهُ فِيٓ أَمْرِي ۝

৩১-৩২. তার সাহায্যে আমার হাতকে মযবুত করে দিন এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন।

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۝ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۝

৩৩-৩৪. যাতে আমরা বেশি করে আপনার তাসবীহ করতে পারি এবং আপনার কথা বেশি বেশি স্মরণ করি।

إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۝

৩৫. আপনি তো সব সময়ই আমাদের হাল-অবস্থা দেখছেন।

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَٰمُوسَىٰ ۝

৩৬. আল্লাহ বললেন, হে মূসা! আপনি যা চেয়েছেন তা দেওয়া হলো।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰٓ ۝

৩৭. আপনার উপর আরো একবার আমি দয়া করেছিলাম।

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ۝

৩৮. (স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা) যখন আমি আপনার মাকে ইশারা করেছিলাম এমন ইশারা, যা ওহীর মাধ্যমেই করা হয়।

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ۝

৩৯. এ শিশুটিকে একটি সিন্দুকে রাখুন এবং সিন্দুকটিকে নদীতে ভাসিয়ে দিন। নদী তাঁকে কিনারে পৌঁছিয়ে দেবে এবং তাঁকে আমার দুশমন ও এ শিশুটির দুশমন উঠিয়ে নেবে। আর আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি মহব্বত পয়দা করে দিলাম, যাতে আপনি আমার চোখের সামনে লালিত-পালিত হন।

إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

৪০. (ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনার বোন (নদীর কিনারে) চলছিল। সে গিয়ে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের সংবাদ দেবো, যে এ শিশুটিকে ভালোভাবে লালন-পালন করবে?'[৫] এভাবেই আমি আপনাকে আবার আপনার মায়ের কাছেই পৌঁছে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে পেরেশান না হয়। আর (আপনি ঐ কথাও স্মরণ করুন) আপনি এক লোককে হত্যা করেছিলেন। আমি আপনাকে ঐ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং নানা পরীক্ষার ভেতর দিয়ে পার করেছি। আপনি মাদইয়ানবাসীর মাঝে কয়েক বছর ছিলেন। হে মূসা! এরপর আপনি সময়মতো এসে গেছেন।

وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤١﴾

৪১. আমি আপনাকে আমার কাজের যোগ্য বানিয়ে নিয়েছি।

ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِـَٔايَٰتِى وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى ﴿٤٢﴾

৪২. আপনি ও আপনার ভাই আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে যান এবং আপনারা আমার যিকর করতে কোনো ত্রুটি করবেন না।

ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾

৪৩. আপনারা দুজনই ফিরাউনের কাছে যান। সে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছে।

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

৪৪. তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবেন। হয়তো সে উপদেশ কবুল করবে অথবা ভয় পাবে।

قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾

৪৫. দুজনেই আরয করলেন[৬], হে আমাদের রব! আমরা আশঙ্কা করি, সে আমাদের সাথে অন্যায় আচরণ করবে বা বাড়াবাড়ি করবে।

৫. অর্থাৎ, ঝুড়ির সাথে সাথে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। তারপর ফিরাউনের পরিবারের লোক যখন শিশুকে তুলে নিয়ে তার জন্য ধাত্রীর খোঁজ করতে লাগল, তখন হযরত মূসা (আ)-এর বোন গিয়ে তাদেরকে এ কথা বলেছিলেন।

৬. এটা তখনকার কথা, যখন হযরত মূসা (আ) মিসরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং হযরত হারুন (আ) তাঁর কাজের সহকারী হয়েছিলেন। সম্ভবত ফিরাউনের কাছে যাওয়ার আগে তাঁরা উভয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে এ দোয়া করেছিলে।

৪৬. আল্লাহ বললেন, আপনারা ভয় পাবেন না। অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে আছি। সব কিছু শুনছি ও দেখছি।

قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾

৪৭-৪৮. আপনারা তার কাছে যান এবং বলুন, আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও। আর তাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমার রবের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। তাদের প্রতি সালাম, যারা সঠিক পথে চলে। নিশ্চয়ই আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, যারা মানতে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য অবশ্যই আযাব রয়েছে।

فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَٰكَ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾

৪৯. ফিরাউন বলল[৭], হে মূসা! তাহলে তোমাদের রব কে?

قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾

৫০. মূসা জবাবে বললেন, তিনিই আমাদের রব, যিনি প্রতিটি জিনিসকে আকার দান করেছেন, তারপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।[৮]

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾

৫১. ফিরাউন বলল, তাহলে এর আগের যুগের লোকদের অবস্থা কী ছিল।[৯]

قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٥١﴾

৭. এখন সেই সময়কার কাহিনী শুরু হচ্ছে, যখন দু'ভাই ফিরাউনের কাছে হাজির হয়েছিলেন।

৮. অর্থাৎ, দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস যে আকারেই গঠিত হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা গঠন করেছেন বলেই তা সেভাবেই গঠিত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তাআলা কোনো জিনিস গঠন করার পর তাকে এমনিই ছেড়ে দেননি; বরং তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকেই পথ দেখান। দুনিয়ার কোনো বস্তুই এরূপ নেই, যাকে আল্লাহ তাআলা তার নিজ গঠন অনুযায়ী কাজ করার ও তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার নিয়ম তাকে শিক্ষা দেননি। তিনি প্রতিটি বস্তুর শুধু স্রষ্টাই নন, তিনি সেগুলোর পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষকও।

৯. অর্থাৎ, ফিরাউন বলেছিল, 'যদি এ কথাই সঠিক হয়ে থাকে যে, মা'বূদ শুধু একজনই, তাহলে আমাদের সকলের বাপ-দাদা শত শত বছর ধরে বংশের পর বংশ যে অন্য মা'বূদদের পূজা-উপাসনা করে এসেছেন, তোমাদের কাছে তাদের মর্যাদা কী? তারা কি সকলে আযাবের যোগ্য? তাদের সকলের জ্ঞান-বুদ্ধি কি খতম হয়ে গিয়েছিল?'

৫২. মূসা জবাব দিলেন, এ বিষয়ের ইলম আমার রবের নিকট এক কিতাবে হেফাযত করা আছে। আমার রব পথহারাও হন না, ভুলেও যান না।[১০]

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾

৫৩. তিনিই[১১] ঐ সত্তা, যিনি জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন, তোমাদের চলার জন্য এর মধ্যে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তারপর এর মাধ্যমে আমি নানা রকম গাছপালা জন্মাই।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

৫৪. তোমরাও খাও এবং তোমাদের পালিত পশুকেও চরাও। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى ﴿٥٤﴾

রুকূ' ৩

৫৫. এ মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এর মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং এ থেকেই তোমাদেরকে আবার বের করব।

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾

৫৬. ফিরাউনকে আমি আমার সকল নিদর্শন দেখিয়েছি। কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করতেই থাকল এবং কিছুতেই মেনে নিল না।

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٦﴾

৫৭. ফিরাউন বলল, হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে এসেছ?

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴿٥٧﴾

১০. ফিরাউনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, শ্রোতাদের মনে ও তাদের মাধ্যমে গোটা জাতির মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। কিন্তু হযরত মূসা (আ)-এর এই জবাব তার সবক'টি বিষদাঁত ভেঙে দিল যে, তারা যেমনই থাকুন না কেন, তারা নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। তাদের প্রতিটি কাজ ও তৎপরতা এবং তারা যে যে নিয়তে কাজ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা তা ভালো করেই জানেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।

১১. কথার ধারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'ভুলেও যান না' পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-এর জবাব শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে ৫৫ নং আয়াত পর্যন্ত সবটুকুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও উপদেশ হিসেবে ইরশাদ করা হয়েছে।

৫৮. আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরাও তোমার বিরুদ্ধে এমন জাদুই নিয়ে আসব। ঠিক করে নাও কখন ও কোথায় আমাদের ও তোমার মধ্যে এ মুকাবিলা হবে। আমরাও এ প্রস্তাব থেকে ফিরে যাব না, তুমিও ফিরে যাবে না। খোলা ময়দানে সামনা-সামনি এসে যাও।

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

৫৯. মূসা বললেন, উৎসবের দিন-সময় ঠিক করা হলো। বেলা উঠার পরই জনগণ সমবেত হোক।[১২]

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

৬০. ফিরাউন ফিরে গিয়ে তার সব কলা-কৌশল জমা করল এবং মুকাবিলা করার জন্য এল।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾

৬১. মূসা (অপর পক্ষকে সম্বোধন করে) বললেন, এই হতভাগারা! আল্লাহর প্রতি[১৩] মিথ্যা আরোপ করো না। তা হলে তিনি এক কঠিন আযাব দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। মিথ্যা যে-ই রচনা করবে, সে-ই ব্যর্থ হবে।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿٦١﴾

৬২. এ কথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো এবং তারা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল।[১৪]

فَتَنَازَعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾

১২. ফিরাউনের উদ্দেশ্য ছিল যদি একবার জাদুকরদের লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করে দেখানো যায়, তাহলে মূসা (আ)-এর মু'জিযার যে প্রভাব মানুষের মনে পড়েছে তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ)-এর জন্য এটা এক বিরাট সুযোগ ছিল। তিনি বললেন, আলাদা করে আবার একটি দিন ও জায়গা ঠিক করার দরকার কী? জাতীয় উৎসবের দিন তো কাছেই আছে। সেদিন গোটা দেশের লোকেরাই তো রাজধানীতে এসে একত্রিত হবে। তাই ঐ মেলার ময়দানেই মুকাবিলা হোক, যাতে সারা দেশের লোক তা দেখতে পারে এবং সময়ও ঠিক করা হোক দিনের বেলায়, যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে।

১৩. অর্থাৎ, এ মু'জিযাকে জাদু এবং যে নবী তা দেখালেন তাকে মিথ্যাবাদী জাদুকর বল না।

১৪. এর দ্বারা বোঝা যায়, তারা তাদের অন্তরের দুর্বলতা নিজেরা টের পেয়েছিল। তারা এ কথা জানত, হযরত মূসা (আ) ফিরাউনের দরবারে যাকিছু দেখিয়েছিলেন তা জাদু ছিল না। তারা প্রথম থেকেই এর মুকাবিলায় ভয়ে ভয়ে দোটানায় পড়ে এসেছিল। যখন ঠিক মুকাবিলার সময়ে হযরত মূসা (আ) তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সতর্ক করলেন, তখন দিশেহারা হয়ে তারা হঠাৎ গোপনে

قَالُوٓا۟ إِنْ هَٰذَٰنِ لَسَٰحِرَٰنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿٦٣﴾

৬৩. শেষ পর্যন্ত তাদের কতক লোক বলল, এরা দুজন তো জাদুকর মাত্র। এরা চায়, তাদের দুজনের জাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে এবং তোমাদের আদর্শ জীবন-পদ্ধতিকে খতম করে দেবে।

فَأَجْمِعُوا۟ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُوا۟ صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿٦٤﴾

৬৪. তাই তোমাদের সব কলা-কৌশল জোগাড় করে সারিবদ্ধ হয়ে ময়দানে এস। জেনে রাখ, আজ যে বিজয়ী হবে সে-ই সফল হবে।

قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾

৬৫. জাদুকররা বলল, হে মূসা! তুমি আগে ফেলবে না আমরা আগে ফেলব?

قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

৬৬. মূসা বললেন, তোমরাই আগে ফেল। হঠাৎ তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো তাদের জাদুর জোরে দৌড়াচ্ছে বলে মূসার মনে হলো।

فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾

৬৭. মূসা নিজের মনে ভয় পেলেন।[১৫]

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾

৬৮. আমি মূসাকে বললাম, ভয় পাবেন না, আপনিই বিজয়ী হবেন।

পরামর্শ করতে লাগল। তারা হয়ত ভেবেছিল, জাতীয় উৎসব ও মেলার দিন যখন সারা দেশের লোক হাজির থাকবে, তখন খোলা ময়দানে দিনের বেলা এই মুকাবিলা করা ঠিক হবে কি না? যদি এখানে আমরা পরাজিত হই এবং সারা দেশের লোকের সামনে জাদু আর মু'জিযা যে এক জিনিস নয়, তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অন্য কোনো রকমের কথা বানিয়ে অবস্থা সামলানো যাবে না।

১৫. অর্থাৎ, যখনই হযরত মূসা (আ)-এর মুখ থেকে 'তোমাদের জাদু ফেল দেখি' কথাটি বের হলো, তখনই জাদুকররা একযোগে তাদের লাঠি ও দড়িগুলো তাঁর দিকে ছুড়ে মারল। হঠাৎ মূসা (আ) দেখতে পেলেন, শত শত সাপ দ্রুতগতিতে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। এ দৃশ্য দেখে যদি মূসা (আ) হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য ভয় পেয়ে থাকেন তাহলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। মানুষ নবী হলেও সব অবস্থায় মানুষই থাকে। মূসা (আ) অতিমানব ছিলেন না; মানুষের স্বভাবই তাঁর মধ্যে ছিল। এখানে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে, কুরআন মাজীদ এ বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করছে যে, সাধারণ মানুষের মতো নবীর উপরও জাদুর প্রভাব পড়তে পারে। অবশ্য জাদু তাঁর নবুওয়াতের কাজে বাধা দিতে পারে না; কিন্তু তাঁর মানবীয় ক্ষমতা ও প্রকৃতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এর দ্বারা সেই লোকদের ভুল ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়, যারা হাদীসে নবী করীম (স)-এর উপর জাদুর প্রভাবের বিবরণ পড়ে শুধু ঐ বিবরণকেই মিথ্যা বলেন না বরং আরো এগিয়ে গিয়ে গোটা হাদীসশাস্ত্রকেই অবিশ্বাস করে বসে।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

৬৯. আপনার হাতে যা আছে তা ফেলুন। এখনি তাদের বানানো সব জিনিস সে গিলে ফেলবে। এরা যা কিছু বানিয়েছে তা জাদুকরদের ধোঁকা মাত্র। আর জাদুকর কখনো সফল হতে পারে না, যত জাঁকজমকের সাথেই আসুক না কেন।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾

৭০. অবশেষে এই হলো যে, জাদুকরদেরকে সিজদায় ফেলে দেওয়া হলো[১৬] এবং তারা চিৎকার করে বলে উঠল, আমরা মূসা ও হারূনের রবের উপর ঈমান আনলাম।

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾

৭১. ফিরাউন বলল, আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার উপর ঈমান এনে ফেললে? বোঝা গেল, সে তোমাদের উস্তাদ, সে-ই তোমাদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখনি আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটিয়ে দিচ্ছি এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদেরকে শূলে চড়াচ্ছি। এরপর তোমরা অবশ্যই টের পাবে, আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি বেশি কঠিন ও স্থায়ী (অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বেশি শাস্তি দিতে পারি, না মূসা)।

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

৭২. জাদুকররা এর জবাবে বলল, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর কসম খেয়ে বলছি, এটা হতে পারে না যে, আমাদের সামনে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে যাওয়ার পরও (সত্যের ব্যাপারে) তোমাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দেবো। তুমি যা কিছু করতে চাও কর। তুমি বেশি কিছু করলে এই দুনিয়ার জীবনের ফায়সালাই করতে পার।

১৬. অর্থাৎ, তারা মূসা (আ)-এর লাঠির ক্রিয়াকাণ্ড দেখার সাথে সাথেই যখন তাদের মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এ মু'জিযা (সত্যিকার অলৌকিক ব্যাপার) তাদের জাদুবিদ্যা হতে পারে না, তখন তারা হঠাৎ এমনভাবে সিজদায় পড়ে গেল, যেন কেউ তাদেরকে ধরে ধরে মাটিতে ফেলে দিল।

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٣﴾

৭৩. আমরা তো আমাদের রবের উপর ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেন এবং যে জাদুকরী করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলে তাও ক্ষমা করে দেন। আল্লাহই ভালো এবং চিরস্থায়ী।

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾

৭৪. আসল কথা[১৭] হলো, যে অপরাধী হয়ে তার রবের সামনে হাজির হবে তার জন্য দোযখ রয়েছে, যেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।

وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর যে তাঁর সামনে মুমিন হিসেবে হাজির হবে, যে নেক আমল করে থাকবে, এমন সব লোকের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে।

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾

৭৬. চির সবুজ বাগ-বাগিচা, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এই বদলা তার জন্য, যে পবিত্র জীবন কাটায়।

রুকূ' ৪

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾

৭৭. আমি[১৮] মূসার নিকট এ মর্মে ওহী পাঠালাম যে, আপনি রাতের মধ্যেই আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে রওয়ানা হোন এবং সমুদ্রের মধ্যে শুকনো রাস্তা বানিয়ে নিন। পেছন থেকে কেউ ধাওয়া করার আশঙ্কা করবেন না এবং (সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে যেতে) ভয় পাবেন না।

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾

৭৮. ফিরাউন পেছন দিক থেকে তার সেনাবাহিনী নিয়ে এসে গেল। তারপর সমুদ্র তাদের উপর ছেয়ে গেল, যেমন ছেয়ে যাওয়া উচিত।

১৭. জাদুকরদের কথার পর আল্লাহ তাআলা এ কথা বাড়িয়ে বলেছেন। কথার ধরন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ কথা জাদুকরদের কথার অংশ ছিল না।

১৮. মিসরে থাকাকালে যাকিছু ঘটেছিল তার বিবরণ মাঝখানে বাদ দিয়ে এখন সেই সময়ের ঘটনার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে, যখন হযরত মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

৭৯. ফিরাউন তার কাওমকে গোমরাহই করেছিল, সঠিক পথ দেখায়নি।

৮০. হে বনী ইসরাঈল![১৯] আমি তোমাদেরকে তোমাদের দুশমন থেকে নাজাত দিয়েছি এবং তূর পাহাড়ের ডান দিকে হাজির হওয়ার জন্য সময় ঠিক করে দিয়েছি। আর তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছি।

৮১. আমার দেওয়া পবিত্র রিযক খাও এবং তা খেয়ে বিদ্রোহী হয়ে যেও না। তা হলে তোমাদের উপর আমার গযব নাযিল হবে। আর যার উপর আমার গযব পড়ে তার পতন হবেই।

৮২. অবশ্য যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং এরপর সঠিক পথে চলতে থাকে তার জন্য আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

৮৩. হে মূসা! কিসে আপনার কাওমের আগেই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে?[২০]

৮৪. মূসা আরয করলেন, তারা আমার পরে পরেই এসে যাচ্ছে। হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়ি আপনার সামনে এসে গেছি, যাতে আপনি আমার উপর খুশি হয়ে যান।

১৯. সমুদ্র পার হওয়া থেকে সিনাই এলাকায় পৌঁছা পর্যন্ত কাহিনীর বিবরণ মাঝখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর বিবরণ সূরা আ'রাফের ১৬-১৭ রুকূ'তে রয়েছে।

২০. এখন সেই সময়কার বর্ণনা শুরু হচ্ছে, যখন হযরত মূসা (আ) তূর পাহাড়ের পাশে বনী ইসরাঈলদেরকে রেখে শরীআতের বিধি-বিধান হাসিল করার জন্য তূর পর্বতের উপরে চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার এই নির্দেশ থেকে জানা যাচ্ছে, হযরত মূসা (আ) তাঁর কাওমকে পথে রেখে তাঁর রবের সাথে দেখা করার জযবায় একা আগেই চলে গিয়েছিলেন।

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝

৮৫. আল্লাহ বললেন, আচ্ছা, তাহলে শুনুন। আমি আপনার পেছনে আপনার কাওমকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি। আর সামেরী তাদেরকে গোমরাহ করে দিয়েছে।[২১]

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُّمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۝

৮৬. তারপর মূসা অত্যন্ত রাগ ও মনোকষ্ট নিয়ে তার কাওমের কাছে ফিরে এলেন। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে ভালো ভালো ওয়াদা করেননি?[২২] তোমাদের কাছে কি সেই ওয়াদার সময়টা লম্বা মনে হয়েছে? নাকি তোমরা তোমাদের রবের গযব তোমাদের উপর টেনে আনতে চেয়েছ, যার কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদাখেলাফী করলে?

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا

৮৭-৮৮. তারা জবাবে বলল, আমরা ইচ্ছা করে আপনার সাথে ওয়াদাখেলাফী করিনি। ব্যাপার এমন হলো যে, আমরা কাওমের অলংকারের বোঝায় কাবু হয়ে পড়েছিলাম। আমরা এগুলো (এক জায়গায়) ফেললাম।[২৩] তারপর[২৪] তেমনিভাবে সামেরীও কিছু ফেলল। সে তাদের জন্য বাছুরের একটা মূর্তি বানিয়ে আনল, যার মধ্য থেকে গরুর

২১. অর্থাৎ, স্বর্ণের বাছুর তৈরি করে তাদেরকে এর পূজা-উপাসনায় লাগিয়ে দিলো।

২২. অর্থাৎ, আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সাথে কল্যাণের যতগুলো ওয়াদা করেছেন, সেসব কিছুই তোমরা লাভ করে আসছ। তোমাদেরকে মিসর থেকে ভালোভাবেই তিনি বের করেছিলেন, তোমাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন ও তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তোমাদের জন্য এই মরু-ময়দান ও পার্বত্য এলাকায় ছায়া ও রিযকের বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই সব কল্যাণমূলক ওয়াদা কি পূরণ করা হয়নি? তোমাদের জন্য শরীআত ও হেদায়াত দানের যে ওয়াদা তিনি করেছিলেন, তা কি কল্যাণ ও মঙ্গলের ওয়াদা ছিল না?

২৩. যারা সামেরীর ফিতনায় পড়েছিল এটা ছিল তাদের কৈফিয়ত। তারা বলতে চেয়েছিল, আমরা শুধু গহনাগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আমাদের মনে বাছুর তৈরি করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। আমরা জানতামও না যে, কী জিনিস তৈরি হতে যাচ্ছে। তারপর যা ঘটল তা এরূপই ছিল যে, তা দেখে আমরা বিনা ইচ্ছায় শিরকে জড়িয়ে পড়লাম।

২৪. এখান থেকে ৯১ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, কাওমের জবাব 'ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম' পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। তার পরের বিবরণ আল্লাহ তাআলার নিজের কথা।

إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

আওয়াজ বের হলো। লোকেরা বলে উঠল, এটাই তোমাদের মা'বুদ ও মূসার মা'বুদ। মূসা একে ভুলে গেছে।

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

৮৯. তারা কি দেখতে পেল না যে, এটা তাদের কথার কোনো জবাবও দিতে পারে না এবং তাদের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না?

রুকূ' ৫

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿٩٠﴾

৯০. (মূসার ফিরে আসার) আগে হারূন তাদেরকে বলেছিলেন, হে আমার কাওম! নিশ্চয়ই তোমরা ফিতনায় পড়ে গেছ। তোমাদের রব অবশ্যই মেহেরবান। তাই তোমরা আমার অনুসরণ কর ও আমার কথামতো চল।

قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

৯১. কিন্তু তারা তাকে বলে দিলো, মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এরই পূজা করব।

قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾

৯২-৯৩. মূসা (কাওমকে ধমক দেওয়ার পর হারূনের দিকে ফিরে) বললেন, হে হারূন! তুমি যখন দেখতে পেলে তারা গোমরাহ হয়ে যাচ্ছে তখন আমার তরীকামতো আমল করা থেকে তোমাকে কিসে বিরত রেখেছে? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছ?[২৫]

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ

৯৪. হারূন জবাব দিলেন, হে আমার মায়ের ছেলে! আমার দাড়ি ধরো না এবং আমার মাথার চুলও টেনো না। আমার এ

২৫. এখানে 'আদেশ' অর্থ, সেই আদেশ, যা হযরত মূসা (আ) নিজে পাহাড়ে যাওয়ার সময় এবং হারূন (আ)-কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সময় দিয়েছিলেন। সূরা আ'রাফের ১৪২ নং আয়াতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) যাওয়ার সময় তাঁর ভাই হারূন (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তুমি আমার কাওমের মধ্যে আমার খলীফা হিসেবে কাজ করবে, সংশোধনের কাজ করবে, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।

فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

আশঙ্কা ছিল যে তুমি এসে বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা মেনে চলনি।[২৬]

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَٰسَٰمِرِيُّ ﴿٩٥﴾

৯৫. মূসা বললেন, হে সামেরী! তোমার কী অবস্থা?

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

৯৬. সে জবাব দিলো, আমি এমন কিছু দেখেছি, যা তাদের চোখে পড়েনি। তারপর আমি রাসূলের পায়ের চিহ্ন থেকে একটু মাটি তুলে নিলাম এবং তা ছুড়ে ফেললাম। আমার নাফস আমাকে এ রকমই বুঝিয়েছে।[২৭]

قَالَ فَٱذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۖ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُۥ

৯৭. মূসা বললেন, আচ্ছা তুই এখন যা। এখন তোকে সারা জীবনই চিৎকার করে এ কথা বলতে থাকতে হবে, 'আমাকে কেউ হাত লাগাবে না।'[২৮] আর তোর জন্য

২৬. হারূন (আ)-এর এ জবাবের মর্ম কখনো এই নয় যে, 'জাতি একতাবদ্ধ থাকা তাঁর কাছে সঠিক পথ অনুসরণ করা থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তিনি একতার খাতিরে শিরককেও মেনে নিয়েছিলেন'– কেউ যদি এ আয়াতের এরূপ অর্থ গ্রহণ করে তবে কুরআন মাজীদ থেকে হেদায়াতের বদলে সে গোমরাহীই হাসিল করবে।

হারূন (আ)-এর পূর্ণ কথা বোঝার জন্য এ আয়াতকে সূরা আ'রাফের ১৫০ নং আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে হবে। সেখানে হারূন (আ) বলেছেন, 'হে আমার ভাই! এই লোকেরা আমাকে দাবিয়ে দিয়েছিল এবং তারা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তুমি আমাকে নিয়ে লোকদেরকে হাসার সুযোগ দিও না এবং আমাকে এই যালিমদের মধ্যে গণ্য করো না।' এর দ্বারা ঘটনার এই চিত্র আমরা দেখতে পাই যে, হারূন (আ) লোকদেরকে এই গোমরাহী থেকে বিরত রাখার পূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে এক ফ্যাসাদ খাড়া করে দিল এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলতে উদ্যত হলো। নিরুপায় হয়ে তিনি এই আশঙ্কায় চুপ হয়ে গেলেন যে, না জানি হযরত মূসা (আ) আসার আগেই এখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং তিনি পরে এসে এই অভিযোগ করেন যে, তুমি যদি অবস্থা আয়ত্তে আনতে না পেরে থাক, তাহলে অবস্থাকে এতদূর পর্যন্ত গড়াতে দিলে কেন? আমি আসার অপেক্ষা করনি কেন?

২৭. এখানে 'রাসূল' অর্থ সম্ভবত স্বয়ং মূসা (আ)। সামেরী এক ধোঁকাবাজ চালাক লোক ছিল। সে হযরত মূসা (আ)-কে নিজের ধোঁকার জালে ফাঁসাতে চেয়েছিল এবং তাঁকে বলেছিল, হযরত! এটা আপনারই পদধূলির বরকত! আমি যখন আপনার পদধূলি গলিত স্বর্ণের মধ্যে শামিল করলাম তখনই তা থেকে এই মহান বাছুরটি বের হয়ে এল।

২৮. অর্থাৎ, শুধু এইটুকু নয় যে, সারা জীবনের জন্য সমাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কেটে দেওয়া হলো এবং তাকে ছোঁয়ার অযোগ্য বানিয়ে ছাড়া হলো; বরং এ দায়িত্বও তারই উপর চাপানো হলো যে, সব মানুষকে এ কথা জানাবে যে, সে অস্পৃশ্য। সে দূর থেকেই লোকদেরকে সতর্ক করে দেবে যে, আমাকে কেউ ছোঁয়ার জন্য কাছে আসবে না।

وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ
لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

জিজ্ঞাসাবাদের একটা সময় নির্দিষ্ট আছে, যা কখনো তোর কাছ থেকে দূরে চলে যাবে না। আর তোর ঐ মা'বুদের দিকে দেখ, সব সময় তুই যার পূজা করছিস। আমরা অবশ্যই তা পুড়িয়ে দেবো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নদীতে ভাসিয়ে দেবো।

إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ
كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

৯৮. তোমাদের মা'বুদ তো একমাত্র আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সব বিষয়েই তাঁর ইলম ছড়িয়ে আছে।

كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

৯৯. (হে নবী!) এভাবেই আমি অতীতের সকল অবস্থার খবর আপনাকে শোনাচ্ছি। আর আমি আপনাকে আমার কাছ থেকে এক বিশেষ 'যিকর' (উপদেশমূলক শিক্ষা) দান করেছি।

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

১০০. যে এ থেকে মুখ ফিরাবে সে কিয়ামতের দিন গুনাহের কঠিন বোঝা বইবে।

خَالِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

১০১. এ রকম লোকেরা সব সময়ই এ বিপদে পড়ে থাকবে। আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্য (এ অপরাধের বোঝা) বড়ই কষ্টদায়ক বোঝা হবে।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ
يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

১০২. ঐ দিন যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে তখন আমি অপরাধীদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে আনব যে, (ভয়ে তাদের চোখ) নীল হয়ে যাবে।

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

১০৩. তারা নিজেদের মধ্যে চুপে চুপে বলবে, দুনিয়ায় তোমরা বড়জোর দশ দিন ছিলে।

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ
طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

১০৪. আমি ভালো করেই জানি, তারা কী কথা বলবে। (আমি এ কথাও জানি) তখন তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সতর্ক সে বলবে, 'তোমাদের দুনিয়ার জীবন মাত্র একদিনের ছিল।'

রুকূ' ৬

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۝

১০৫. (হে নবী!) ওরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ঐ দিন এই পাহাড় কোথায় চলে যাবে? আপনি বলে দিন, আমার রব একে ধুলা বানিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেবেন।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝

১০৬-১০৭. আর জমিনকে এমন সমতল ময়দান বানিয়ে দেবেন যে আপনি তাতে কোনো রকম বাঁক বা উঁচু-নিচু দেখবেন না।

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝

১০৮. ঐ দিন সব মানুষ ঘোষণাকারীর ডাকে সোজা চলে আসবে। কেউ অহংকার করবে না। রাহমানের সামনে সব আওয়াজ নিচু হয়ে যাবে। একটা ক্ষীণ আওয়াজ ছাড়া আপনি আর কিছুই শুনতে পাবেন না।

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝

১০৯. ঐ দিন শাফাআত কাজে আসবে না। অবশ্য রাহ্মান কাউকে অনুমতি দিলে ও তার কথা শুনতে পছন্দ করলে আলাদা কথা।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝

১১০. তিনি মানুষের আগের ও পরের সব অবস্থা জানেন। অন্য কারো এর পুরো জ্ঞান নেই।

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝

১১১. সবার মাথা ঐ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তার সামনে নত হয়ে যাবে। তখন যে যুলুমের গুনাহের বোঝা বহন করবে সে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝

১১২. আর যে নেক আমল করে এবং সে সাথে মুমিনও হয়, সে কোনো যুলুম বা হক নষ্ট হওয়ার ভয় করবে না।

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

১১৩. (হে নবী!) এভাবেই আমি এটাকে আরবী ভাষায় কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি[২৯] এবং তাতে নানা রকমভাবে

২৯. অর্থাৎ, এমন শিক্ষা ও উপদেশপূর্ণ, যার ইঙ্গিত সেসব বিষয়ের প্রতি, যা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করা হয়েছে।

أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

সাবধান করেছি। হয়তো লোকেরা তাকওয়ার পথে চলবে। অথবা এ দ্বারা তাদের মধ্যে হুঁশ-জ্ঞানের চেতনা হবে।

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۫ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

১১৪. সুতরাং আল্লাহই মহান ও আসল বাদশাহ।[৩০] (হে নবী!) আপনার কাছে ওহী পূর্ণরূপে পৌঁছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কুরআন পড়তে গিয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। আর দোয়া করুন, হে আমার রব! আমার ইলম বাড়িয়ে দিন।[৩১]

وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

১১৫. এর আগে আমি আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন। আমি তাঁর মধ্যে মযবুত ইচ্ছা শক্তি পাইনি।[৩২]

রুকূ' ৭

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾

১১৬. (ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর তখন সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলিস তা করতে অস্বীকার করল।

فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾

১১৭. তখন আমি বললাম, হে আদম! এ কিন্তু আপনার ও আপনার স্ত্রীর দুশমন। এমন যেন হয় না, সে আপনাদের দুজনকে বেহেশত থেকে বের করে দেয়। আর আপনারা বিপদে পড়ে যান।

৩০. এ ধরনের বাক্য সাধারণত কুরআনের একটি ভাষণের শেষে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা দ্বারা বক্তব্য শেষ করাই এর উদ্দেশ্য। বর্ণনার ধরন এবং আগের ও পরের প্রসঙ্গ সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, এখানে একটি ভাষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং 'ওয়া লাকাদ আহিদনা ইলা আদামা' থেকে দ্বিতীয় ভাষণ শুরু হয়েছে।

৩১. এই শব্দগুলো থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, নবী করীম (স)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার সময় আয়াতগুলো যাতে তিনি ভুলে না যান, সেজন্য মুখে উচ্চারণ করার জন্য চেষ্টা করে থাকবেন। এর ফলে হয়ত মনোযোগ দিয়ে ওহীর বাণী শুনতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তাঁকে হেদায়াত দেওয়া হয় যে, তিনি যেন অহী নাযিল হওয়ার সময় তা মনে রাখার জন্য চেষ্টা না করেন। কারণ, মনে রাখানোর দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন।

৩২. আদম (আ) যে আদেশ অমান্য করেছিলেন, তা তিনি আল্লাহর নাফরমানি করার নিয়তে জেনে-বুঝে করেননি; বরং গাফিলতি, ভুলে যাওয়া ও ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কারণেই তা ঘটেছিল।

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۝

১১৮-১১৯. এখানে তো আপনি ভুখাও থাকেন না, নেংটাও থাকেন না এবং পিপাসায়ও ভোগেন না, রোদেও কষ্ট পান না।

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ ۝

১২০. কিন্তু শয়তান তাঁকে ফুসলালো। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে ঐ গাছটির সন্ধান দেবো, যা দ্বারা চিরস্থায়ী জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব হাসিল করা যায়?

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۝

১২১. শেষ পর্যন্ত দুজনেই ঐ গাছের ফল খেয়ে ফেলল। এর ফলে তখন তখনই তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে গেল। তখন দুজনই বেহেশতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল।[৩৩] এভাবেই আদম তার রবের নাফরমানী করে বসলেন এবং সঠিক পথ থেকে সরে গেলেন।

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۝

১২২. তারপর তাঁর রব তাকে বাছাই করে নিলেন, তাঁর তাওবা কবুল করলেন এবং তাঁকে হেদায়াত দান করলেন।[৩৪]

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۝

১২৩. আল্লাহ বললেন, তোমরা উভয়ই (মানুষ ও শয়তান) এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। আমার পক্ষ থেকে যদি কোনো হেদায়াত পৌঁছে তাহলে যে আমার হেদায়াত মেনে চলবে সে গোমরাহও হবে না, হতভাগাও হবে না।

৩৩. অন্য কথায় নাফরমানী ঘটার কারণেই ঐ সব সুখ-শান্তির উপকরণ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যা সরকারিভাবে তিনি পেয়েছিলেন। সরকারি পোশাক ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্যদিয়ে এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপার তো এরপর ঘটার কথা।

৩৪. অর্থাৎ, আদমকে শয়তানের মতো লাঞ্ছিতভাবে দরবার থেকে বিতাড়িত করেননি; বরং যখন তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেছিলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করলেন।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا
وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى ﴿١٢٤﴾

১২৪. আর যে আমার 'যিকর' (নসীহত) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে অবশ্যই তার দুনিয়ার জীবন তো সংকীর্ণ হবেই[৩৫], কিয়ামতের দিন তাকে আমি অন্ধ অবস্থায় উঠাব।

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾

১২৫. সে বলবে, হে আমার রব! দুনিয়ায় তো আমার চোখ ছিল, এখানে আমাকে অন্ধ বানিয়ে উঠালেন কেন?

قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ
الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾

১২৬. আল্লাহ বলবেন, এভাবেই যখন আমার আয়াত তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْۢ
بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقٰى ﴿١٢٧﴾

১২৭. এভাবেই যে সীমা লঙ্ঘন করে এবং তার রবের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে না তাকে (দুনিয়াতেই) বদলা দিয়ে থাকি। আর আখিরাতের আযাব তো আরও বেশি কঠিন এবং স্থায়ী।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ
يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّأُولِي النُّهٰى ﴿١٢٨﴾

১২৮. তাদের কি (ইতিহাসের এ শিক্ষা থেকে) কোনো হেদায়াত মেলেনি যে তাদের আগে আমি কত কাওমকেই না ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদে আজ এরা চলাফেরা করছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে সুস্থ বুদ্ধির লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৩৫. পৃথিবীতে জীবন সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সে গরিব হয়ে যাবে। এর অর্থ হচ্ছে, এখানে তার শান্তি ও স্বস্তি মিলবে না। সে কোটিপতি হলেও অস্বস্তি ও অশান্তিতে তার জীবন কাটবে। সাত রাজ্যের বাদশাহ হলেও অশান্তি ও অস্বস্তি থেকে তার মুক্তি সম্ভব হবে না। দুনিয়ায় তার যা সাফল্য ঘটবে তা হাজার রকমের অবৈধ চেষ্টা-তদবিরের ফলে ঘটবে। তাই তার বিবেক থেকে শুরু করে তার চারদিকের গোটা পরিবেশের প্রতিটি জিনিসের সাথে সবসময় তার টক্কর ও লড়াই চলতে থাকবে। আর এ কারণেই শান্তি, নিরাপত্তা ও নির্মল আনন্দ লাভ তার ভাগ্যে কখনো জুটবে না।

রুকূ' ৮

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝

১২৯. (হে নবী!) আপনার রবের পক্ষ থেকে আগেই যদি একটা ফায়সালা করা না হতো এবং অবকাশের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট করা না হতো, তাহলে অবশ্যই তাদের ব্যাপারেও ফায়সালা করে দেওয়া হতো।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

১৩০. কাজেই (হে নবী!) এ লোকেরা যা কিছু বলছে এ বিষয়ে সবর করুন, সূর্য উঠার আগে ও ডুবার পরে আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করুন, রাতের বেলায়ও তাসবীহ করুন এবং দিনের কিনারায়ও।[৩৬] হয়তো এতে আপনি খুশি হবেন।[৩৭]

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

১৩১. দুনিয়ার জীবনের ঐ জাঁকজমক যা আমি তাদের মধ্যে বিভিন্ন লোককে দিয়েছি সেদিকে আপনি চোখ তুলেও দেখবেন না। এসব তো আমি তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলার জন্য দিয়েছি। আর আপনার রবের দেওয়া হালাল রিযকই[৩৮] বেশি ভালো ও বেশি স্থায়ী।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ

১৩২. আপনার পরিবার পরিজনকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও তা মযবুতভাবে পালন করুন। আমি আপনার কাছে রিযক চাই না। বরং আমিই আপনাকে

---

৩৬. হাম্‌দ ও সানা-প্রশংসা-স্তুতিসহ রবের তাসবীহ করার অর্থ হচ্ছে নামায কায়েম করা। নামাযের নির্দিষ্ট সময়গুলোর প্রতিও এখানে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করে দেওয়া হয়েছে। সূর্য ওঠার আগে ফজরের নামায, সূর্য ডোবার আগে আসরের নামায এবং রাতে ইশা ও তাহাজ্জুদের নামায। আর দিনের কিনারা বলতে দিনের তিনটি কিনারাই হতে পারে– একটি হলো খুব সকাল, দ্বিতীয়টি হলো দুপুর আর তৃতীয়টি হচ্ছে সন্ধ্যা। সুতরাং দিনের কিনারাগুলো বলতে ফজর, যোহর ও মাগরিবের নামাযই বোঝানো হয়েছে।

৩৭. এর দুটি মর্ম হতে পারে– একটি হচ্ছে 'আপনার মিশনের জন্য আপনাকে নানা রকম কষ্টদায়ক কথা সহ্য করতে হলেও বর্তমান অবস্থায় তুষ্ট থাকুন।' অপরটি হচ্ছে 'আপনি এই কাজ কিছুটা করে দেখুন; এর ফল যাকিছু সামনে দেখতে পাবেন তাতে আপনার মন আনন্দে ভরে যাবে।'

৩৮. আমি 'রিযক' শব্দের তরজমা 'হালাল জীবিকা' করেছি। কারণ, আল্লাহ তাআলা কোথাও হারাম জিনিসকে তাঁর দেওয়া 'রিযক' বলে গণ্য করেননি।

نَرْزُقُكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾

রিযক দিচ্ছি। আর ভালো পরিণাম তাকওয়াবানদের জন্যই রয়েছে।

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. তারা বলে, এই লোক তাঁর রবের কাছ থেকে কোনো নিদর্শন (মু'জিযা) কেন নিয়ে আসে না? আগে সহীফাসমূহের যা শিক্ষা আছে তা কি স্পষ্ট হয়ে তাদের কাছে আসেনি?[৩৯]

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. আমি যদি রাসূল পাঠানোর আগে তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম, তাহলে এ লোকেরাই বলত যে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের প্রতি কেন কোনো রাসূল পাঠালে না। তা হলে আমরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার আগেই তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম।

قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, প্রত্যেকেই শেষ ফলের অপেক্ষায় আছে। কাজেই তোমরা এখন অপেক্ষা কর। শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে, কে সরল-সঠিক পথের পথিক। আর কে হেদায়াতের পথে আছে।

৩৯. অর্থাৎ, এটা কি কোনো সামান্য মু'জিযা যে, তাদেরই মধ্য থেকে একজন লেখাপড়া না জানা মানুষ এমন এক কিতাব পেশ করেছেন, যার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল আসমানি কিতাবের বিষয়বস্তু ও শিক্ষার নির্যাস বের করে ভরে দেওয়া হয়েছে। মানুষের হেদায়াত ও পথ দেখার জন্য ঐসব কিতাবে যাকিছু ছিল তার সবকিছু এর মধ্যে শুধু একত্রিত করে দেওয়া হয়নি বরং সেসবকে এমনভাবে খুলে খুলে পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হয়েছে, মরুবাসী বেদুইন পর্যন্ত তা বুঝে নিয়ে তার থেকে উপকার লাভ করতে পারবে।

২১. সূরা আম্বিয়া

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

কোনো বিশেষ আয়াত থেকে এর নাম রাখা হয়নি। সূরাটিতে বহু নবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবী শব্দের বহুবচন 'আম্বিয়া' শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য সূরার আলোচ্য বিষয় হিসেবে এ নাম রাখা হয়নি।

নাযিলের সময়

আলোচ্য বিষয় ও বর্ণনার ধরন থেকে বোঝা যায়, মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে এ সূরা নাযিল হয়েছে। শেষদিকের সূরাগুলোতে যে পরিবেশের পরিচয় পাওয়া যায় এ সূরায় তা নেই।

আলোচ্য বিষয়

রাসূল (স) ও কুরাইশ সরদারদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল সূরাটিতে তা আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল হওয়ার দাবি এবং তাওহীদ ও আখিরাতের বিরুদ্ধে তারা যেসব আপত্তি, সন্দেহ ও প্রশ্ন তুলত, সূরাটিতে সেসবের জবাব দেওয়া হয়েছে।

রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে তারা যেসব কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্র করেছিল এর মন্দ পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে। সবশেষে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, যাকে তোমরা তোমাদের জন্য আপদ মনে করছ, তিনি আসলে তোমাদের জন্য রহমতস্বরূপ। সূরাটির আলোচ্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার পর নিম্নে বিশদভাবে আলোচ্য বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

১. মানুষ কখনো রাসূল হতে পারে না বলে কাফিরদের যে ভুল ধারণা ছিল, তা খণ্ডন করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. রাসূল (স) ও কুরআনের বিরুদ্ধে তারা এরূপ বহু রকমের আপত্তি তুলেছে, যা একটি অপরটির বিরোধী। কোনো একটি আপত্তির উপরও অবিচল না থাকায় খুবই জোরালোভাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হয়েছে।

৩. মৃত্যুর পর আরো একটি জীবন আছে; সেখানে দুনিয়ার জীবনের হিসাব দিতে হবে এবং সেখানে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে— এ কথা তারা বিশ্বাস করতে মোটেই রাজি ছিল না। দুনিয়ার জীবনটাকে তারা একটা খেলা মনে করত। খেলা শেষ হলে এ জীবন এমনিই খতম হয়ে যাবে এবং এর কোনো পরিণাম ভোগ করতে হবে না বলেই তাদের ধারণা ছিল। এ ভুল ধারণার কারণেই তারা রাসূল (স)-এর দাওয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেই উড়িয়ে দিত। অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় তাদের ধারণাকে চরম ভুল বলে প্রমাণ করা হয়েছে।

৪. তারা শিরকের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল এবং তাওহীদের প্রতি চরম বিদ্বেষী ছিল। এর সংশোধনের জন্য শিরকের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

৫. তারা বারবার নবী করীম (স)-কে মানতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও তাদের উপর এমন কোনো আযাব নাযিল হয়নি, যার ভয় নবী দেখাচ্ছিলেন। তারা মনে করত, নবী হওয়ার দাবি যদি সত্যিই হতো তাহলে তাদের উপর আযাব আসত। তাদের এ ভুল ধারণা দূর করার জন্য একদিকে মযবুত যুক্তি দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে তাদেরকে উপদেশ দান করা হয়েছে।

সূরাটিতে নবীগণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে এমন কতক নজির পেশ করা হয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয়, সকল নবীই মানুষ ছিলেন। নবুওয়াতের বিশেষ গুণ ছাড়া অন্য সব দিক দিয়েই তাঁরা অন্য সব মানুষের মতোই মানুষ ছিলেন। তাঁরা অতিমানব ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে খোদায়ীর কোনো চিহ্ন ছিল না। নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর সামনে তাঁদেরকেও হাত পাততে হতো।

ঐতিহাসিক নজির থেকে আরো দুটো কথা সূরাটিতে সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. নবীদের উপর বহু ধরনের বিপদ-আপদ এসেছে এবং বিরোধীরা তাঁদেরকে নানাভাবে জ্বালাতন করেছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অলৌকিকভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।

২. সকল নবীর দীন একই ছিল। মুহাম্মদ (স)-ও ঐ একই দীনের দাওয়াত পেশ করেছেন। এটাই মানবজাতির একমাত্র সঠিক দীন। এ ছাড়া যত রকমের ধর্ম মানবসমাজে রয়েছে সেসবই গুমরাহ লোকদের আবিষ্কার।

সূরার শেষদিকে বলা হয়েছে, আল্লাহর দেওয়া এ দীনকে মেনে চলার উপরই মানুষের নাজাত নির্ভর করে। যারা এ দীন অনুযায়ী জীবনযাপন করবে তারাই আখিরাতে সফল হবে এবং পৃথিবীর ওয়ারিশ হবে। আর যারা এ দীনকে মানতে অস্বীকার করবে তারা আখিরাতে চরম মন্দ পরিণাম ভোগ করবে। শেষ বিচারের সময় আসার আগেই নবীর মাধ্যমে আল্লাহ এ মহাসত্য মানুষকে জানিয়ে দিয়ে বিরাট মেহেরবানী করেছেন। এ অবস্থায় যারা নবীকে রহমতের বদলে আপদ মনে করে তারা একেবারেই মূর্খ।

سُوْرَةُ الْاَنْبِيَاۤءِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١١٢ رُكُوْعَاتُهَا ٧

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা ১৭

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ۝١

১. লোকদের হিসাব-নিকাশের সময় খুব কাছে এসে গেছে। অথচ তারা গাফলতির মধ্যে পড়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝٢

২. তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের নিকট যে তাজা নসীহতই আসে তারা তা এমন অবস্থায় শুনে, যেন তারা খেলা করছে।

لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۗ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۗ هَلْ هٰذَاۤ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝٣

৩. তাদের মন (অন্য কিছু ভাবনায়) লেগে থাকে। আর যালিমরা নিজেদের মধ্যে গোপনে কানাঘুষা করে যে, এ লোকটি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। তোমরা কি দেখে-শুনেও জাদুর ফাঁদে পড়বে?

قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ ؗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٤

৪. রাসূল বললেন, আমার রব এমন প্রতিটি কথাই জানেন, যা আসমান ও জমিনে বলা হয়। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।[১]

بَلْ قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚۖ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَاۤ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ ۝٥

৫. তারা বলে, বরং এটা আজেবাজে স্বপ্ন; বরং এটা তার মনগড়া; বরং সে কবি। তা-না হলে সে কোনো নিদর্শন আনুক। যেমন অতীতকালে রাসূল (নিদর্শনসহ) প্রেরিত হয়েছিল।

مَاۤ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا ۚ اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝٦

৬. অথচ এদের আগে আমি যত জনপদ ধ্বংস করেছি তাদের কেউ ঈমান আনেনি। এখন কি এরা ঈমান আনবে?

১. অর্থাৎ, এ মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও কানাঘুষার অভিযানে রাসূল (স) কখনো এ ছাড়া কোনো জবাব দেননি যে, তোমরা যাকিছু কথা বানাচ্ছ তা আল্লাহ তাআলা শুনছেন ও জানছেন। তোমরা জোরে জোরে শব্দ করে বল কিংবা চুপে চুপে কানে কানেই বল, আল্লাহ সবই শোনেন। বিচার-বিবেচনাহীন দুশমনদের মুকাবিলায় রাসূল (স) কখনো ঝগড়া ও বিতর্ক করতেন না।

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧

৭. (হে নবী!) আপনার আগেও আমি মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যাদের প্রতি আমি ওহী নাযিল করতাম। তোমরা যদি তা না জানো তাহলে আহলে কিতাবকে জিজ্ঞেস কর।

وَمَا جَعَلْنَٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا۟ خَٰلِدِينَ ٨

৮. তাদেরকে আমি এমন দেহ দেইনি যে, তারা খেতেন না। আর তারা চিরঞ্জীবও ছিলেন না।

ثُمَّ صَدَقْنَٰهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنجَيْنَٰهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ٩

৯. তারপর দেখে নাও, আমি তাদের সাথে ওয়াদা পূরণ করেছি। তাদেরকে এবং যাকে আমি ইচ্ছা করেছি তাকেই বাঁচিয়ে দিয়েছি। আর যারা সীমা লঙ্ঘন করেছে তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَٰبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠

১০. (হে মানুষ!) আমি তোমাদের প্রতি এমন এক কিতাব পাঠিয়েছি, যার মধ্যে তোমাদের কথাই উল্লেখ রয়েছে। তোমরা কি বুঝতে পার না?[২]

রুকূ' ২

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١١

১১. কত যালিম জনপদকেই আমি পিষে মেরেছি এবং তাদের পর অন্য কোনো কাওমকে আমি পয়দা করেছি।

فَلَمَّآ أَحَسُّوا۟ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ١٢

১২. যখন তারা আমার আযাব টের পেল তখন তারা পালাতে লাগল।

২. অর্থাৎ, এর মধ্যে স্বপ্ন ও কল্পনার কোনো কথা তো নে-ই; বরং তোমাদের নিজেদেরই কথা রয়েছে। তোমাদের মনস্তত্ত্ব এবং তোমাদের জীবনের ব্যাপার ও সমস্যাসমূহের আলোচনাই তাতে রয়েছে; তোমাদের শুরু ও শেষফলের বিষয়ই তাতে আলোচনা করা হয়েছে। তোমাদেরই আশপাশের পরিচিত মহল ও পরিবেশ থেকে ঐ সব নিদর্শন বেছে বেছে পেশ করা হয়েছে, যা আসল সত্যের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে এবং তোমাদেরই নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলির মধ্যে ভালো ও মন্দ গুণের মধ্যে যে তফাৎ রয়েছে তা সুস্পষ্ট করে তোমাদের সামনে দেখানো হয়েছে। তোমাদের বিবেকই এসব সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। এসব কথার মধ্যে কি এমন কোনো কঠিন বা জটিল বিষয় আছে, যা বুঝতে তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি অক্ষম?

১৩. (বলা হলো) পালিও না। তোমাদের ঐসব ঘরবাড়ি ও আয়েশ-আরামের জিনিসের মধ্যে ফিরে যাও, যার মধ্যে তোমরা আরামে মগ্ন ছিলে। হয়তো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[৩]

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿١٣﴾

১৪. তারা বলল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা অবশ্যই যালিম ছিলাম।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾

১৫. তারা এ চিৎকারই করতে থাকল, যে পর্যন্ত না আমি তাদেরকে চূর্ণ করে দিলাম, জীবনের কিছুই বাকি রইল না।

فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥﴾

১৬. আমি এ আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿١٦﴾

১৭. আমি যদি কোনো খেলনা বানাতে চাইতাম এবং এটাই যদি আমার করণীয় হতো, তাহলে আমি নিজের কাছ থেকেই তা বানিয়ে নিতাম।[৪]

لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٧﴾

১৮. বরং আমি তো বাতিলের উপর হকের আঘাত হানি, যা তার মাথা চূর্ণ করে দেয় এবং তা দেখতে দেখতেই বিলীন হয়ে যায়। আর তোমরা যেসব কথা বানাও এর কারণেই তোমাদের জন্য ধ্বংস রয়েছে।

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

৩. এ বাক্যের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে। যেমন– এই আযাব খুব ভালো করে দেখে নাও, যদি কেউ এর আসল অবস্থা জানতে চায় তাহলে সঠিকভাবে যেন বলতে পার। নিজেদের সেই ঠাটবাটের মজলিস গরম কর, হয়ত এখনো তোমাদের চাকর-বাকর হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করবে 'হুজুর! কী হয়েছে? আদেশ করুন?' তোমাদের সেই কাউন্সিল ও কমিটিগুলো একত্রিত করে বসে যাও। তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে পরামর্শ, মতামত নেওয়ার জন্য হয়ত মানুষ এখনো তোমাদের দরবারে হাজির হবে।

৪. অর্থাৎ, যদি খেল-তামাশাই আমার উদ্দেশ্য হতো তবে আমি খেল-তামাশার জিনিস বানিয়ে নিজেই খেলে নিতাম এবং অনর্থক এক সচেতন ও দায়িত্বশীল জীব সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে সত্য-মিথ্যার লড়াই লাগিয়ে দিয়ে নিছক নিজের আনন্দ ও ফুর্তির জন্য আমার নেক বান্দাহদেরকে বিনা কারণে কষ্ট দেওয়ার মতো যুলুম কখনোই করতাম না।

১৯. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিকানা আল্লাহর। তাঁর কাছে যে (ফেরেশতারা) আছে তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে আল্লাহর দাসত্ব করতে ত্রুটিও করে না এবং তারা ক্লান্তও হয় না।[৫]

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾

২০. তারা রাতদিন তাসবীহ করতে থাকে এবং একটুও বিরতি দেয় না।

يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾

২১. তাদের মাটির তৈরি মা'বুদ কি এমন, যে (প্রাণহীনকে জীবন দান করে) খাড়া করতে পারে?

أَمِ ٱتَّخَذُوٓا۟ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١﴾

২২. যদি আসমান ও জমিনে এক আল্লাহ ছাড়া আরও কোনো মা'বুদ থাকত তাহলে (আসমান ও জমিনে) ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। কাজেই এরা যেসব কথা বানায় তা থেকে আরশের রব আল্লাহ অতি পবিত্র।

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. তিনি যা কিছু করেন এর জন্য (কারো কাছে) তাকে জবাবদিহি করতে হবে না; বরং তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. তারা কি তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, তোমাদের দলীল-প্রমাণ নিয়ে এস। এই কিতাবে আমার যুগের লোকদের নসীহতও রয়েছে এবং আমার আগের যুগের লোকদের নসীহতও রয়েছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই সত্যকে জানে না। তাই তারা মুখ ফিরে আছে।

أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ ۖ هَٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. (হে নবী!) আমি আপনার আগে যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাকে এ ওহীই করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাই তোমরা শুধু আমারই দাসত্ব কর।

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾

৫. অর্থাৎ, আল্লাহর দাসত্ব করা তাদের পক্ষে কোনো কঠিন কাজও নয় যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহর হুকুম পালন করতে করতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এ ছাড়া আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ পালনে তারা কখনো ক্লান্ত হয় না।

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. তারা বলে যে, রাহ্‌মান কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুবহানাল্লাহ; বরং (ফেরেশতারা তো) তাঁর দাস, যাদেরকে সম্মান দেওয়া হয়েছে।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. ফেরেশতারা আল্লাহর সামনে আগে বেড়ে কথা বলে না, তারা শুধু তাঁর হুকুমমতো আমল করে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. যা কিছু তাদের (ফেরেশতাদের) সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা কিছু তাদের অজানা তাও তিনি জানেন। যাদের পক্ষে শাফা'আত শোনার জন্য আল্লাহ রাজি থাকেন তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না। আর তারা তাঁর ভয়ে ভীত থাকে।

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তাদের মধ্যে যদি কেউ বলে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাহলে তাকে আমি দোযখের শাস্তি দেবো। এভাবেই আমি যালিমদেরকে বদলা দিয়ে থাকি।

রুকূ' ৩

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ۚ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. যারা কুফরী করেছে তারা কি এ কথা ভেবে দেখে না যে, এক সময় আসমান ও জমিন একসাথে মিলিত অবস্থায় ছিল, তারপর আমি তাদেরকে আলাদা করেছি এবং আমি প্রতিটি জীবিত জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তারা কি (আমার এ সৃষ্টিক্ষমতাকে) স্বীকার করে না?

وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ۠ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আমি পৃথিবীর মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছি, যাতে সে তাদেরকে নিয়ে দোল না খায় এবং আমি তাতে চওড়া রাস্তা বানিয়ে দিয়েছি। হয়তো তারা নিজেদের পথ চিনে নেবে।

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি। কিন্তু তারা (পৃথিবীর) এসব নিদর্শনের দিকে খেয়ালই করে না।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তিনি তো আল্লাহই, যিনি রাত ও দিন বানিয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই (মহাশূন্যের) কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।[৬]

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

৩৪. (হে নবী!) আপনার আগেও আমি কোনো মানুষের জন্য চিরন্তন জীবন রাখিনি। যদি আপনি মারা যান তাহলে কি এ লোকেরা চিরকাল বেঁচে থাকবে?

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমি ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের পরীক্ষা করছি। অবশেষে তোমরা আমারই কাছে ফিরে আসবে।

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. (হে নবী!) যারা কুফরী করেছে, তারা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে ঠাট্টার পাত্র বানিয়ে বলে, এই নাকি সেই লোক, যে তোমাদের মা'বুদদের কথা বলে থাকে? আর তাদের অবস্থা হলো, তারা রাহমানকে স্মরণ করতে অস্বীকার করে।

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۚ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

৩৭. মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখনি আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনগুলো দেখাচ্ছি। তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বল না।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে এ ধমক কবে পুরা হবে?

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ

৩৯. হায়! এ কাফিরদের যদি ঐ সময়টা সম্বন্ধে জানা থাকত, যখন তারা তাদের চেহারাকে ও পিঠকে আগুন থেকে বাঁচাতে

৬. আরবী ভাষায় 'ফালাক' হচ্ছে আসমানের একটি পরিচিত নাম। 'সবই এক-এক ফালাকে সাঁতার কাটছে' এ কথা থেকে দুটি কথা পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় : প্রথমত, এসব তারকা একই ফালাকে অবস্থিত নয়; বরং প্রত্যেকেরই নিজস্ব ফালাক রয়েছে। দ্বিতীয়ত, 'ফালাক' তথা আকাশমণ্ডল এরূপ কোনো জিনিস নয়, যার সাথে তারকাগুলো খুঁটিতে বাঁধার ন্যায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং তা তারকাগুলোসহ ঘুরছে; বরং আকাশ কোনো বহমান তরল অথবা ফাঁকা ও শূন্য জিনিস, যার মধ্যে তারকাগুলো এমনভাবে চলাচল করছে, যা দেখলে মনে হবে যেন শূন্যে সাঁতার কাটছে।

পারবে না এবং কোথাও থেকে তাদের কাছে কোনো সাহায্যও পৌঁছবে না।

وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. সেই বিপদ তো হঠাৎ করেই আসবে এবং তাদেরকে এমনভাবে হতবুদ্ধি করে চেপে ধরবে যে, তারা তা দমন করতেও পারবে না, এক মুহূর্ত অবকাশও তাদের মিলবে না।

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٤٠﴾

৪১. (হে নবী!) আপনার আগেও রাসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু এই বিদ্রূপকারীরা ঐ জিনিসের কবলেই পড়তে বাধ্য হবে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١﴾

রুকূ' ৪

৪২. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, এমন কে আছে যে, রাতে বা দিনে তোমাদেরকে রাহমান থেকে বাঁচাতে পারে? কিন্তু এরা তাদের রবের নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছে।

قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তাদের কি এমন কোনো মা'বুদ আছে, যে তাদেরকে আমার মুকাবিলায় সাহায্য করবে? তারা (ঐ মা'বুদরা) তো নিজেদেরই সাহায্য করতে পারে না। আর তারা আমার কাছ থেকেও কোনো সহায়তা পাবে না।

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪. আসল কথা হলো, এদেরকে ও এদের বাপ-দাদাদেরকে আমি জীবনের সরঞ্জাম দিয়ে চলেছি। শেষ পর্যন্ত তাদের লম্বা জীবন কেটে গেছে। কিন্তু তারা কি দেখতে পায় না, আমি অবশ্যই পৃথিবীকে বিভিন্ন দিক থেকে ছোট করে আনি?[৭] এর পরও কি তারাই বিজয়ী হবে?

بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

৭. অর্থাৎ, পৃথিবীতে আমার বিজয়ী শক্তির বহু বাস্তব প্রমাণ আছে, যা আমি ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন– দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, প্রচণ্ড শীত ও অসহনীয় গরমের আকারে আমার ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে, যা মানুষের সকল প্রচেষ্টা ও তৎপরতাকে ব্যর্থ করে দেয়। হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষ নিহত হয়ে যায়, জনপদ ধ্বংস হয়, শস্যেভরা জমি নষ্ট হয়, উৎপাদন কমে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়ে– এককথায় মানুষের জীবনধারণের উপায়-উপকরণে কখনো এক দিক দিয়ে, কখনো অন্য দিক দিয়ে ক্ষতি হয়; কিন্তু মানুষ নিজেদের সকল শক্তি কাজে লাগিয়েও সে ক্ষতি বন্ধ করতে পারে না। এভাবেই আমার শক্তি সবসময় বিজয়ী হয়েই আছে।

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, আমি তো ওহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সাবধান করা হয় তখনও তারা কোনো ডাক শুনতে পায় না।

وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. যদি আপনার রবের আযাব তাদেরকে একটু ছুঁয়ে যায় তাহলে তারা অবশ্যই বলে উঠবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা নিশ্চয়ই দোষী ছিলাম।

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

৪৭. কিয়ামতের দিন আমি ঠিক ঠিক ওজন করার মতো দাঁড়ি-পাল্লা রেখে দেবো। কারো উপর সামান্য যুলুমও করা হবে না। সরিষার দানা পরিমাণ আমলও যদি কারো থাকে তাহলে তা আমি সামনে নিয়ে আসব। আর হিসাব করার জন্য আমিই যথেষ্ট।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

৪৮-৪৯. এর আগে আমি মূসা ও হারূনকে ফুরকান, আলো ও যিকর দান করেছি ঐসব মুত্তাকীদের জন্য, যারা না দেখেই তাদের রবকে ভয় করে এবং যারা (হিসাবের) ঐ সময়ের ভয়ে ভীত।

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. আর এখন এই বরকতময় 'যিকর' আমি (তোমাদের জন্য) নাযিল করেছি। এ সত্ত্বেও কি তোমরা তা মানতে অস্বীকার করবে?

রুকূ' ৫

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾

৫১. এর আগেও আমি ইবরাহীমকে হেদায়াত দান করেছিলাম। আমি তাকে খুব ভালোভাবে জানতাম।

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর কাওমকে বলেছিলেন, এ মূর্তিগুলো কেমন, যার প্রেমে তোমরা পাগল হয়ে আছ?

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ۝

৫৩. তারা জবাবে বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এসবের ইবাদত করতে দেখেছি।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

৫৪. ইবরাহীম বললেন, তোমরাও গোমরাহ, তোমাদের বাপ-দাদারাও স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়েছিল।

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ۝

৫৫. তারা বলল, তুমি কি কোনো সত্য নিয়ে আমাদের কাছে এসেছ? না তুমি আমাদের সাথে খেলার ছলে ঠাট্টা করছ?

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝

৫৬. ইবরাহীম জবাবে বললেন, না, বরং আসলে তোমাদের রব তিনিই, যিনি আসমান ও জমিনের রব এবং যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি।

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ۝

৫৭. আল্লাহর কসম, তোমরা যখন উপস্থিত থাকবে না তখন আমি অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোকে দেখে নেব।

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۝

৫৮. তারপর তিনি (মূর্তিগুলোকে) টুকরো টুকরো করে দিলেন। শুধু বড়টাকে রেখে দিলেন, যাতে তারা এর নিকট ফিরে আসে।

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

৫৯. (তারা এসে মূর্তিগুলোর এ দশা দেখে) বলল, কে আমাদের মা'বুদদের এ অবস্থা করেছে? নিশ্চয়ই সে কোনো বড় যালিমই ছিল।

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝

৬০. কতক লোক বলল, আমরা ইবরাহীম নামের এক যুবককে এদের কথা বলাবলি করতে শুনেছি।

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝

৬১. তারা বলল, তাহলে তাকে সবার সামনে ধরে আন, যাতে লোকেরা দেখতে পায় (যে তাকে কেমন শাস্তি দেওয়া হয়)।

৬২. (ইবরাহীম আসার পর) তারা জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের মা'বুদদের সাথে এ ব্যবহার করেছ?

قَالُوٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۝

৬৩. তিনি জবাবে বললেন, এসব কিছু এদের মধ্যে যে বড় সে-ই করে থাকবে। এরা যদি কথা বলতে পারে তাহলে তাদেরকেই জিজ্ঞেস করো না কেন?[৮]

قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۝

৬৪. এ কথা শুনে তারা তাদের বিবেকের কাছে ফিরে গেল এবং (মনে মনে) বলল, আসলে স্বয়ং তোমরাই যালিম।

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

৬৫. কিন্তু এরপরই তাদের মত বদলে গেল। তখন তারা বলল, তুমি তো জানো, এরা কথা বলে না।

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ۝

৬৬-৬৭. ইবরাহীম বললেন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে (এমন সব মা'বুদের) ইবাদত করছ, যারা তোমাদের কোনো উপকারও করে না, ক্ষতিও করে না? তোমাদেরকে ধিক! আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তাদের প্রতিও ধিক। তোমাদের কি কোনো আকল নেই?

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۝

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৬৮. তারা বলল, তাকে পুড়িয়ে দাও। তোমাদের মা'বুদদেরকে সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও।

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

৮. এ শব্দগুলো থেকে বোঝা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ) এ কথাগুলো এজন্যই বলেছিলেন, যাতে তারা এর উত্তরে নিজেরাই এ কথা স্বীকার করে নেয় যে, তাদের মা'বূদগুলোর কোনো ক্ষমতাই নেই এবং তাদের কাছ থেকে কোনো কাজেরই আশা করা যেতে পারে না। এ অবস্থায় যুক্তির খাতিরে যদি কেউ আসল ঘটনার খেলাফ কোনো কথা বলে তবে ঐ কথাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না। কারণ, সে মিথ্যা বলার উদ্দেশ্যে এমন কথা বলে না; বরং যাকে সম্বোধন করে বলা হয় সেও ঐ কথাকে মিথ্যা বলে মনে করে না। যে বলে সে নিজের কথাকে সত্য হিসেবে সাব্যস্ত করতেই বলে এবং যে শুনে সেও ঐ অর্থেই তা বুঝে।

৬৯. আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের জন্য শান্তিময় হয়ে যাও।[৯]

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۙ﴿۶۹﴾

৭০. তারা ইবরাহীমের সাথে অন্যায় ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে চরমভাবে ব্যর্থ করে দিলাম।

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۚ﴿۷۰﴾

৭১. আমি তাঁকে ও লূতকে নাজাত দিয়ে ঐ এলাকায় নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য বরকত রেখেছি।

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۱﴾

৭২. তারপর আমি ইসহাককে (তার পুত্র হিসেবে) দিয়েছি। এর উপর অতিরিক্ত দিয়েছি ইয়াকূবকে।[১০] আর আমি তাদের প্রত্যেককে নেককার বানিয়েছি।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ ؕ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿۷۲﴾

৭৩. তাদেরকে আমি ইমাম বানিয়েছি, যারা আমার হুকুমে মানুষকে হেদায়াত করতেন। আর আমি তাদের প্রতি নেক কাজ করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার জন্য ওহী পাঠিয়েছি। তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۚۙ﴿۷۳﴾

৭৪. লূতকে আমি হুকুম ও ইলম দিয়েছি এবং তাকে ঐ এলাকা থেকে নাজাত দিয়েছি, যার অধিবাসীরা খারাপ কাজ করত। সত্যিই তারা বড়ই মন্দ ও ফাসিক কাওম ছিল।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۙ﴿۷۴﴾

৭৫. আর লূতকে আমি আমার রহমতের মধ্যে শামিল করে নিলাম। তিনি নেক লোকদের একজন ছিলেন।

وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۠﴿۷۵﴾

৯. এ শব্দগুলো দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় এবং আগে-পরের প্রসঙ্গও এই অর্থের সমর্থন করছে যে, তারা নিজেদের ফায়সালা অনুযায়ী আগুনের বিরাট কুণ্ড তৈরি করে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আগুনকে ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। কুরআনে উল্লিখিত মু'জিযাগুলোর মধ্যে এটি অবশ্যই অন্যতম।

১০. অর্থাৎ, ছেলের পর নাতিকেও নবুওয়াতের মর্যাদা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল।

রুকূ' ৬

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

৭৬. আমি নূহকেও এই নিয়ামতই দিয়েছিলাম। যখন নূহ এসবের আগে আমাকে ডাকলেন তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম। তারপর তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে মহা বিপদ থেকে নাজাত দিলাম।

وَنَصَرْنَٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

৭৭. নূহকে আমি ঐ কাওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, যে কাওম আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত মন্দ লোক ছিল। তাই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আমি ঐ নিয়ামত দাউদ এবং সুলাইমানকেও দিয়েছিলাম। তারা দুজন যখন একটা ক্ষেতের মামলায় ফায়সালা দিচ্ছিলেন, যে ক্ষেতে রাতের বেলায় কাওমের ছাগলগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন আমি তাদের বিচার দেখছিলাম।

فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿٧٩﴾

৭৯. ঐ সময় আমি সুলাইমানকে সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিলাম, অথচ আমি দুজনকেই হুকুম ও ইলম দিয়েছিলাম। আমি পাহাড়গুলো ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, যারা তাসবীহ করছিল। এসব কাজের কর্তা আমিই ছিলাম।

وَعَلَّمْنَٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنتُمْ شَٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. তোমাদের উপকারের জন্য আমি তাঁকে বর্ম বানানোর কারিগরি শিল্প শিক্ষা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে একে অপরের আঘাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাহলে কি তোমরা শোকরগুযার হবে?

وَلِسُلَيْمَٰنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَٰلِمِينَ ﴿٨١﴾

৮১. আমি সুলাইমানের জন্য প্রবল বাতাসকে অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, যা তাঁর হুকুমে ঐ দেশের দিকে বয়ে যেত, যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছি। আমি সব বিষয়েই ইলমের অধিকারী ছিলাম।

৮২. আমি শয়তানদের মধ্য থেকে অনেককে তার অধীন করে দিয়েছিলাম, যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া আরও অন্যান্য কাজ করত। আমিই এসবের তদারককারী ছিলাম।

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۝

৮৩. (এই একই হুকুম ও ইলমের নিয়ামত) আমি আইয়ূবকেও দিয়েছিলাম। যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, আমাকে তো রোগ আক্রমণ করেছে, আর তুমি তো সবচেয়ে বড় মেহেরবান।

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

৮৪. আমি তার দোয়া কবুল করলাম। রোগের কারণে যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তাকে তার পরিবার-পরিজন তো দিলামই, আমার খাস রহমত থেকে তার পরিবারের সমান সংখ্যায় আরও দিলাম, যাতে ইবাদতকারীদের জন্য এটি একটি শিক্ষা হয়ে থাকে।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۝

৮৫-৮৬. এসব নিয়ামতই আমি ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলকে দিয়েছি। এরা সবাই সবর অবলম্বনকারী ছিলেন। আমি তাদেরকে আমার রহমতের মধ্যে শামিল করে নিলাম। আর তারা নেককার লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۖ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৭. আমি মাছওয়ালাকেও[১১] ঐ নিয়ামত দিয়েছি। যখন তিনি রাগ করে চলে গেলেন[১২] এবং মনে করেছিলেন, আমি এর

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ

১১. অর্থাৎ, হযরত ইউনুস (আ)। কোথাও তাঁর নাম নেওয়া হয়েছে আবার কোথাও তাঁকে 'যুন্নূন' এবং 'সাহিবুল হূত' তথা 'মাছওয়ালা' উপাধি দেওয়া হয়েছে। তাঁকে এজন্য মাছওয়ালা বলা হয়নি যে, তিনি মাছ ধরতেন বা বিক্রি করতেন; বরং আল্লাহ তাআলার হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল আর সে কারণেই তাঁকে 'মাছওয়ালা' বলা হয়েছে। যেমন– সূরা সাফ্ফাতের ১৪২ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের হুকুম আসার আগেই তিনি নিজের কাওমের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর হিজরত সঠিক হয়নি।

نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾

কারণে তাকে দোষী সাব্যস্ত করব না, তখন শেষ পর্যন্ত (মাছের পেটে থাকা অবস্থায়) অন্ধকার থেকে আমাকে ডাকলেন[১৩], তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তোমার সত্তা পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের মধ্যে শামিল ছিলাম।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

৮৮. তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে নাজাত দিলাম। আর এ রকমভাবেই আমি মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾

৮৯. আমি যাকারিয়াকেও ঐ নিয়ামত দিয়েছিলাম। যখন তিনি তার রবকে ডাকলেন, হে আমার রব! আমাকে একা ছেড়ে দেবেন না। আপনিই তো সেরা ওয়ারিশ।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

৯০. তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে (পুত্র হিসেবে) ইয়াহইয়াকে দান করলাম। এর জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্য বানালাম। এসব লোক অবশ্যই নেক কাজে তৎপর ছিলেন এবং তারা আগ্রহ ও ভয়ের সাথে আমাকে ডাকতেন। আর আমার প্রতি তারা অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন।

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

৯১. ঐ মহিলার কথা, যে তার সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল[১৪], আমার রূহ থেকে তার গর্ভে ফুঁ দিয়ে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্য নিদর্শন বানালাম।

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

৯২. তোমাদের এই উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমিই তোমাদের রব। কাজেই তোমরা আমারই দাসত্ব কর।

১৩. অর্থাৎ, মাছের পেটের মধ্য থেকে, যা নিজেই অন্ধকারময় ছিল এবং এর উপর সমুদ্রের অন্ধকারও যোগ হয়েছিল।

১৪. অর্থাৎ, হযরত মারইয়াম (আ)।

وَتَقَطَّعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. কিন্তু (এটা লোকদেরই কর্মকাণ্ড যে) তারা নিজেদের মধ্যে দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। অথচ সবাইকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

রুকূ' ৭

فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَٰتِبُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. অতএব, যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে তার শ্রম বৃথা যাবে না (তার কাজের অবমূল্যায়ন করা হবে না) আর আমি তার জন্য তা লিখে রাখছি।

وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. এটা সম্ভব নয় যে, আমি যে জনবসতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এর অধিবাসীরা আবার ফিরে আসবে।

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَٰخِصَةٌ أَبْصَٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٩٧﴾

৯৬-৯৭. যখন ইয়াজূজ-মাজূজকে ছেড়ে দেওয়া হবে তখন তারা প্রতিটি উঁচু জায়গা থেকে বের হয়ে আসবে এবং হক ওয়াদা পুরা হওয়ার সময়[১৫] কাছে এসে যাবে। সে সময় যারা কুফরী করেছিল, তাদের চোখ বড় বড় হয়ে যাবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এ বিষয়ে গাফিল হয়ে ছিলাম; বরং আমরা যালিম ছিলাম।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَٰرِدُونَ ﴿٩٨﴾

৯৮. নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া আর যাদের পূজা করছ– সবাই দোযখের লাকড়ি। সেখানেই তোমাদের যেতে হবে।[১৬]

لَوْ كَانَ هَٰٓؤُلَآءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٩٩﴾

৯৯. এরা যদি সত্যিই ইলাহ হতো, তাহলে তারা সেখানে যেত না। এখন সবাইকে সেখানেই চিরদিন থাকতে হবে।

১৫. অর্থাৎ, কিয়ামত হওয়ার সময়।

১৬. বর্ণিত আছে, মুশরিকনেতাদের মধ্যে একজন এই আয়াতের উপর আপত্তি করেছিল যে, এভাবে তো শুধু আমাদের মা'বূদই নয়; মাসীহ, উযায়ের এবং ফেরেশতারাও দোযখে যাবে। কারণ, পৃথিবীতে তাদেরও ইবাদত করা হয়। এর উত্তরে নবী করীম (স) বলেন, 'হ্যাঁ, ঐ সকল লোকই দোযখে যাবে, যারা এ কথা পছন্দ করে যে, আল্লাহ তাআলার বদলে তাদের ইবাদত করা হোক।

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝

১০০. তারা সেখানে চিৎকার করতে থাকবে এবং এমন অবস্থা হবে যে, তারা আর কোনো আওয়াজই শুনতে পাবে না।

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ ۙ أُولَٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝

১০১. ঐসব লোক, যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে আগে থেকেই কল্যাণের ফায়সালা হয়ে থাকবে, অবশ্যই তাদেরকে ঐ অবস্থা থেকে দূরে রাখা হবে।

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۝

১০২. তারা (দোযখের) সামান্য আওয়াজও শুনতে পাবে না; বরং তারা চিরদিন তাদের পছন্দনীয় জিনিসের মধ্যেই থাকবে।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ ۙ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝

১০৩. সেই কঠিন ঘাবড়ানোর অবস্থাও তাদেরকে পেরেশান করবে না; বরং ফেরেশতারা এসে তাদের সাথে দেখা করে বলবে, এটাই তোমাদের ঐ দিন, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হতো।

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ۝

১০৪. ঐদিন আমি আসমানকে তেমনিভাবে ভাঁজ করব, যেমন তাবিজের কাগজকে ভাঁজ করা হয়। যেভাবে আমি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলাম তেমনিভাবে আবার তা করব। এটা আমার দায়িত্বে একটি ওয়াদা। আর এটা আমাকে অবশ্যই করতে হবে।

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّٰلِحُونَ ۝

১০৫. যাবূর কিতাবে নসীহতের পর আমি লিখে দিয়েছি যে, আমার নেক বান্দাহরাই পৃথিবীর ওয়ারিশ হবে।[১৭]

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ ۝

১০৬. এ কথার মধ্যে ইবাদতকারীদের জন্য বিরাট সুখবর রয়েছে।

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ۝

১০৭. হে নবী! আমি তো আপনাকে দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।

১৭. এ আয়াত বোঝার জন্য সূরা 'যুমার'-এর ৭৩-৭৪ নং আয়াত পড়তে হবে।

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আপনি তাদেরকে বলুন, আমার কাছে যে ওহী আসে তা এই যে, তোমাদের ইলাহ একজনই মাত্র। এরপরও কি তোমরা অনুগত হবে?

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দিন, আমি তো প্রকাশ্যভাবে তোমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি। এখন আমি জানি না যে, তোমাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে এর সময় কি কাছে এসে গেছে না এখনও দূরে আছে।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾

১১০. আল্লাহ অবশ্যই ঐ কথাও জানেন, যা জোরে বলা হয় এবং তিনি তাও জানেন, যা তোমরা গোপনে করে থাক।

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾

১১১. আমি তো মনে করি, হয়তো এ (দেরি হওয়া) তোমাদের জন্য একটা ফিতনা এবং তোমাদেরকে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. অবশেষে রাসূল বললেন, হে আমার রব! হকের সাথে ফায়সালা করে দিন। আর হে লোকেরা! তোমরা যেসব কথা বানাচ্ছ, এর মোকাবিলায় আমাদের রাহমান রবই আমাদের সাহায্য চাওয়ার জন্য যথেষ্ট।

২২. সূরা হাজ্জ

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

চতুর্থ রু'কূর দ্বিতীয় আয়াতের 'হাজ্জ' শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরায় মাক্কী ও মাদানী উভয় যুগের সূরার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণেই কোন্ যুগে সূরাটি নাযিল হয়েছে এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। তবে মাওলানা মওদূদীর গবেষণা অনুযায়ী প্রথম ২৪টি আয়াত মাক্কী এবং বাকি ৫৪টি আয়াত মাদানী। চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ মাদানী হওয়ায় তিনি সূরাটিকে মাদানী যুগে নাযিল বলেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, মাক্কী যুগের শেষদিকে প্রথম অংশ এবং মাদানী যুগের শুরুতে বাকি অংশ নাযিল হয়েছে।

২৫ থেকে ৪০ নং আয়াতের আলোচ্য বিষয় এবং ৩৯ ও ৪০ নং আয়াতের পটভূমি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ২৫ থেকে ৭৮ নং আয়াত পর্যন্ত মাদানী যুগেই নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় তিন রকমের লোককে সম্বোধন করা হয়েছে- মক্কার মুশরিকরা, মক্কার দুর্বলমনা মুসলমানরা ও মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আগত খাঁটি মু'মিনরা।

১. মুশরিকদেরকে কঠোর ভাষায় বলা হয়েছে, তোমরা জিদ ধরে এমন সব জাহেলী আকীদা পোষণ করে আছ, যার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব মা'বূদের উপর ভরসা করে আছ, যাদের কোনো শক্তি নেই। তোমরা নবীকে অস্বীকার করছ। তোমাদের আগের যুগে যারা এসব করেছে তাদের যে দশা হয়েছে, তোমাদেরও ঐ একই দুর্দশা হবে। নবীকে অমান্য করে এবং সমাজের সবচেয়ে ভালো লোকদের উপর যুলুম করে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছ। এর ফলে তোমাদের উপর আল্লাহর যে গযব নাযিল হবে তা থেকে তোমাদের বানোয়াট মা'বূদরা তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। এসব ভয় দেখানোর সাথে সাথে বোঝানোর জন্য উপদেশও দেওয়া হয়েছে। সূরাটির বিভিন্ন জায়গায় শিরকের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদ ও আখিরাতের পক্ষে মযবুত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

২. দুর্বলমনা মুসলমানরা কিছু ইবাদত-বন্দেগী করলেও আল্লাহর পথে কোনো রকমের বিপদ মুকাবিলা করতে রাজি ছিল না। তাদেরকে কঠোর ভাষায় ধমক দিয়ে বলা হয়েছে, এটা কেমন ঈমান? আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-সুখে থাকলে আল্লাহ তোমাদের আল্লাহ থাকে, তোমরাও তাঁর বান্দাহ থাক; কিন্তু আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বিপদ এলে আল্লাহ আর তোমাদের আল্লাহ থাকে না, তোমরাও তাঁর বান্দাহ থাক না। অথচ আল্লাহ যদি তোমাদের তাকদীরে কোনো বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট রেখে থাকেন তাহলে তোমাদের কোনো চেষ্টা-তদবিরই তা থেকে রেহাই দিতে পারবে না।

৩. ঈমানদারদের প্রতি দু'ভাবে ভাষণ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ভাষণে মু'মিনদের সাথে আরবের জনগণকেও সম্বোধন করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ভাষণে শুধু মু'মিনগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

প্রথম ভাষণে মক্কার সরদাররা মুসলমানদের জন্য কা'বা শরীফ যিয়ারতের পথ যে বন্ধ করে দিয়েছে, এর সমালোচনা করে আরবের সব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কুরাইশদের বিরুদ্ধে এটাকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা গোটা আরববাসীর মনে এ বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কুরাইশরা কি হারাম শরীফের খাদেম না মালিক? আজ তারা শত্রুতা করে একদল লোককে হজ্জ করতে বাধা দিচ্ছে। এ অন্যায়কে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে কাল অন্য কোনো গোত্রকেও শত্রুতার কারণে বাধা দিতে পারে। হজ্জ ও ওমরা করতে বাধা দেওয়ার এ জঘন্য দাপট দেখানোর কোনো ইখতিয়ার কি তাদের আছে?

এ প্রসঙ্গে কাবাঘরের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহর হুকুমে এ ঘরটি তৈরি করেছিলেন তখন আল্লাহ নিজেই তাঁকে আদেশ করেছিলেন, সব মানুষকে হজ্জে আসার জন্য ডাকুন। তখনই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, মক্কাবাসী ও বাইরের সব মানুষের জন্য কা'বাঘর যিয়ারত করার সমান অধিকার রয়েছে। তাই এখানে আসতে বাধা দেওয়ার কারো অধিকার থাকতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ)-কে হুকুম দিয়েছিলেন, এ ঘরকে সব রকমের শিরক থেকে পাক-সাফ রাখতে হবে। এ ঘর একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এখানে শিরক করার কোনো অনুমতি নেই। কিন্তু এটা কী ভয়ঙ্কর কথা যে, আজ সেখানে দেব-দেবী ও মূর্তিপূজার স্বাধীনতা রয়েছে, অথচ আল্লাহর বন্দেগী করারই অনুমতি নেই।

দ্বিতীয় ভাষণে মুসলমানদেরকে এ জাতীয় যুলুমের মুকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। হিজরতের পর মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের সুযোগ এসেছে। মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এলে ৪১ নং আয়াতে তাদের জন্য ৪ দফা কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে।

সূরার শেষ আয়াতটি বড়ই আবেগময় ও প্রেরণাদায়ক। যারা দীনের খাতিরে শত বাধা অগ্রাহ্য করে এবং আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, বাড়ি-ঘর এমনকি জন্মভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করে চলে এলেন, তাঁদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, "এখন তোমরা জিহাদের হক আদায় করে আমার নৈকট্য হাসিলে চেষ্টা কর। আমার সন্তুষ্টির জন্য সব কিছু কুরবানী দিতে তোমরা এ কারণেই সক্ষম হয়েছ যে, আমি তোমাদেরকে আমার দীনের জন্য বাছাই করে নিয়েছি। এ পথে যত বাধা এসেছে, কোনো বাধাই যাতে তোমাদেরকে আটকাতে না পারে সে হিম্মত তোমাদের মধ্যে আমিই সৃষ্টি করেছি। এটাই তোমাদের আধ্যাত্মিক পিতা ইবরাহীমের আদর্শ। ইবরাহীমকেও আমি সকল বাধা জয় করার তাওফীক দিয়েছিলাম। আমি তোমাদেরকে মুসলিম (আমার সম্পূর্ণ অনুগত) হিসেবে স্বীকার করছি। আগের যুগে এবং এখনো এ ধরনের ত্যাগী লোকেরাই মুসলিম হিসেবে গণ্য। তোমরা দুনিয়ার মানবজাতির সামনে সত্যের সাক্ষীর মর্যাদা লাভ করেছ। রাসূল (স) যেমন আখিরাতে তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবেন, তোমরাও তেমনি মানবজাতির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। রাসূল (স) আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহর দীনকে পেশ করার দায়িত্ব পালন করেছেন কি না। তেমনিভাবে তোমাদেরকেও সাক্ষ্য দিতে হবে যে, তোমরা মানুষের প্রতি ঐ দায়িত্ব পালন করেছ কি না। এখন তোমরা সমাজে নামায কায়েম কর যাকাতভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু কর মযবুতভাবে আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধর; জীবনে চলার পথে তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর, তাঁকেই মেনে চলো এবং একমাত্র তাঁকেই ভয় কর; সাহায্যের জন্য একমাত্র তাঁরই কাছে হাত পাত; একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা কর; নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার উপরই ছেড়ে দাও; নিজের সত্তাকে আল্লাহময় করে নাও এবং তাঁর সন্তুষ্টিকেই তোমার সন্তুষ্টি বানিয়ে নাও।"

এ সূরার মর্মকথা বোঝার জন্য সূরা বাকারা ও আনফাল এর ভূমিকা দেখে নিলে ভালো হয়।

سُوْرَةُ الْحَجِّ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧٨ رُكُوْعَاتُهَا ١٠

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ①

১. হে মানুষ! তোমাদের রবের গযব থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন ভয়ানক জিনিস।

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ②

২. যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে, অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক মা তার দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভ পড়ে যাবে, মানুষকে তোমরা মাতাল দেখবে, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না; বরং আল্লাহর আযাব এমনই কঠিন হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ ③

৩. কতক লোক এমন আছে, যারা ইলম ছাড়াই আল্লাহকে নিয়ে তর্কাতর্কি করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের পেছনে চলে।

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ④

৪. অথচ তার নসীবেই এ কথা লেখা আছে যে, যে তাকে বন্ধু বানাবে তাকে সে গোমরাহ করে ছাড়বে এবং দোযখের আযাবের দিকে পথ দেখাবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى

৫. হে মানুষ! যদি মৃত্যুর পর আবার জীবিত করা সম্বন্ধে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে জেনে রাখ, আমি তো তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর গোশতের টুকরো থেকে, যা পূর্ণ আকারেরও হয় আবার অপূর্ণ আকারেরও হয়ে থাকে। (আমি এ কথা এজন্যই বলছি), যাতে আমি তোমাদের কাছে আসল সত্যকে স্পষ্ট করে দিতে পারি। আমি যে বীর্যকে

ইচ্ছা করি তাকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে স্থির রাখি। তারপর তোমাদেরকে শিশুর আকারে বের করে আনি, যাতে তোমরা যুবকে পরিণত হও। তোমাদের মধ্যে কাউকে আগেই মওত দেওয়া হয়, আর কাউকে নিকৃষ্ট বয়সের দিকে টেনে নেওয়া হয়, যাতে সব কিছু জানার পর সে আর কিছুই জানে না। আর তোমরা দেখতে পাও যে, জমিন শুকনো অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর যেই মাত্র আমি এর উপর পানি বর্ষণ করলাম, হঠাৎ করে কেঁপে উঠল ও ফুলে-ফেঁপে উঠল এবং সব রকম সুন্দর শাক-সবজি জন্মানো শুরু করল।

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

৬. এসব এ জন্য যে, আল্লাহই সত্য, তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

৭. আর এটা (এ কথার প্রমাণ যে) কিয়ামত অবশ্যই আসবে এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উঠাবেন, যারা কবরে আছে।

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾

৮-৯. মানুষের মধ্যে কতক এমন আছে যারা সঠিক ইলম, হেদায়াত ও আলোদাতা কিতাব ছাড়াই আল্লাহর ব্যাপারে ঘাড় উঁচিয়ে ঝগড়া করে, যাতে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করা যায়। এমন লোকের জন্য দুনিয়াতেই লাঞ্ছনা রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের আযাবের মজা ভোগ করাব।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٩﴾

১০. এটাই তোমার ঐ ভবিষ্যৎ, যা তোমার নিজের হাতই তোমার জন্য তৈরি করেছে। তা না হলে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের উপর যালিম নন।

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٠﴾

রুকূ' ২

১১. মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে কিনারায় থেকে আল্লাহর ইবাদত করে।[১] যদি তার ফায়দা হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল, আর যদি কোনো মুসীবত এসে যায় তাহলে পেছনে সরে গেল। তার দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই বরবাদ হয়ে গেল– এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ِۨاطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ِۨانْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾

১২. সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকে সে তার ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না– এটাই চরম গোমরাহী।

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾

১৩. সে তাকে ডাকে, যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে বেশি কাছে। তার অভিভাবক কতই মন্দ এবং তার সঙ্গী-সাথীও কতই খারাপ।

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾

১৪. (এর বিপরীতে) যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বহমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা করতে চান তা-ই করেন।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿١٤﴾

১৫. যে এ ধারণা করে যে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাকে কোনো সাহায্য করবেন না, তার উচিত, একটা রশির সাহায্যে সে আকাশে পৌঁছে তাতে ফাটল ধরিয়ে দেয়। তারপর সে দেখুক যে, তার তদবির এমন কোনো জিনিসকে ফিরিয়ে দিতে পারে কি না যা তার নিকট অপছন্দনীয়।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ ﴿١٥﴾

১৬. এ রকম স্পষ্ট আয়াতসহই আমি কুরআনকে নাযিল করেছি। আর আল্লাহ যাকে চান তাকেই হেদায়াত করেন।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ﴿١٦﴾

১. অর্থাৎ, কুফর ও ইসলামের সীমারেখার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে ইবাদত করে। যেমন– এমন লোক, যে সৈন্যবাহিনীর একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে; যদি বিজয় দেখে তাহলে এসে মিলিত হয়, আর পরাজয় দেখলে চুপি চুপি সরে পড়ে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾

১৭. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়েছে, আর যারা সাবেঈ, খ্রিস্টান, আগুনপূজারী এবং যারা শিরক করেছে– এ সবের মধ্যেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ ফায়সালা করে দেবেন। অবশ্যই সব কিছুর উপরই আল্লাহর দৃষ্টি রয়েছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۩ ﴿١٨﴾

১৮. তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সূর্য, চন্দ্র, তারা, পাহাড়, গাছ, সকল প্রাণী এবং অনেক মানুষ আল্লাহকে সিজদা করছে? এমন অনেক লোক আছে, যারা আযাবের যোগ্য হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে ইজ্জত দিতে পারে এমন কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। (সিজদার আয়াত)

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾

১৯-২০. এরা দুটো পক্ষ। তাদের রবের ব্যাপারে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে।[২] তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কাটা হয়ে গেছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যার ফলে তাদের চামড়াই শুধু নয়; তাদের পেটের ভেতর যা কিছু আছে সবই গলে যাবে।

وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾

২১. তাদের (শাস্তির) জন্য লোহার মুগুর রয়েছে।

كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

২২. তারা যখন পেরেশান হয়ে দোযখ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে তখনি তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং (বলা হবে) এখন আগুনে জ্বলার আযাবের মজা ভোগ কর।

২. আল্লাহ সম্পর্কে যেসব দল বিতর্ক করে তাদের সংখ্যা অনেক হওয়া সত্ত্বেও এসব দলকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একদল হচ্ছে তারা, যারা নবীদের কথা মেনে চলে এবং আল্লাহর সঠিক দাসত্বের পথে আছে। দ্বিতীয় দল হচ্ছে তারা, যারা নবীদের কথা অমান্য করে ও কুফরীর পথে চলে। তাদের মধ্যে যতই মতপার্থক্য থাকুক এবং তাদের কুফরী যতই বিভিন্ন রকমের হোক, তারা একই দলভুক্ত।

রুকূ' ৩

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

২৩. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বহমান। সেখানে তাদেরকে সোনার কঙ্কন ও মোতির মালা দিয়ে সাজানো হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক রেশমের হবে।

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝

২৪. তাদেরকে পবিত্র কথা কবুল করার হেদায়াত দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে মহান গুণের অধিকারী আল্লাহর পথ দেখানো হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

২৫. যারা কুফরী করেছে, (আজ) আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখছে এবং ঐ মসজিদে হারামের যিয়ারতে বাধা দিচ্ছে, যাকে আমি সকল মানুষের জন্য বানিয়েছি[৩], যেখানে স্থানীয় বাসিন্দা ও বাহির থেকে আসা লোকের সমান অধিকার রয়েছে (তাদের আচরণ অবশ্যই শাস্তির যোগ্য)। এ (মাসজিদে হারামে) যে-ই বিদ্রোহ ও যুলুমের রীতি গ্রহণ করবে তাকে আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের মজা ভোগ করাব।

রুকূ' ৪

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝

২৬. (ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি ইবরাহীমের জন্য এই ঘরের (কাবাঘর) জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলাম (এই হেদায়াতের সাথে যে) আমার সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, নামাযে দাঁড়ানো লোক ও রুকূ'-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন।

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

২৭-২৮. আর আপনি সকল মানুষকে হজ্জের জন্য ডাক দিন। তারা (এ ডাকে সাড়া দিয়ে) দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও

৩. অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীদেরকে হজ্জ ও ওমরাহ করতে দিচ্ছে না।

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

উটে চড়ে আসবে, যাতে তারা ঐ সব ফায়দা দেখতে পায়, যা তাদের জন্য এখানে রাখা হয়েছে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তারা ঐ পশুদের উপর আল্লাহর নাম নেয়, যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। তা থেকে তারা নিজেরাও যেন খায় এবং অভাবী গরীব লোকদেরকেও যেন খাওয়ায়।

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

২৯. তারপর তারা যেন নিজেদের ময়লা দূর করে, তাদের মান্নত পুরা করে এবং ঐ প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

৩০. এটাই ছিল (কাবা ঘর তৈরি করার উদ্দেশ্য)। আর যে আল্লাহর কায়েম করা সম্মানের মর্যাদা রক্ষা করে তা তার রবের দৃষ্টিতে তার জন্যই ভালো। তোমাদের জন্য গৃহপালিত পশু হালাল করে দেওয়া হয়েছে[৪], ঐগুলো ছাড়া, যাদের কথা তোমাদেরকে (আগে) জানানো হয়েছে। কাজেই তোমরা মূর্তির নাপাকি থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা কথা থেকেও দূরে থাক।

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

৩১. তোমরা একমুখী হয়ে আল্লাহর বান্দাহ হও, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আসমান থেকে পড়ে গেল। এখন হয় পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে, অথবা বাতাস তাকে দূরে কোথাও নিয়ে ফেলে দেবে।[৫]

৪. দুটো ভুল ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে এখানে গৃহপালিত পশুকে হালাল করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, কুরাইশ ও আরবের মুশরিকরা বহিরা, সায়বা, অসিলা ও হামকে আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে গণ্য করত। এজন্য বলা হয়েছে, এগুলো আল্লাহর স্বীকৃত হুরমত নয়; বরং তিনি সকল প্রকার গৃহপালিত পশুকেই হালাল করেছেন। দ্বিতীয়ত, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যেরূপভাবে শিকার করা হারাম, তেমনিভাবে এ কথা যেন মনে করা না হয় যে, ঐ অবস্থায় গৃহপালিত পশু জবেহ করা এবং খাওয়াও হারাম। এ জন্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এগুলো আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসসমূহের মধ্যে গণ্য নয়।

৫. এ উপমার মধ্যে আসমান বলতে মানুষের ফিতরাত বা স্বভাব বোঝানো হয়েছে। সে অনুসারে মানুষ এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাস নয় এবং তাওহীদ ছাড়া মানুষের প্রকৃতি অন্য কোনো ধর্ম মানে না। মানুষ নবীদের আনীত হেদায়াত কবুল করলে সে তার সেই প্রকৃতিগত অবস্থার উপর

ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۝

৩২. এটাই আসল ব্যাপার (এ কথা বুঝে নাও)। আল্লাহর নিদর্শনকে যে সম্মান দেখায়, নিশ্চয়ই তা তার মনের তাকওয়ার বিষয়।[৬]

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۝

৩৩. একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (কুরবানীর পশু) থেকে তোমাদের ফায়দা হাসিল করার অধিকার রয়েছে।[৭] তারপর তাদেরকে (কুরবানী দেওয়ার) জায়গা ঐ প্রাচীন ঘরটিরই কাছে।

রুকূ' ৫

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۗ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ ۝

৩৪. প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর এক একটা নিয়ম ঠিক করে দিয়েছি, যাতে (ঐ উম্মতের) লোকেরা ঐ পশুদের উপর আল্লাহর নাম নেয়, যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন[৮] (ঐ বিভিন্ন নিয়মের উদ্দেশ্য একই)। সুতরাং তোমাদের ইলাহ এক আল্লাহই এবং তোমরা তাঁর অনুগত হও। (হে নবী!) যারা বিনয়ী তাদেরকে সুখবর দিন।

জ্ঞান ও বিবেকসহ কায়েম হয় এবং অবনতির বদলে আরো উন্নত হতে থাকে। শিরক, নাস্তিকতা ও জড়বাদ গ্রহণ করা মাত্র মানুষ নিজের স্বভাবগত অবস্থার আসমান থেকে হঠাৎ নিচে পড়ে যায় এবং তাকে তখন দুটি অবস্থার যেকোনো একটির মুখোমুখি অবশ্যই হতে হয়। প্রথমত, শয়তান এবং গোমরাহ লোকেরা তার দিকে ধেয়ে আসে এবং প্রত্যেকেই তাকে নিজের শিকার হিসেবে পেতে চায়। দ্বিতীয়ত, তার নিজের নাফসের কামনা এবং নিজ বাসনা-কল্পনা তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় ও শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে কোনো গভীর গর্তে ফেলে দেয়।

৬. অর্থাৎ, আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি এ সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ অন্তরে আল্লাহর ভয়েরই ফল এবং এ কথার প্রমাণ যে, মানুষের অন্তরে কিছু না কিছু আল্লাহর ভয় আছে বলেই সে তাঁর নিদর্শনের প্রতি সম্মান দেখায়।

৭. পূর্বের আয়াতে আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান করার সাধারণ হুকুম দেওয়ার পর এ কথাটুকু একটি ভুল ধারণা দূর করার জন্য বলা হয়েছে। আরববাসীরা কুরবানীর পশুকেও আল্লাহর নিদর্শন হিসেবে গণ্য করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, পশুগুলোকে আল্লাহর ঘরে নিয়ে যাওয়ার সময় সেগুলোর উপর চড়ে বসা চলবে না, তাদের উপর কোনো বোঝাও চাপানো যাবে না এবং তাদের দুধও খাওয়া যাবে না। এসব ভুল ধারণা দূর করার জন্য বলা হয়েছে, এগুলো দ্বারা যে কাজ দরকার তা করানো যাবে।

৮. এ আয়াত দ্বারা দুটি কথা জানা যায়– প্রথমত, আল্লাহর দেওয়া সকল শরীআতেই 'কুরবানী' একটি জরুরি ইবাদত হিসেবে গণ্য ছিল। দ্বিতীয়ত, আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর নামে কুরবানী করা, যা সকল শরীআতেই সমানভাবে আছে। অবশ্য কুরবানীর সময়, জায়গা ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে বিভিন্ন নবীর শরীআতের বিধান বিভিন্ন ছিল।

ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى
ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣٥

৩৫. যাদের অবস্থা এমন যে, যখন আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হয় তখনি তাদের দিল কেঁপে উঠে, যে মুসীবতই তাদের উপর আসে তাতে তারা সবর করে, নামায কায়েম করে এবং যা কিছু রিযক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।

وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا
خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا
وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ
وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ٣٦

৩৬. (কুরবানীর) উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে শামিল করেছি। তোমাদের জন্য এতে মঙ্গল রয়েছে। কাজেই এদেরকে সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে এদের উপর আল্লাহর নাম লও।[৯] (কুরবানীর পর) যখন তাদের পিঠ মাটিতে স্থির হয়ে যায়[১০], তখন তা থেকে তোমরা নিজেরাও খাও এবং তাদেরকেও খাওয়াও, যারা চেয়ে বেড়ায় না ও যারা চায় (ফকীর)। এভাবেই এ পশুগুলোকে আমি তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن
يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ
لِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ
ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٧

৩৭. (কুরবানীর পশুদের) গোশতও আল্লাহর কাছে পৌছে না, তাদের রক্তও পৌছে না; কিন্তু তোমাদের তাকওয়াই শুধু পৌছে। এভাবেই তিনি এসবকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন, যাতে তিনি যে তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন, সে জন্য তোমরা তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা করতে পার।[১১] (হে নবী!) আপনি নেককার লোকদের সুখবর দিন।

৯. সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম নেওয়ার অর্থ যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া। উটকে প্রথমে দাঁড় করিয়ে তার গলায় বল্লম মারা হয়। একে 'নহর করা' বলা হয়ে থাকে।

১০. পিঠগুলো জমিনের উপর স্থির হওয়ার অর্থ শুধু মাটিতে পড়ে যাওয়া নয় বরং এর অর্থ মাটিতে পড়ে গিয়ে স্থির হওয়া। অর্থাৎ, তড়পানি বন্ধ হয়ে প্রাণ যখন পুরোপুরি বের হয়ে যায়।

১১. অর্থাৎ, অন্তর দিয়ে তাঁর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর এবং কাজের মাধ্যমে তা ঘোষণা ও প্রকাশ কর। এটা কুরবানীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। আল্লাহ তাআলা পশুগুলোকে যে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, তাঁর এ দানের প্রতি শুকরিয়া আদায়ের জন্য শুধু কুরবানী ওয়াজিব করা হয়নি বরং এর জন্য এটাও ওয়াজিব করা হয়েছে যে, এ পশুগুলো যাঁর এবং যিনি এগুলোকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন তাঁর তথা আল্লাহর মালিকানা স্বত্বকে যেন মনে-প্রাণে ও কাজের মাধ্যমে আমরা স্বীকার করি। আমরা কখনো যেন এ ভুল ধারণা না করে বসি যে, এসব কিছু আমাদেরই নিজস্ব সম্পদ।

إِنَّ اللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. যারা ঈমান এনেছে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ নিজে অবশ্যই দুশমনদেরকে দমন করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো খিয়ানতকারী কাফিরকে পছন্দ করেন না।

রুকূ' ৬

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছিল তাদেরকে অনুমতি দেওয়া গেল, কারণ তারা মজলুম।[১২] নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

৪০. এরা ঐসব লোক, যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে এ দোষে বের করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা বলত, 'আল্লাহ্ আমাদের রব।' আল্লাহ্ যদি মানুষের এক দলকে দিয়ে অপর দলকে দমন করতে না থাকতেন তাহলে খানকাহ্, গির্জা, পূজা-উপসনার জায়গা ও মসজিদ, যেখানে বেশি করে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়— এ সবই চুরমার করে দেওয়া হতো। যে আল্লাহকে সাহায্য করে আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।[১৩] নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী।

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا۟ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِالْمَعْرُوفِ

৪১. তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ

১২. আল্লাহর পথে যুদ্ধ সম্পর্কে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে তন্মধ্যে এটা হচ্ছে প্রাথমিক আয়াত। এ আয়াতে শুধু অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পরে সূরা বাকারার ১৯০ থেকে ১৯৩ এবং ২১৬ ও ২২৪ নং আয়াত নাযিল হয়েছে, যাতে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের গবেষণা অনুযায়ী প্রথম হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে অনুমতির আয়াত নাযিল হয় এবং বদর যুদ্ধের কিছু দিন আগে দ্বিতীয় হিজরীর রজব অথবা শা'বান মাসে যুদ্ধের হুকুম আসে।

১৩. এ বিষয়ে কুরআনু মাজীদের কয়েকটি সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মানুষকে তাওহীদের দিকে ডাকে এবং সত্য দীন কায়েম করার ও মন্দের বদলে ভালোর জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য করেন। কারণ, এ কাজগুলো হচ্ছে আল্লাহরই কাজ, যা করার জন্য তারা সাথী ও সহযোগী হয়।

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে।

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٤٢﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

৪২-৪৩. (হে নবী!) যদি তারা (কাফিররা) আপনাকে মানতে অস্বীকার করে থাকে, তাহলে তাদের আগে নূহের কাওম, 'আদ ও সামূদের কাওম, ইবরাহীমের কাওম এবং লূতের কাওম এ রকম অস্বীকার করেছে।

وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٤﴾

৪৪. মাদইয়ানবাসীরাও মানতে অস্বীকার করেছে। মূসাকেও অমান্য করা হয়েছে। এসব কাফিরদেরকেই আমি পয়লা অবকাশ দিয়েছি, কিন্তু পরে পাকড়াও করেছি। এখন দেখে নাও, আমার শাস্তি কেমন ছিল।

فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. কতই অপরাধী জনবসতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আজ সেসব তাদের ছাদে উল্টে পড়ে আছে। কত কুয়া অকেজো হয়ে আছে এবং কত মযবুত বালাখানা (ধ্বংস হয়ে পড়ে আছে)।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

৪৬. এরা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করেনি, যাতে তাদের দিল তা থেকে বুঝতে পারত ও তাদের কান শুনতে পারত? আসল কথা হলো, চোখ অন্ধ হয় না, কিন্তু ঐ দিল অন্ধ হয়ে যায় যা বুকে রয়েছে।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. (হে নবী!) এরা আপনার কাছে তাড়াতাড়ি আযাব চাচ্ছে। আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু আপনার রবের নিকটের এক দিন তোমাদের গণনার হিসেবের হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে।[১৪]

১৪. অর্থাৎ, মানবীয় ইতিহাসে আল্লাহর ফায়সালা তোমাদের ঘড়ি ও পঞ্জিকার হিসেবে হয় না যে, আজ কোনো কাজ সঠিক বা বেঠিক করা হলো আর আগামী কালই এর ভালো বা মন্দ ফল প্রকাশ পাবে। কোনো জাতিকে যদি বলা হয়, তোমাদের অমুক কাজের ফলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর এ কথার জবাবে যদি সে জাতি এই যুক্তি দেখায় যে আজ দশ, বিশ, পঞ্চাশ বছর কেটে গেল– আমরা এ কাজ করছি, কই আজ পর্যন্ত তো আমাদের উপর কোনো বিপদ আসেনি, তাহলে সে জাতি বড়ই নির্বোধ। ঐতিহাসিক ফল প্রকাশ পাওয়ার জন্য দিন, মাস, বছর তো দূরের কথা, শত বছরও এর জন্য বড় কোনো ব্যাপার নয়।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ۚ وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿٤٨﴾

৪৮. কতই তো জনপদ ছিল, যা যালিম ছিল। প্রথমে আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, তারপর পাকড়াও করেছি। আর সকলকে তো আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

রুকূ' ৭

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. (হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে মানুষ! আমি তো শুধু তোমাদের জন্য ঐ ব্যক্তি যে (মন্দ সময় আসার আগে) স্পষ্টভাবে সতর্ককারী।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٥٠﴾

৫০. তারপর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক রয়েছে।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٥١﴾

৫১. আর যারা আমার আয়াতকে হেয় দেখানোর চেষ্টা করে, তারা দোযখের অধিবাসী।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٥٢﴾

৫২. (হে নবী!) আপনার আগে আমি এমন কোনো রাসূল ও নবী পাঠাইনি (যার সাথে এমন আচরণ হয়নি যে) যখনি তিনি কোনো ইচ্ছা করেন, শয়তান তাঁর ইচ্ছায় বাধা দেয়। কিন্তু শয়তান যে বাধার সৃষ্টি করে আল্লাহ তা রহিত করে দেন। তারপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে মযবুত করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

৫৩. (আল্লাহ এ কারণেই এমনটা হতে দেন) যাতে শয়তান যে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে ঐ লোকদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দেন, যাদের দিলে (মুনাফিকীর) রোগ হয়েছে ও যাদের দিল পাষাণ। আসলে এ যালিম লোকগুলো হিংসার দিক দিয়ে বহু দূর চলে গেছে।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. (হে নবী!) যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে তাদের জানা উচিত, এ সত্য আপনার রবের পক্ষ থেকে এসেছে। কাজেই তারা যেন এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের দিল যেন এর দিকে ঝুঁকে যায়। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদেরকে সরল-সঠিক পথের দিকে হেদায়াত করে থাকেন।[১৫]

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

৫৫. যারা কুফরী করেছে তারা তো ঐ সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকবে, যখন হয় তাদের উপর হঠাৎ কিয়ামত এসে পড়বে অথবা তাদের উপর এক মন্দ দিনের আযাব নাযিল হবে।

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৬. ঐ দিন বাদশাহী শুধু আল্লাহরই হবে। তিনিই তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা নিয়ামতভরা বেহেশতে থাকবে।

১৫. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা শয়তানের এই ফিতনা সৃষ্টির কাজকে মানুষের জন্য পরীক্ষা বানিয়েছেন। অর্থাৎ, খাঁটি থেকে অখাঁটিকে আলাদা করার উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। যাদের মন বিকৃত তারা এ পরীক্ষার বিষয়গুলো থেকেই ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর এগুলো তাদের গোমরাহীর সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ একই কথাগুলো থেকে সুস্থ মনের লোকেরা নবী ও আল্লাহর কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে মযবুত ঈমান হাসিল করে। তারা বুঝতে পারে, এগুলো শয়তানের দুষ্টামি ও নষ্টামি। এই জিনিস তাদেরকে নিশ্চিত বিশ্বাস দান করে যে, এ দাওয়াত অবশ্যই সত্য ও কল্যাণের। তা না হলে শয়তান এর প্রতি এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত না। নবী করীম (স)-এর দাওয়াত সে সময়ে যে পর্যায়ে ছিল তা দেখে ঐসব লোক ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিল, যারা শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নিত। তারা নিজেদের চোখে শুধু এটুকু দেখেছিল যে, মক্কার কাফিররা সফল হয়ে গেল; আর যিনি আশা করেছিলেন, তাঁর জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তারা তাঁকে দেশেই থাকতে দিলো না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেশত্যাগ করতে হলো। লোকেরা যখন তাঁকে এই কথা ঘোষণা করতে শুনত যে, আমি আল্লাহর নবী এবং আল্লাহ আমার সহায়-সাথী এবং কুরআনের এই ঘোষণাগুলোও শুনত যে, নবীকে অমান্যকারী জাতির উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়; তখন কুরআন ও নবী করীমের সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জাগত। এ অবস্থায় তাঁর বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে আরো অগ্রসর হয়ে নানা কথার অবতারণা করত। যেমন– কোথায় গেল আল্লাহর সেই সাহায্য? কি হলো সেই আযাবের ধমকের? আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে তা এখনো আসছে না কেন? এই আয়াতগুলোতে এ কথাগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾

৫৭. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে মানতে অস্বীকার করেছে তারাই ঐ সব লোক, যাদের জন্য অপমানকর আযাব রয়েছে।

রুকূ' ৮

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, তারপর নিহত হয়েছে বা মারা গেছে, আল্লাহ তাদের অবশ্য অবশ্যই ভালো রিযক দান করবেন। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই রিযকদাতাদের মধ্যে সেরা।

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

৫৯. তিনি তাদেরকে এমন জায়গায় পৌঁছাবেন, যার ফলে তারা খুশি হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল।

ذَٰلِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٦٠﴾

৬০. এটা তো হলো তাদের পরিণাম। আর যে তার সাথে যে পরিমাণ অন্যায় করা হয়েছে সে পরিমাণ প্রতিশোধ নেয় এবং যদি তার সাথে বাড়াবাড়িও করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ গুনাহ মাফকারী ও ক্ষমাশীল।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾

৬১. এটা এ জন্য যে, আল্লাহই দিনের মধ্যে রাত ও রাতের মধ্যে দিন প্রবেশ করান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾

৬২. এটা এ জন্য যে, আল্লাহই আসল সত্য এবং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে ডাকে সে বাতিল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুমহান ও সবচেয়ে বড়।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾

৬৩. তোমরা কি দেখছ না, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। এর ফলে জমিন সবুজ হয়ে যায়? নিশ্চয়ই আল্লাহ গোপন বিষয়ও দেখেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন।[১৬]

১৬. অর্থাৎ, কুফর ও যুলুমের পথে যারা চলে তাদের উপর আযাব নাযিল করা, মু'মিন ও নেক লোকদেরকে পুরস্কার দান করা, মযলুম ও সত্যপন্থিদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া এবং যে সত্যপন্থিরা জান-প্রাণ দিয়ে যালিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে সাহায্য করা ঐ আল্লাহরই কাজ, যাঁর আয়াতে উল্লিখিত গুণসমূহ রয়েছে।

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۖ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

৬৪. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনিই, যার কোনো অভাব নেই এবং যিনি প্রশংসার ধার ধারেন না।

রুকূ' ৯

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۖ وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۖ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৬৫. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে এ সবই আল্লাহ তোমাদের অনুগত করে রেখেছেন এবং তিনিই নৌকাকে এ নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন যে, সে তাঁরই হুকুমে সমুদ্রে চলে? তিনিই আসমানকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া সে মাটির উপর পড়ে যেতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান।

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۖ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۝

৬৬. তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তারপর তিনিই তোমাদেরকে মউত দেন। এরপর তিনি আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই নাফরমান (সত্য-বিরোধী)[১৭]।

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۖ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৬৭. প্রত্যেক উম্মতের জন্যই আমি ইবাদতের একটা নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যা তারা মেনে চলে। (হে নবী!) এ ব্যাপারে তারা যেন আপনার সাথে ঝগড়া না করে।[১৮] আপনি তাদেরকে আপনার রবের দিকে ডাকুন। নিশ্চয়ই আপনি সরল-সোজা রাস্তার উপরই আছেন।

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৬৮. তারা যদি আপনার সাথে ঝগড়া করে তাহলে বলে দিন, তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন।

১৭. অর্থাৎ, এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও নবীদের আনীত সত্যকে তারা অস্বীকার করে চলে।

১৮. অর্থাৎ, আগের যুগের নবীগণ নিজ নিজ যুগের উম্মতদের জন্য ইবাদতের এক-একটি নিয়ম নিয়ে এসেছিলেন। তেমনি এই যুগের উম্মতদের জন্য আপনিও ইবাদতের এক বিশেষ নিয়ম নিয়ে এসেছেন। তাই এ বিষয়ে আপনার সাথে ঝগড়া করার অধিকার কারো নেই। কেননা, আপনার আনীত ইবাদতপদ্ধতিই এ যুগের জন্য সঠিক ও উপযোগী।

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝٦٩

৬৯. আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐ সব বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন, যা নিয়ে তোমরা মতভেদ করছ।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٧٠

৭০. তোমরা কি জানো না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে এ সবই আল্লাহ জানেন? সব কিছু একটি কিতাবে লেখা আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝٧١

৭১. এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর ইবাদত করে, যার পক্ষে তিনি কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং তাদের কাছেও এ বিষয়ে কোনো ইলম নেই। এই যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٧٢

৭২. (হে নবী!) যখন আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ তাদেরকে তিলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন আপনি দেখতে পান, কাফিরদের চেহারা বিগড়ে যাচ্ছে এবং এমন মনে হয় যে, যারা আমার আয়াত শোনায় তাদের উপর এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। আপনি তাদেরকে বলুন, আমি কি তোমাদেরকে বলব যে, এর চেয়েও মন্দ জিনিস কোন্‌টা? আগুন (দোযখ), যারা কাফির তাদের জন্য আল্লাহ এরই ওয়াদা করে রেখেছেন। আর তা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

রুকূ' ১০

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۝٧٣

৭৩. হে মানুষ! একটা উপমা দেওয়া হচ্ছে। ভালো করে শোন। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা সবাই মিলে একটা মাছিও যদি পয়দা করেতে চায়, কিন্তু তারা পারবে না। বরং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাহলে তারা তা ছাড়িয়ে নিতেও পারবে না। যে সাহায্য চায় সেও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় সেও দুর্বল।

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারা আল্লাহর মর্যাদাই বুঝল না, যেমন বুঝা উচিত। আসলে শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী তো শুধু আল্লাহই।

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٧٥﴾

৭৫. আল্লাহ (তাঁর বাণী পৌঁছানোর জন্য) ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও বাণীবাহক বাছাই করেন, মানুষের মধ্য থেকেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٧٦﴾

৭৬. যা কিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের আড়ালে আছে তাও তিনি জানেন। আর সব বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরে আসে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! রুকূ ও সিজদা কর, তোমাদের রবের দাসত্ব কর এবং ভালো কাজ কর। এতেই আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে। (শাফেয়ী মাযহাবের নিকট এটা সিজদার আয়াত)।

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۬ۙ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿٧٨﴾

৭৮. আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমনভাবে করা উচিত। তিনি তোমাদের (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নিয়েছেন। দীনের মধ্যে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। (দীন অনুযায়ী তোমাদের চলার পথে তিনি কোনো বাধা থাকতে দেননি)। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর কায়েম হয়ে যাও। আল্লাহ আগেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন, এ কুরআনেও (তোমাদের নাম এটাই), যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হন এবং তোমরাও মানব জাতির উপর সাক্ষী হও। সুতরাং সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মযবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না ভালো এ অভিভাবক! আর কতই না ভালো এ সাহায্যকারী!

২৩. সূরা মুমিনূন

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম আয়াতের তৃতীয় শব্দটি দিয়েই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরাটির আলোচনার ধরন ও আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায়, মাক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ে এ সূরা নাযিল হয়। তখন রাসূল (স) ও কাফিরদের মধ্যে কঠিন বিরোধ চলছিল, তবে অত্যাচার তখনো চরমে পৌঁছেনি। ৭৫ ও ৭৬ নং আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, সূরাটি ঐ সময় নাযিল হয়েছে, যখন আরবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে, ঐ দুর্ভিক্ষ নবুওয়াতের মাক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়েই হয়েছিল।

হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত ওমর (রা)-এর ইসলাম কবুলের পর এ সূরা নাযিল হয়েছে। এ সূরা নাযিলের সময় হযরত ওমর (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং ওহী নাযিলের সময় রাসূল (স)-এর অবস্থা কেমন হয় তা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। সূরাটি নাযিল হওয়ার পর নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, 'এ সময় আমার উপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যদি কেউ এ আয়াতগুলো অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে পারে তাহলে সে অবশ্যই বেহেশতে পৌঁছে যাবে।' এ কথা বলার পর তিনি এ সূরার প্রথমদিকের আয়াতগুলো শুনিয়ে দেন।

আলোচ্য বিষয়

রাসূল (স)-কে মেনে চলার দাওয়াতই হলো এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়।

সূরার শুরুতে মুমিনদের যেসব গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব যে রাসূলের অনুসরণেরই ফল, তা বোঝানো হয়েছে। এসব গুণ যাদের আছে তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়; আর নবীর অনুসরণ ছাড়া এসব গুণ হাসিল সম্ভব নয়।

এরপর মানুষ, আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, গাছ-পালা, পশু-পাখিসহ বিশ্বের সকল নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করে এ কথা মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, রাসূল (স) তাওহীদ ও আখিরাতকে বিশ্বাস করার যে দাওয়াত দিচ্ছেন এর পক্ষে গোটা সৃষ্টিজগৎই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

সূরাটিতে নবীগণ ও তাঁদের উম্মতের কাহিনীর মাধ্যমে নিম্নরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে :

১. আজ তোমরা মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াতের ব্যাপারে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি দেখাচ্ছ, সেসবের কোনোটাই নতুন নয়। আগের নবীদের যুগে অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা এসব আপত্তিই তুলেছিল, যা আজ তোমরা তুলছ। এখন তোমরাই বল, ইতিহাসের শিক্ষা কী? আজ তোমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা নবী ছিলেন বলে স্বীকার করছ। তাহলে প্রমাণিত হলো যে, আগে যারা আপত্তি তুলেছিল তারা সত্যিই জাহেল ছিল। সুতরাং তোমরা কি তাদের মতোই নও?

২. তাওহীদ ও আখিরাতের যে শিক্ষা এখন মুহাম্মদ (স) দিচ্ছেন, প্রত্যেক যুগের নবী এ একই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি এমন কোনো নতুন আজব কথা শিক্ষা দিচ্ছেন না, যা মানুষ আগে কখনো শুনেনি।

৩. যেসব জাতি নবীর কথা শুনেনি এবং জিদ ধরে বিরোধিতা করেছে তারা যে ধ্বংস হয়েছে, সে কাহিনীও এ সূরায় আছে।

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নবী এসেছেন তাঁরা সবাই একই দীন নিয়ে এসেছেন। এ দীন ছাড়া দুনিয়ায় আর যত ধর্ম আছে সেসব মানুষের তৈরি। নবীর দীন থেকে অন্য সব দিক বাদ দিয়ে শুধু ধর্মীয় অংশটুকু নিয়ে আলাদা ধর্ম বানিয়ে ফেলা হয়েছে।

নবী ও উম্মতদের কাহিনীগুলো বলার পর এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে, যে বিষয়ে অনেকেই সঠিক ধারণা রাখে না; বরং প্রায় সকলেই ভুল ধারণা পোষণ করে। বিষয়টি হলো এই–

ধনবল, জনবল, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যাদের আছে তারা সঠিক পথে আছে এবং তারাই আল্লাহর প্রিয় আর যারা গরিব, দুর্বল ও বিপদে পড়ে আছে তারা ভুল পথে আছে এবং তাদের উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট– এমন কথা যারা বিশ্বাস করে তারা একেবারেই মারাত্মক ভুলের মধ্যে পড়ে আছে।

আসল জিনিস হচ্ছে– ঈমান, সততা ও আল্লাহভীতি। আল্লাহর প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার এটাই আসল ভিত্তি। এ কথাগুলো এ কারণে বলা হয়েছে যে, যারা রাসূল (স)-এর বিরোধিতা করছিল তারা সবাই ছিল মক্কার বড় বড় নেতা, ধনে-জনে বলীয়ান ও ক্ষমতাবান আর যারা রাসূল (স)-এর সাহাবী ছিলেন তাঁরা অসহায় ও বিরোধীদের হাতে যুলুমের শিকার হচ্ছিলেন।

এ অবস্থা দেখে মানুষ এ ভুল ধারণা করতে পারে যে, বিরোধীরাই আল্লাহ ও দেবতাদের নেক নজরে আছে আর যারা রাসূলের উপর ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের সাথে নেই এবং দেবতাদের আক্রোশও তাদের উপর পড়ে আছে।

মক্কার দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করে কাফিরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে সাবধান হওয়ার জন্যই দুর্ভিক্ষ নাযিল করেছেন। যদি তোমরা সঠিক পথে না আস, তাহলে আরো কঠিন শাস্তি আসতে পারে।

শেষের দিকে রাসূল (স)-কে হুকুম করা হয়েছে যে, বিরোধীরা আপনার সাথে যত খারাপ ব্যবহারই করুক, আপনি তাদেরকে ভালোভাবেই জবাব দিন। শয়তান যেন তাদের মন্দের জবাব মন্দভাবে দেওয়ার জন্য আপনাকে উসকাতে না পারে।

সবশেষে বিরোধীদেরকে তাদের মন্দ আচরণের জন্য আখিরাতে জবাবদিহি করার বিষয়ে ভয় দেখানো হয়েছে।

সূরা মুমিনূন

১১৮ আয়াত, ৬ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١١٨ رُكُوْعَاتُهَا ٦

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পারা ১৸

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১. অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে।

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

২. যারা তাদের নামাযে বিনয়ী ও ভীত থাকে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۝

৩. যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۝

৪. যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝

৫. যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।[১]

اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۝

৬. তাদের স্ত্রীদের ও ডান হাতের অধিকারী দাসীদের কাছে ছাড়া।[২] এদের ব্যাপারে তাদের দোষ ধরা হবে না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝

৭. অবশ্য যারা এর বাইরে আরও কিছু চায় তারাই সীমা লঙ্ঘনকারী।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝

৮. যারা তাদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

৯. যারা তাদের নামাযের হেফাযত করে।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

১০-১১. এসব লোকই ঐ ওয়ারিশ, যারা ফিরদাউস নামক বেহেশতের উত্তরাধিকারী হবে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

১. এর দুটি অর্থ– এক. নিজের দেহের লজ্জা-উপযোগী অংশগুলো ঢেকে রাখে অর্থাৎ উলঙ্গপনা থেকে বিরত থাকে ও নিজের সতর (লজ্জাস্থান) অন্যের সামনে খোলে না। দুই. নিজের পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষা করে অর্থাৎ যৌন ব্যাপারে লাগামহীন বা উচ্ছৃঙ্খল হয় না।

২. অর্থাৎ দাসীরা। যুদ্ধে যাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় ও বন্দীবিনিময় না হলে যাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কারো মালিকানায় দেওয়া হয়।

১২. আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾

১৩. এরপর তাকে এক হেফাযত করা জায়গায় বীর্য হিসেবে রেখেছি।

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

১৪. তারপর এ বীর্যকে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি। এরপর এ জমাট রক্তকে গোশতের টুকরা বানিয়েছি। তারপর এ গোশতের টুকরাকে হাড্ডিতে পরিণত করেছি। এরপর হাড্ডির উপর গোশতের পোশাক পরিয়ে দিয়েছি। তারপর তাকে অন্য একটি সৃষ্টি বানিয়ে দাঁড় করিয়েছি।[৩] সুতরাং আল্লাহ বড়ই বরকতময়। সব কারিগর থেকে ভালো কারিগর।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

১৫. অতঃপর তোমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে।

ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾

১৬. তারপর তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই আবার উঠানো হবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

১৭. তোমাদের উপর আমি সাতটি পথ বানিয়েছি।[৪] সৃষ্টির ব্যাপারে আমি মোটেই গাফেল ছিলাম না।[৫]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾

৩. অর্থাৎ যদিও পশু সৃষ্টিতেও এসব কিছুই হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ এই সৃষ্টিকাজের দ্বারা মানুষকে আরেক রকমের সৃষ্টি হিসেবে গড়ে তুলেছেন, যা পশুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

৪. মনে হয় এর অর্থ সপ্তগ্রহের কক্ষপথ। সে যুগের লোকেরা শুধু সাতটি গ্রহ সম্বন্ধে জানত। তাই সাতটি পথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

৫. এ আয়াতাংশের অনুবাদ এটাও হতে পারে– 'সৃষ্টির প্রতি আমি উদাসীন ছিলাম না বা নই।' প্রথম অনুবাদ অনুসারে আয়াতের অর্থ– এসব কিছু আমি যা সৃষ্টি করেছি, তা কোনো আনাড়ির হাতে এমনিই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়ে যায়নি; বরং সেসবকে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সচেতনতার সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-বিধান তার মধ্যে চালু আছে। সমগ্র বিশ্বব্যবস্থায় সামান্য থেকে সর্বোচ্চ মর্যাদার জিনিসের মধ্যে পূর্ণ মিল ও সঙ্গতি রয়েছে। এই বিরাট কারখানার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, কোনো কিছুই বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। এটাই স্রষ্টার মহান কৌশলের প্রমাণ ও নিদর্শন। দ্বিতীয় অনুবাদ অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে– এ বিশ্বে আমি যতকিছু সৃষ্টি করেছি তাদের যা যা দরকার, সে বিষয়ে আমি কখনো উদাসীন নই। তাদের কোনো অবস্থা আমার অজানা নয়। কোনো জিনিসকে আমি আমার উদ্দেশ্যের বিপরীত হতে বা চলতে দিইনি, কোনো জিনিসের প্রকৃতিগত চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে আমি ত্রুটি করিনি। প্রতিটি অণু ও অবস্থা সম্পর্কে আমি পূর্ণ জ্ঞান রাখি।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝

১৮. আমি আসমান থেকে ঠিক হিসাব মতো এক বিশেষ পরিমাণে পানি নাযিল করেছি। এরপর তা মাটিতে বসিয়ে দিয়েছি। আমি উহাকে যেভাবে ইচ্ছা গায়েব করে দিতে পারি।

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

১৯. তারপর এ পানি দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান বানিয়ে দিয়েছি। এসব বাগানে তোমাদের জন্য অনেক ফল রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা খেয়ে থাক।

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ ۝

২০. আর ঐ গাছও আমি পয়দা করেছি, যা তূরে সাইনা থেকে বের হয়[৬], তেল নিয়েও উৎপন্ন হয় এবং আহার গ্রহণকারীদের জন্য তরকারিও হয়।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

২১. আসলে তোমাদের জন্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। এদের পেটে যা কিছু আছে তা থেকে একটা জিনিস (দুধ) তোমাদেরকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য এদের মধ্যে অন্যান্য অনেক ফায়দা রয়েছে। আর তা থেকে তোমরা (গোশত) খাও।

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

২২. এসব পশুর উপর এবং নৌকায় তোমাদেরকে আরোহণ করানো হয়।

রুকূ' ২

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

২৩. আমি নূহকে তার কাওমের নিকট পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় করো না?

৬. অর্থাৎ যায়তূন, যা ভূমধ্যসাগরের পাশের এলাকায় উৎপন্ন ফলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সিনাইয়ের সঙ্গে একে সম্পর্কিত করার কারণ সম্ভবত এই যে, সিনাই পর্বত ঐ অঞ্চলের সব থেকে বিখ্যাত ও পরিচিত স্থান এবং যা এ বৃক্ষের আসল জন্মস্থান।

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. তার কাওমের সরদারদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলল, এ লোকটি তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তোমাদের উপর নেতা হতে চায়। আল্লাহ যদি কাউকে পাঠাতে চাইতেনই তাহলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। (মানুষ রাসূল হয়ে আসে) এমন কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের সময়েও শুনিনি।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

২৫. আসলে কিছুই নয়, লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়েছে। কিছু সময় অপেক্ষা কর (হয়তো ভালো হয়ে যাবে)।

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾

২৬. নূহ বললেন, হে আমার রব! এরা যে আমাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলো, এখন আপনিই আমাকে সাহায্য করুন।

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. আমি তার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, আমার তদারকিতে ও আমার ওহী মোতাবেক একটা নৌকা তৈরি করুন। তারপর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলায় পানি উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে যান। আপনার পরিবার পরিজনকে সাথে নিন, একজন ছাড়া, যার বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে। আর যালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবেন না। তারা অবশ্যই ডুবে মরবে।

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾

২৮-২৯. তারপর যখন আপনি ও আপনার সাথীগণ নৌকায় সওয়ার হয়ে যাবেন, তখন বলবেন সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে যালিম কাওম থেকে নাজাত দিয়েছেন। আরও বলুন, হে আমার রব! আমাকে বরকতময় জায়গায় নামিয়ে দিন এবং আপনিই নামার জন্য ভালো জায়গা দিতে পারেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ

৩০. নিশ্চয়ই এ কাহিনীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর আমি তো পরীক্ষা করতেই থাকি।

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

৩১. এদের পর আমি অপর এক যুগের কাওমকে উঠালাম।

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ

৩২. তারপর তাদের মধ্য থেকেই তাদের প্রতি এক রাসূল পাঠালাম (যিনি তাদেরকে দাওয়াত দিলেন) আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় করো না?

রুকূ' ৩

وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ

৩৩. তার কাওমের নেতাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং আখিরাতে হাজির হওয়ার কথা মিথ্যা মনে করেছিল, যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে সুখে রেখেছিলাম, তারা বলল, এই লোক তো তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা খাও সে-ও তাই খায়, তোমরা যা কিছু পান কর সে-ও তাই পান করে।

وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ

৩৪. এখন যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষেরই কথামতো চল, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ

৩৫. সে কি তোমাদেরকে বলে যে, যখন তোমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং হাড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে আবার) বের করা হবে?

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ

৩৬. বহু দূরের কথা। অসম্ভব কথা যা তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হচ্ছে।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

৩৭. দুনিয়ার এ জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। আমাদেরকে এখানেই বাঁচতে হবে ও মরতে হবে। আমাদেরকে আবার উঠানো হবে না।

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এ লোকটি আল্লাহর নামে ডাহা মিথ্যা রচনা করে চলেছে। আমরা কখনো তার প্রতি ঈমান আনব না।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٩﴾

৩৯. রাসূল বললেন, হে আমার রব! এ লোকেরা যে আমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করল, এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে সাহায্য করুন।

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. আল্লাহ জবাব দিলেন, ঐ সময় কাছেই আছে, যখন তারা তাদের এ কাজের জন্য আফসোস করবে।

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

৪১. অবশেষে সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে ধরে ফেলল। তারপর আমি তাদেরকে আবর্জনার মতো ফেলে দিলাম। দূর হও যালিম কাওম।

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. এরপর আমি তাদের পরে অন্য এক কাওমকে উঠিয়েছি।

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. কোনো কাওম তাদের নির্দিষ্ট সময়ের আগেও খতম হয়নি, পরেও টিকে থাকেনি।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ۖ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ۚ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তারপর আমি একের পর এক রাসূল পাঠিয়েছি। যে কাওমের কাছেই তাঁর রাসূল এসেছেন, তারা তাকে মিথ্যা বলে অমান্য করেছে। আমিও এক কাওমের পর আর এক কাওমকে ধ্বংস করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমি অতীতের কাহিনী বানিয়ে ছেড়েছি। ঐ কাওমের উপর অভিশাপ, যারা ঈমান আনে না।

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾

৪৫-৪৬. এরপর আমি মূসা ও তার ভাই হারূনকে আমার নিদর্শনসমূহ ও স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরাউন ও তার রাজ-দরবারের লোকদের নিকট পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করল। আর তারা উঁচু দরের কাওম বনে গিয়েছিল।

فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ۝٤٧

৪৭. তারা বলল, আমরা কি আমাদেরই মতো দুজন মানুষের প্রতি ঈমান আনব? অথচ এ দুজনের কাওম আমাদেরই দাস।

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ۝٤٨

৪৮. অতএব তারা দুজনকেই মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করল। কাজেই তারা ধ্বংসশীলদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেল।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٤٩

৪৯. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, যাতে তারা হেদায়াত লাভ করে।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗٓ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ۝٥٠

৫০. মারইয়ামের পুত্র ও তার মাকে আমি এক নিদর্শন বানালাম এবং তাদের দুজনকে এক উঁচু জায়গায় আশ্রয় দিলাম, যা আরামদায়ক ছিল ও যেখানে বহমান পানি ছিল।

রুকূ' ৪

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝٥١

৫১. হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র জিনিস থেকে খান এবং নেক আমল করুন। আপনারা যা-ই করেন তা আমি ভালো করেই জানি।

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ۝٥٢

৫২. নিশ্চয়ই আপনাদের এই উম্মত একই উম্মত। আর আমি আপনাদেরই রব। কাজেই আপনারা আমাকেই ভয় করুন।

فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۭ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ۝٥٣

৫৩. কিন্তু পরবর্তীকালে লোকেরা তাদের দীনকে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ফেলল। প্রত্যেক দলের নিকট যা কিছু আছে তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট।

فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ ۝٥٤

৫৪. সুতরাং তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেদের গাফলতির মধ্যে পড়ে থাকতে দিন।

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ۝٥٥

৫৫-৫৬. তাদেরকে আমি যে মাল ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি, তাতে কি তারা মনে করে যে, আমি তাদের কল্যাণ

করার উদ্দেশ্যেই তৎপর হয়ে আছি? না, তা নয়। আসল ব্যাপারে তাদের কোনো চেতনাই নেই।	نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ۝
৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১. নিশ্চয়ই যারা তাদের রবের ভয়ে ভীত, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করে, যারা তাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করে না, যাদের অবস্থা এমন যে, তারা যা কিছু দান করার তা দান করে এবং তাদের দিল এ ভয়ে কাঁপতে থাকে যে, তাদেরকে তাদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে, তারাই ঐ সব লোক, যারা কল্যাণের দিকে দৌড়ায় এবং এগিয়ে গিয়ে তা হাসিল করে।	إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۝
৬২. আমি কাউকে তার সাধ্যের চেয়ে বেশি কাজের দায়িত্ব দিই না। আমার কাছে একটি কিতাব আছে, যা (প্রত্যেকের অবস্থা) ঠিক ঠিক বলে দেয়[৭] এবং তাদের উপর কোনো যুলুম করা হবে না।	وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝
৬৩. কিন্তু এ বিষয়ে তাদের দিল গাফিল (সচেতন নয়)। আর তাদের আমলও ঐসব থেকে ভিন্ন (যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)। তারা তাদের এ আমল চালিয়েই যাবে।	بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ۝
৬৪. শেষ পর্যন্ত আমি যখন তাদের বিলাসী লোকদেরকে আযাবে গ্রেফতার করব তখন তারা চিৎকার জুড়ে দেবে।	حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ۝
৬৫. (তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমরা বিলাপ বন্ধ কর। নিশ্চয়ই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য কোনো সাহায্য মিলবে না।	لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ۝

৭. 'কিতাব' বলতে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামা (কাজের হিসাব)-কে বোঝানো হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এ আমলনামা পৃথক পৃথকভাবে তৈরি হচ্ছে। ব্যক্তির প্রত্যেকটি কথা, কাজ, নড়াচড়া এমনকি চিন্তা-ভাবনা ও ইচ্ছা-সংকল্পের সার্বিক অবস্থা এতে লিখিত হচ্ছে।

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তোমাদেরকে যখন আমার আয়াত তিলাওয়াত করে শোনানো হতো (রাসূলের আওয়াজ শুনতেই) তোমরা পেছন দিকে পালিয়ে যেতে।

مُسْتَكْبِرِيْنَ ۖ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. অহংকারের দাপটে তোমরা তাঁকে পাত্তাই দিতে না। আর আড্ডায় বসে তাঁর সম্পর্কে আজেবাজে কথা বানাতে।

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَاْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦٨﴾

৬৮. এরা কি কখনো এই কালাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেনি? অথবা তিনি কি এমন কোনো কথা নিয়ে এসেছেন, যা কখনো তাদের বাপ-দাদাদের কাছে আসেনি?

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. অথবা তারা কি তাদের রাসূলকে চিনেই না? তাই তারা (না চেনার কারণেই) কি তাঁকে অস্বীকার করছে?

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٠﴾

৭০. অথবা তারা কি এ কথা বলে যে, তিনি পাগল? না, বরং তিনি সত্য নিয়েই তাদের কাছে এসেছেন। আর তাদের বেশির ভাগ লোক সত্যকেই অপছন্দ করে।

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧١﴾

৭১. যদি কখনো সত্যই তাদের মর্জির পেছনে চলত, তাহলে আসমান ও জমিন এবং যারা সেখানে আছে (এ সবের গোটা ব্যবস্থাপনাই) উলট-পালট হয়ে যেত; বরং আমি তাদের নিজেদের কথাই তাদের কাছে এনেছি। অথচ তারা নিজেদের কথা থেকেই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. (হে নবী!) আপনি কি তাদের কাছে কোনো ধন-সম্পদ চান? আপনার রব যা দিয়েছেন তা-ই ভালো। আর তিনি সেরা রিযকদাতা।

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٣﴾

৭৩. আপনি তো তাদেরকে সোজা রাস্তার দিকেই ডাকছেন।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ ۝

৭৪. কিন্তু যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, তারাই সরল রাস্তা থেকে অন্য পথে চলতে চায়।

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

৭৫. যদি আমি তাদের উপর রহম করি এবং বর্তমানে তারা যে বিপদে আছে[৮] তা দূর করে দিই, তাহলে তারা তাদের বিদ্রোহে একেবারেই দিশেহারা হয়ে যাবে।

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ ۝

৭৬. তাদের অবস্থা এই যে, আমি তাদেরকে বিপদে ফেলেছি, এ সত্ত্বেও তারা তাদের রবের সামনে নতও হয়নি এবং কাকুতি-মিনতি করে (তাদের রবকে) ডাকেওনি।

حَتّٰى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۝

৭৭. (অবশ্য যখন অবস্থা এমন হবে যে) আমি যখন তাদের উপর কঠিন আযাবের দুয়ার খুলে দেবো তখন তারা সকল কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে।

রুকূ' ৫

وَهُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝

৭৮. তিনি তো আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছেন এবং (চিন্তা করার জন্য) দিল দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা কমই শুকরিয়া আদায় কর।

وَهُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

৭৯. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

وَهُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৮০. তিনি জীবন দান করেন ও মউত দেন। আর রাত ও দিনের আবর্তন তাঁরই ক্ষমতাধীন। তোমরা কি এ কথা বুঝ না?

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ ۝

৮১. কিন্তু এরা তা-ই বলছে, যা এদের আগের লোকেরা বলেছে।

৮. অর্থাৎ সেই দুর্ভিক্ষ, যা নবী করীম (স)-এর নবুওয়াত শুরু হওয়ার পর কয়েক বছর পর্যন্ত চালু ছিল।

৮২. এরা বলে, যখন আমরা মরে মাটি হয়ে যাব এবং হাড্ডিসার হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে?

قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝

৮৩. এ ওয়াদা আমরাও অনেক শুনেছি এবং আমাদের আগে আমাদের বাপ-দাদারাও শুনে এসেছে। এসব পুরাকালের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

৮৪. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা জানো তাহলে বল দেখি এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যারা আছে তার মালিক কে?

قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৮৫. তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, তাহলে তোমাদের হুঁশ হয় না কেন?

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

৮৬. জিজ্ঞেস করুন, সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে?

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

৮৭. তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ। বলুন, তাহলে তোমরা ভয় করো না কেন?

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝

৮৮. তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা জানো তাহলে বল দেখি, প্রতিটি জিনিসের কর্তৃত্ব কার হাতে? কে আশ্রয় দেয় এবং কার বিরুদ্ধে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না?

قُلْ مَنْۢ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৮৯. তারা অবশ্যই বলবে যে, এ সবই আল্লাহর হাতে। তাহলে কোথা থেকে তোমরা ধোঁকায় পড়ে যাও?

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ ۝

৯০. যা আসল সত্য তা আমি তাদের সামনে নিয়ে এসেছি। আর নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।[৯]

بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

৯. অর্থাৎ, তারা তাদের এ কথায় মিথ্যাবাদী যে, আল্লাহ ছাড়া আরো কারো কারো আল্লাহর মতোই গুণ, ক্ষমতা ও অধিকার আছে বা এগুলোর কোনো অংশ আছে। তাদের এ কথায়ও তারা মিথ্যাবাদী যে, মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন থাকা অসম্ভব। তাদের এই মিথ্যা তাদের কথা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। একদিকে তারা স্বীকার করে যে, জমিন ও আসমানের মালিক এবং বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের অধিকারী আল্লাহ; অন্যদিকে এ কথাও বলে যে, খোদায়ী একমাত্র তার নয়; বরং অন্যরাও (যারা অবশ্যই তাঁরই দাস ও সৃষ্ট) খোদায়ীতে তাঁর সাথে শরীক আছে। এই দু'রকমের কথায় মোটেই মিল নেই। তেমনিভাবে একদিকে এ কথা বলা যে, 'আমাদেরকে এবং এই বিরাট বিশ্বকে

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۙ﴿۹۱﴾

৯১. আল্লাহ কাউকে তাঁর সন্তান বানাননি।[১০] আর তাঁর সাথে আর কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক ইলাহ তার নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং তারা একে অপরের উপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা বানায় তা থেকে আল্লাহ অতি পবিত্র।

عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۹۲﴾

৯২. গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহ জানেন। এরা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ উপরে আছেন।

রুকূ' ৬

قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۴﴾

৯৩-৯৪. (হে নবী!) দোয়া করুন, হে আমার রব! তাদেরকে যে আযাবের ধমক দেওয়া হচ্ছে তা যদি আমার সামনে নিয়ে এস, তাহলে হে আমার রব, আমাকে ঐ যালিমদের সাথে শামিল করো না।[১১]

وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. নিশ্চয়ই আমি আপনার সামনেই ঐ জিনিস নিয়ে আসার পুরা ক্ষমতা রাখি, যার ধমক আমি তাদেরকে দিচ্ছি।

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ؕ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. (হে নবী!) মন্দকে ঐ নিয়মে দমন করুন, যা সুন্দর। তারা আপনার সম্পর্কে যেসব কথা বানায় তা আমি খুব ভালোভাবেই জানি।

আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আবার অন্যদিকে এ কথা বলা যে, আল্লাহ নিজের সৃষ্টিকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করতে পারবেন না' একেবারেই জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত কথা। সুতরাং তাদের মেনে নেওয়া সত্য দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, শিরক ও আখিরাতকে অবিশ্বাস করা দুটোই ভুল ও মিথ্যা।

১০. এখানে কেউ যেন এ ভুল ধারণা না করে যে, শুধু খ্রিস্টবাদের বিরুদ্ধে এ কথা বলা হয়েছে; বরং আরবের মুশরিকরাও যে নিজেদের মা'বুদদেরকে আল্লাহর সন্তান-সন্ততি বলে গণ্য করত তারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিকই এই গুমরাহিতে তাদের সাথী।

১১. এর অর্থ এই নয় যে, নবী করীম (স)-এর উপর আযাব নাযিল হওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিল অথবা তিনি যদি এ দোয়া না করতেন তাহলে ঐ আযাবে গ্রেফতার হতেন (নাউযুবিল্লাহ)। এভাবে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, আল্লাহর আযাব সত্যিই ভয় করারই জিনিস। তা এত ভয়াবহ যে, শুধু পাপীরাই নয়, সৎ লোকদেরকেও তাদের সকল কাজ নেক হওয়া সত্ত্বেও তা থেকে পানাহ চাওয়া উচিত।

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

৯৭-৯৮. দোয়া করুন, হে আমার রব! আমি শয়তানের উসকানি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। বরং শয়তান আমার কাছে আসা থেকেই আমি তোমার আশ্রয় চাই।

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾

৯৯. (এ লোকেরা তাদের করণীয় যা করতেই থাকবে) এমনকি যখন তাদের মধ্যে কারো মউত এসে যাবে তখন বলবে, হে আমার রব! আমাকে (ঐ দুনিয়াতেই) ফিরিয়ে দাও।

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. যে দুনিয়া ছেড়ে এসেছি, সেখানে 'আশা করি, এখন আমি নেক আমল করব।' কখনো নয়; এটা একটা কথার কথা মাত্র, যা তারা বলছে। (মরার পর) তাদের পেছনে 'বারযাখ' রয়েছে, আবার তাদেরকে উঠানোর দিন পর্যন্ত[১২] (সেখানেই থাকবে)।

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿١٠١﴾

১০১. তারপর যখনি শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক বাকি থাকবে না এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

১০২. তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে সে-ই সফল হবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. আর যার পাল্লা হালকা হবে, তারা ঐসব লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

১০৪. আগুন তাদের চেহারার চামড়া জ্বালিয়ে দেবে এবং তাদের জিহবা বের হয়ে আসবে।

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. তোমরা কি ঐসব লোক নও, যখন তোমাদেরকে আমার আয়াত শোনানো হতো তখন তোমরা তা মিথ্যা বলে অমান্য করতে?

---

১২. 'বারযাখ' ফারসি শব্দ। আরবী ভাষায় শব্দটিকে 'পর্দা' অর্থে ব্যবহার করা হয়। আয়াতের মর্ম হচ্ছে– এখন দুনিয়া ও তাদের মাঝে একটি বাধা রয়েছে, যা তাদেরকে দুনিয়ায় ফিরে আসতে দেবে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝখানে 'বারযাখে' থাকবে।

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা সত্যি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছিলাম।

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৭. হে আমাদের রব! এখন আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন। আবার যদি আমরা অপরাধ করি তাহলে আমরা যালিম হব।

قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. আল্লাহ জবাবে বলবেন, তোমরা এখানেই পড়ে থাক। আমার সাথে কথা বলবে না।

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾

১০৯-১১০. যখন আমার কতক বান্দাহ বলত, হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদেরকে মাফ করে দিন ও আমাদের উপর রহম করুন, আপনি সব দয়াবান থেকে বেশি দয়ালু, তখন তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র বানালে। এমনকি তাদের প্রতি জিদ তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিলো এবং তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশায় মেতে রইলে (আমার কথা ভুলে তাদেরকে নিয়েই ব্যস্ত রইলে)।

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١١١﴾

১১১. আজ আমি তাদের সবরের এই ফল দান করলাম যে, তারাই সত্যিকার সফলকাম।

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. তারপর আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, বল দেখি, পৃথিবীতে তোমরা কত বছর ছিলে?

قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তারা বলবে, একদিন বা এক দিনেরও কিছু অংশ আমরা সেখানে ছিলাম। যারা হিসাব করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

১১৪. আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি অল্প দিনই ছিলে না? হায় এ কথা যদি তোমরা ঐ সময় জানতে।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

১১৫. তোমরা কি এ ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থকই সৃষ্টি করেছিলাম এবং তোমাদেরকে আবার আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

১১৬. আল্লাহই মহান এবং আসল বাদশাহ। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই মহান আরশের রব।

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾

১১৭. যে কেউ আল্লাহর সাথে আরও কোনো মা'বুদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই[১৩], তার হিসাব তার রবের নিকট আছে। এমন কাফিররা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না।

وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮. (হে নবী!) আপনি বলুন, হে আমার রব! ক্ষমা করুন ও রহম করুন। আপনিই সকল রহমকারীর সেরা।

১৩. আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, 'কেউ যদি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মা'বুদকে ডাকে, তাহলে তার এ কাজের পক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই।'

২৪. সূরা নূর

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

পঞ্চম রুকূ'র প্রথম আয়াতের 'নূর' শব্দ থেকে এ নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরা যে বনূ মুসতালিক যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছে, এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপবাদের ঘটনাটি এ সূরার দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ঘটনা যে বনূ মুসতালিকের যুদ্ধের সফরেই ঘটেছিল, এ বিষয়েও সবাই একমত।

হিজাব বা পর্দার বিধান সূরা আহযাব ও সূরা নূরে পাওয়া যায়। এ কথাও নিশ্চিত যে, আহযাব যুদ্ধের সময়ই সূরা আহযাব নাযিল হয়েছে। আর আহযাব যুদ্ধ পঞ্চম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে। হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ার ঘটনার আগেই পর্দার আইন নাযিল হয়েছে। এতে সাব্যস্ত হয় যে, সূরা নূর সূরা আহযাবের পরে নাযিল হয়েছে। বনূ মুসতালিকের যুদ্ধ হিজরী ষষ্ঠ সনের শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছে বলেই জানা যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

বদর যুদ্ধে ইসলামের বিজয়ের পর আরবে মুসলিম শক্তির উত্থান শুরু হয়েছিল এবং আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তা এতটা উন্নতি লাভ করেছিল যে, সকল বিরোধী মহল দমে গিয়েছিল। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পঞ্চম বছর শাওয়াল মাসে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদিরা একজোট হয়ে ১০ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে এক মাস ধরে মদীনা ঘেরাও করে রেখেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। রাসূল (স) যুদ্ধের কৌশল হিসেবে মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করেন। 'পরিখা'র আরবী প্রতিশব্দ হলো 'খন্দক'। তাই এ যুদ্ধ খন্দক যুদ্ধ নামে খ্যাত। গভীর ও প্রশস্ত গর্ত পার হয়ে মদীনা শহরে দুশমনরা ঢুকতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথেই রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন, 'এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের উপর হামলা করবে না; বরং তোমরাই তাদের উপর হামলা করবে।'

বদর থেকে খন্দক পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধে মুসলিমদের চেয়ে সব দিক দিয়ে বিরোধীরা শক্তিমান ছিল। যোদ্ধাদের সংখ্যা, অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, যানবাহন ইত্যাদিতে মুসলিমরা দুর্বল ছিল। তাহলে কেমন করে মুসলিম বাহিনীর বিজয় হয়েছিল– মুসলমানদের আসল শক্তি ছিল আল্লাহর সাহায্য এবং এ সাহায্যের মূলে ছিল তাদের উন্নত চরিত্র ও নৈতিক বল। দুশমনরা বুঝতে পারল, রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামের উন্নত নৈতিক মান মানুষের মন জয় করে চলেছে। তাঁদের খাঁটি চরিত্র, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ মন তাঁদের মধ্যে পূর্ণ একতা, শৃঙ্খলা ও সংহতি গড়ে দিয়েছে। এসবের মুকাবিলা করার সাধ্য যে বিরোধীদের নেই তা তারা বুঝতে পেরেছে।

ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর নিকট গোটা আরবের ঐক্যবদ্ধ শক্তির বারবার পরাজয়ের ফলে আরবের সাধারণ জনগণের আস্থা তারা হারাচ্ছে বলে টের পেয়ে দুশমনরা যুদ্ধের নতুন কৌশল গ্রহণ করেছিল। চরিত্র ও নৈতিকতার দিক দিয়ে মুসলমান বাহিনী মোটেই উন্নত নয় বলে প্রমাণ করার জন্য তারা সুযোগ খুঁজতে লাগল। মদীনার মুনাফিকরা মুসলমানদের দোষ খুঁজে বের করে আরবনেতাদেরকে জানানোর দায়িত্ব নিয়েছিল।

প্রথম সুযোগ

পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাসে আল্লাহর হুকুমে রাসূল (স) তাঁর পালকপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নবকে বিয়ে করেন। মুখে ডাকা পালকপুত্র আসলে পুত্র নয় এবং তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী পালকপিতার জন্য হারাম নয়– এ কথা প্রমাণ করার জন্যই আল্লাহ এ বিয়ে করার হুকুম দিয়েছিলেন, যাতে পুরাতন কুপ্রথা দূর হয়ে যায়। মদীনার মুনাফিকরা এটাকে বিরাট হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে রাসূল (স)-এর পবিত্র চরিত্রকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে পুত্রবধূর সাথে প্রেমের মুখরোচক গল্প প্রচার করেছিল। আল্লাহ কুরআন মাজীদে এর প্রতিবাদ করে রাসূল (স)-এর ইজ্জতের হেফাযত করলেন।

দ্বিতীয় সুযোগ

বনু মুসতালিকের যুদ্ধের পর রাসূল (স) তাঁর কাফেলা নিয়ে মদীনায় ফিরে আসার পথে এক জায়গায় থেমে রাত কাটান। এ সফরে রাসূল (স)-এর সাথে তাঁর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)ও ছিলেন। প্রত্যেক সফরেই রাসূল (স) কোনো না কোনো স্ত্রীকে সফরসঙ্গী হিসেবে নিতেন। লটারি করে ঠিক করতেন কে সঙ্গী হবেন। এ সফরে লটারিতে আয়েশা (রা)-এর নাম উঠেছিল।

যেখানে রাত যাপনের জন্য কাফেলা থেমেছিল, সেখান থেকে শেষরাতেই কাফেলা মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার জন্য তৈরি হতে থাকে। ঘটনাক্রমে হযরত আয়েশা (রা) পেশাব-পায়খানা করার উদ্দেশ্যে তাঁবুর বাইরে একটু দূরে গিয়েছিলেন। তাঁবুর কাছে ফিরে এসে খেয়াল করে দেখলেন যে, তাঁর গলার হারটি কোথাও পড়ে গেছে। হারটির খোঁজে তিনি আবার গেলেন; ফিরে এসে দেখেন, কাফেলা চলে গেছে, তিনি একাই রয়ে গেছেন।

তিনি নিজেই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী রওয়ানা হওয়ার সময় আমি নিজেই আমার হাওদায় বসে যেতাম; চার জন লোক হাওদা উটের পিঠে বসিয়ে দিত। আমি তাঁবুতে নেই জেনে তারা মনে করল, আমি হাওদায় উঠে গেছি। তারা হাওদা উটের পিঠে উঠিয়ে দিল এবং আমার উটও কাফেলার সাথে চলে গেল। ঐ জায়গাটি মদীনার কাছাকাছি বিধায় আমি নিশ্চিত ছিলাম, মদীনায় পৌঁছে যখন তারা দেখবে, আমি হাওদায় নেই তখন তারা আমাকে নিতে এখানেই আসবে। তাই আমি চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি যেখানে ঘুমিয়ে ছিলাম সেখান দিয়ে সকালে সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল সালামী যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দার হুকুম আসার আগে তিনি আমাকে বহু বার দেখেছেন। আমাকে দেখেই তিনি তাঁর উট থামিয়ে জোরে 'ইন্নালিল্লাহ' উচ্চারণ করায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নিই। তিনি আমার সাথে কোনো কথা না বলে তাঁর উটকে আমার সামনে বসিয়ে দিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমি উটের পিঠে

সওয়ার হলে তিনি উটের রশি ধরে এগুতে থাকেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে আমরা কাফেলার সাথে মিলিত হই। তখন কাফেলা যাত্রাবিরতির জন্য থেমেছিল। তখনো কাফেলা টের পায়নি যে, আমি পেছনে রয়ে গেছি।'

হাদীস থেকে জানা যায়, মুনাফিকনেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ খবর শোনার সাথে সাথে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম! এ মহিলা চরিত্র হারিয়েছে। দেখ, তোমাদের নবীর স্ত্রী আরেক জনের সাথে রাত কাটিয়েছে।'

মুনাফিকরা এ অপবাদের অপপ্রচার এমন জোরেশোরে চালাল যে, কতক মুমিনও এ অপপ্রচারে শরীক হয়ে গেল। এসব কথা রাসূল (স)-এর কানে গেলে তিনি অত্যন্ত বিব্রতবোধ করেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-এর কানে গেলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। এসব কথা যখন হযরত আয়েশা (রা) জানলেন তখন থেকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর নির্দোষ হওয়ার সার্টিফিকেট আসা পর্যন্ত সময়টা তিনি কীভাবে কাটিয়েছেন, এর করুণ বিবরণ তিনি নিজেই দিয়েছেন। এসব বিবরণ হাদীসে রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে এ মারাত্মক মিথ্যা ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্য অত্যন্ত জঘন্য ছিল। এর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (স) ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইজ্জতের উপর হামলা করে মুসলিম জাতির নৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করা এবং এটাকে উপলক্ষ করে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে এমনকি আনসারদের আউস ও খাজরায গোত্রের মধ্যে বিভেদ বাঁধিয়ে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে খতম করাই ছিল বিরোধীশক্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য।

ঐ কঠিন পরিস্থিতিতে এ সূরা নাযিল করে আল্লাহ তাআলা ঐ মহা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন এবং উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও মহব্বত বহাল করলেন।

আলোচ্য বিষয়

হযরত যয়নব (রা)-কে বিয়ে করাকে কেন্দ্র করে নৈতিক দিক দিয়ে প্রথম হামলার পর সূরা আহযাবের শেষ ছয় রুকূ' নাযিল হয়। আর হযরত আয়েশা (রা)-কে নিয়ে দ্বিতীয় হামলার সময় সূরা নূর নাযিল হয়। এ পটভূমিকে খেয়ালে রেখে এ দুটো সূরাকে বোঝার চেষ্টা করলে বুঝতে খুব সহজ হয়।

মুনাফিকরা মুসলিমদেরকে এমন এক ময়দানে পরাজিত করতে চেয়েছিল, যেখানে তারাই ছিল শ্রেষ্ঠ। এতে রাগ হয়ে ঐ দুটো সূরায় মুনাফিক ও কাফিরদের উপর পাল্টা আক্রমণ করার কোনো শিক্ষা আল্লাহ তাআলা দেননি; বরং মুসলিমদের মধ্যে নৈতিক দিক দিয়ে যেসব ত্রুটি আছে তা দূর করার জন্য এ সূরায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে নৈতিক ময়দানে তারা পূর্ণতা লাভ করে আরও শক্তিশালী হয়। চরম বিরোধী পরিবেশকে জয় করার জন্য এটাই আল্লাহ তাআলার স্টাইল।

এর আগের বছর হযরত যয়নবের সাথে আল্লাহর রাসূলের বিয়ের বিরুদ্ধে যে বিরাট হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হয়েছিল, এর মুকাবিলা করার জন্য সূরা আহযাব নাযিল হয়েছে। সেখানেও মুসলিমদের নৈতিক উন্নতির জন্য নিম্নরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় :

১. রাসূল (স)-এর স্ত্রীগণকে হুকুম দেওয়া হয়, সাজসজ্জা করে বাইরে যেও না। ভিনপুরুষের সাথে নরম সুরে কথা বলবে না। (৩২ ও ৩৩ নং আয়াত)

২. রাসূল (স)-এর ঘরে বিনা অনুমতিতে কেউ যেন না ঢোকে। তাঁর স্ত্রীদের কাছে কেউ কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে। (৫৩ নং আয়াত)

৩. মুসলমানদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে, রাসূলের স্ত্রীগণ তোমাদের মা। মায়ের মতোই তাঁদের সাথে তোমাদের বিয়ে হারাম। (৫৩ ও ৫৪ নং আয়াত)

৪. রাসূল (স)-এর স্ত্রীদের ঘরে শুধু মুহাররাম (যাদের সাথে বিয়ে হারাম) আত্মীয়রাই যাতায়াত করতে পারবে। (৫৫ নং আয়াত)

৫. মুসলমানদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, রাসূলকে কষ্ট দিলে দুনিয়ায় লা'নত এবং আখিরাতে আযাব পাবে; কোনো মুসলমানের ইজ্জতের উপর হামলা করলে বা অযথা দোষারোপ করলে কঠিন গুনাহগার হবে। (৫৭ ও ৫৮ নং আয়াত)

৬. মুসলিম মেয়েদেরকে হুকুম করা হয়েছে, যখনই বাইরে যাবে চাদর দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হবে। (৫৯ নং আয়াত)

এর পর হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে যখন অপপ্রচারের তুফান চলল, তখন সূরা নূরেও তেমনি এমন সব নৈতিক ও সামাজিক বিধান নাযিল করা হয় :

১. যিনাকে আগে সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ নং আয়াতে একটা সামাজিক অপরাধ বলা হয়েছে। এ সূরায় এর শাস্তি হিসেবে এক শ' বেত মারার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

২. যিনাকারী নারী-পুরুষের সাথে মুমিনদের বিয়ে হারাম করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. কেউ কারো উপর যিনার অপবাদ দিয়ে সাক্ষ্য পেশ করতে না পারলে তাকে ৮০টি বেত মারতে হবে।

৪. স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ দিলে 'লিআন'-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ খণ্ডন করে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, কেউ কোনো অপবাদ দিলে চোখ বুজে মেনে নিও না এবং সমাজে তা ছড়াতে দিও না। কেমন লোক অপবাদ দিয়েছে এবং কেমন লোকের বিরুদ্ধে দিয়েছে তা বিবেচনা করতে হবে। কোনো ব্যভিচারী নারী কি রাসূলের স্ত্রী হতে পারে? এমন অপবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সবাইকে তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া তোমাদের সবার উচিত ছিল।

৬. যারা সমাজে অশ্লীল কথা প্রচার করে তাদেরকে শাস্তির যোগ্য মনে করতে হবে।

৭. মুসলিম সমাজে একে অপরের প্রতি সুধারণা রাখতে হবে। কারো দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী মনে করা চলবে না।

৮. সবাইকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অনুমতি না নিয়ে কেউ অন্যের ঘরে ঢুকবে না।

৯. নারী-পুরুষ উভয়কে চোখ নিচু রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। উঁকিঝুঁকি মারতে ও আড়চোখে দেখতে নিষেধ করা হয়েছে।

১০. মেয়েদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, নিজের ঘরেও মাথা ও বুক ঢেকে রাখ। (শুধু স্বামীর সামনে ঢাকতে হবে না)।

১১. হুকুম দেওয়া হয় যে, মেয়েরা যেন মুহরিম আত্মীয় ও বাড়ির কাজের লোক ছাড়া অন্যদের সামনে সাজগোজ করে না আসে।

১২. মেয়েদেরকে এমন গহনা পরে বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, যা থেকে চলার সময় আওয়াজ হয়।

১৩. বিয়ের বয়স হলে ছেলে-মেয়েদেরকে বিয়ে দিতে দেরি করা উচিত নয়, যাতে তাদের চরিত্র পবিত্র থাকে।

১৪. সকাল, দুপুর ও রাতে কাজের ছেলে-মেয়েরাও যেন বিনা অনুমতিতে ঘরে না ঢোকে। সন্তানদেরকেও এ অভ্যাস করানো দরকার।

১৫. ঘরে বয়স্ক মহিলাদের মাথা খোলা রাখায় দোষ নেই।

১৬. অন্ধ, খোঁড়া, পঙ্গু ও অসুস্থ কেউ কোথাও থেকে বিনা অনুমতিতে কোনো খাবার খেয়ে ফেললে তা অপরাধ বা চুরি বলে গণ্য হবে না এবং তাকে পাকড়াও করা যাবে না।

১৭. নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের এ অধিকার আছে যে, তারা একে অপরের বাড়িতে অনুমতি ছাড়াও যেতে পারবে।

এসব বিধি-বিধান দেওয়ার পর সূরাটিতে মুমিন ও মুনাফিকদের এমন সব স্পষ্ট আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে সহজে তাদেরকে চেনা যায়। মুসলিমদের সংগঠনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য কতক নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

স্বয়ং রাসূল (স)-এর স্ত্রীর বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচারের কারণে যে গরম পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সে পরিবেশেও সূরার আলোচ্য বিষয় যে রকম শান্ত ও নরমভাবে পেশ করা হয়েছে তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাসহ গোটা কুরআন এমন এক মহান সত্তার পক্ষ থেকে এসেছে, যিনি পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হন না। এটা রাসূল (স)-এর রচনা হলে ঐ পরিবেশে কথার মধ্যে কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই থাকত।

سُوْرَةُ النُّوْرِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٦٤ رُكُوْعَاتُهَا ٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَآ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝١

১. এটা একটা সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং যাকে আমি ফরয করেছি। এতে আমি স্পষ্ট হেদায়াত নাযিল করেছি।[১] হয়তো তোমরা উপদেশ কবুল করবে।

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

২. যিনাকারিণী মহিলা ও যিনাকারী পুরুষ– দুজনের প্রত্যেককেই একশ' করে বেত লাগাও।[২] আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়ার জযবা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার সময় ঈমানদারদের এক দল যেন সেখানে হাজির থাকে।[৩]

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۡ وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ

৩. যিনাকারী পুরুষ ছাড়া যিনাকারিণী নারী বা মুশরিক মহিলাকে যেন কেউ বিয়ে না করে এবং যিনাকারিণীকে যিনাকারী পুরুষ বা মুশরিক ছাড়া যেন কাউ বিয়ে না করে।

১. অর্থাৎ যে কথাগুলো এই সূরার মধ্যে বলা হয়েছে তা নিছক সুপারিশ নয় যে, ইচ্ছা হলে তা মেনে চলবে এবং ইচ্ছা না হলে অমান্য করবে; বরং এগুলো সুস্পষ্ট হুকুম ও বিধান, যা মেনে চলা জরুরি। যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে এসব হুকুম মেনে চলা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

২. যিনা সম্পর্কে প্রাথমিক বিধান সূরা নিসার ১৫ নং আয়াতে রয়েছে। এখানে উক্ত সুনির্দিষ্ট শাস্তি ধার্য করা হয়েছে। যিনাকারী পুরুষ-নারী অবিবাহিত হলে এ শাস্তি নির্ধারিত; কিন্তু বহু হাদীস, নবী করীম (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল এবং উম্মতের ইজমা' (সর্বসম্মত অভিমত) থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়, বিবাহিত হলে যিনার শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা। পবিত্র কুরআনেও সূরা নিসার ২৫ নং আয়াতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৩. অর্থাৎ, দণ্ড প্রকাশ্যে জনগণের সামনে দিতে হবে– যাতে অপরাধী লাঞ্ছিত হয়, অন্যান্য লোকের জন্য তা শিক্ষা ও উপদেশ হয় এবং মুসলিম সমাজে এ পাপ ছড়াতে না পারে।

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

এসব ঈমানদারদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে।[৪]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

৪. যারা সতী মহিলাদের উপর অপবাদ দেয়[৫], তারপর চারজন সাক্ষী আনতে না পারে, তাদেরকে আশিটি করে বেত মার এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই ফাসিক।

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

৫. অবশ্য তাদেরকে ছাড়া, যারা এরপর তাওবা করবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করবে। কেননা আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[৬]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

৬-৭. আর যারা নিজের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে (যিনার) অভিযোগ করে[৭] এবং তারা নিজেরা ছাড়া আর কোনো সাক্ষী না থাকে, তাদের একজনের সাক্ষ্য (এ রকম হবে) সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে (তার অভিযোগে) সত্যবাদী। তারপর পঞ্চমবার বলবে, যদি সে মিথ্যা অভিযোগ করে থাকে তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক।

৪. অর্থাৎ, তাওবা করেনি এমন যিনাকারী পুরুষের জন্য যিনাকারিণী অথবা মুশরিকা নারীই উপযুক্ত, কোনো সতী মুমিনা নারীর জন্য সে উপযুক্ত নয়। জেনে শুনে এমন চরিত্রহীন লোকের হাতে নিজের কন্যা দান করা মুমিনের জন্য হারাম। একইভাবে তাওবা করেনি এমন যিনাকারিণী নারীর জন্য তাদেরই মতো যিনাকারী অথবা মুশরিক পুরুষই উপযুক্ত। কোনো সৎ মুমিন ব্যক্তির জন্য যিনাকারিণী নারী উপযুক্ত নয়। কোনো মহিলার চরিত্র খারাপ জানা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করা মুমিন পুরুষের জন্য হারাম। শুধু ঐসব পুরুষ ও নারীর বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য, যারা নিজেদের কুআচরণে কায়েম আছে। যারা তাওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তাদের উপর এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। কারণ, তাওবা ও সংশোধনের পর যিনার দোষ বাকি থাকে না।

৫. অর্থাৎ যিনার অপবাদ। পুরুষদের উপরও এ অপবাদ লাগানোর জন্য এই বিধান প্রযোজ্য হবে। শরীআতের পরিভাষায় এই অপবাদ দেওয়াকে 'কায্ফ' বলা হয়।

৬. এ সম্পর্কে ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ একমত যে, তাওবা দ্বারা 'কায্ফ'-এর শাস্তি মওকুফ হয় না। এ সম্পর্কেও তাঁরা একমত যে, তাওবাকারী ফাসিক থাকে না এবং আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, তাওবা করার পরও তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে কি না। হানাফী মতে, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আহমদ (র) তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

৭. অর্থাৎ, যিনার দোষারোপ করে।

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَٰذِبِينَ ۝ وَالْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّٰدِقِينَ ۝

৮-৯. আর মহিলাটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে, যদি সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, অভিযোগকারী মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি সে তার অভিযোগে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব পড়ুক।[৮]

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

১০. তোমাদের উপর যদি আল্লাহর মেহেরবানী ও রহমত না হতো এবং আল্লাহ যদি তাওবা কবুলকারী ও মহাকুশলী না হতেন তাহলে (স্ত্রীদের উপর অভিযোগের ব্যাপারটি তোমাদেরকে বিরাট জটিলতায় ফেলে দিত)।

রুকূ' ২

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

১১. যারা এ অপবাদ নিয়ে এসেছে তারা তোমাদেরই ভেতরকার একদল।[৯] এ ঘটনাকে তোমাদের জন্য মন্দ মনে করো না; বরং এটাও তোমাদের জন্য ভালোই।[১০] যে এটাতে যতটুকু হিস্যা নিয়েছে, সে ঐ পরিমাণ গুনাহই কামাই করেছে। আর যে এ ব্যাপারে দায়িত্বের বড় হিস্যা নিজের মাথায় নিয়েছে[১১] তার জন্য বিরাট আযাব রয়েছে।

৮. শরীআতের পরিভাষায় একে 'লি'আন' বলা হয়। এ 'লি'আন' ঘরে হতে পারবে না; আদালতে হতে হবে। লি'আন-এর দাবি পুরুষের পক্ষ থেকেও হতে পারে এবং নারীর পক্ষ থেকেও হতে পারে। অপবাদ দেওয়ার পর যদি পুরুষ লি'আন এড়িয়ে যেতে চায় অথবা নারী শপথবাক্য উচ্চারণ করতে না চায়, তবে হানাফী মতে, এর শাস্তি হলো লি'আন না করা পর্যন্ত অপরাধীকে বন্দী রাখতে হবে। উভয় পক্ষ থেকে লিআন হয়ে যাওয়ার পর একে অন্যের জন্য হারাম হয়ে যাবে।

৯. এখান থেকে ২৬ নং আয়াত পর্যন্ত সেই ব্যাপারে বলা হয়েছে, যা ইতিহাসে 'মিথ্যা অপবাদের (ইফ্‌ক-এর) ঘটনা' নামে বিখ্যাত। এটা হচ্ছে হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ লাগানোর ঘটনা। মুনাফিকরা এ অপবাদের এত বেশি অপপ্রচার করেছিল যে, কোনো কোনো মুসলমানও এ অপপ্রচারে শামিল হয়ে গিয়েছিল।

১০. অর্থাৎ, ঘাবড়ে যাবেন না। মুনাফিকরা তো মনে করেছে যে, তারা আপনার উপর বড় শক্তিশালী হামলা করেছে, কিন্তু ইন্‌শাআল্লাহ এ আয়াত উল্টো তাদের উপরই বর্তাবে এবং আপনার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

১১. অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যে এই অপবাদের মূল রচনাকারী এবং এই ফিতনার প্রধান পরিকল্পনাকারী।

لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا۟ هَٰذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

১২. যখন তোমরা এটা শুনেছিলে তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলারা নিজেদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা করল না?[১২] তারা কেন বলল না, এটা সুস্পষ্ট অপবাদ?

لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا۟ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ﴿١٣﴾

১৩. ঐ লোকেরা (তাদের অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে) চারজন সাক্ষী কেন নিয়ে এল না? তারা যেহেতু সাক্ষী আনল না সেহেতু আল্লাহর কাছে এ লোকেরাই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলো।[১৩]

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

১৪. যদি তোমাদের উপর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর মেহেরবানী ও রহম-করম না থাকত তাহলে তোমরা যে বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছিলে, তার ফলে তোমাদেরকে অবশ্যই কঠিন আযাব পাকড়াও করত।

১২. এর আরেক অনুবাদ এও হতে পারে যে, 'নিজের লোকদের অথবা নিজ মিল্লাত ও নিজ সমাজের লোকদের প্রতি সুধারণা করলে না কেন?' আয়াতের শব্দগুলোর উভয় রকমের অর্থই হতে পারে। তবে আমি যে অনুবাদ গ্রহণ করেছি সেটাই অধিক অর্থবহ। এর মর্ম হচ্ছে, তোমাদের প্রত্যেকে কেন এ খেয়াল করলে না যে তার নিজের ক্ষেত্রে যদি এমন ঘটনা ঘটত যা হযরত আয়েশা (রা)-এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তবে সে কি যিনা করে ফেলত?

১৩. কোনো ব্যক্তির এ ভুল ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, সাক্ষী না থাকাটাই শুধু দোষারোপ মিথ্যা হওয়ার দলিল ও বুনিয়াদ বলে এখানে গণ্য করা হয়েছে এবং মুসলমানদের বলা হয়েছে, দোষারোপকারী চার জন সাক্ষী না আনতে পারার কারণে তোমরাও একে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ বলে গণ্য কর। আসলে সেখানে যে ঘটনা ঘটেছিল তা খেয়ালে না রাখার কারণে এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। দোষারোপকারীরা এই কারণে দোষারোপ করেনি যে, তারা বা তাদের মধ্যে কেউ নিজ চোখে সেই ঘটনা দেখেছিল, যা তারা মুখে উচ্চারণ করছিল; বরং হযরত আয়েশা (রা) ঘটনাক্রমে কাফেলার পেছনে রয়ে যাওয়া এবং পরে হযরত সাফওয়ানের উটে চড়ে কাফেলায় আসার কারণেই তারা এত বড় অপবাদ তৈরি করে ফেলেছিল। হযরত আয়েশা (রা)-এর এভাবে পেছনে থেকে যাওয়া কোনো ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে কোনো জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি কল্পনাও করতে পারে না। ষড়যন্ত্রকারীরা এভাবে কখনো ষড়যন্ত্র করে না যে, সেনাপ্রধানের স্ত্রী চুপিসারে কাফেলার পেছনে এক ব্যক্তির সঙ্গে থেকে যাবে, তারপর ঐ ব্যক্তিই তাঁকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে ঠিক দুপুরে প্রকাশ্যে সৈন্যশিবিরে নিয়ে হাজির হবে। এ অবস্থাই তারা দুজন নির্দোষ হওয়ার প্রমাণ। অপবাদ শুধু এই ভিত্তিতে দেওয়া যেতে পারে যে, অপবাদদানকারী নিজের চোখে কোনো ঘটনা দেখেছে। যে ঘটনাকে ভিত্তি করে যালিমরা এই অপবাদ রটিয়েছিল তাতে সন্দেহ করার কোনো সুযোগই থাকে না।

১৫. (একটু চিন্তা করে দেখ তো, ঐ সময় তোমরা কেমন মারাত্মক ভুল করছিলে) যখন তোমাদের এক মুখ থেকে আরেক মুখ এই মিথ্যাকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং তোমরা নিজেদের মুখে ঐসব কথা বলে চলেছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা এটাকে সামান্য বিষয় মনে করেছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট তা বিরাট ব্যাপার ছিল।

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ⑮

১৬. ঐ কথা শোনার সাথে সাথেই তোমরা কেন বললে না যে, এমন কথা মুখ থেকে বের করা আমাদের শোভা পায় না? সুবহানাল্লাহ! এটা তো গুরুতর অপবাদ।

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ⑯

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে নসীহত করছেন যে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তাহলে ভবিষ্যতে এমন কাজ কখনো করবে না।

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ⑰

১৮. আল্লাহ তোমাদেরকে পরিষ্কার হেদায়াত দিচ্ছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑱

১৯. যারা চায়, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াক, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ⑲

২০. যদি তোমাদের উপর আল্লাহর মেহেরবানী ও তাঁর রহম-করম না থাকত এবং আল্লাহ যদি স্নেহশীল ও দয়ালু না হতেন (তাহলে তোমাদের মধ্যে যা ছড়িয়ে পড়েছিল এর পরিণাম অত্যন্ত মন্দ হতো।)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑳

রুকূ' ৩

২১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। যদি কেউ তার পদচিহ্ন ধরে চলে তাহলে সে তো তাকে অশ্লীলতা ও মন্দ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ

بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

কাজেরই হুকুম দেবে। যদি আল্লাহর মেহেরবানী ও তার রহম-করম তোমাদের উপর না থাকত, তোমাদের মধ্যে কখনো কেউ পাক-পবিত্র হতে পারত না; বরং আল্লাহই যাকে চান পবিত্র করে দেন। আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾

২২. তোমাদের মধ্যে যাদের উপর দয়া করা হয়েছে ও যাদের সাধ্য আছে তাদের এমন কসম খাওয়া উচিত নয় যে, তারা নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তাদেরকে মাফ করে দেওয়া উচিত ও তাদের দোষ না ধরা উচিত। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।[১৪]

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যারা সতী ও সাদাসিধে মুমিন মহিলাদের উপর অপবাদ দেয় তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করা হয়েছে। আর তাদের জন্য বিরাট আযাব রয়েছে।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. (তারা ঐ দিনকে যেন ভুলে না যায়) যে দিন তাদের নিজেদের জিহ্বা, হাত ও পা, তারা যা করেছে সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে।

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

২৫. ঐ দিন আল্লাহ পুরোপুরিভাবে তাদেরকে ঐ বদলা দিয়ে দেবেন, তারা যা পাওয়ার যোগ্য এবং তখনই তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য, তিনি সত্যকে সত্য হিসেবেই দেখান।

১৪. এ আয়াত এই উপলক্ষে নাযিল হয় যে, দোষারোপকারীদের মধ্যে কোনো কোনো সহজ-সরল মুসলমানও শামিল হয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর এক নিকটাত্মীয় ছিলেন; হযরত আবূ বকর (রা) যাকে সবসময় অনুগ্রহ ও উপকার করতেন। এই দুঃখজনক ঘটনার পর হযরত আবূ বকর (রা) শপথ করে যে, এখন থেকে তিনি আর তাকে কোনো সাহায্য করবেন না। সিদ্দীকে আকবর (মহাসত্যবাদী) হযরত আবূ বকরের মতো ব্যক্তি ব্যাপারটিকে উপেক্ষা বা ক্ষমা করবেন না আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেননি।

২৬. মন্দ পুরুষদের জন্য মন্দ মহিলারাই যোগ্য ও মন্দ মহিলাদের জন্য মন্দ পুরুষরাই যোগ্য এবং ভালো পুরুষদের জন্য ভালো মহিলারাই যোগ্য ও ভালো মহিলাদের জন্য ভালো পুরুষরাই যোগ্য। লোকেরা যা বলে বেড়ায় তা থেকে তারা নির্দোষ। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক রয়েছে।

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ۚ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٦﴾

রুকূ' ৪

২৭. হে ঐ সব লোক[১৫] যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদেরকে সালাম পাঠানো ছাড়া কখনও ঢুকবে না। এ নিয়ম তোমাদের জন্যই ভালো। আশা করা যায় যে, তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৮. যদি সেখানে কাউকে না পাও তবুও অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে ঢুকবে না।[১৬] যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলা হয় তাহলে ফিরে যাও। এটা তোমাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম।[১৭] আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা খুব ভালো করে জানেন।

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾

২৯. অবশ্য এতে তোমাদের কোনো দোষ হবে না, যদি তোমরা এমন কোনো ঘরে ঢুক, যা কারো থাকার জায়গা নয় এবং যেখানে

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

১৫. সমাজে খারাবি প্রকট হয়ে উঠলে তার প্রতিকার ও সংশোধন কী উপায়ে করতে হবে, সূরার শুরুতে দেওয়া নির্দেশগুলো তা দেখানোর জন্যই দেওয়া হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ, কারো জন্যই খালি ঘরে ঢুকে পড়া বৈধ নয়। তবে ঘরের মালিক যদি অনুমতি দেয় তাহলে আলাদা কথা। যেমন ঘরের মালিক কাউকে বলল– 'যদি আমি উপস্থিত না থাকি, তবে আপনি আমার কামরাতে বসে থাকবেন'। অথবা ঘরের মালিক অন্য স্থানে আছেন এবং আপনাকে বলে পাঠালেন, 'আপনি তাশরীফ রাখুন, আমি এখনই আসছি।'

১৭. অর্থাৎ, এর জন্য নারাজ হওয়া বা মন খারাপ করা উচিত নয়। যেকোনো ব্যক্তির এ হক আছে যে, যদি সে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না চায় তবে সে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করতে পারে। অথবা কোনো ব্যস্ততা যদি সাক্ষাৎকারে বাধা হয় তবে সে ওজর দেখাতে পারে।

مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

তোমাদের কোনো কাজের জিনিস থেকে থাকে।[১৮] তোমরা যা কিছু প্রকাশ কর ও যা কিছু গোপন রাখ তা সবই আল্লাহ্ জানেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. (হে নবী!) মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, যেন তারা নিজেদের চোখ নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।[১৯] এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম। তারা যা কিছু করে আল্লাহ্ এর খবর রাখেন।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ

৩১. (হে নবী!) মুমিন মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন চোখ নিচু রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে[২০] এবং তাদের সাজ-সজ্জা যেন দেখিয়ে না বেড়ায়, ঐটুকু ছাড়া, যা আপনা-আপনিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তারা যেন তাদের বুকের উপর তাদের উড়নার আঁচল দিয়ে রাখে। তারা যেন তাদের সাজ-সজ্জা প্রকাশ না করে, তবে তাদের সামনে ছাড়া– তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর[২১], নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে[২২], ভাই[২৩],

১৮. অর্থাৎ হোটেল, সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মুসাফিরখানা প্রভৃতি– যেখানে লোকের প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে।

১৯. সাধারণত এর অনুবাদ করা হয় 'চোখ নিচু করা' বা 'অবনত রাখা'। আসলে এ হুকুমের মর্ম সবসময় নিচের দিকে চেয়ে থাকা নয়; বরং এর অর্থ পূর্ণভাবে চোখ ভরে না দেখা এবং দেখার জন্য চোখকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেওয়া। অর্থাৎ, যে জিনিস দেখা উচিত নয় তা থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া, এতে চোখ নিচের দিকে অবনত করা হোক বা অন্য কোনো দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হোক। আগের ও পরের প্রসঙ্গ থেকেও এ কথা জানা যায় যে, এ বাধ্যবাধকতা যে জিনিসের উপর আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে– পুরুষ মানুষদের নারীদেরকে দেখা অথবা অপরের সতরের (লজ্জাস্থানের) দিকে দেখা বা অশ্লীল দৃশ্য দেখতে থাকা।

২০. এ কথা লক্ষ করা উচিত যে, আল্লাহর শরীআত নারীদের বেলায় শুধু ততটুকুই নির্দেশ দান করে ক্ষান্ত হয়নি, যতটুকু পুরুষদের সম্পর্কে দিয়েছে। অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত করা এবং লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ছাড়াও শরীআত নারীদের কাছ থেকে কিছু বেশি দাবি করে, যা পুরুষদের কাছে করে না। এর দ্বারা এ কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এ ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান নয়।

২১. পিতা বলতে দাদা, দাদার পিতা, নানা ও নানার পিতা বোঝায়। সুতরাং একজন মহিলা নিজের দাদা ও নানার এবং স্বামীর দাদা ও নানার তরফের এই সব মুরব্বির সামনে ঠিক সেভাবে আসতে পারবে যেমন নিজের পিতা ও শ্বশুরের সামনে আসতে পারে।

أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে[২৪], ঘনিষ্ঠ চেনাজানা মহিলা[২৫], নিজেদের দাস, অধীনস্থ এমন পুরুষ, যাদের অন্য কোনো চাহিদা নেই[২৬] এবং এমন অবোধ বালক, যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানে না। তারা যেন তাদের গোপনীয় সাজ-সজ্জা লোকদেরকে জানানোর উদ্দেশ্যে মাটির উপর জোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। (হে মুমিনগণ!) তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

৩২. তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা নেক, তাদেরকে বিয়ে দাও। যদি তারা গরিব হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তার মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ বড় দানশীল ও মহাজ্ঞানী।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ

৩৩. যারা এখনো বিয়ে করতে পারেনি আল্লাহ তাদেরকে তাঁর মেহেরবানীতে সচ্ছল করে দেওয়া পর্যন্ত তারা যেন নৈতিক চরিত্র বজায় রাখে। তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা (মুক্তির উদ্দেশ্যে) চুক্তি করতে চায়,

২২. পুত্রদের মধ্যে নাতি ও নাতির পুত্র, কন্যার সন্তান ও সন্তানের সন্তান সবাই শামিল। এ ব্যাপারে 'আপন' বা 'সৎ'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সতিনের সন্তানদের সামনেও মহিলারা সাজ-সজ্জাসহ তেমনিভাবে আসতে পারবে, যেমন নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তানদের সামনে আসতে পারে।

২৩. 'ভাই'দের মধ্যে আপন ভাই, সৎ ভাই ও মায়ের অন্য স্বামীর সন্তান সবাই শামিল।

২৪. ভাই ও বোন বলতে তিন রকমের ভাই ও বোন বোঝায় এবং তাদের সন্তান, সন্তানের সন্তান কন্যার সন্তান সবাই সন্তান বলে গণ্য।

২৫. এর দ্বারা এমনিতেই এ কথা প্রকাশ পায় যে, ভবঘুরে ও চরিত্রহীন মহিলাদের সামনে নেক মহিলাদের সাজসজ্জা প্রকাশ করা উচিত নয়।

২৬. অর্থাৎ অধীনস্থ হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কে এ সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তারা এই ঘরের মহিলাদের সাথে কোনো অপবিত্র আশা পোষণের সাহস পেতে পারে।

مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গল আছে[২৭] বলে যদি মনে কর তাহলে তাদের সাথে চুক্তি করে নাও।[২৮] আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে মাল দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দান কর।[২৯] তোমাদের দাসীরা যখন নিজেরাই সতী হয়ে থাকতে চায়[৩০], তখন দুনিয়ার স্বার্থে তাদেরকে পতিতার পেশায় বাধ্য করো না।[৩১] যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয়ই তাদেরকে বাধ্য করার পর তাদের উপর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান হবেন।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি তোমাদের প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি, যা সুস্পষ্ট হেদায়াতপূর্ণ, যার মধ্যে তোমাদের আগে যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের শিক্ষামূলক উপমা রয়েছে এবং যা মুত্তাকীদের জন্য নসীহত।

রুকূ' ৫

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ

৩৫. আল্লাহই আসমান ও জমিনের নূর।[৩২] (সৃষ্টি জগতে) তাঁর নূরের উপমা এমন, যেমন একটা তাক-এ বাতি রাখা আছে। বাতিটি চিমনির মধ্যে রয়েছে। চিমনিটি

২৭. 'কল্যাণ' বলতে দুটো বিষয় বোঝায়– প্রথমত, গোলামের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বিনিময়ের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা। দ্বিতীয়ত, তার মধ্যে এতটা বিশ্বস্ততা ও সততা বর্তমান থাকা যে, তার কথার উপর বিশ্বাস করে চুক্তি করা যেতে পারে।

২৮. 'মুকাতাবাত'-এর অর্থ– দাস বা দাসী মুক্তি লাভের জন্য নিজ মালিককে মুক্তির বিনিময়ে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করলে এবং মনিব তা কবুল করলে উভয়ের মধ্যে চুক্তি হওয়া।

২৯. এটা এক সাধারণ হুকুম। মনিব যেন কিছু না কিছু অর্থ মাফ করে দেয়, মুসলমানরাও যেন তাকে সাহায্য করে এবং বায়তুল মাল থেকেও যেন সাহায্য দান করা হয়।

৩০. অর্থাৎ, যদি দাসী স্বেচ্ছায় কুকর্মে লিপ্ত হয় তবে সে নিজে তার অপরাধের জন্য দায়ী হবে। তার অপরাধের জন্য আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোরপূর্বক তাকে কুব্যবসায়ে লিপ্ত করায় তবে মালিকই দায়ী হবে এবং মালিককেই পাকড়াও করা হবে।

৩১. জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসীরা নিজেদের দাসীদেরকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি পেশা চালাত এবং তাদের আয় ভোগ করত। ইসলাম এই পেশাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে।

৩২. অর্থাৎ, বিশ্বে যাকিছু প্রকাশ পাচ্ছে তা তাঁরই নূরের বদৌলতে।

كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

এমন যে, যেন মোতির মতো চকমকে তারকা। আর বাতিটিকে যায়তূনের এমন এক বরকতময় গাছের তেল দিয়ে জ্বালানো হয়, যে গাছটি পূর্ব দিকেরও নয়, পশ্চিম দিকেরও নয়, যার তেল এমন, তাতে আগুন না ধরালেও আপনা-আপনিই আলোকিত হয়। আলোর উপর আলো (বেড়ে যাওয়ার সব কারণ জমা হয়ে আছে[৩৩])। আল্লাহ তাঁর নূরের দিকে যাকে চান তাকে পথ দেখান। আল্লাহ মানুষকে উপমা দিয়ে কথা বোঝান। আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসকে ভালো করেই জানেন।

فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾

৩৬-৩৭. (ঐ নূরের দিকে হেদায়াত পেয়েছে এমন লোক) ঐসব ঘরেই পাওয়া যায়, যেসবকে উন্নত করার জন্য ও যেখানে তাঁর নামের যিকর করার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। সেসব ঘরে এমন লোকেরা সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ করে, যাদেরকে ব্যবসা ও বেচাকেনা আল্লাহর যিকর, নামায কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল করে দেয় না। তারা ঐ দিনকে ভয় করতে থাকে, যেদিন দিল ও চোখ এলোমেলো হয়ে যাবে।

৩৩. এই উপমায় বাতির সাথে আল্লাহর সত্তা এবং 'তাক'-এর সাথে বিশ্বব্যবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে। আর 'ফানুস' দ্বারা সেই পর্দা বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা নিজেকে সৃষ্টিলোকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। এই পর্দা প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তার নয়; বরং প্রকাশের তীব্রতার পর্দা। সৃষ্টিলোকের দৃষ্টি তাঁকে দেখতে এজন্যই অক্ষম যে, তাঁর নূর এত তীব্র, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক যে, তা দেখার সাধ্য এ চোখের নেই। 'আর সেই চেরাগ যায়তূনের এমন এক বরকতওয়ালা গাছের তৈল দ্বারা উজ্জ্বল করা হয়, যা না পূর্বের, না পশ্চিমের' কথাটি দ্বারা বাতির আলোর ব্যাপক উজ্জ্বলতা বোঝানো হয়েছে। অতীতকালে যায়তূন তেলের বাতি থেকেই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল আলো পাওয়া যেত এবং তার মধ্যে ঐ বাতিই সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হতো, যা উঁচু ও খোলা জায়গার গাছের তেল দিয়ে জ্বালানো হতো। আবার বলা হয়েছে, 'যার তেল আপনা আপনিই জ্বলে ওঠে, তাতে আগুন লাগানো হোক বা না হোক'– এ কথার উদ্দেশ্য বাতির আলোর সবচেয়ে বেশি তীব্র ও উজ্জ্বল হওয়ার ধারণা দান করা।

৩৮. (আর তারা এসব কাজ এ জন্যই করে) যাতে আল্লাহ তাদের সবচেয়ে ভালো আমলের বদলার হারে তাদেরকে পুরস্কার দেন এবং তাঁর মেহেরবানী থেকে আরও অতিরিক্ত দান করেন। আল্লাহ যাকে খুশি বিনা হিসাবে রিযক দান করেন।

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৯. (এর বিপরীতে) যারা কুফরী করেছে তাদের আমলের উপমা এ রকম, যেমন শুকনো মরুভূমিতে মরীচিকা। পিপাসায় কাতর লোক ওটাকেই পানি মনে করেছিল। কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছল, তখন সেখানে কিছুই পেল না; বরং সেখানে সে আল্লাহকেই তার সামনে পেল, যিনি তার হিসাব পুরোপুরি চুকিয়ে দেন। আর হিসাব করতে আল্লাহর দেরি হয় না।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

৪০. অথবা এর উপমা এমন, যেমন এক গভীর সমুদ্রের মধ্যে অন্ধকার, উপরে একটি ঢেউ ছেয়ে আছে, তার উপর আরও একটা ঢেউ এবং এর উপরে মেঘ। অন্ধকারের উপর অন্ধকার ছেয়ে আছে। কেউ যখন তার হাত বের করে তখন তাও দেখতে পায় না। যাকে আল্লাহ নূর (আলো) দেন না তার জন্য আর কোনো নূর নেই।

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝

রুকূ' ৬

৪১. তোমরা কি দেখতে পাও না যে, আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা এবং পাখা মেলে যে পাখিরা উড়ে বেড়ায় তারা আল্লাহর তাসবীহ করছে? প্রত্যেকেই তার নিজের নামায ও তাসবীহের নিয়ম জানে। এরা সবাই যা কিছু করে তা আল্লাহ জানেন।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝

৪২. আসমান ও জমিনের বাদশাহী আল্লাহরই জন্য এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

৪৩. তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ মেঘকে আস্তে আস্তে চালিয়ে নেন। তারপর এর টুকরোগুলোকে একসাথে মিলিত করেন। তারপর তাকে ঘন করেন। এরপর তোমরা দেখতে পাও যে, এর ভেতর থেকে বৃষ্টির ফোঁটা টপকাতে থাকে। তিনি আসমান থেকে উঁচু[৩৪] পাহাড়ের সাহায্যে শিলাবর্ষণ করেন। তারপর যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ করেন এবং যাকে চান তা থেকে বাঁচিয়ে দেন। এর বিদ্যুতের ঝিলিক চোখকে ঝলসিয়ে দেয়।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

৪৪. আল্লাহই রাত ও দিনের মধ্যে উলট-পালট করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চোখওয়ালাদের জন্য এক শিক্ষা রয়েছে।

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾

৪৫. আল্লাহ প্রতিটি জীবকেই এক প্রকারের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে কোনোটা পেটের উপর ভর দিয়ে চলে, কোনোটা দুপায়ের উপর, আর কোনোটা চার পায়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটে। আল্লাহ যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬. আমি স্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশ করার মতো আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে হেদায়াত করেন।

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾

৪৭. লোকেরা বলে যে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা মেনে চলছি। কিন্তু এরপর তাদের মধ্যে একদল (মেনে চলা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। ঐসব লোক কখনো মুমিন নয়।

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৩৪. এর অর্থ ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মেঘমালাও হতে পারে, যাকে আসমানের পাহাড় বলা হয়েছে অথবা জমিনের বুকের পাহাড়ও হতে পারে, যা উপর দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এসব পাহাড়ের চূড়ায় বরফ জমে থাকার কারণে অনেক সময় বাতাস এতই ঠাণ্ডা হয়, যার ফলে মেঘমালা জমাট বাঁধে ও শিলাবৃষ্টি হয়।

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ۝

৪৮. যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মধ্যে বিবাদের ফায়সালা করে দেন, তখন তাদের একদল পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝

৪৯. অবশ্য যদি হক তাদের পক্ষে থাকে তাহলে খুব অনুগত হয়ে রাসূলের কাছে আসে।

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

৫০. তাদের দিলে কি (মুনাফিকীর) রোগ লেগেছে? নাকি তারা সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে? অথবা তাদের কি এ ভয় আছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের উপর যুলুম করবেন? আসল কথা হলো, এ লোকেরাই যালিম।

রুকূ' ৭

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

৫১. নিশ্চয়ই মুমিনদের কথা এমন যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয়, যাতে রাসূল তাদের মোকদ্দমার ফায়সালা করে দেন, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। এরাই ঐসব লোক, যারা সফলকাম হবে।

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

৫২. যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

৫৩. এ (মুনাফিকরা) আল্লাহর নাম নিয়ে কড়া কড়া কসম খেয়ে বলে, আপনি হুকুম দিলে তো তারা তাদের বাড়িঘর থেকে বের হয়ে আসবে। (হে রাসূল!) আপনি বলুন, কসম খেয়ো না, তোমাদের আনুগত্যের অবস্থা জানা আছে। তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ অবশ্যই এর খবর রাখেন।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

৫৪. আপনি বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলেরও আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখ, রাসূলের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এর জন্য তিনিই দায়ী, আর তোমাদের উপর যা ফরয করা হয়েছে এর জন্য তোমরাই দায়ী। যদি তোমরা তাঁকে মেনে চল তাহলে তোমরাই হেদায়াত পাবে। তা না হলে তোমাদের নিকট স্পষ্টভাবে আল্লাহর হুকুম পৌঁছিয়ে দেওয়ার অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব রাসূলের উপর নেই।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে পৃথিবীর খলীফা বানাবেন, যেমনভাবে তাদের আগের লোকদের বানিয়েছিলেন, তাদের জন্য তাদের ঐ দীনকে মযবুত বুনিয়াদের উপর কায়েম করে দেবেন, যে দীনকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপদ অবস্থায় বদলে দেবেন। তারা শুধু আমার দাসত্ব করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।[৩৫] এরপর যারা কুফরী করবে[৩৬] ঐ লোকেরাই ফাসিক।

৩৫. কেউ কেউ এ আয়াত থেকে ভুল ধারণা করে বসে যে, পৃথিবীতে যে শাসনক্ষমতা পায় সে-ই খিলাফত লাভ করে। কিন্তু প্রকৃত কথা আয়াতে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে– যে মুমিন হবে আল্লাহ তাকে খিলাফত দান করবেন।

৩৬. এর অর্থ এও হতে পারে যে, যারা খিলাফত পেয়ে না-শোকরি (অকৃতজ্ঞতা) প্রকাশ করে। এছাড়া এর অর্থ এও হতে পারে যে, যারা মুনাফিকদের মতো আচরণ করে নিজেদেরকে মুমিন পরিচয় দেয়। কিন্তু আসলে ঈমান থেকে খালি।

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَآتُوا الزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

৫৬. তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আশা করা যায়, তোমাদের উপর রহম করা হবে।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

৫৭. যেসব লোক কুফরী করছে, তাদের সম্বন্ধে তোমরা এ ভুল ধারণায় থেকো না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারবে। দোযখই তাদের ঠিকানা। আর তা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

রুকূ' ৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَوٰةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوٰةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৫৮. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! এটা অত্যন্ত জরুরি যে, তোমাদের দাস-দাসী ও নাবালক সন্তানরা যেন তিন সময় অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসে– ফজরের নামাযের আগে, দুপুরে যখন তোমরা কাপড় খুলে রাখ ও ইশার নামাযের পর। এই তিন সময় তোমাদের জন্য পর্দা করার সময়। এ সময় ছাড়া যদি তারা বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তোমাদেরও কোনো দোষ হবে না, তাদেরও না। তোমাদের একের অপরের কাছে বারবার আসতেই হয়। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

৫৯. যখন তোমাদের সন্তানরা সাবালক হয়ে যায় তখন তারা অবশ্যই যেন তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে, যেমনিভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে এসে থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الّٰتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬০. যে মহিলারা যৌবনকাল কাটিয়ে বসে আছে এবং যারা বিয়ের আশা করে না, তারা যদি তাদের চাদর খুলে রাখে তাহলে তাদের কোনো দোষ হবে না। তবে এ শর্তে যে, তারা তাদের সাজ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়াবে না। এ সত্ত্বেও তারা যদি লজ্জা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে তা তাদের জন্যই ভালো। আল্লাহ সবকিছুই শুনেন ও জানেন।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ اٰبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰلٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

৬১. কোনো অন্ধ, লেংরা ও অসুস্থ লোকের (কারো ঘর থেকে কিছু খেলে) কোনো দোষ হবে না। আর তোমাদেরও কোনো দোষ হবে না তোমাদের নিজেদের ঘর থেকে খেলে বা তোমাদের বাপ-দাদাদের ঘর থেকে বা তোমাদের মা-নানীদের ঘর থেকে বা তোমাদের ভাইদের ঘর থেকে বা তোমাদের বোনদের ঘর থেকে বা তোমাদের চাচাদের ঘর থেকে বা তোমাদের ফুফুদের ঘর থেকে বা তোমাদের মামাদের ঘর থেকে বা তোমাদের খালাদের ঘর থেকে বা ঐসব ঘর থেকে, যার চাবি তোমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে অথবা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের ঘর থেকে। তোমরা এক সাথে মিলে খাও বা আলাদা আলাদা হয়ে খাও তাতেও কোনো দোষ নেই। অবশ্য যখন তোমরা কোনো ঘরে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহর নিকট থেকে বরকতময় ও পবিত্র দোয়া হিসেবে নিজেদের লোকদেরকে সালাম দাও। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের সামনে আয়াত স্পষ্টভাবে বয়ান করেন। আশা করা যায়, তোমরা বুঝেশুনে চলবে।

রুকূ' ৯

৬২. আসলে মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে দিল থেকে মানে। আর যখন কোনো সামষ্টিক ব্যাপারে তারা রাসূলের সাথে থাকে তখন তাঁর অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। (হে নবী!) যারা আপনার কাছে অনুমতি চায় তারা অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মানে। সুতরাং যখন তাদের কোনো কাজের কারণে আপনার কাছে অনুমতি চায়, তখন আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে অনুমতি দেবেন এবং এমন লোকদের পক্ষে আল্লাহর নিকট মাফ চাইবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. (হে মুসলিমরা!) রাসূল যখন তোমাদেরকে ডাকেন তখন সে ডাককে তোমাদের একজনকে অন্যজনের ডাকের মতো মনে করো না। আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন, যারা একে অপরের আড়ালে থেকে চুপে চুপে সরে পড়ে। যারা রাসূলের হুকুম অমান্য করে তাদের ভয় করা উচিত যে, তারা যেন কোনো ফিতনায় পড়ে না যায় অথবা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব এসে না পড়ে।

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

৬৪. সাবধান থাক, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা যে অবস্থায়ই আছ তা আল্লাহ জানেন। আর যেদিন মানুষকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, সেদিন তারা যা কিছু করে এসেছে তা তিনি তাদেরকে জানাবেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে ইলম রাখেন।

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

২৫. সূরা ফুরকান

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'ফুরকান' শব্দটিকেই এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরাটির বিবরণ ও আলোচ্য বিষয় এবং বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায়, সূরাটি মাক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

কুরআন, মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত ও তাঁর পেশকৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ থেকে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি তোলা হতো সূরাটিতে এর প্রত্যেকটির যথাযথ জবাব দেওয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করা ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মন্দ ফলাফলের কথাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে।

এ সূরার আগে বা পরে কাছাকাছি সময়ে সূরা মুমিনূন নাযিল হয়। ঐ সূরার শুরুতে মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সূরার শেষদিকে মুমিনদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় উন্নত চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো জনগণের মনে এ চিন্তা জাগিয়ে তোলা যে, এসব গুণ যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তারা কারা? যাদের চরিত্র ভালো নয় এবং নৈতিক মান নীচু তারাও উন্নত চরিত্র ও নৈতিক গুণের অধিকারী লোকদের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়। কারণ, সব মানুষেরই বিবেক আছে। ভালোকে ভালো মনে করতে মানুষ বাধ্য। নিজে ভালো হওয়া না হওয়া আলাদা কথা।

মুমিনদের সুন্দর গুণাবলি মানুষের সামনে উল্লেখ করে জনগণের মনে এ প্রশ্নই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যাদের মধ্যে এসব গুণ আছে তারা কি অন্য সব মানুষের চেয়ে উন্নত নয়? তারা তো আমাদের সমাজেই লোক। তাদের এ উন্নতি কেমন করে হলো? রাসূলের সাথে থেকে তাদের যদি এ উন্নতি হয়ে থাকে তাহলে যারা মুহাম্মদ (স)-এর বিরোধিতা করছে তারা কি খারাপ লোক নয়?

এসব নীরব প্রশ্ন আরবের জনগণের মনে নাড়া দেওয়ার ফলেই রাসূল (স)-এর প্রতি তাদের আস্থা বেড়ে যায় এবং কুরাইশনেতাদের প্রতি তারা আস্থা হারাতে থাকে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অল্প কিছু মন্দ লোক ছাড়া গোটা আরববাসী দলে দলে রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল।

সূরা ফুরকান

৭৭ আয়াত, ৬ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧٧ رُكُوْعَاتُهَا ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا ۝١

১. বড়ই বরকতময় ঐ সত্তা, যিনি এই ফুরকান তাঁর বান্দাহর উপর নাযিল করেছেন, যাতে তা সারা দুনিয়াবাসীর জন্য সাবধানকারী হয়।

الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۝٢ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ۝٣

২-৩. যিনি আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিক, যিনি কাউকে সন্তান বানাননি, যার সাথে বাদশাহীতে কেউ শরীক নয় এবং যিনি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার তাকদীর ঠিক করে দিয়েছেন। লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে এমন মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে, যারা কোনো জিনিসকে সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা নিজেদের জন্যও কোনো লাভ ও ক্ষতির ইখতিয়ার রাখে না, যারা মউতের মালিক নয়, হায়াতেরও মালিক নয় এবং যারা মৃতকে জীবিত করে উঠানোরও ক্ষমতা রাখে না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝٤

৪. যারা নবীর কথা মানতে অস্বীকার করেছে তারা বলে, এই ফুরকান এক মনগড়া জিনিস, যা এ লোকটি নিজেই রচনা করে নিয়েছে এবং আরো কিছু লোক এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে। এটা বড়ই যুলুম ও মিথ্যা যা তারা নিয়ে এসেছে।

وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٥

৫. এরা আরো বলে, এটা আগেরকালের লেখা কাহিনী, যা এ লোকটি নকল করায় এবং যা তাকে সকালে ও সন্ধ্যায় শোনানো হয়।

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٦﴾

৬. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, এটা তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি আসমান ও জমিনের গোপন বিষয় জানেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۙ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾

৭. তারা বলে, এ কেমন রাসূল, যে খানা খায় এবং বাজারে চলাফেরা করে? তার কাছে কেন কোনো ফেরেশতা পাঠানো হয়নি, যে তার সাথে থাকত ও (যারা মানে না তাদেরকে) ধমকাত?

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٨﴾

৮. অথবা (আর কিছু না হোক অন্তত) তার জন্য কোনো ধন-ভাণ্ডারই না হয় দেওয়া হতো অথবা তার জন্য না হয় কোনো বাগানই থাকত, যা থেকে সে (আরামে) রিয্ক ভোগ করত। এ যালিমরা বলে, তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত লোকের পেছনে চলছ।

انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

৯. (হে নবী!) লক্ষ্য করুন, এরা কেমন আজব ধরনের যুক্তি আপনার সামনে পেশ করছে। তারা এমন গোমরাহ হয়ে গেছে যে, তারা সঠিক কথা বুঝতেই অক্ষম।

রুকূ' ২

تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾

১০. (হে নবী!) ঐ সত্তা বড়ই বরকতময়, যিনি ইচ্ছা করলে আপনার জন্য তারা যেসব জিনিস দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে এর চেয়েও বেশি ভালো জিনিস দিতে পারেন। (একটা নয়) অনেক বাগান (দিতে পারেন) যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে এবং বড় বড় দালানও (দিতে পারেন)।

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾

১১. আসল কথা হলো, তারা ঐ মুহূর্তটিকে (কিয়ামত) মিথ্যা মনে করেছে। আর যারা ঐ মুহূর্তটিকে[১] মিথ্যা মনে করে, তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

১. অর্থাৎ, কিয়ামতকে।

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾

১২. সেই আগুন যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে তখন তারা এর গযব ও গর্জনের আওয়াজ শুনতে পাবে।

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾

১৩. আর যখন তাদেরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সেখানে কোনো সংকীর্ণ জায়গায় ফেলা হবে তখন তারা সেখানে মউতকে ডাকতে থাকবে।

لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

১৪. (তখন তাদেরকে বলা হবে) আজ এক মউতকে নয় অনেক মউতকে ডাক।

قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾

১৫. (হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, এ পরিণামই ভালো, না ঐ চিরস্থায়ী বেহেশত, যার ওয়াদা মুত্তাকীদের সাথে করা হয়েছে এবং যা তাদের আমলের বদলা ও তাদের শেষ ঠিকানা হবে।

لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٦﴾

১৬. সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে এবং চিরকাল থাকবে। এটা আপনার রবের দায়িত্বে এক অবশ্য পালনীয় ওয়াদা।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾

১৭. ঐ দিনই (আপনার রব) তাদেরকে ঘেরাও করে আনবেন এবং তাদের ঐ মা'বুদদেরকে ডেকে আনবেন, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদের পূজা করছে। তারপর তিনি (তাদের মা'বুদদেরকে) জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি এ বান্দাহদেরকে গোমরাহ করেছিলে, নাকি তারা নিজেরাই সঠিক পথ থেকে গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল?

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾

১৮. তারা আরয করবে, আপনার সত্তা পবিত্র। আমাদের তো এ সাধ্যও ছিল না যে, আপনাকে বাদ দিয়ে কাউকে অভিভাবক বানাতে পারি। কিন্তু আপনি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন। ফলে তারা এ শিক্ষা ভুলে গেছে এবং তারা হতভাগা কাওমে পরিণত হয়েছে।

فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা আজ যা বলছ (তোমাদের মা'বুদরা) ঐ দিন তা মিথ্যা প্রমাণ করবে।[২] তারপর তোমাদের দুর্ভাগ্যকেও তোমরা ঠেকাতে পারবে না এবং কোথাও থেকে কোনো সাহায্যও পাবে না। তোমাদের মধ্যে যে-ই যুলুম করবে তাকে আমি কঠিন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

২০. (হে নবী!) আপনার আগে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি তারা সবাই খাবার খেতেন এবং বাজারে চলাফেরা করতেন। আমি তোমাদের কতককে অপর কতকের জন্য 'ফিতনা' বানিয়েছি।[৩] তোমরা কি সবর করবে?[৪] আপনার রব সব কিছুই দেখছেন।

পারা ১৯

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

২১. যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না তারা বলে, আমাদের উপর ফেরেশতা নাযিল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি না কেন? তারা নিজেদের মনে বড়ই অহংকার বোধ করছে এবং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতায় সীমা লঙ্ঘন করছে।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾

২২. যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে, সে দিনটি অপরাধীদের জন্য কোনো সুখবরের দিন হবে না। (সেদিন) তারা 'হে আল্লাহ! বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করতে থাকবে।

২. বিষয়বস্তু দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায়, এ আয়াতে মা'বুদ বলতে মূর্তি অথবা চাঁদ-সূর্যকে বোঝানো হয়নি; বরং ফেরেশতা এবং ঐসব সৎ ও নেক মানুষদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে মা'বুদ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৩. অর্থাৎ রাসূল ও ঈমানদারদের জন্য সত্য অমান্যকারীরা পরীক্ষাস্বরূপ এবং অমান্যকারীদের জন্য রাসূল ও ঈমানদারগণ পরীক্ষাস্বরূপ।

৪. অর্থাৎ, এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়ার পর এখন কি তোমাদের মধ্যে সবরের জযবা সৃষ্টি হয়েছে? এ পরীক্ষামূলক অবস্থা সেই মহান উদ্দেশ্যের জন্য একান্ত জরুরি, যে উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করছ। এখন কি তোমরা সেসব আঘাত খেতে প্রস্তুত, যা এ পথে অবশ্যই আসবে?

২৩. যা কিছু আমল তারা করেছে তা নিয়ে আমি ধুলোর মতো উড়িয়ে দেবো।

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾

২৪. সেদিন শুধু বেহেশতের অধিবাসীরাই ভালো জায়গায় থাকবে ও দুপুরের সময়টা কাটানোর জন্যও সুন্দর জায়গা পাবে।

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

২৫. ঐ দিন একটি মেঘ আসমানকে ভেদ করে এগিয়ে আসবে এবং ফেরেশতাদেরকে একের পর এক নাযিল করা হবে।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾

২৬. সেদিন সত্যিকারের বাদশাহী শুধু রাহমানের হবে এবং কাফিরদের জন্য সে দিনটি বড়ই কঠিন হবে।

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾

২৭-২৮. যালিম লোক সেদিন নিজের দুহাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি রাসূলের সাথে এক পথে চলতাম! হায় আমার পোড়া কপাল! আমি যদি অমুক লোকটিকে বন্ধু না বানাতাম!

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

২৯. তারই ধোঁকায় পড়ে আমি ঐ নসীহত মেনে চলিনি, যা আমার কাছে এসেছিল। মানুষের জন্য শয়তান বড়ই বিশ্বাসঘাতক।

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

৩০. আর রাসূল বলবেন, হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমার কাওম এই কুরআনকে হাসি-তামাশার বিষয় বানিয়ে নিয়েছিল।

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

৩১. (হে নবী!) আমি তো এভাবেই অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়েছি। আর আপনার জন্য আপনার রবই হেদায়াত ও সাহায্যের জন্য যথেষ্ট।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

৩২. কাফিররা বলে, এই লোকটির উপর গোটা কুরআন একই সময় কেন নাযিল করা হয়নি? হ্যাঁ, এটা এ জন্য করা হয়েছে, যাতে আমি কুরআনকে ভালোভাবে আপনার মন-মগজে কায়েম করে দিতে পারি এবং (এ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ

فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا

উদ্দেশ্যেই) আমি এক বিশেষ ক্রম অনুযায়ী আলাদা আলাদা অংশে সাজিয়ে দিয়েছি।

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

৩৩. আর (এতে এ সুবিধাও রয়েছে যে) তারা যখন আপনার সামনে কোনো নতুন কথা (বা আজব প্রশ্ন) নিয়ে আসে তখন যথাসময়ে আমি এর সঠিক জবাব আপনাকে দিয়ে দিই এবং সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দিই।

ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا

৩৪. যাদেরকে উপুড় করে দোযখে একসাথে ফেলা হবে তাদের জায়গা বড়ই মন্দ এবং তাদের পথ চরমভাবে ভুল।

রুকূ' ৪

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا

৩৫. আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম[৫] এবং তার সাথে তার ভাই হারূনকে সহায়ক হিসেবে লাগিয়েছিলাম।

فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَدَمَّرْنَٰهُمْ تَدْمِيرًا

৩৬. তারপর বললাম, আপনারা দুজন ঐ কাওমের দিকে যান, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا۟ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَٰهُمْ وَجَعَلْنَٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّٰلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

৩৭. নূহের কাওমেরও একই দশা হলো। তারা যখন রাসূলকে মানতে অস্বীকার করল, তখন আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং দুনিয়াবাসীদের জন্য তাদেরকে একটি শিক্ষামূলক নিদর্শন বানিয়ে দিলাম। আর যালিমদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

৫. এখানে 'কিতাব' বলতে সম্ভবত সে কিতাব বোঝানো হচ্ছে না, যা মিসর থেকে বের হওয়ার পর হযরত মূসা (আ)-কে দেওয়া হয়েছিল। এখানে কিতাবের অর্থ সেই হেদায়াত, যা নবুওয়াতের দায়িত্ব আসার সময় থেকে মিসর হতে বের হওয়া পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-কে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে সেই ভাষণগুলোও শামিল আছে, যা আল্লাহ তাআলার হুকুমে হযরত মূসা (আ) ফিরাউনের দরবারে দিয়েছিলেন। আর সেই হেদায়াতও এতে শামিল রয়েছে, যা ফিরাউনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁকে সবসময় দেওয়া হয়েছিল। কুরআনে কয়েক জায়গায় এসবের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু খুবসম্ভব এ জিনিসগুলো তাওরাতে শামিল করা হয়নি। তাওরাতের শুরু সেই দশ হুকুম থেকে হয়েছে, যা মিসর থেকে বের হয়ে আসার পর সিনাই পর্বতে পাথরে খোদাই করা বাণী হিসেবে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

৩৮. এভাবেই 'আদ, সামূদ ও রাসবাসী[৬] এবং তাদের মাঝের যুগগুলোতে বহু লোককে (ধ্বংস করা হয়েছে)।

وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيرًا ۝

৩৯. তাদের মধ্যে প্রতিটি কাওমকে আমি (ইতঃপূর্বে ধ্বংস করে দেওয়া কাওমের) উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কাওমকেই ধ্বংস করে দিয়েছি।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ز وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۝

৪০. আর ঐ জনবসতির উপর দিয়ে তো তারা চলাচল করেছে, যার উপর অত্যন্ত মন্দ বৃষ্টিবর্ষণ করা হয়েছিল।[৭] তারা কি তাদের অবস্থা দেখেনি? কিন্তু এরা মউতের পর আবার জীবিত হওয়ার কোনো আশা রাখে না।

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝

৪১. (হে নবী!) এরা যখন আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে ঠাট্টার পাত্র বানায়। আর বলে, এ-ই নাকি সেই লোক, যাকে আল্লাহ রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছে?

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا ۝

৪২. আমরা যদি আমাদের মা'বুদদের প্রতি বিশ্বাসে মযবুত না থাকতাম তাহলে সে তো আমাদেরকে গোমরাহ করে আমাদের মা'বুদ থেকে সরিয়েই দিত। আচ্ছা, ঠিক আছে। যখন তারা আযাব দেখতে পাবে তখনই তারা জানতে পারবে, কে গোমরাহীতে পড়ে দূরে সরে গিয়েছিল।

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

৪৩. তুমি কি কখনো ঐ লোকের অবস্থা ভেবে দেখেছ, যে তার নাফসের খাহেশকে তার মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? তুমি কি এমন লোককে সঠিক পথে আনার দায়িত্ব নিতে পার?

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝

৬. আরবী ভাষায় পুরাতন অথবা মজে যাওয়া কুয়াকে 'রাস্' বলা হয়। রাসবাসী হচ্ছে সেই জাতি, যারা নিজেদের নবীকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে বা ঝুলিয়ে হত্যা করেছিল।

৭. লূত (আ)-এর কাওমের বস্তির উপরই নিকৃষ্ট রকমের বৃষ্টি তথা পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

৪৪. তুমি কি মনে কর যে, তাদের বেশির ভাগ লোক শুনে ও বুঝে? এরা তো পশুর মতো, বরং তার চেয়েও বেশি গোমরাহ।

রুকূ' ৫

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

৪৫. (হে নবী!) আপনি কি দেখতে পান না যে কীভাবে আপনার রব ছায়াকে ছড়িয়ে দেন? যদি তিনি চাইতেন তাহলে তাকে স্থায়ী বানিয়ে দিতেন। আমি সূর্যকে এ বিষয়ে দলীল বানিয়ে দিয়েছি।[৮]

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا

৪৬. তারপর (সূর্য যতই উপরে উঠতে থাকে) আমি তার ছায়াকে ধীরে ধীরে আমার দিকে সহজেই গুটিয়ে নিতে থাকি।[৯]

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

৪৭. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক, ঘুমকে আরাম ও শান্তি এবং দিনকে জেগে উঠার সময় বানিয়ে দিয়েছেন।

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

৪৮-৪৯. তিনিই সে, যিনি তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ হিসেবে পাঠান। তারপর আমি আসমান থেকে পবিত্র পানি নাযিল করি, যাতে এর সাহায্যে আমি মরা এলাকাকে জীবন দান করতে পারি এবং আমার সৃষ্টিলোকের মধ্যে বহু জীব-জানোয়ার ও মানুষকে পানি পান করাতে পারি।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

৫০. আমার এসব কাজকে বারবার তাদের সামনে আনি, যাতে তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই কুফরী ছাড়া অন্য কিছু কবুল করতে অস্বীকার করে।

৮. মাঝি-মাল্লাদের পরিভাষায় দলীল সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নৌকার রাস্তা দেখায়। ছায়াকে সূর্যের 'দলীল' বানানোর অর্থ– ছায়া লম্বা হওয়া ও ছোট হওয়া নির্ভর করে সূর্যের ওঠা-নামা ও উদয়-অস্তের উপর।

৯. নিজের দিকে গুটিয়ে নেওয়ার অর্থ– অদৃশ্য ও খতম করে দেওয়া। কেননা, প্রত্যেক জিনিস যা খতম হয় তা আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। প্রত্যেক জিনিস তাঁর দিক থেকেই আসে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যায়।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾

৫১. আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে প্রতিটি জনপদের জন্য এক একজন সতর্ককারী দাঁড় করিয়ে দিতে পারতাম।[১০]

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

৫২. সুতরাং (হে নবী!) কাফিরদের কথামতো চলবেন না এবং এ কুরআনকে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বড় রকমের জিহাদ করুন।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾

৫৩. তিনিই সে, যিনি দুটি সমুদ্রকে মিলিয়ে রেখেছেন। এর একটি মজাদার ও মিষ্ট এবং অপরটি লবণাক্ত ও তিক্ত। দুটোর মাঝখানে একটি পর্দা রেখেছেন, এটি এমন একটি বাধা যা এ দুটোকে মিশে যেতে দেয় না।[১১]

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তিনি ঐ সত্তা, যিনি পানি থেকে একটি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তারপর এ থেকে একটি বংশগত ও অপরটি শ্বশুর পক্ষ– এ দুটো আত্মীয়তার ধারা সৃষ্টি করেছেন। আপনার রব বড়ই শক্তিশালী।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

৫৫. ঐ আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ এমন সব সত্তার পূজা করে, যারা তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। আর কাফির তার রবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্যকারী হয়েই আছে।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

৫৬. (হে নবী!) আমি আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।[১২]

১০. অর্থাৎ, এরূপ করা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল না। আমি যদি চাইতাম তবে জায়গায় জায়গায় নবী সৃষ্টি করতে পারতাম। কিন্তু আমি এরূপ করিনি; বরং সারা দুনিয়ার জন্য একজন মাত্র নবী পাঠিয়েছি। একটি সূর্য যেমন সারা পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য যথেষ্ট, তেমনিভাবে হেদায়াতের জন্য এক সূর্যই গোটা জগদ্বাসীর জন্য যথেষ্ট।

১১. যেখানে কোনো বড় নদী সমুদ্রে এসে পড়ে– এরূপ প্রত্যেক স্থানে এ অবস্থা দেখা যায়। এ ছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও বিভিন্ন জায়গায় মিঠা পানির উৎস দেখা যায়, যা সমুদ্রের অত্যন্ত লোনা পানির মধ্যেও এর মিষ্টতা বজায় থাকে। বাহরাইন ও অন্যান্য জায়গায় পারস্য উপসাগরের তলায় এমন বহু উৎস আছে, যেখান থেকে মানুষ মিঠা পানি সংগ্রহ করে।

১২. অর্থাৎ, কোনো ঈমানদারকে পুরস্কার দেওয়া বা কোনো কাফিরকে শাস্তি দেওয়া আপনার কাজ নয়। ঈমানের দিকে কাউকে বাধ্য করে আনা ও অমান্য করা থেকে কাউকে জোর করে ফিরিয়ে রাখার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি। আপনার দায়িত্ব এরচেয়ে বেশি নয়– যে সঠিক পথ কবুল করে তাকে সুসংবাদ দেওয়া এবং যে অসৎ পথে চলে তাকে আল্লাহর পাকড়াওয়ের ভয় দেখানো।

৫৭. আপনি তাদেরকে বলুন, আমার এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি শুধু এটুকু যে, যার ইচ্ছা হয় সে যেন তার রবের পথ ধরে।

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ۝

৫৮. (হে নবী!) একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রাখুন, যিনি জীবিত এবং কখনো মরবেন না। তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করুন। তাঁর বান্দাহদের গুনাহ সম্পর্কে শুধু তাঁর জানা থাকাই যথেষ্ট।

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا ۝

৫৯. যিনি আসমান ও জমিনকে এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা আছে এসব কিছুই ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি নিজেই আরশের উপর আরোহণ করেছেন। তিনি আর-রাহমান (সকল দয়ার মূল)। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে যারা জানে তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর।

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا ۝

৬০. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'রাহমানকে সিজদা কর।' তখন তারা বলে, রাহমান আবার কী? তুমি যাকে বলবে কেবল তাকেই আমরা সিজদা করব? এ হুকুম তাদের ঘৃণাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। (সিজদার আয়াত)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا۟ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا۟ وَمَا ٱلرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ۝

রুকূ' ৬

৬১. বড়ই বরকতময় ঐ সত্তা, যিনি আসমানে অনেক 'বুরূজ' (গ্রহ-নক্ষত্র) বানিয়েছেন এবং এর মধ্যে একটি বাতি ও আলোময় চাঁদ রেখে দিয়েছেন।

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۝

৬২. তিনিই রাত ও দিনকে একের পর অপরকে হাজির করেন এমন প্রত্যেকের জন্য, যে উপদেশ নিতে চায় বা শোকর আদায় করতে চায়।

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝

৬৩. রাহমানের (আসল) বান্দাহ তারাই, যারা জমিনের বুকে নরম হয়ে চলে।[১৩] আর

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا

১৩. অর্থাৎ, তারা অহংকারী হয়ে গর্বভরে চলে না। তারা যালিম ও ফাসাদকারীদের মতো নিজেদের চালচলন দ্বারা শক্তির বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা করে না; বরং তাদের চালচলন এক শরীফ, নেক ও ভদ্র মেজাযের মানুষের মতো হয়ে থাকে।

وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

জাহিল লোকেরা তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দিয়ে (বিদায় করে)।

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾

৬৪. আর যারা তাদের রবের সামনে সিজদায় ও দাঁড়ানো অবস্থায় রাত কাটায়।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

৬৫. যারা দোয়া করে, হে আমাদের রব! দোযখের আযাবকে আমাদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও। নিশ্চয়ই এর আযাব বড়ই কষ্টদায়ক।

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৬. নিশ্চয়ই তা আশ্রয়ের জন্যও মন্দ এবং থাকার জন্যও মন্দ জায়গা।

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

৬৭. যারা যখন খরচ করে তখন বেহুদা খরচ করে না এবং কৃপণতাও করে না। বরং তাদের খরচ এ দুটো চূড়ান্ত সীমার মাঝামাঝি থাকে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

৬৮. যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহর হারাম করা কোনো জীবনকে অকারণে হত্যা করে না। আর যিনাও করে না। এসব কাজ যে কেউ করে, সে তার গুনাহের বদলা পাবে।

يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

৬৯. কিয়ামতের দিন তার জন্য আযাব বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানেই সে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল পড়ে থাকবে।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾

৭০. তা থেকে তারাই বেঁচে থাকবে, যারা (গুনাহের পর) তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। আল্লাহ এসব লোকের মন্দ কাজগুলোকে ভালো কাজ দিয়ে বদলে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهٗ يَتُوْبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

৭১. যে তাওবা করে ও নেক আমল করে সে তো আল্লাহর দিকে তেমনিভাবে ফিরে আসে, যেমনভাবে আসা উচিত।

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَإِذَا مَرُّوْا

৭২. (রাহমানের বান্দাহ তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। যখন তারা কোনো বাজে

بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝

জিনিসের পাশ দিয়ে যায় তখন ভদ্র লোকের মতোই চলে যায়।

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۝

৭৩. যাদেরকে যখন তাদের রবের আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হয় তখন তারা এর প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

৭৪. যারা দোয়া করতে থাকে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে এমন বানাও, যেন আমাদের চোখ জুড়ায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের মধ্যে অগ্রগামী কর।[১৪]

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝

৭৫. এরাই ঐ সব লোক, যারা সবরের ফল হিসেবে উঁচু বাসস্থান পাবে এবং সেখানে তাদেরকে আদরের সাথে ও সালাম দিয়ে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হবে।

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

৭৬. সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আশ্রয় হিসেবে ও থাকার জায়গা হিসেবে তা কতই না সুন্দর!

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

৭৭. (হে নবী!) লোকদেরকে বলে দিন, তোমরা যদি তাঁকে না-ই ডাক তাহলে আমার রব তোমাদের কোনো পরওয়া করেন না।[১৫] এখন তো তোমরা তাকে অস্বীকারই করেছ। শিগ্‌গিরই এমন শাস্তি পাবে, যা তোমাদের সাথে লেগেই থাকবে।

১৪. অর্থাৎ, আমরা যেন তাকওয়া ও আনুগত্যে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকি, ভালো ও নেক কাজে সকলের আগে চলি, শুধু সৎ নয় বরং সৎ মানুষদের নেতা ও চালক হই এবং যেন আমাদের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় নেকী ও সততার প্রসার ঘটে। এখানে এ বিষয়ের উল্লেখ আসলে এই কথা জানানোর জন্য যে, এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা ধন-দৌলত, শান-শওকত, আড়ম্বর ও ঠাঁট-বাঁটে নয় বরং নেকী ও পরহেযগারী এবং সবর ও সততায় একে অপর থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

১৫. অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া না কর, তাঁর ইবাদত না কর, সাহায্যের জন্য তাঁকে না ডাক, তবে জেনে রাখ আল্লাহর চোখে তোমাদের এমন কোনো মূল্য নেই যে, তিনি তোমাদেরকে পাখির একটা তুচ্ছ পালকের মতোও গুরুত্ব দেবেন। নিছক সৃষ্টি হওয়ার দিক দিয়ে তোমাদের ও পাথরের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। তোমাদের কারণে আল্লাহ তাআলার কোনো কাজ আটকে থাকে না। তোমরা যদি তাঁর বন্দেগী না কর, তবে তাঁর সামান্য কোনো ক্ষতিও হবে না। যে জিনিস তোমাদের প্রতি তাঁর দয়া ও মনোযোগ আকর্ষণ করে তা হচ্ছে তাঁর কাছে তোমাদের হাত পাতা, তাঁর কাছে তোমাদের ভিক্ষা চাওয়া ও দোয়া করা। যদি তা না কর তাহলে আবর্জনা-জঞ্জালের মতো তোমাদেরকে ছুড়ে ফেলা হবে।

২৬. সূরা শু'আরা

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ২২৪ নং আয়াতের 'শু'আরা' শব্দটিকে এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায় এবং হাদীস থেকেও জানা যায়, মাক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ে এ সূরা নাযিল হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, প্রথমে সূরা ত্বাহা, এর পর সূরা ওয়াকিয়াহ ও এরপর সূরা শু'আরা নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়

যে পরিবেশে সূরাটি নাযিল হয়েছে তা নিম্নরূপ–

মক্কার কাফিররা রাসূল (স)-এর দাওয়াতকে লাগাতার অস্বীকার করে চলছিল। এর জন্য তারা নানা রকম বাহানা করত। কখনো বলত, তুমি তো কোনো নিদর্শন দেখাতে পারলে না। কেমন করে তোমাকে নবী বলে মানা যায়? কখনো তাঁকে কবি ও গণক বলে তারা তাঁর দাওয়াতকে উড়িয়ে দিত। আবার কখনো তারা বলত, তোমার দাওয়াত কবুল করার যোগ্য হলে সমাজের মান্য-গণ্য, জ্ঞানী ও সরদাররা তা মেনে নিত। গরিব, মূর্খ ও নীচু শ্রেণীর লোকেরাই শুধু তোমাকে নবী বলে স্বীকার করে।

রাসূল (স) মযবুত যুক্তি দিয়ে তাদের আকীদা-বিশ্বাস যে ভুল এবং তাওহীদ ও আখিরাত যে সত্য, সে কথা বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিরোধীরা নতুন নতুন কৌশলে বাধা দিতে ক্লান্ত হতো না। তাদের হঠকারী আচরণে রাসূল (স) মনে খুবই কষ্টবোধ করতেন। তারা হেদায়াত হচ্ছে না বলে তিনি চরম মানসিক পীড়ন অনুভব করছিলেন।

এ অবস্থায় সূরাটির শুরুতেই সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে রাসূল! এরা ঈমান আনছে না বিধায় মনে হয় আপনি দুঃখে জান দিয়ে দেবেন। কোনো নিদর্শন না দেখা তাদের ঈমান না আনার আসল কারণ নয়। আসল কারণ, এরা জিদ ধরে আছে। এরা বুঝলেও বোঝার জন্য প্রস্তুত নয়।

সূরার শুরুতে ঐটুকু ভূমিকার পর একটানা দশটি রুকূ'তে মক্কার কাফিরদের মতো হঠকারী সাতটি জাতির ইতিহাস তুলে ধরে বোঝানো হয়েছে যে, যারা সত্য তালাশ করে তাদের জন্য গোটা সৃষ্টিজগতে বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু হঠকারীরা তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এমনকি নবীগণের মু'জিযা দেখেও ঈমান আনেনি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবের আকারে চূড়ান্ত নিদর্শন না আসা পর্যন্ত তারা গুমরাহীর উপরই অবিচল রয়েছে। ঐ সাতটি জাতির ইতিহাসের মাধ্যমে এ সূরায় নিম্নোক্ত কয়েকটি মূল্যবান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে :

১. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুই রকম নিদর্শন পেশ করা হয়। এক ধরনের নিদর্শন আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে আছে। যারা সত্য তালাশ করে তারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তা চিনতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান : ১৯০)

এসব নিদর্শন থেকে যারা সত্য তালাশ করে না, তাদেরকে আল্লাহ অন্য রকম নিদর্শন দেখান, যা আল্লাহর আযাব আকারে নাযিল হয় এবং যা ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়, নূহের কাওম, 'আদ ও সামূদ জাতি, লূতের কাওম ও আইকাবাসীরা দেখেছে।

এখন মক্কাবাসীরা ফায়সালা করুক, তারা এ দুই রকম নিদর্শনের মধ্যে কোন্‌টা পছন্দ করে।

২. সকল যুগেই কাফিরদের মন-মানসিকতা একই রকম ছিল। তাদের যুক্তি ও আপত্তি একই ধরনের। ঈমান না আনার জন্য তাদের বাহানাও একই রকমের। তাই তাদের পরিণামও একই রকম মন্দ হয়েছে।

অপরদিকে সকল নবীর শিক্ষা ও দাওয়াত একই ছিল। তাঁদের চরিত্র একই মানের উন্নত ছিল। বিরোধীদের মোকাবিলায় তাঁদের যুক্তি ও আচরণ একই রকম ছিল। তাদের সবার উপর আল্লাহর মেহেরবানীও একই ধরনের ছিল। তাঁদের কর্মনীতি ও কর্মসূচিও একই। মানবজাতির ইতিহাসে উপরে বর্ণিত দুই রকমের মানুষ, দু ধরনের চরিত্র, দুই রকম নীতি ও আদর্শ দেখা যায়। মক্কার কাফিররা চিন্তা করে দেখুক, তারা এ দুটোর কোন্ পথের পথিক আর কোন্ পথ সঠিক।

৩. সূরাটিতে বারবার এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা একদিকে যেমন মহাশক্তিশালী ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, তেমনি তিনি পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। মানবজাতির ইতিহাসে তাঁর ক্ষমতার দাপট ও তাঁর রাগের চরম প্রকাশের উদাহরণ যেমন আছে, তেমনি তাঁর রহমতের উদাহরণও যথেষ্ট রয়েছে। এখন মক্কাবাসীরা কি আল্লাহর গযব চায়, না রহমত চায় এর ফায়সালা তাদেরকেই করতে হবে।

শেষ রুকূ'তে দরদের সাথে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বিরোধীরা যে আল্লাহর নিদর্শন দাবি করছে তারা কি কুরআনকে নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করতে পারে না? তারা এ নিদর্শনকে উপেক্ষা করে আল্লাহর আযাব ও গযবের নিদর্শনের জন্য কেন তাড়াহুড়া করছে? অতীতে বিভিন্ন কাওম ধ্বংস হওয়ার সময় যে নিদর্শন দেখতে পেয়েছে তারা কি তা-ই দেখতে চায়?

হে মক্কাবাসীরা! তোমরা তোমাদের ভাষায় নাযিল হওয়া কুরআনকে দেখ, মুহাম্মদ (স)-কে দেখ এবং তাঁর সাথীদেরও দেখ। কুরআনের বাণী কি শয়তান বা জিনের কথা মনে হয়? রাসূলকে কি গণকের মতো মনে কর? তাঁর সাথীদেরকে কবিদের সহযোগী বলে কি ধারণা করা যায়?

জিদ ও হঠকারিতার কথা আলাদা। তোমরা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নাও। গণক ও কবিরা কেমন, তা তোমরা অবশ্যই জানো। তোমাদের বিবেক রাসূলকে গণক বা কবি মনে করতে পারে না। কিন্তু তোমরা জেনে-বুঝে যুলুম করছ। তাই যালিমদের পরিণাম তোমাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٢٢٧ رُكُوْعَاتُهَا ١١

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمّٓ ①

১. তোয়া-সীন-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১]

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③

৩. (হে নবী!) এ লোকেরা ঈমান আনছে না বলে আপনি হয়তো দুঃখে আপনার জীবনই দিয়ে দিচ্ছেন।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

৪. আমি ইচ্ছা করলে আসমান থেকে এমন নিদর্শন নাযিল করতে পারি, যার সামনে তাদের মাথা নত হয়ে যায়।[২]

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ⑤

৫. তাদের কাছে রাহমানের পক্ষ থেকে নতুন যে নসীহতই আসে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑥

৬. এখন যখন তারা মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেই এসেছে, তখন শিগ্গিরই তারা ঐ জিনিসের হাকীকত (বিভিন্নভাবে) জানতে পারবে, যা নিয়ে তারা হাসি-তামাশা করছে।

১. অর্থাৎ, এই কিতাবের আয়াতগুলো আপন উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে খুলে খুলে বর্ণনা করে, তা পড়ে বা শুনে প্রতিটি ব্যক্তি এটা বুঝতে পারে যে, তা কোন্ জিনিসের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে আর কোন্ জিনিস থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে এবং কোন্ জিনিসকে হক ও কোন্ জিনিসকে বাতিল গণ্য করছে। মানা বা না মানা আলাদা কথা; কিন্তু কোনো ব্যক্তি কখনো এই বাহানা করতে পারে না– এ কিতাবের শিক্ষা থেকে সে বুঝতে ও জানতে পারছে না যে, এ কিতাব তাকে কোন্ জিনিস ত্যাগ করতে বলছে এবং কোন্ জিনিস গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছে।

২. অর্থাৎ, এরূপ কোনো অলৌকিক নিদর্শন নাযিল করা, যা দেখে সব কাফির ঈমান আনতে ও আনুগত্য করতে বাধ্য হবে। এমনটা করা আল্লাহ তাআলার জন্য মোটেই কঠিন নয়। তিনি যদি এরূপ না করেন তাহলে এর কারণ এটা নয় যে, এ কাজ করার সামর্থ্য তাঁর নেই; বরং এর কারণ হচ্ছে, এভাবে জোর করে ঈমান আনানো আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

৭-৮. তারা কি কখনো পৃথিবীর দিকে লক্ষ্য করেনি? আমি কত বিরাট পরিমাণে সব রকমের চমৎকার গাছ-পালা তাতে সৃষ্টি করেছি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে।[৩] কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন নয়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

৯. আর নিশ্চয়ই আপনার রব শক্তিমান ও দয়াময়।[৪]

রুকূ' ২

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۝

১০-১১. (হে নবী! তাদেরকে ঐ সময়ের কাহিনী শুনিয়ে দিন) যখন আপনার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, যালিম কাওমের কাছে যান– ফিরাউনের কাওমের কাছে। তারা কি ভয় করে না?

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝

১২. মূসা বললেন, হে আমার রব! আমি ভয় করছি যে, সে আমাকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করবে।

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝

১৩. আমার মন ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং আমার মুখও চলছে না। আপনি হারূনের কাছে রিসালাত পাঠান।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

১৪. আর আমার বিরুদ্ধে তাদের কাছে একটি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। তাই আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

৩. সত্য তালাশ করার জন্য কারো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে বেশি দূর যাওয়ার দরকার হয় না। এ জমিনের উৎপাদনশক্তিকে যদি সে চোখ খুলে সামান্য দেখে তবে সে বুঝতে পারবে– এই বিশ্বব্যবস্থার যে হকীকত (তাওহীদ) আল্লাহর নবীগণ (আ) পেশ করেন তা সঠিক, নাকি মুশরিকরা ও আল্লাহ তাআলাকে অমান্যকারীরা যেসব মতবাদ বর্ণনা করে সেইগুলো।

৪. অর্থাৎ, তাঁর ক্ষমতা এতই বিপুল ও প্রবল যে, তিনি কাউকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে এক পলকেই তাকে শেষ করে দিতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে শাস্তি দিতে তাড়াহুড়া করেন না, তা হচ্ছে নিতান্তই তাঁর দয়া। তিনি বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ঢিলা দিয়ে থাকেন, চিন্তা করার ও বোঝার অবকাশ দিয়ে যান এবং সারা জীবনের নাফরমানীকে একটি তাওবা দ্বারা মাফ করে দিতে তৈরি থাকেন।

قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আল্লাহ্ বললেন, কক্ষনো না। আপনারা দুজনই আমার নিদর্শনগুলো নিয়ে যান। আমি আপনাদের সাথে থেকে সব কিছু শুনতে থাকব।

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾

১৬-১৭. সুতরাং আপনারা দুজনই ফিরাউনের কাছে গিয়ে বলুন, আমাদেরকে রাব্বুল আলামীন এ জন্য পাঠিয়েছেন, যাতে তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾

১৮. ফিরাউন বলল, তুমি যখন শিশু ছিলে তখন কি আমাদের এখানে তোমাকে আমরা লালন-পালন করিনি? তুমি তোমার জীবনের বেশ কয়টি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছ।

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾

১৯. এরপর তুমি যে কর্মটি করেছ তা তো করেছই। তুমি এমন লোক, যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না।

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾

২০. মূসা জবাবে বললেন, ঐ কাজ আমি তখন না বুঝে করেছিলাম।

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

২১. তারপর তোমাদের ভয়ে আমি পালিয়ে গেলাম। এরপর আমার রব আমাকে 'হুকুম' দান করলেন ও আমাকে রাসূলগণের মধ্যে শামিল করে নিলেন।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾

২২. আর রইল আমার উপর তোমার ঐ দয়ার কথা, যার খোটা এখন দিয়েছ। সে বিষয়ে আসল কথা এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলে।[৫]

৫. অর্থাৎ, তুই যদি বনী ইসরাঈলের উপর যুলুম না করতি তবে তোর ঘরে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য আমি কেন আসব? তোর যুলুমের কারণেই তো আমার মা আমাকে টুকরির মধ্যে রেখে নদীর বুকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তা না হলে আমার লালন-পালনের জন্য আমার নিজের ঘর কি ছিল না? সুতরাং ঐ উপকারের কথা আমাকে শোনানো তোর শোভা পায় না।

২৩. ফিরাউন বলল, এ রাব্বুল আলামীন আবার কী?	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
২৪. মূসা জবাব দিলেন, যদি তোমরা ইয়াকীন কর তাহলে তিনি আসমান ও জমিনের রব এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা আছে সেসবেরও রব।	قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۝
২৫. ফিরাউন তার আশপাশের লোকদেরকে বলল, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ?	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ۝
২৬. মূসা বললেন, তিনি তোমাদেরও রব এবং তোমাদের বাপ-দাদা যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদেরও রব।	قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ۝
২৭. ফিরাউন (উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বলল, তোমাদের এ রাসূল সাহেবটি–যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, এ তো একেবারেই পাগল মনে হয়।	قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ۝
২৮. মূসা বললেন, পূর্ব ও পশ্চিম এবং এর মাঝখানে যা কিছু আছে এ সবেরই তিনি রব, যদি তোমাদের কিছু আকল থেকে থাকে।	قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝
২৯. ফিরাউন বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ইলাহ হিসেবে মেনে নাও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে জেলখানায় পড়ে থাকা লোকদের মধ্যে শামিল করে নেব।	قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ۝
৩০. মূসা বললেন, আমি যদি তোমার সামনে সুস্পষ্ট একটি জিনিস নিয়ে আসি তাহলেও?	قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ۝
৩১. ফিরাউন বলল, বেশ, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তা নিয়ে এস দেখি।	قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣٢﴾

৩২. (ফিরাউনের মুখ থেকে এ কথা বের হতেই) মূসা তার হাতের লাঠিটি ছুড়ে দিলেন। অমনি তা স্পষ্ট অজগর সাপ হয়ে গেল।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾

৩৩. তারপর তিনি যখন তার হাত (বগল থেকে) টেনে বের করলেন তখন তা দেখার লোকদের সামনে চকমক করছিল।[৬]

রুকূ' ৩

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩৪-৩৫. ফিরাউন চারপাশে উপস্থিত সরদারদেরকে বলল, এ লোকটি পাকা জাদুকর। সে তার জাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়।[৭] এখন বল তোমাদের হুকুম কী?

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾

৩৬-৩৭. তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে আটক করুন এবং শহরে শহরে হরকরা (ঘোষক) পাঠিয়ে দিন। তারা প্রত্যেক সেয়ানা জাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসুক।

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. সুতরাং একদিন নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো।

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾

৩৯-৪০. আর জনগণকে বলা হলো, তোমরাও কি সমাবেশে যাবে? জাদুকররা জিতলে আমরা হয়তো তাদের দীনেই বহাল থাকব।[৮]

৬. হযরত মূসা (আ) বগল থেকে হাত বের করামাত্র হঠাৎ সারা মহল আলোতে ঝকমক করে উঠল। মনে হলো যেন সূর্য উঠেছে।

৭. এক মুহূর্ত পূর্বে ফিরাউন তার এক প্রজাকে প্রকাশ্য দরবারে রিসালাতের কথা বলতে ও বনী ইসরাঈলদের মুক্তির দাবি করতে দেখে তাকে পাগল গণ্য করেছিল ও ধমক দিচ্ছিল যে, যদি তুই আমাকে ছাড়া কাউকে রব বলে মানিস তাহলে তোকে জেলের মধ্যে পচিয়ে মারব। কিন্তু এখন নিদর্শনগুলো দেখামাত্রই তার মনে এমন ভয় ধরে গেল, নিজের বাদশাহী ও রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হবে এমন আশঙ্কা তার সামনে দেখা দিল। এ থেকে মু'জিযার প্রভাবের আন্দাজ করা যেতে পারে।

৮. অর্থাৎ, শুধু ঘোষণা ও বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করা হলো না; বরং এই উদ্দেশ্যে চারদিকে লোক পাঠানো হলো, যাতে মোকাবিলা দেখার জন্য লোকদেরকে সমবেত করা হয়। এর দ্বারা বোঝা যায়, ভরা দরবারে হযরত মূসা (আ) যে মু'জিযা দেখিয়েছিলেন তার খবর সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ফিরাউনের মনে এ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, দেশবাসীরা এর দ্বারা প্রভাবিত

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾

৪১. যখন জাদুকররা ময়দানে এল, তখন তারা ফিরাউনকে বলল, আমরা জিতে গেলে কি পুরস্কার পাব?

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. ফিরাউন বলল, অবশ্যই। তোমরা তো তখন আমার কাছের লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. মূসা তাদেরকে বললেন, তোমাদের যা কিছু ছুড়ে ফেলার আছে তা ফেলো।

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তখনই তারা তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুড়ে ফেলে বলল, ফিরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব।

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. তারপর মূসা তাঁর লাঠিটি ফেললেন। অমনি তা তাদের মিথ্যা কীর্তিগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তখন সব জাদুকর আপনা আপনিই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

৪৭-৪৮. তারা বলে উঠল, আমরা রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনলাম, মূসা ও হারূনের রবের প্রতি।

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

৪৯. ফিরাউন বলল, আমি অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের নেতা, যে তোমাদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। ঠিক আছে। শিগ্‌গিরই টের পাবে। আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কাটাব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।

হয়ে পড়েছে। দরবারে উপস্থিত যেসব লোক হযরত মূসা (আ)-এর মুজিযা দেখেছিল এবং বাইরের যেসব লোকের নিকট এর খবর পৌঁছেছিল, তাদের পৈত্রিক ধর্মের উপর তাদের বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। এখন তাদের ধর্মকে বাঁচাতে হলে হযরত মূসা (আ) যা দেখিয়েছেন, জাদুকররাও যেকোনো উপায়ে যদি তা-ই করে দেখাতে পারে, তবেই রক্ষা। ফিরাউন ও তার দরবারিরা এ মোকাবিলাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী বলে মনে করেছিল। তাদের পাঠানো লোকেরা জনগণের মনে এই কথা বদ্ধমূল করাতে চেষ্টা করে ফিরছিল যে, যদি জাদুকররা জয়ী হয় তবেই মূসা (আ)-এর ধর্ম থেকে আমরা রক্ষা পাব, তা না হলে আমাদের দীন ও ঈমানের কোনো ঠিকানা নেই।

قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

৫০-৫১. তারা জবাবে বলল, কোনো পরওয়া নেই, আমরা তো আমাদের রবের কাছেই পৌঁছে যাব। আমরা আশা করি, আমাদের রব আমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। কারণ আমরা সবার আগে ঈমান এনেছি।

রুকূ' ৪

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. আমি[৯] মূসার কাছে এ কথা ওহী করেছি যে, রাতারাতি আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে বের হয়ে যান। আপনাদের পেছনে ওরা আসবে।

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾

৫৩-৫৪. ফিরাউন (সৈন্য জমা করার জন্য) শহরে শহরে হরকরা (ঘোষক) পাঠিয়ে দিলো। আর বলে পাঠাল, এরা অল্প কতক লোক।

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾

৫৫-৫৬. নিশ্চয়ই এরা আমাদেরকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করেছে। আমরা এমন একটি দল, যারা সব সময় সতর্ক।

فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

৫৭-৫৮. এভাবেই আমি তাদেরকে তাদের বাগ-বাগিচা, ঝরনাধারা, ধন-সম্পদ ও উন্নত বাড়ি-ঘর থেকে বের করে আনলাম।

كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾

৫৯. (অপরদিকে) আমি বনী ইসরাঈলকে ঐ সবের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম।

فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. সকাল হতেই এ লোকেরা তাদের পিছু নিয়ে বের হয়ে পড়ল।

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾

৬১. যখন দু'দল একে অপরকে দেখতে পেল তখন মূসার সাথীরা চিৎকার করে উঠল, আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম।

قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

৬২. মূসা বললেন, কক্ষনো নয়। আমার রব আমাদের সাথে আছেন। তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন।

৯. এখন দীর্ঘকালের ঘটনাবলিকে বাদ দিয়ে সেই সময়ের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যখন হযরত মূসা (আ)-কে মিসর ত্যাগ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

৬৩. আমি মূসাকে ওহীর মাধ্যমে হুকুম দিলাম, সমুদ্রের উপর আপনার লাঠি মারুন। অমনি সাগর ফেটে গেল এবং এর এক একটি টুকরো বিশাল পাহাড়ের মতো হয়ে গেল।

فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۝

৬৪. সেখানেই অপর দলটিকেও আমি কাছে নিয়ে এলাম।

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْـَٔاخَرِينَ ۝

৬৫-৬৬. আমি মূসা ও তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। তারপর অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ۝

৬৭. এ ঘটনার মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন নয়।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝

৬৮. নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝

রুকূ' ৫

৬৯. (হে নবী!) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দিন।

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ۝

৭০. যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর কাওমকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কিসের পূজা কর?

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ۝

৭১. তারা বলল, আমরা কতক মূর্তির পূজা করি এবং তাদের সেবায় লেগে থাকি।

قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ۝

৭২. তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক তখন তারা কি শুনতে পায়?

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝

৭৩. অথবা এরা কি তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে?

أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝

৭৪. তারা জবাব দিলো, না; বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ রকম করতে দেখেছি।

قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ۝

৭৫-৭৬. এ কথায় ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি কখনো (চোখ খুলে) সেই জিনিসগুলো দেখেছ, যাদের পূজা তোমরা ও তোমাদের আগের বাপ-দাদারা করে এসেছে?

فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৭৭. রাব্বুল আলামীন ছাড়া এরা সব অবশ্যই আমার দুশমন।

الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ۝

৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর আমাকে পথ দেখিয়েছেন।

وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ ۝

৭৯. যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝

৮০. আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই সুস্থ করে দেন।

وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ۝

৮১. যিনি আমাকে মউত দেবেন এবং আবার আমাকে জীবিত করবেন।

وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝

৮২. যার কাছে আমি আশা করি যে, বদলা দেওয়ার দিন তিনি আমার অপরাধ মাফ করবেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝

৮৩. (ইবরাহীম দোয়া করলেন) হে আমার রব! আমাকে হুকুম (জ্ঞান-বুদ্ধি) দান করো এবং আমাকে নেক লোকদের সাথে মিলিত করো।

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝

৮৪. পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমাকে সত্যিকার সুনাম দান করো।

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۝

৮৫. আমাকে নিয়ামতভরা বেহেশতের ওয়ারিশদের মধ্যে শামিল করো।

وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۝

৮৬. আমার পিতাকে মাফ করো। নিশ্চয়ই তিনি গোমরাহদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ۝

৮৭. যেদিন সব মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে, সেদিন আমাকে অপমানিত করো না।

৮৮-৮৯. যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। তবে যে খাঁটি দিল নিয়ে আল্লাহর নিকট হাজির হবে তার কথা আলাদা।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ۝

৯০. (সেদিন[১০]) মুত্তাকীদের জন্য বেহেশতকে কাছে নিয়ে আসা হবে।

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

৯১. আর দোযখকে গোমরাহ লোকদের সামনে খুলে দেওয়া হবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ۝

৯২-৯৩. তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, আল্লাহকে ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা পূজা করতে তারা এখন কোথায়? তারা কি তোমাদের কিছু সাহায্য করছে? অথবা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছে?

وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝

৯৪-৯৫. তারপর তাদের ঐসব মা'বুদ ও এসব গোমরাহ লোক এবং ইবলিসের বাহিনীর সবাইকে এর মধ্যে উপুড় করে ফেলা হবে।

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۝ وَجُنُوْدُ إِبْلِيْسَ أَجْمَعُوْنَ ۝

৯৬. সেখানে এরা সবাই একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে।

قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৯৭-৯৮. গোমরাহ লোকেরা তখন (তাদের মা'বুদদেরকে) বলবে, আল্লাহর কসম, আমরা যখন তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমান মনে করেছিলাম তখন আমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিলাম।

تَاللّٰهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯৯. আর এ অপরাধীরাই আমাদেরকে এই গোমরাহীতে ঠেলে দিয়েছে।

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

১০০-১০১. এখন আমাদের কোনো শাফাআতকারীও নেই এবং কোনো দরদি বন্ধুও নেই।

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۝ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۝

১০. এখান থেকে ১০২ আয়াত পর্যন্ত ভাষণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা নয়; বরং এখানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথার পর এ কথা যোগ করা হয়েছে।

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾

১০২. হায়! আমাদেরকে যদি আরেকবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ মিলত তাহলে আমরা মুমিন হয়ে যেতাম।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক বড় নিদর্শন রয়েছে।[১১] কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন নয়।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪. নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান।

রুকূ' ৬

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾

১০৫-১০৬. নূহের কাওম রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছে, যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি ভয় করো না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾

১১০. তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা জবাবে বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে চলব? অথচ অতি নীচু মানের লোকেরা তোমাকে মেনে চলছে।

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾

১১২. নূহ বললেন, তাদের আমল কেমন তা আমি কী জানি?

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তাদের হিসাব নেবার দায়িত্ব তো আমার রবের। হায়, যদি তোমাদের চেতনা থাকত!

১১. অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনীর মধ্যে।

وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾

১১৪. মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়।

إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মানুষ।

قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া হবে।

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

১১৭. নূহ দোয়া করলেন, হে আমার রব! আমার কাওম আমাকে মিথ্যা মনে করছে।

فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮. কাজেই এখন আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে তাদেরকে নাজাত দাও।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾

১১৯. অবশেষে আমি তাকে ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে একটি জাহাজে তুলে বাঁচিয়ে দিলাম।[১২]

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. এরপর বাকি লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾

১২১. নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

১২২. নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান।

রুকূ' ৭

كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৩-১২৪. 'আদ জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করল, যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন, তোমরা ভয় করো না?

১২. এটা সেই ভরা নৌকা, যা ঈমানদার মানুষ ও ঐসব পশু দিয়ে ভরা হয়েছিল, যাদের এক-এক জোড়া সঙ্গে নেওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছিল। সূরা হূদের ৪০ নং আয়াতে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৫. আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

১২৬. কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝

১২৭. এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১২৮-১২৯. তোমাদের এ কি অবস্থা যে, তোমরা প্রতিটি উঁচু জায়গায় অনর্থক স্মারক হিসেবে দালান বানিয়ে ফেলছ এবং বড় বড় দালান-কোঠা বানাচ্ছ, যেন তোমরা চিরকালই থাকবে?

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝

১৩০. যখন তোমরা কাউকে পাকড়াও কর তখন তোমরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাও।

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۝

১৩১. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۝

১৩২. তোমরা তাঁকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা তোমরা জানো।

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۝

১৩৩-১৩৪. তিনি তোমাদেরকে গৃহপালিত পশু, সন্তান-সন্ততি, বাগান ও ঝরনাসমূহ সাহায্য হিসেবে দিয়েছেন।

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۝ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

১৩৫. আমি তোমাদের উপর একটি বড় দিনের আযাবের ভয় করছি।

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

১৩৬. জবাবে তারা বলল, তুমি নসীহত কর বা না কর, আমাদের জন্য সবই সমান।

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۝

১৩৭. এসব কথা তো এভাবেই চলে এসেছে।

إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۝

১৩৮. আমাদের উপর কোনো আযাব আসবে না।

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিথ্যা মনে করল। আর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে। তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

১৪০. আসল সত্য এটাই যে, আপনার রব বড়ই শক্তিশালী ও দয়াবান।

রুকূ' ৮

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

১৪১-১৪২. সামূদ জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করল, যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

وَمَا أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে।

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَٰهُنَا ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, এখানে যেসব জিনিস আছে এর মধ্যে তোমাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেওয়া হবে?

فِي جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾

১৪৭-১৪৮. এসব বাগান ও ঝরনাগুলো এবং ফসলের ক্ষেত ও রসভরা ছড়াসহ খেজুরের বাগানে (এভাবেই থাকতে দেওয়া হবে)?

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَٰرِهِينَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. তোমরা পাহাড় কেটে কেটে গর্বের সাথে তাতে ইমারত বানাচ্ছ।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾

১৫০. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর।

وَلَا تُطِيعُوٓا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫১-১৫২. ঐ সব লাগামহীন লোক, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে ও কোনো সংশোধনমূলক কাজ করে না তাদের আনুগত্য করো না।

قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٥٤﴾

১৫৩-১৫৪. তারা জবাবে বলল, তুমি একজন জাদুগ্রস্ত লোক। তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কী? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে কোনো নিদর্শন আন দেখি।

قَالَ هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. সালেহ বললেন, এই উটনীটি রইল। একদিন সে পানি খাবে, আর একদিন তোমরা সবাই নেবে।

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. তোমরা এর প্রতি খারাপ আচরণ করবে না। তাহলে তোমাদের উপর এক মহাদিনের আযাব এসে পড়বে।

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَٰدِمِينَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. তারা উটনীটিকে মেরে ফেলল। শেষ পর্যন্ত তারা আফসোস করতে থাকল।

فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তারপর তাদের উপর আযাব এসে পড়ল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান।

রুকূ' ৯

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾

১৬০-১৬১. লূতের কাওম রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল, যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি ভয় করো না?

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾

১৬২. আমি তোমাদের জন্য আমানতদার রাসূল।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে।

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾

১৬৫-১৬৬. সৃষ্টি জগতে শুধু তোমরাই কি (যৌন উদ্দেশ্যে) পুরুষদের কাছে যাও? আর তোমাদের রব তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন তা কি বাদ দিয়ে থাক? বরং তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী কাওম।

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. তারা বলল, হে লূত! যদি তুমি এসব কথা বলা বন্ধ না কর, তাহলে আমাদের এলাকা থেকে যাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে তোমাকেও তাদের মধ্যে শামিল হতে হবে।

قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. লূত বললেন, তোমাদের কাজের জন্য যারা অসন্তুষ্ট আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে শামিল আছি।

رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. হে আমার রব! এরা যা কিছু করছে তা থেকে আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে নাজাত দাও।

فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾

১৭০-১৭১. অবশেষে তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে রক্ষা করলাম, শুধু এক বুড়ি (তার স্ত্রী) ছাড়া যে তাদের মধ্যে গণ্য ছিল যারা পেছনে থেকে যায়।[১৩]

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. তারপর আমি বাকি লোকদেরকে ধ্বংস করে দিলাম।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. তাদের উপর আমি এক বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করলাম। যাদেরকে এর ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের উপর বর্ষিত এ বৃষ্টি খুবই মন্দ ছিল।

১৩. অর্থাৎ, হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী।

১৭৪. নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. নিশ্চয়ই আপনার রব অত্যন্ত শক্তিশালী ও মেহেরবান।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

রুকূ' ১০

১৭৬-১৭৭. আইকাবাসী[১৪] রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করল যখন শু'আইব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না?

كَذَّبَ أَصْحَابُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. আমি তোমাদের জন্য এক আমানতদার রাসূল।

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾

১৮০. আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾

১৮১. তোমরা ওজনের পাত্র পুরা করে ভরে দাও। কাউকেও মাপে কম দিও না।

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

১৮২. আর সঠিক পাল্লায় ওজন কর।

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾

১৮৩. লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং পৃথিবীতে তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

১৮৪. ঐ সত্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এবং অতীতের বংশধরদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾

১৮৫. তারা বলল, তুমি তো নিছক এক জাদুগ্রস্ত মানুষ।

قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾

১৪. 'আসহাবুল আইকা'-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সূরা হিজরের ৭৮-৮৪ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

১৮৬. তুমি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ মাত্র। আমরা তো তোমাকে একেবারেই মিথ্যুক মনে করি।

وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

১৮৭. তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের উপর আসমানের কোনো টুকরো ফেলে দাও।

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১৮৮. শু'আইব বললেন, তোমরা যা কিছু করছ তা আমার রব জানেন।

قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৮৯. তারা তাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করল। অবশেষে তাদের উপর ছাতার (মেঘাচ্ছন্ন) দিনের আযাব এসে পড়ল।[১৫] আর তা ভয়ানক দিনের আযাব ছিল।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

১৯০. এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৯১. নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও মেহেরবান।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

রুকূ' ১১

১৯২. এটা রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস।[১৬]

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৯৩-১৯৪. এটা নিয়ে আমানতদার রূহ[১৭] আপনার দিলে নাযিল হয়েছে, যাতে আপনি তাদের মধ্যে শামিল হয়ে যান, যারা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সতর্ককারী হয়।

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۝ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝

১৫. এই শব্দগুলো থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, যেহেতু তারা আসমানি আযাব চেয়েছিল, সেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এক মেঘমালা পাঠিয়েছিলেন। আযাবের বৃষ্টি তাদেরকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করে না দেওয়া পর্যন্ত এই মেঘ তাদের উপর ছাতার মতো ছেয়ে ছিল। এ কথাও লক্ষণীয় যে, হযরত শু'আইব (আ)-কে মাদইয়ান ও আইকাবাসীর প্রতি পাঠানো হয়েছিল। এ দুই জাতির উপর আল্লাহর আযাব দুই রকমে এসেছিল।

১৬. অর্থাৎ এই কুরআন, যার আয়াত শোনানো হচ্ছে।

১৭. অর্থাৎ, জিবরাঈল (আ)।

১৯৫. এটা পরিষ্কার আরবী ভাষায় (নাযিল হয়েছে)।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۝

১৯৬. আর আগেরকালের কিতাবেও তা আছে।[১৮]

وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ ۝

১৯৭. এটা কি এদের (মক্কাবাসীদের) জন্য কোনো নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমরা একে জানে?[১৯]

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

১৯৮-১৯৯. (এদের গোঁয়ার্তুমির অবস্থা এমন যে) যদি আমি এটা কোনো অনারব লোকের উপরও নাযিল করতাম এবং সে এই (সুন্দর আরবী) পড়ে শুনিয়ে দিত তবু এরা ঈমান আনত না।

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ۝ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝

২০০. এভাবেই আমি একে (যিকরকে) অপরাধীদের দিলে ঢুকিয়ে দিয়েছি।[২০]

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

২০১. যন্ত্রণাদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত এরা এর প্রতি ঈমান আনবে না।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

২০২-২০৩. তারপর যখন হঠাৎ অজান্তে তাদের উপর তা এসে পড়ে তখন তারা বলে, এখন কি আমাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেওয়া যেতে পারে?

فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۝

২০৪. এরা কি আমার আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে?

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

১৮. অর্থাৎ, এই যিকর, এই ওহী নাযিল এবং এই এলাহী তালিম আগের আসমানি কিতাবগুলোতেও ছিল।

১৯. অর্থাৎ, বনী ইসরাঈলের আলেমরা এ কথা জানে যে, পবিত্র কুরআনে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তা ঠিক সেই শিক্ষা, যা আগের আসমানি কিতাবসমূহে দেওয়া হয়েছিল। তারা বলতে পারবে না যে, আগের কিতাবের শিক্ষা এর থেকে আলাদা ছিল।

২০. অর্থাৎ, এ জিনিস হকপন্থিদের মনে যেভাবে আত্মার প্রশান্তি ও অন্তরের আরোগ্যের আকারে নাযিল হতো, তাদের অন্তরে সেভাবে নাযিল হতো না; বরং লোহার গরম সিকের মতো তাদের অন্তরে এমনভাবে তা ঢুকত যে, তারা চরম অস্থির হয়ে পড়ত এবং আয়াতের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করার বদলে তা খণ্ডন করার জন্য হাতিয়ার তালাশ করতে লেগে যেত।

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ۝ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ۝ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ۝

২০৫-২০৬-২০৭. তুমি কি ভেবে দেখেছ, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাসের সুযোগও দিই এবং তারপর ঐ জিনিসই তাদের উপর এসে পড়ে, যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে, তাহলে যেসব জীবিকা তারা পেয়েছে তা তাদের কোন্ কাজে আসবে?

وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۝ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ۝

২০৮-২০৯. (দেখ) আমি কখনো কোনো জনপদকে নসীহতের হক আদায় করার জন্য সতর্ককারী না পাঠিয়ে ধ্বংস করিনি। আর আমি যালিম ছিলাম না।

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ ۝

২১০. শয়তান এ (স্পষ্ট কিতাবটি) নিয়ে নাযিল হয়নি।

وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

২১১. এ কাজ তার সাজেও না এবং এমনটি করতেও পারে না।

إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۝

২১২. নিশ্চয়ই তাদেরকে এটা শুনতেও দেওয়া হয়নি।[২১]

فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۝

২১৩. সুতরাং (হে নবী!) আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবেন না। তাহলে আপনিও শাস্তি পাওয়া লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবেন।

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۝

২১৪. আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় দেখান।

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝

২১৫. মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার আনুগত্য করে, তাদের সাথে নরম ব্যবহার করুন।

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝

২১৬. তারা যদি আপনার নাফরমানি করে তাহলে তাদেরকে বলে দিন, তোমরা যা কিছু কর সে ব্যাপারে আমার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۝ ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبَكَ فِى

২১৭-২১৮-২১৯-২২০. আপনি ঐ শক্তিমান ও দয়াময়ের উপর ভরসা করুন, যিনি আপনি যখন উঠেন তখনও আপনাকে

২১. অর্থাৎ, যে সময় এই কুরআন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নাযিল হতে থাকে সে সময় কী জিনিস নাযিল হচ্ছে শয়তানদের পক্ষে তা জানতে পারা তো দূরের কথা, তারা তা শুনতেই পারে না।

السّٰجِدِيْنَ ۝ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

দেখেন[২২] এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার নড়াচড়ার দিকেও লক্ষ্য রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ۝ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝

২২১-২২২. আমি কি তোমাদেরকে বলব যে, শয়তান কার উপর নাযিল হয়? সে প্রত্যেক জালিয়াত বদকার লোকের উপর নাযিল হয়।

يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ۝

২২৩. সে শোনাকথা কানে ঢুকিয়ে দেয়, যার বেশির ভাগই মিথ্যা হয়ে থাকে।[২৩]

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ۝

২২৪. আর রইল কবিদের[২৪] কথা। গোমরাহ লোকেরাই তাদের পেছনে চলে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝

২২৫-২২৬. তুমি কি দেখ না যে, তারা পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং তারা এমন সব কথা বলে, যা তারা করে না?

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

২২৭. (অবশ্য তাদের কথা আলাদা) যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করেছে এবং তাদের উপর যুলুম করা হলে শুধু প্রতিশোধ নেয়।[২৫] আর যুলুমকারীরা শিগ্‌গিরই জানতে পারবে, তাদের পরিণতি কী হতে যাচ্ছে।[২৬]

---

২২. ওঠার বা দাঁড়ানোর অর্থ রাতে নামাযের জন্য ওঠাও হতে পারে আবার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য তৎপর হওয়াও বোঝাতে পারে।

২৩. মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জাদুকর হওয়ার যে অপবাদ দিত এ হচ্ছে তারই জবাব।

২৪. তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে যে কবি বলত এটাও তার জবাব।

২৫. এখানে কবিদের প্রতি উপরে বর্ণিত সাধারণ নিন্দাবাদ থেকে সেই কবিদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে চারটি গুণ রয়েছে— (১) মুমিন, (২) নিজের বাস্তব জীবনে সৎ, (৩) বেশি বেশি আল্লাহর যিকরকারী এবং (৪) সে নিজের স্বার্থের জন্য কারো দুর্নাম বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে না। অবশ্য যালিমদের মোকাবিলায় হককে সাহায্য করার প্রয়োজনে সে কবিতা দ্বারা সেই কাজ করে, একজন মুজাহিদ তার তরবারি দ্বারা যে কাজ করে।

২৬. এখানে যুলুমকারী অর্থে সেই সব লোক, যারা হককে নীচু করে দেখানোর জন্য নিতান্ত হঠকারিতার সঙ্গে নবী করীম (স)-এর প্রতি কবি, জাদুকর ও পাগল হওয়ার অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছিল, যাতে জনগণ তাঁর দাওয়াতের প্রতি খারাপ ধারণা করে ও তাঁর শিক্ষার দিকে মনোযোগ না দেয়।

২৭. সূরা নাম্‌ল

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

দ্বিতীয় রুকূ'র চতুর্থ আয়াতের 'নাম্‌ল' শব্দ থেকেই এ নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

আলোচ্য বিষয় ও বলার ধরনের দিক দিয়ে মাক্কী যুগের মাঝামাঝি সময় নাযিল হওয়া সূরাগুলোর সাথে এ সূরার মিল রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন, 'প্রথমে সূরা শু'আরা নাযিল হয়েছে, এরপর নাম্‌ল এবং তারপর কাসাস নাযিল হয়েছে।'

আলোচ্য বিষয়

সূরাটিতে দুটো ভাষণ রয়েছে। প্রথমটি সূরার শুরু থেকে চতুর্থ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত আর দ্বিতীয়টি পঞ্চম রুকূ' থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত।

প্রথম ভাষণটিতে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদ যেসব সত্য পেশ করে তা যারা স্বীকার করে এবং বাস্তব জীবনে মেনে চলে তারাই কুরআন থেকে লাভবান হতে পারে। কিন্তু এ পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো আখিরাতকে অস্বীকার করা। মৃত্যুর পর আবার জীবিত হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবনের ভালো ও মন্দ কাজের ফলাফল ভোগ করতে হবে– এ কথা যে বিশ্বাস করে না সে স্বাভাবিক কারণেই দায়িত্ববোধহীন ও নাফসের গোলাম হবে। তার পক্ষে নাফসের দাসত্ব ত্যাগ করে আল্লাহর গোলাম হওয়া এবং নাফসের উপর নৈতিক সত্তার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। সূরার শুরুতে এটুকু ভূমিকার পর তিন ধরনের চরিত্রের নমুনা পেশ করা হয়েছে। যথা–

১. ফিরাউন ও সামূদ জাতির সরদাররা এবং লূত (আ)-এর কাওম। এরা আখিরাতের পরওয়া না করায় নাফসের গোলামে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কোনো নিদর্শন দেখার পরও তারা ঈমান আনেনি। যারা তাদেরকে হেদায়াত করার চেষ্টা করেছে তাদেরকেই তারা তাদের দুশমন মনে করে নিয়েছে। আল্লাহর আযাব না আসা পর্যন্ত তাদের চেতনা হয়নি। আযাব দেখার পর চেতনার কোনো মূল্য নেই। মক্কাবাসীরা সময় থাকতে হেদায়াত না হলে তাদের উপরও আযাব আসতে পারে।

২. দ্বিতীয় নমুনা হলো হযরত সুলাইমান (আ)। আল্লাহ তাঁকে রাষ্ট্রক্ষমতা, ধন-সম্পদ, মর্যাদা ও গৌরব এত বেশি দান করেছিলেন, যা কুরাইশনেতারা কল্পনাও করতে পারত না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সামান্য অহমিকাও উদয় হয়নি। তিনি তাঁর গৌরবের সবকিছুই আল্লাহর দান মনে করে দাতার সামনে সবসময় নত হয়ে থাকতেন। আখিরাতে আল্লাহর নিকট সবকিছুরই হিসাব দিতে হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এ বিশ্বাসই তাঁকে অহংকারী হতে দেয়নি। কুরাইশনেতারা কী নিয়ে এত অহংকার করছে?

৩. তৃতীয় নমুনা হলো সাবার রানী। তিনি এক বিখ্যাত ধনী দেশের শাসক ছিলেন। যা যা থাকলে

মানুষ অহংকারী হয়ে থাকে, তা সবই তাঁর ছিল। তাঁর সাথে অহংকারী কুরাইশনেতাদের কোনো তুলনাই চলে না। তিনি একটি মুশরিক জাতির প্রধান ছিলেন। কিন্তু যখনই তিনি তাওহীদের সত্যকে চিনতে পেরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল করেছেন। গোটা জাতি মুশরিক ছিল। শিরক ত্যাগ করা তাঁর জন্য সহজ ছিল না। সিংহাসন হারানোরও আশঙ্কা ছিল। কিন্তু তিনি কোনো কিছুর পরওয়া না করে ঈমান এনেছেন। তিনি যদি নাফসের দাস হতেন তাহলে বিবেকের ডাকে সাড়া দিতে পারতেন না। মক্কার কাফিরনেতারা নাফসের গোলাম হওয়ার কারণেই ঈমান আনতে পারছে না।

দ্বিতীয় ভাষণের শুরুতে পঞ্চম রুকূ'তে সৃষ্টিজগতের কয়েকটি সুস্পষ্ট সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে মক্কার কাফিরদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব সত্য কি শিরককে সমর্থন করে, নাকি তাওহীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়? এরপর বলা হয়েছে, তারা আখিরাতকে অস্বীকার করার কারণেই অন্ধ হয়ে আছে। তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না। তাদের ধারণায় সবই যখন মাটির সাথে মিশে যাবে এবং দুনিয়ার কোনো ফলাফলই যখন প্রকাশ পাবে না, তখন সত্য ও মিথ্যা সবই সমান।

কাফিরদের সম্পর্কে এসব মন্তব্যের উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করা। তাই ষষ্ঠ ও সপ্তম রু'কূ'তে একাধারে এমন সব কথা বলা হয়েছে, যা মানুষের মধ্যে আখিরাতের চেতনা জাগিয়ে দেয়, আখিরাতের ব্যাপারে বেপরওয়া হওয়ার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করে এবং আখিরাত যে অবশ্যই হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে।

ভাষণের শেষদিকে কুরআনের আসল দাওয়াত— আল্লাহর দাসত্বের দিকে খুব সংক্ষেপে কিন্তু আকর্ষণীয়ভাবে দাওয়াত পেশ করে সতর্ক করা হয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করলে তোমাদেরই লাভ হবে, না করলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। যদি তোমরা এমন ধরনের নিদর্শনের অপেক্ষায় থাক– যা এলে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না, তাহলে জেনে রাখ, তখন মেনে নিলেও কোনো কাজে আসবে না। তখন তো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা হয়েই যাবে। সময় থাকতে এখনই মেনে নাও।

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٩٣ رُكُوْعَاتُهَا ٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝١

১. তোয়া-সীন। এগুলো কুরআন ও এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১]

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝٣

২-৩. এটা হেদায়াত ও সুসংবাদ ঐ মুমিনদের জন্য, যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং তারা এমন লোক, যারা আখিরাতে পুরোপুরি ইয়াকীন রাখে।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝٤

৪. আসলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের আমলকে আমি তাদের চোখে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছি। তাই তারা দিশেহারা হয়ে ফিরছে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝٥

৫. এরা ঐ সব লোক, যাদের জন্য মন্দ শাস্তি রয়েছে। আর আখিরাতে এরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝٦

৬. (হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনি এ কুরআন এক সুকৌশলী ও মহাজ্ঞানী সত্তার পক্ষ থেকে পাচ্ছেন।

اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝٧

৭. (তাদেরকে ঐ সময়ের কাহিনী শুনিয়ে দিন) যখন মূসা তার পরিবারকে বললেন, আমি আগুনের মতো কিছু একটা দেখলাম। এখনি আমি সেখান থেকে কোনো খবর অথবা আগুনের টুকরো নিয়ে আসব, যাতে তোমরা তাপ নিতে পার।

১. অর্থাৎ, এই কিতাবের আয়াতগুলো, যা নিজের শিক্ষা, হুকুম ও হেদায়াতকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٨

৮. যখন মূসা সেখানে পৌঁছলেন তখন আওয়াজ হলো, তিনি বড়ই বরকতময়, যিনি এই আগুনে ও এর চারপাশে আছেন। সুব্‌হানাল্লাহ! তিনিই রাব্বুল আলামীন।

يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٩

৯. হে মূসা! নিশ্চয়ই (এটা অন্য কিছু নয়) স্বয়ং আমি আল্লাহ, মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী।

وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ١٠

১০. আপনার লাঠিটা একটু ছুড়ে দিন। যখন মূসা দেখলেন যে, লাঠিটা সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে, তখন পেছন ফিরে ছুটলেন এবং পেছনের দিকে দেখলেনও না। (আল্লাহ বললেন) হে মূসা! ভয় করবেন না। আমার সামনে রাসূলরা ভয় পান না।

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١

১১. তবে কেউ যদি দোষ-ত্রুটি করে বসে তাহলে আলাদা কথা। তারপর যদি সে মন্দ কাজের পর ভালো কাজ দিয়ে (তার কাজকে) বদলে ফেলে, তাহলে আমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ١٢

১২. (হে মূসা!) আপনার হাতটি একটু আপনার বুকে ঢুকান তো। তা চমকদার হয়ে বের হয়ে আসবে, অথচ আপনার কোনো কষ্ট হবে না। (এ দুটো নিদর্শন) ঐ নয়টি নিদর্শনের মধ্যে শামিল, যা ফিরাউন ও তার কাওমের নিকট (নিয়ে যাওয়ার জন্য দেওয়া হচ্ছে)। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক কাওম ছিল।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ١٣

১৩. কিন্তু যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো তাদের সামনে এসে গেল তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ١٤

১৪. তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে ও অহংকারের সাথে (ঐ নিদর্শনগুলোকে) অস্বীকার করল। অথচ তাদের দিল তা বিশ্বাস করেছিল। এখন দেখে নাও, ফাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

রুকূ' ২

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

১৫. (অপরদিকে) আমি দাঊদ ও সুলাইমানকে ইল্‌ম দান করলাম। তারা দুজন বললেন, ঐ আল্লাহর শোকর, যিনি তাঁর অনেক মুমিন বান্দাহদের উপর আমাদেরকে ফযীলত দিয়েছেন।

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

১৬. সুলাইমান দাউদের ওয়ারিশ হলেন এবং তিনি বললেন, হে লোকেরা! আমাকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাকে সব রকমের জিনিস দেওয়া হয়েছে।[২] অবশ্যই এটা (আল্লাহর) সুস্পষ্ট মেহেরবানী।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

১৭. সুলাইমানের জন্য জিন, মানুষ ও পাখিদের বাহিনী জমা করা হয়েছিল এবং এদের সবাইকে পুরা নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

১৮. (একবার সুলাইমান ঐ বাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন) যখন তারা পিঁপড়ার এলাকায় পৌছল, তখন একটা পিঁপড়া বলল, হে পিঁপড়ারা! তোমরা গর্তে ঢুকে যাও। এমন যেন হয় না যে, সুলাইমান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পিষে মারবে, আর তারা তা টেরও পাবে না।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

১৯. সুলাইমান এ কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ[৩], যাতে আমি তোমার ঐ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছ এবং এমন নেক আমল করি, যা তুমি পছন্দ কর। আর তোমার রহমতে আমাকে তোমার নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল কর।

২. অর্থাৎ, আল্লাহর দেওয়া সবকিছু আমাদের কাছে মওজুদ আছে।

৩. অর্থাৎ, এমন বিরাট শক্তি ও যোগ্যতা তুমি আমাকে দান করেছ, যদি আমি সামান্য গাফলতির মধ্যে পড়ে যাই তাহলে বন্দেগীর সীমা থেকে বের হয়ে নিজের অহংকারে মত্ত হয়ে না জানি কোথা থেকে কোথায় চলে যাই। তাই হে আমার রব! তুমি আমাকে সংযমের সীমার মধ্যে রাখ, যাতে আমি তোমার নিয়ামতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ হয়ে না যাই; বরং তোমার দানের শুকরিয়া প্রকাশ করতে থাকি।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ۝

২০. (আর এক সময়) সুলাইমান পাখিদের খোঁজ-খবর নিলেন এবং বললেন, কী ব্যাপার! আমি অমুক হুদহুদ পাখিটিকে দেখছি না যে! সে কি কোথাও উধাও হয়ে গেল?

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

২১. আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা তাকে যবেহ করে ফেলব। তা না হলে তাকে আমার নিকট সঙ্গত কারণ দেখাতে হবে।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ أَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَّقِيْنٍ ۝

২২. অল্প কিছু সময় পরেই সে এসে বলল, আমি এমন কতক তথ্য পেয়েছি, যা আপনার জানা নেই। আমি সাবা[৪] সম্পর্কে নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি।

إِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۝

২৩. আমি সেখানে এক মহিলাকে সে জাতির শাসক হিসেবে দেখলাম। তাকে সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। আর তার সিংহাসন খুবই জমকালো।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

২৪. আমি দেখলাম যে, সে এবং তার কাওম আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যকে সিজদা করে। আর শয়তান[৫] তাদের আমলকে তাদের কাছে সুন্দর করে দেখাচ্ছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। তাই তারা সোজা রাস্তা পায় না।

أَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝

২৫. (শয়তান তাদেরকে গোমরাহ করেছে) যাতে তারা ঐ আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আসমান ও জমিনের গোপনীয় জিনিসগুলো বের করেন এবং যিনি তোমরা যা গোপন কর তাও জানেন আর যা প্রকাশ কর তাও জানেন।

৪. 'সাবা' দক্ষিণ আরবের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জাতি ছিল। এদের রাজধানী ছিল মারেব (সানআ থেকে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত)।

৫. কথার ধরন থেকে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, এখান থেকে ২৬ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত হুদহুদের কথার উপর আল্লাহ তাআলা নিজে আরো কিছু কথা বলেছেন।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

২৬. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি মহান আরশের মালিক। (সিজদার আয়াত)

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

২৭. সুলাইমান বললেন, এখনই আমি দেখে নিচ্ছি যে, তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যুকদের মধ্যে গণ্য।

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ۝

২৮. আমার এ চিঠি নিয়ে যাও, তাদের দিকে ফেলে দাও, তারপর তাদের থেকে একটু সরে থাক এবং লক্ষ্য কর যে, তারা কী প্রতিক্রিয়া দেখায়।

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝

২৯. রানী[৬] বলল, হে আমার দরবারের লোকেরা! আমার দিকে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ফেলা হয়েছে।

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

৩০. আর তা সুলাইমানের পক্ষ থেকে এসেছে এবং আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের নামে শুরু করা হয়েছে।

اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝

৩১. (চিঠিতে লেখা আছে) আমার অবাধ্য হয়ো না এবং মুসলিম হয়ে[৭] আমার কাছে হাজির হয়ে যাও।

রুকূ' ৩

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ۝

৩২. (চিঠির কথা শুনিয়ে) রানী বলল, হে কাওমের সরদারগণ! আমার এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিন। আপনাদেরকে বাদ দিয়ে তো আমি কোনো বিষয়ের ফায়সালা করি না।

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۚ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ۝

৩৩. তারা জবাবে বলল, আমরা শক্তিশালী ও যোদ্ধা জাতি। তবে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আপনার কী আদেশ দেওয়া উচিত।

---

৬. মাঝখানের কাহিনী বাদ দিয়ে এখন সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে, যখন হুদহুদ রানীর সামনে পত্র ফেলে দিয়েছিল।

৭. অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা হুকুমের অনুগত হয়ে।

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

৩৪. রানী বলল, কোনো বাদশাহ যখন কোনো দেশে ঢুকে পড়ে তখন সেখানে তারা গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদেরকে অপমানিত করে। তারা এ রকমই করে থাকে।

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

৩৫. আমি তাদের কাছে একটা হাদিয়া পাঠাচ্ছি। তারপর দেখি আমার দূত কী জবাব নিয়ে আসে।

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

৩৬. যখন (রানীর দূত) সুলাইমানের কাছে পৌঁছল, তিনি বললেন, তোমরা কি ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে চাও? যা কিছু আল্লাহ আমাকে দিয়ে রেখেছেন তা এর চেয়ে অনেক বেশি, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। বরং তোমাদের হাদিয়া নিয়ে তোমরাই খুশি থাক।

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ

৩৭. হে দূত! যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের কাছে ফিরে যাও। আমরা তাদের বিরুদ্ধে এমন বাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবিলা তারা করতে পারবে না। আর তাদেরকে এমন লাঞ্ছিত করে সেখান থেকে বের করব যে, তারা অপদস্ত হয়ে থাকবে।

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

৩৮. সুলাইমান বললেন, হে সরদারগণ! তারা নত হয়ে আমার কাছে আসার আগেই তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসনটি আমার কাছে নিয়ে আসতে পার?

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

৩৯. বিশাল আকারের এক জিন বলল, আপনি নিজের জায়গা থেকে উঠার আগেই আমি তা আপনার কাছে এনে দিচ্ছি। আমি এ ক্ষমতা রাখি এবং আমি আমানতদারও বটে।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي

৪০. যার কাছে কিতাবের ইলম ছিল সে বলল, আমি আপনার চোখের পলক ফেলার আগেই আপনাকে তা এনে দিচ্ছি। যেই মাত্র সুলাইমান সেই সিংহাসন তার কাছে রাখা অবস্থায় দেখলেন তখনই তিনি বলে উঠলেন,

ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾

এটা আমার রবেরই মেহেরবানী। তিনি আমাকে পরীক্ষা করছেন যে, আমি কি শুকরিয়া আদায় করি, না না-শুকরী করি। যে শুকরিয়া আদায় করে তার শুকরিয়া তার নিজের জন্যই উপকারী। আর যে না-শুকরী করে, আমার রবের কারো কাছে কোনো ঠেকা নেই এবং তিনি বড়ই মহীয়ান।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. সুলাইমান বললেন[৮], সে চিনতে না পারে এমনভাবে সিংহাসনটি রানীর সামনে রেখে দাও। দেখি সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে কিনা, নাকি যারা সঠিক পথ পায় না তাদের মধ্যে গণ্য হয়।

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. যখন রানী এল তখন তাকে বলা হলো, আপনার সিংহাসন কি এ রকমই? সে বলল, এটা তো যেন সেটিই। আমরা তো আগেই জেনে গিয়েছিলাম এবং আমরা অনুগত হয়েছিলাম (মুসলিম হয়ে গিয়েছিলাম)।[৯]

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে যাদের পূজা করত তারাই তাকে (ঈমান আনা থেকে) বাধা দিয়ে রেখেছিল। কারণ সে এক কাফির কাওমের মধ্যে শামিল ছিল।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۚ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ

৪৪. রানীকে বলা হলো, শাহী মহলে ঢুকে পড়ুন। যখন সে তা দেখল তখন সে মনে করল যে, ওটা পানির হাউজ। সেখানে নামার জন্য সে কাপড় উঠিয়ে হাঁটুর নিচটুকু খুলল। সুলাইমান বললেন, এটা তো কাচের ঝকঝকে মেঝে। রানী বলে উঠল, হে আমার রব! (আজ পর্যন্ত) আমি নিজের

৮. এখন সেই সময়ের কথা শুরু হয়েছে, যখন সাবা'র রানী হযরত সুলাইমান (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হাজির হয়েছিলেন।

৯. অর্থাৎ, এ মু'জিযা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখার পূর্বেই সুলাইমান (আ)-এর যে গুণাবলি ও অবস্থা আমরা জেনেছিলাম তার ভিত্তিতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনি শুধু একজন বাদশাহ নন, তিনি আল্লাহর নবী।

نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۝٤٤

উপর বড়ই যুলুম করে এসেছি। এখন আমি সুলাইমানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য কবুল করলাম।

রুকূ' ৪

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلٰى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقٰنِ يَخْتَصِمُونَ ۝٤٥

৪৫. আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে (এ বাণী দিয়ে) পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। এমন সময় তারা হঠাৎ দুটো বিবদমান দলে ভাগ হয়ে গেল।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٤٦

৪৬. সালেহ বললেন, হে আমার কাওম! ভালোর আগে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছ কেন? আল্লাহর কাছে মাফ চাও না কেন? হয়তো তোমাদের উপর রহম করা হবে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۝٤٧

৪৭. তারা বলল, আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কুলক্ষণ মনে করি। জবাবে সালেহ বললেন, তোমাদের সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ তো আল্লাহর হাতে। আসলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝٤٨

৪৮. সেই শহরে নয়জন দলপতি ছিল, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করত, কোনো গঠনমূলক কাজ করত না।

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُونَ ۝٤٩

৪৯. তারা বলল, আল্লাহর নামে শপথ কর যে, আমরা রাতের বেলায়ই সালেহ ও তার পরিবারের উপর হামলা করব। তারপর তার অভিভাবককে বলে দেবো[১০] যে, আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় হাজির ছিলাম না এবং আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি।

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٥٠

৫০. তারা তো এ চক্রান্ত করল; আমি এমন এক চাল চাললাম, যা তারা টেরও পেল না।

১০. অর্থাৎ, হযরত সালেহ (আ)-এর গোত্রের প্রাচীন গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী তাদের রক্তের দাবির হকদার বলে যে সরদারকে গণ্য করা হতো, নবী করীম (স)-এর জামানায় তাঁর চাচার যে পজিশন ছিল এটা সেইরূপ পজিশন। কুরাইশ কাফিররাও এই আশঙ্কায় নিজেদের হাতকে দমন করে রেখেছিল যে, যদি তারা রাসূল (স)-কে হত্যা করে তবে বনী হাশেমের সরদার আবূ তালেব নিজেদের গোত্রের পক্ষ থেকে দাবি নিয়ে উঠবেন।

৫১. এখন দেখে নাও, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কেমন হলো। আমি তাদেরকে ও তাদের কাওমের সবাইকে ধ্বংস করে দিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ أَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٥١

৫২. তারা যে যুলুম করত এর পরিণামে ঐ যে তাদের বাড়ি-ঘরগুলো বিরান অবস্থায় পড়ে আছে। যাদের ইলম আছে তাদের জন্য এর মধ্যে এক শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে।

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ۝٥٢

৫৩. আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদেরকে আমি নাজাত দিলাম।

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝٥٣

৫৪. আমি লূতকে পাঠালাম। যখন তিনি তার কাওমকে বললেন, তোমরা কি চোখে দেখে অশ্লীল কাজ করছ?[১১]

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝٥٤

৫৫. তোমাদের এটাই কি চালচলন যে, তোমরা যৌন লালসা মিটানোর জন্য মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও? আসলে তোমরা চরম মূর্খতায় পড়ে থাকা এক জাতি।

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝٥٥

৫৬. কিন্তু তার কাওমের এ ছাড়া আর কোনো জবাব ছিল না যে, তারা বলল, লূতের পরিবারকে তোমাদের এলাকা থেকে বের করে দাও। এরা বড় পাক-পবিত্র সেজে আছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا اٰلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝٥٦

৫৭. শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার পরিবারকে নাজাত দিলাম। তার স্ত্রীকে নয়, কারণ তার পেছনে পড়ে থাকাই আমার সিদ্ধান্ত।

فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِينَ ۝٥٧

৫৮. তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য সেই বৃষ্টি বড়ই মন্দ ছিল।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝٥٨

৫৯. (হে নবী!) বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সালাম তাঁর ঐসব বান্দাহদের জন্য, যাদেরকে তিনি বাছাই করেছেন। (তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন) আল্লাহ ভালো, না ঐসব মা'বুদ ভালো, যাদেরকে তারা (আল্লাহর সাথে) শরীক করছে?

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰى ۗ آٰللّٰهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٥٩

১১. অর্থাৎ, 'একে অপরের সামনে কুকর্ম করে থাক'। এর স্পষ্ট বিবরণ সূরা 'আনকাবূতের ২৯ নং আয়াতেও দেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠকখানায়ও এ কুকর্ম করত।

পারা ২০

৬০. তিনি কে, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর এর সাহায্যে সুন্দর বাগ-বাগিচা উৎপাদন করেছেন? (ঐ সব বাগানের) গাছ-পালাগুলো উৎপাদনের কোনো সাধ্যই তোমাদের ছিল না। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ কি (এসব কাজে শরীক) আছে? (না, নেই) বরং এরাই সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে।

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ﴿۶۰﴾

৬১. তিনিই বা কে, যিনি পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী বানিয়েছেন, এর মধ্যে নদ-নদী বহমান করে দিয়েছেন, তাতে (পাহাড়-পর্বতের) পেরেক গেড়ে দিয়েছেন এবং পানির দুটো ধারার মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ কি (এসব কাজে শরীক) আছে? বরং তাদের বেশির ভাগ লোকই (এ বিষয়ে কিছুই) জানে না।

أَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬২. অসহায় মানুষ যখন তাঁকে ডাকে তখন সে ডাকে কে সাড়া দেন? কে তার দুঃখ দূর করেন? কে তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা বানান? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ কি (এসব কাজে শরীক) আছে? তোমরা সামান্যই চিন্তা-ভাবনা কর।

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬৩. জলে-স্থলের অন্ধকারে কে তোমাদেরকে পথ দেখান? কে তাঁর রহমতের (বৃষ্টির) আগে বাতাসকে সু-খবর দিয়ে পাঠান? আল্লাহর সাথে আর কোনো ইলাহ কি (এসব কাজে শরীক) আছে? এরা যে শিরক করে, আল্লাহ এর বহু উপরে।

أَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ؕ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৪. তিনি কে, যিনি সৃষ্টি শুরু করেন এবং আবারও সৃষ্টি করেন? কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযক দান করেন? আল্লাহর সাথে আর কোনো ইলাহ কি (এসব কাজে শরীক) আছে? (হে নবী!) বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমাদের দলীল নিয়ে এস।

أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ءَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

৬৫. তাদেরকে বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও জমিনে যারা আছে তাদের কেউ গায়েবী ইলম রাখে না এবং তারা জানে না যে, আবার কবে তাদেরকে (জীবিত করে) উঠানো হবে।

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

৬৬. বরং আখিরাতের তো ইলমই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, বরং তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে। আসলে তারা এ ব্যাপারে অন্ধ।

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ۝

রুকূ' ৬

৬৭. যারা কুফরী করেছে তারা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মাটি হয়ে যাব, তখন সত্যিই কি (কবর থেকে) আমাদেরকে বের করে আনা হবে?

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۝

৬৮. এ খবর আমাদেরকে বহু দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও আগে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ খবর নিছক কিসসা-কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়, যা আগের জমানা থেকে চলে এসেছে।

لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

৬৯-৭০. (হে নবী! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে চলে ফিরে দেখ, অপরাধীদের কী পরিণতি হয়েছে। তাদের অবস্থার জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চালবাজিতে মন খারাপ করবেন না।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝

৭১. তারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে এ ওয়াদা কবে পুরা হবে?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. তাদেরকে বলুন, যে আযাবের জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছ, তার এক অংশ তোমাদের কাছেই এসে গেলে আশ্চর্যের কী আছে?

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. নিশ্চয়ই আপনার রব মানুষের প্রতি বড়ই মেহেরবান। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই শুকরিয়া আদায় করে না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রাখে ও যা তারা প্রকাশ করে তা সব আপনার রব ভালোভাবেই জানেন।

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٧٥﴾

৭৫. আসমান ও জমিনের এমন কোনো গোপন জিনিস নেই, যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।[12]

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

৭৬. নিশ্চয়ই এই কুরআন বনী ইসরাঈলের নিকট এমন অনেক বিষয় বর্ণনা করে, যার মধ্যে তারা মতভেদ করে।

وَإِنَّهُۥ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

৭৭. নিশ্চয়ই এই কুরআন মুমিনদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾

৭৮. অবশ্যই আপনার রব (এভাবে) তাদের মধ্যেও তাঁর হুকুমের দ্বারা ফায়সালা করে দেবেন।[13] আর তিনি শক্তিমান ও জ্ঞানবান।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾

৭৯. কাজেই, (হে নবী!) আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর কায়েম আছেন।

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

৮০. নিশ্চয়ই আপনি মরা মানুষকে শোনাতে পারেন না।[14] যে বধিররা পেছন ফিরে ভাগছে তাদেরকেও আপনার ডাক শোনাতে পারবেন না।

১২. স্পষ্ট কিতাব তাকদীরলিপি।

১৩. অর্থাৎ, কুরাইশ কাফির ও ঈমানদারদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।

১৪. তারা এমন লোক, যাদের বিবেক একেবারে মরে গেছে এবং তাদের জিদ, হঠকারিতা ও সামাজিক প্রথার পূজার কারণে হক ও বাতিলের পার্থক্য বোঝার কোনো যোগ্যতা আর তাদের মধ্যে নেই।

৮১. আপনি অন্ধকে পথ দেখিয়ে গোমরাহী থেকে বাঁচাতে পারেন না। আপনি তো আপনার কথা ঐ লোকদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং এরপর অনুগত হয়ে যায়।	وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِى ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۝٨١
৮২. যখন আমার কথা পুরা হওয়ার সময় তাদের কাছে এসে পড়বে, তখন আমি তাদের জন্য জমিন থেকে একটি জীব বের করব, যে তাদেরকে বলবে, লোকেরা আমার আয়াতের প্রতি ইয়াকীন করত না।[১৫]	وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝٨٢
রুকূ' ৭	
৮৩. ঐ দিনের কথা একটু চিন্তা কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে দলে দলে এমন লোকদেরকে ঘেরাও করে আনব, যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করত। তারপর (বিভিন্ন শ্রেণী হিসেবে মান অনুযায়ী) তাদেরকে সাজানো হবে।	وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝٨٣

১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, এ ঘটনা সেই সময় ঘটবে, যখন ভালো কাজের হুকুমকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধকারী কেউ পৃথিবীর বুকে থাকবে না। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, এক হাদীসে তিনি বলেছেন, এ একই কথা তিনি নিজেই রাসূল (স)-এর কাছে শুনেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, যখন মানুষ ভালোর আদেশ করা ও মন্দের নিষেধ করা ত্যাগ করবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলা এক পশুর মাধ্যমে শেষবারের মতো দলিল পেশ করবেন (অর্থাৎ যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন দ্বারা সতর্কীকরণের দায়িত্ব পালন করবেন)। এ কথা পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় না যে, তা একটি মাত্র পশু হবে, না এক বিশেষ শ্রেণীর পশুজাতি হবে, যে জাতির বহুসংখ্যক বিভিন্ন পশু পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। 'দাব্বাতাম মিনাল আরদি' কথাটি উক্ত দুই প্রকার অর্থই বোঝাতে পারে। কোন্ সময় এ পশু বের হবে, সে সম্পর্কে নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, 'সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং একদিন স্পষ্ট দিনের বেলায় এ পশু বের হয়ে আসবে।' এখন প্রশ্ন হতে পারে, একটি পশু মানুষের ভাষায় কেমন করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে? আর তা-ই হবে আল্লাহর শক্তি-মহিমার এক আজব নিদর্শন। তিনি যে জিনিসকে ইচ্ছা করেন সে জিনিসকেই কথা বলার শক্তি দান করতে পারেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি তো মাত্র এক পশুকে কথা বলার শক্তি দান করবেন। কিন্তু যখন কিয়ামত কায়েম হবে তখন আল্লাহ তাআলার আদালতে মানুষের চোখ, কান এবং তার গায়ের চামড়া পর্যন্ত কথা বলার শক্তি পাবে। কুরআন মাজীদে এ কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়েছে। (হা-মীম সাজদাহ : ২০-২১)

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৮৪. অবশেষে যখন তারা সবাই এসে যাবে তখন তাদের রব তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিলে, অথচ তোমরা জ্ঞানের দিক দিয়ে তা আয়ত্ত করনি। যদি এটাই করে না থাক, তাহলে তোমরা আর কী করছিলে?

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ۝

৮৫. আর তাদের যুলুমের কারণে আযাবের ওয়াদা তাদের উপর পুরা হয়ে যাবে। তখন তারা কিছুই বলতে পারবে না।

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

৮৬. তাদের কি এ কথা বুঝেই আসেনি যে, আমি তাদের শান্তি ও আরামের জন্য রাত তৈরি করেছিলাম এবং দিনকে আলোকময় বানিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই মুমিন কাওমের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۭ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۝

৮৭. যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, সেদিন আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা সবাই ঘাবড়ে যাবে। অবশ্য তারা ছাড়া, যাদেরকে আল্লাহ (তা থেকে বাঁচাতে) চাইবেন। আর সবাই কান চেপে ধরে তার সামনে হাজির হয়ে যাবে।

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۭ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۭ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝

৮৮. আজ তুমি পাহাড় দেখে মনে করছ যে, মযবুতভাবে কায়েম হয়ে আছে। কিন্তু ঐ সময় এগুলো মেঘের মতো উড়তে থাকবে। এটা হবে ঐ আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ, যিনি প্রতিটি জিনিসকে মযবুতভাবে বানিয়েছেন। তোমরা যা কিছু কর অবশ্যই তিনি তার খবর জানেন।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ۝

৮৯. যে নেক আমল নিয়ে আসবে তার জন্য এর চেয়ে ভালো বদলা রয়েছে। এমন লোকেরা সেদিনের পেরেশানী থেকে নিরাপদে থাকবে।

وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

৯০. আর যারা মন্দ আমল নিয়ে আসবে তাদেরকে উপুড় করে দোযখে ফেলা হবে। তোমরা কি 'যেমন কর্ম তেমন ফল' ছাড়া অন্য কোনো বদলা পেতে পার?

إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

৯১-৯২. (হে নবী! তাদেরকে বলুন) আমাকে তো এ হুকুমই দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন এ শহরের (মক্কা) রবের দাসত্ব করি, যিনি একে 'হারাম' বানিয়েছেন এবং যিনি সব জিনিসের মালিক। আর আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন মুসলিম হয়ে থাকি এবং এ কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাই। এখন যে হেদায়াত অনুযায়ী চলবে সে তার ভালোর জন্য তা করবে, আর যে গোমরাহ হবে তাকে বলে দিন, আমি তো সাবধানকারীদের একজন মাত্র।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

৯৩. তাদেরকে বলে দিন, সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। শিগ্‌গিরই তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন এবং তোমরা তা চিনতে পারবে। আর তোমরা যা কিছু কর তা থেকে আপনার রব বে-খবর নন।

২৮. সূরা কাসাস

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরাটির ২৫ নং আয়াতের 'আল-কাসাস' শব্দটিকেই সূরার নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরা নাম্‌লের ভূমিকায় একটি হাদীস উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সূরা শু'আরা, সূরা নাম্‌ল ও সূরা কাসাস একের পর এক নাযিল হয়েছে। এ দিক দিয়েও এ তিনটি সূরার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে যে, সূরাগুলোতে হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনীর বিভিন্ন অংশ এমনভাবে সাজানো আছে, যেগুলো মিলে একটি পূর্ণ কাহিনীতে পরিণত হয়।

সূরা শু'আরায় মূসা (আ) তাঁকে নবী নিয়োগ করার সময় বলেছেন, 'আমার একটি অপরাধের অজুহাতে মিসরে গেলে ফিরাউন আমাকে হত্যা করে ফেলবে বলে আশঙ্কা করি।' তারপর মূসা (আ) ফিরাউনের কাছে গেলে সে বলেছে, 'আমরা কি তোমাকে বাল্যকালে লালন-পালন করিনি?' এ দুটো কথার বিস্তারিত বিবরণ ঐ সূরায় নেই। এ সূরায় তা আছে।

তেমনিভাবে সূরা নাম্‌লে মূসা (আ)-এর কাহিনী হঠাৎ এভাবে শুরু করা হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) সপরিবারে কোথাও যাওয়ার সময় এক জায়গায় আগুন দেখেছেন। সেখানে এ কথা উল্লেখ করা হয়নি যে, তিনি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন। এ সূরায় এ বিষয়েও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

এভাবে এ তিনটি সূরা মিলে মূসা (আ)-এর কাহিনীকে পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরাটি মূসা (আ)-এর কাহিনী দিয়েই শুরু করা হয়েছে। যখন এ সূরা নাযিল হয়েছে তখন রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে মক্কার সরদাররা সব রকমের চক্রান্ত করেছিল। মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে ফিরাউন যা কিছু করছিল, এর বিবরণ এ সূরায় যেভাবে এসেছে তাতে মূসা (আ)-এর কাহিনীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীদেরকে কী কী শিক্ষা দিতে চান তা তাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ঐ পরিবেশে এ কাহিনী যা শেখায় তা হলো :

১. আল্লাহ তাআলা যাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চান তাতে বাধা দিয়ে কেউ সফল হতে পারে না। তিনি এর জন্য সব ব্যবস্থা করে থাকেন। যে মানুষটির হাতে ফিরাউনের রাজত্ব খতম করার ফায়সালা তিনি করেছেন তাকে শৈশবকালে লালন-পালনের দায়িত্ব স্বয়ং ফিরাউনকেই নিতে হলো। আল্লাহর ইচ্ছার সাথে কে লড়াই করতে পারে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কার কৌশল সফল হতে পারে?

   যে কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (স)-কে নবী নিয়োগ করলেন, সে কাজ অবশ্যই সমাধা হবে। এর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না।

২. রাসূল (স)-এর নবুওয়াতের দাবিকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে মক্কার কাফিররা আপত্তি পেশ করত যে, মক্কা ও তায়েফের সরদার ও নামকরা লোকদের কাউকে নবী নিয়োগ করা হলো না কেন? ঘরে বসে থেকে হঠাৎ করে চুপিসারে মুহাম্মদ কেমন করে নবী হয়ে গেল?

মূসা (আ)-এর নবী হওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করে দেখানো হলো যে, আল্লাহ্ তাআলা নবী নিয়োগ করার জন্য বিরাট জাঁক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করেন না এবং আসমান থেকে কোনো ঘোষণাও দেন না। তোমরা যে মূসার দোহাই দাও সে মূসা কীভাবে নবী হয়ে গেলেন, তা কি তোমরা জানো না? তিনি সপরিবারে তোয়া উপত্যকার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শীতের রাতে কোথাও থামলেন। হঠাৎ একটু দূরে আগুনের শিখা দেখতে পেলেন। পরিবারের লোকদেরকে তিনি বললেন, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। আমি আগুন নিয়ে আসি, যাতে তোমরা তাপ নিয়ে শীত কমাতে পার। হয়তো ওখান থেকে আমাদের যাওয়ার পথও চিনে নিতে পারব। সেখানে পৌঁছার পর তিনি আওয়াজ পেলেন, 'হে মূসা! আমি আপনার রব, ... আমি আপনাকে বাছাই করে নিয়েছি (নবী হিসেবে)।' এক মুহূর্ত আগেও তিনি জানতেন না, তাঁকে নবীর দায়িত্ব দেওয়া হবে। যাচ্ছিলেন আগুন আনতে, পেয়ে গেলেন নবুওয়াত। এভাবেই কোনো আড়ম্বর ছাড়াই নবী নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

৩. আল্লাহ্ যে বান্দাহর দ্বারা কোনো কাজ করাতে চান তাঁকে কোনো দলবল বা সেনাবাহিনী দিয়ে পাঠান না। আল্লাহর সাহায্যই তাঁর আসল শক্তি। কিন্তু বড় সেনাবাহিনী ও বিরাট সাজ-সরঞ্জামওয়ালারাও তাঁর নিকট পরাজিত হয়। মূসা (আ) ও তাঁর ভাই হারূন (আ)-কে ফিরাউনের মতো শক্তিশালী বাদশাহকে হেদায়াত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের কী দশা হলো? হে মক্কাবাসীরা! তোমরা আজ তোমাদের ও মুহাম্মদের (স) মধ্যে ধনবল, জনবল, ও ক্ষমতার দিক দিয়ে যেটুকু পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ, এর চেয়ে বহুগুণ বেশি পার্থক্য ফিরাউন ও মূসার মধ্যে ছিল। কিন্তু দেখে নাও, কে জিতল আর কে হারল। সুতরাং রাসূলই জিতবেন, তোমরাই হারবে।

৪. ৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, হে কুরাইশনেতারা! তোমরা বারবার মূসার বরাত দিয়ে বলে থাক যে, মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তা মুহাম্মদকে কেন দেওয়া হলো না? অর্থাৎ, লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া, হাত চকচকে সাদা হওয়া ও অন্যান্য মু'জিযা, যা মূসাকে দেওয়া হয়েছিল তা যদি মুহাম্মদকে দেওয়া হতো তাহলে না হয় নবী বলে মেনে নেওয়া যেত। ভাবখানা এ রকম যে, তোমরা যেন ঈমান আনার জন্য তৈরি হয়েই আছ, শুধু মূসার মতো মু'জিযা দেখলেই ঈমান আনবে।

কিন্তু ফিরাউন ও তার দলের লোকেরা কি মু'জিযা দেখার পরও ঈমান এনেছিল? নাফসের গোলাম হয়ে তারা জিদ ধরে ও হঠকারী হয়ে মু'জিযাকে জাদু বলে উড়িয়ে দিয়েছে। জাদুকররা বুঝতে পারল যে, মূসা (আ)-এর লাঠি সাপ হওয়া জাদু নয়; বরং মু'জিযা। তাই তারা ঈমান এনেছে; কিন্তু ফিরাউন ও তার দলবল ঈমান আনেনি।

হে মক্কাবাসীরা! তোমাদেরকেও ফিরাউনের রোগেই ধরেছে। তোমরা মু'জিযা দেখলেও ঈমান আনবে না। তোমরা কি জান না যে, ঈমান না আনার কারণে ফিরাউন ও তার বাহিনীর কী দশা হয়েছিল? তোমরা কি রাসূলের নিকট মু'জিযার দাবি জানিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাও?

এরপর পঞ্চম রুকূ' থেকে সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করা হয়েছে। মূল আলোচ্য বিষয় হলো 'রাসূল (স)-এর রিসালাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি তোলা হচ্ছিল এর জবাব দেওয়া এবং ঈমান না আনার ব্যাপারে যেসব অজুহাত দাঁড় করা হচ্ছিল তা নাকচ করা।

মুহাম্মদ (স)-এর নবী হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, তিনি দুই হাজার বছর আগের মূসা (আ)-এর কাহিনী স্পষ্ট ভাষায় শুনিয়ে দিচ্ছেন। এ জ্ঞান তিনি কোথায় পেলেন? ওহী ছাড়া এসব জানার কোনো উপায়ই তাঁর ছিল না। তিনি লেখাপড়াও জানতেন না। আরবের কেউ এমন ছিল না যে, এসব জ্ঞান দিতে পারে।

তারপর মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে একজনকে নবী নিয়োগ করা তাদের উপর আল্লাহর রহমত বলে সূরাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে ছিল। আল্লাহ তাদের হেদায়াতের ব্যবস্থা করলেন। অথচ তারা তা মেনে নিচ্ছে না।

মুহাম্মদ (স) মূসার মতো কেন মু'জিযা দেখাচ্ছেন না বলে তারা যে আপত্তি তুলেছিল এর জওয়াবে বলা হয়েছে, তোমরা তো মূসার উপরও ঈমান আননি। আসলে তোমরা নাফসের গোলাম হয়ে আছ বলেই সত্যকে কবুল করতে পারছ না। তোমাদের এ রোগ দূর না হলে মু'জিযা এলেও তোমাদের চোখ খুলবে না।

এরপর ঐ সময়ের একটি ঘটনার মাধ্যমে মক্কার কাফিরদেরকে শিক্ষা ও লজ্জা দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে– ঐ সময় দূরের এলাকা থেকে কতক খ্রিস্টান মক্কায় এসে রাসূল (স)-এর মুখে কুরআন শুনে ঈমান আনলেন। অথচ মক্কার লোকেরা এ মহা নিয়ামতকে তো চিনলই না; বরং আবূ জেহেল তাদেরকে ঈমান আনার কারণে অপমান করল।

মক্কার কাফিররা ঈমান না আনার জন্য আসলে ওজর পেশ করত যে, গোটা আরব দেশে প্রতিমা পূজা চালু আছে। আমরা মক্কাবাসীরা কা'বাঘরের ৩৬০টি প্রতিমার কারণেই আরবজাতির ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী। আমরা পৌত্তলিকতা ছেড়ে দিয়ে তাওহীদকে কবুল করলে সারা আরব আমাদের বিরোধী হয়ে যাবে এবং আমাদের নেতৃত্ব, প্রভাব ও মর্যাদা খতম হয়ে যাবে।

আসলে কুরাইশনেতাদের বিরোধিতার এটাই ছিল মূল কারণ। তারা যে কায়েমী স্বার্থ ভোগ করছে তা হারাতে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কুরআন বারবার এ মহা সত্য তুলে ধরেছে যে, যখনই কোনো নবী এসেছেন তখনকার সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের ধারকরা একজোট হয়েই নবীর বিরোধিতা করেছে। কায়েমী স্বার্থই ঈমানের পথে আসল বাধা। তারা আর যত সন্দেহ, আপত্তি ও অভিযোগ পেশ করেছে সে সবই বাহানামাত্র। জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তারা যখন যে বাহানা প্রয়োজন তা পেশ করত।

সূরার শেষ পর্যন্ত এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেসব রোগের কারণে তারা দুনিয়ার স্বার্থের হিসাবে সত্য ও মিথ্যার ফায়সালা করত, সেসব রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ٨٨ رُكُوعَاتُهَا ٩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰسٓمٓ ①

১. তোয়া-সীন-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ②

২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ③

৩. (হে নবী!) আমি মূসা ও ফিরাউনের কিছু কিছু খবর ঈমানদার লোকদের জন্য ঠিক ঠিকভাবে আপনাকে শোনাচ্ছি।

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ④

৪. ঘটনা এই যে, ফিরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিলো। তাদের মধ্যে একটি দলকে সে অপমানিত করত, তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে মেরে ফেলত ও কন্যা-সন্তানদেরকে বেঁচে থাকতে দিত। নিশ্চয়ই সে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে গণ্য ছিল।

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ⑤

৫. আমি ইচ্ছা করলাম, যাদেরকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছিল, আমি তাদের প্রতি মেহেরবানী করব, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করব এবং তাদেরকেই ওয়ারিশ বানাব।

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ⑥

৬. আর পৃথিবীতে তাদের হাতেই আমি ক্ষমতা তুলে দেবো এবং তাদের মাধ্যমে ফিরাউন, হামান ও তাদের দুজনের সেনাবাহিনীকে ঐসব কিছুই দেখিয়ে দেবো (বনী-ইসরাইল থেকে) যেসবের ভয় তারা করত।

৭. আমি মূসার মাকে ইশারা[১] করলাম, তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে থাক, তারপর যখন তার জীবন সম্পর্কে তোমার ভয় হবে, তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। কোনো ভয় ও দুঃখ করবে না। আমি তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনব এবং তাকে রাসূলগণের মধ্যে শামিল করব।

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ⑦

৮. শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের পরিবারের লোকেরা তাকে (নদী থেকে) তুলে নিল, যাতে তিনি তাদের দুশমন হন এবং তাদের দুঃখের কারণ হন। নিশ্চয়ই ফিরাউন, হামান ও তাদের দুজনের সেনাবাহিনী (তাদের প্রচেষ্টায়) বড়ই ভুলের মধ্যে ছিল।

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ⑧

৯. ফিরাউনের স্ত্রী (তাকে) বলল, এ শিশুটি আমার ও তোমার চোখ জুড়ানোর মতো। তাকে মেরে ফেল না। হয়তো সে আমাদের জন্য উপকারী হবে অথবা তাকে সন্তান বানিয়ে নেব। অথচ (এর পরিণাম সম্পর্কে) তাদের কোনো চেতনাই ছিল না।

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑨

১০. ওদিকে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে গেল। আমি তার মনকে মযবুত করে দিলাম, যাতে (আমার ওয়াদার প্রতি) সে বিশ্বাসী হয়। (যদি আমি তা না করতাম) তাহলে সে (অস্থির হয়ে) গোপন কথা প্রকাশ করে ফেলত।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ۖ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑩

১১. সে (শিশুটির) বোনকে বলল, তুমি এর পেছনে পেছনে যাও। কাজেই সে দূর থেকে এমনভাবে তার দিকে লক্ষ্য রাখল যে, (দুশমনরা) টেরও পেল না।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ⑪

১. মাঝখানে এ কথা উল্লেখ করা হয়নি যে, এ অবস্থায় এক ইসরাঈলীর ঘরে সেই শিশু জন্ম নেবে, যিনি দুনিয়ায় মূসা (আ) নামে পরিচিত হবেন।

১২. আর আমি আগে থেকেই (অন্য সকল মহিলার) বুকের দুধ এর জন্য হারাম করে রেখেছিলাম। (এ অবস্থায়) মূসার বোন তাদেরকে বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা একে লালন-পালন করবে এবং আদর-যত্ন করে তাকে রাখবে?

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾

১৩. এভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যাতে তার চোখ ঠাণ্ডা হয়, সে চিন্তিত না হয় এবং জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই এ কথা জানে না।

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

রুকূ' ২

১৪. যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল এবং তার বিকাশ পুরো মাত্রায় হয়ে গেল, তখন তাকে আমি 'হুকুম' ও 'ইলম' দান করলাম। আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰٓ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

১৫. (একদিন) তিনি এমন সময় শহরে ঢুকলেন, যখন শহরবাসী অসতর্ক অবস্থায় ছিল। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, দুজন লোক মারামারি করছে। তাদের একজন তার জাতির লোক, অপরজন তার দুশমন কাওমের লোক। তার নিজের কাওমের লোকটি তার শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকল। মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং তাকে মেরে ফেললেন। মূসা বলে উঠলেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয়ই সে বড় দুশমন এবং প্রকাশ্য গোমরাহকারী।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

১৬. তখন মূসা দোয়া করলেন, হে আমার রব! আমি নিজের উপর যুলুম করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।[2] নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾

২. 'মাগফিরাত' অর্থ উপেক্ষা করা ও ক্ষমা করে দেওয়া এবং গোপন করাও হয়। হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ার মর্ম হচ্ছে– আমার এই গুনাহ (যা আমি ইচ্ছাকৃত করিনি) ক্ষমা করে দাও এবং তা গোপন রাখ, যাতে শত্রুরা এ সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

১৭. মূসা ওয়াদা করলেন, হে আমার রব! আপনি আমার উপর এই যে মেহেরবানী করেছেন[৩], এর পর আমি আর কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ۚ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. পরের দিন খুব সকালে মূসা ভয়ে ভয়ে এবং সব দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা করতে করতে শহরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ঐ লোকটি, যে গতকাল তাকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিল, আজ আবার তাকে ডাকছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি বড়ই গোমরাহ লোক।

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾

১৯. তারপর মূসা যখন তাদের দুজনের দুশমনের উপর হামলা করতে চাইলেন তখন ঐ লোকটি চিৎকার করে বলে উঠল[৪], হে মূসা! তুমি গতকাল যেভাবে এক লোককে হত্যা করেছ, তেমনিভাবে আমাকে হত্যা করতে চাও? তুমি এ দেশে যালিম হয়ে থাকতে চাও, সংশোধনকারী হয়ে থাকতে চাও না?

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۖ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾

২০. এরপর এক লোক শহরের অপর দিক থেকে দৌড়ে এসে বলল[৫], হে মূসা! কর্তা ব্যক্তিরা তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। কাজেই এখান থেকে সরে যাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার হিতকামীদের একজন।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾

২১. এ কথা শুনেই মূসা ভীত-চকিত হয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং দোয়া করলেন, হে আমার রব! আমাকে যালিম কাওম থেকে নাজাত দাও।

---

৩. অর্থাৎ, আমার এ কাজ গোপন আছে। কাওমের দুশমনদের কেউই আমাকে দেখেনি এবং এভাবেই আমার রেহাই পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে।

৪. এ লোক ঐ ইসরাঈলিই ছিল, যাকে হযরত মূসা (আ) আগের দিন সাহায্য করেছিলেন। তাকে ধমক দেওয়ার পর যখন তিনি মিসরিকে প্রহার করতে চলেছেন তখন ইসরাঈলি লোকটি মনে করেছে যে, তিনি তাকে প্রহার করতে যাচ্ছেন। তাই সে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে এবং নিজের বোকামির কারণে গতকালের হত্যাকাণ্ডের রহস্য ফাঁস করে ফেলেছে।

৫. অর্থাৎ, দ্বিতীয় ঝগড়ায় যখন হত্যার রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে এবং সেই মিসরি গিয়ে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছে তখন এ ঘটনা ঘটেছে।

রুকূ' ৩

২২. (মিসর থেকে বের হয়ে) যখন মূসা মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি বললেন, আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে চালাবেন।[৬]

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىٓ أَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿٢٢﴾

২৩. যখন তিনি মাদইয়ানের কুয়ার কাছে পৌঁছলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, অনেক লোক তাদের পশুকে পানি খাওয়াচ্ছে। আর তাদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে দুজন মহিলা তাদের পশুকে আটকে রেখেছে। মূসা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের অবস্থা কী? তারা দুজন বলল, এ রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুকে পানি খাওয়াতে পারছি না। আর আমাদের পিতা একজন অতি বুড়ো মানুষ।

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۬ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ٜ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ﴿٢٣﴾

২৪. এ কথা শুনে মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন। তারপর একটি ছায়ায় গিয়ে বসে দোয়া করলেন, হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি যে মঙ্গলই নাযিল কর আমি এরই কাঙাল।

فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰىٓ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّىْ لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿٢٤﴾

২৫. অল্পক্ষণ পরেই ঐ দুজন মহিলার একজন লজ্জার সাথে এসে মূসাকে বলল, আপনি আমাদের পশুগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন এর বদলা দেওয়ার জন্য আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন। যখন মূসা তার কাছে পৌঁছলেন, তখন তার সকল কাহিনী তাকে শোনালেন। ঐ লোকটি বলল, তুমি কোনো ভয় করো না। এখন তুমি যালিম কাওমের হাত থেকে বেঁচে গেছ।

فَجَآءَتْهُ إِحْدٰىهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ ز قَالَتْ إِنَّ أَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ٚ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

৬. অর্থাৎ সেই রাস্তা, যা দ্বারা আমি নিরাপদে মাদইয়ান পৌঁছাব।

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

২৬. মেয়ে দুটোর একজন তার পিতাকে বলল, আব্বাজান! এ লোকটিকে চাকরিতে নিয়োগ করুন। সবচেয়ে ভালো লোক যাকে আপনি কর্মচারী হিসেবে রাখতে পারেন; সে এমনই হওয়া উচিত, যে সবল ও আমানতদার।

قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. তার পিতা (মূসাকে) বলল, আমার এ দুমেয়ের একজনকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই, এ শর্তে যে, তোমাকে আমার এখানে আট বছর চাকরি করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরা কর, তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার সাথে কড়াকড়ি করতে চাই না। ইনশাআল্লাহ, তুমি আমাকে সৎ লোক হিসেবেই পাবে।

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

২৮. মূসা জবাবে বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ কথা ঠিক হয়ে গেল। এ দুটো মেয়াদের মধ্যে যেটাই আমি পুরা করে দেই, এরপর আমার উপর কোনো চাপ যেন দেওয়া না হয়। আমরা যা কিছু বলছি আল্লাহই এর রক্ষক।

রুকূ' ৪

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. যখন মূসা মেয়াদ পুরা করে দিলেন এবং তার পরিবার-পরিজন নিয়ে চললেন, তখন তূর পাহাড়ের দিক থেকে একটি আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তার পরিবারকে বললেন, তোমরা এখানেই থাক। আমি একটি আগুন দেখলাম। সেখান থেকে হয়তো আমি কোনো খবর নিয়ে আসব অথবা আগুনের কোনো টুকরো নিয়ে আসব, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।

فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. সেখানে যখন তিনি পৌঁছলেন, তখন উপত্যকাটির ডান কিনারায়[৭] এক বরকতময় জায়গার একটি গাছ থেকে ডাক এল, হে মূসা! আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

৭. অর্থাৎ সেই কিনারা, যা হযরত মূসা (আ)-এর ডান হাতের দিকে ছিল।

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

৩১. (তাকে হুকুম দেওয়া হলো) আপনার লাঠিটি ছুড়ে দিন। যখন মূসা দেখলেন, লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখন তিনি পেছন ফিরে ছুটলেন এবং একবার ফিরেও দেখলেন না। (বলা হলো) হে মূসা! ফিরে আসুন। ভয় পাবেন না। নিশ্চয়ই আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. (আবার হুকুম হলো) আপনার হাত আপনার বুকে রাখুন। তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। এতে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। আর ভয় থেকে বাঁচার জন্য হাত দুটো বুকে চেপে ধরে রাখুন।[৮] ফিরাউন ও তার দরবারের লোকদের সামনে পেশ করার জন্য এ দুটো উজ্জ্বল নিদর্শন (দেওয়া হলো)। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক কাওম।

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

৩৩. মূসা বললেন, হে আমার রব! আমি তাদের একজন লোককে মেরে ফেলেছিলাম। তাই আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর আমার ভাই হারূন আমার চেয়ে ভালো বক্তা। তাকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠাও, যাতে সে আমাকে সমর্থন করে। আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে।

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আল্লাহ বললেন, তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে আমি তোমার হাত মযবুত করে দেবো এবং তোমাদের দুজনকে এমন শক্তি ও দলীল দান করব যে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনগুলোর জোরে তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।

৮. অর্থাৎ, কখনো যদি কোনো ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়, যাতে তোমার মন ভীত হয়ে পড়ে, তখন নিজের হাতে চাপ দিও। এর ফলে তোমার মনে শক্তি সঞ্চার হবে এবং ভয়-ভীতির কোনো প্রভাব তোমার মধ্যে থাকবে না।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তারপর যখন মূসা আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছলেন, তখন তারা বলল, এসব বানোয়াট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব কথা আমাদের বাপ-দাদারকালে কখনোই শুনিনি।

وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. জবাবে মূসা বললেন, আমার রব ঐ লোকের অবস্থা ভালো করে জানেন, যে তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং তিনিই বেশি জানেন যে, শেষ পরিণতি কার ভালো হওয়ার কথা। নিশ্চয়ই যালিমরা কখনো সফল হয় না।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى ۙ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. তখন ফিরাউন বলল, হে (আমার) দরবারের লোকেরা! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ আছে বলে তো আমি জানি না। হে হামান! ইট দিয়ে আমার জন্য একটা উঁচু দালান তৈরি করে দাও তো! হয়তো তাতে উঠে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাব। আমি তো তাকে মিথ্যুক মনে করি।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. সে এবং তার সেনাবাহিনী কোনো অধিকার ছাড়াই (অন্যায়ভাবে) নিজেদের বড়ত্বের অহংকার করেছে। আর মনে করেছে যে, আমার কাছে কখনো তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে না।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে ফেলে দিলাম। এখন ঐ যালিমদের পরিণাম কী হয়েছে দেখে নাও।

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. আমি তাদেরকে দোযখের দিকে ডাকার জন্য নেতা বানিয়ে দিয়েছিলাম। আর কিয়ামতের দিন তারা কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাবে না।

৪২. এ দুনিয়াতে আমি তাদের পেছনে 'লা'নত' লাগিয়ে দিয়েছি। আর কিয়ামতের দিন তারা ধিক্কার ও নিন্দার পাত্রে পরিণত হবে।

وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ٤٢

রুকূ' ৫

৪৩. আগের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর মানুষের জন্য গভীর জ্ঞান, হেদায়াত ও রহমত হিসেবে আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি। হয়তো তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٤٣

৪৪. (হে নবী!) আপনি ঐ সময় পশ্চিম পার্শ্বে (তূর পাহাড়ে) উপস্থিত ছিলেন না[৯], যখন আমি মূসাকে শরীআতের বিধান দান করেছিলাম। আপনি সাক্ষীদের মধ্যেও শামিল ছিলেন না।

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٤٤

৪৫. বরং এরপর (আপনার যুগ পর্যন্ত) আমি বহু জাতিকে উঠিয়েছি এবং তাদের উপর বহু যুগ পার হয়ে গেছে। আপনি মাদইয়ানবাসীর মধ্যেও উপস্থিত ছিলেন না যে, তাদেরকে আমার আয়াত শোনাতে পারতেন। কিন্তু (ঐ সময়ের এসব খবর) আমিই পাঠিয়েছি।

وَلَٰكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِنَا ۙ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٤٥

৪৬. আপনি তূর পাহাড়ের পাশেও তখন উপস্থিত ছিলেন না, যখন আমি (মূসাকে প্রথমবার) ডেকেছিলাম। কিন্তু এটা আপনার রবের রহমত (যে আপনাকে এসব জানানো হচ্ছে), যাতে আপনি ঐ কাওমকে সাবধান করতে পারেন, যাদের প্রতি আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা সচেতন হয়ে যাবে।

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٤٦

৯. পশ্চিম কিনারা বলতে তূরে সাইনা বোঝাচ্ছে, যা হিযায থেকে পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

৪৭. (আমি এ জন্য এসব করেছি যে) তাদের আমলের ফলে তাদের উপর কোনো মুসীবত এসে পড়লে, তারা যেন বলতে না পারে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠাওনি কেন? তাহলে তো আমরা তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম এবং ঈমানদারদের মধ্যে শামিল হতে পারতাম।

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮. কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে তাদের নিকট সত্য পৌঁছে গেল, তখন তারা বলতে লাগল, মূসাকে যা কিছু (মু'জিযা) দেওয়া হয়েছিল তা (এ নবীকে) কেন দেওয়া হয়নি? (প্রশ্ন হলো) ইতঃপূর্বে মূসাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছিল[১০] (এ সত্ত্বেও) লোকেরা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলল, দুটোই জাদু[১১], যার একটি অপরটিকে সাহায্য করে। আমরা কোনোটাকেই মানি না।

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, 'ঠিক আছে! তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোনো কিতাব আন, যা এ দুটোর চেয়ে বেশি হেদায়াতদাতা। তাহলে আমি তা-ই মেনে চলব।'

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

৫০. এখন যদি তারা আপনার এ দাবি পূরণ না করে, তাহলে বুঝে নিন যে, তারা আসলে তাদের নাফসের গোলামি করছে। আর যে আল্লাহর হেদায়াত ছাড়া নিছক মনগড়া পথে চলে তার চেয়ে বেশি গোমরাহ আর কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম কাওমকে হেদায়াত দান করেন না।

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

১০. অর্থাৎ, মক্কার কাফিররা, হযরত মূসা (আ)-কে কবে মান্য করেছিল যে, এখন তারা বলছে হযরত মূসা (আ)-কে যে মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল মুহাম্মদ (স)-কে কেন তা দেওয়া হয়নি?

১১. অর্থাৎ, কুরআন ও তাওরাত উভয় কিতাব।

রুকূ' ৬

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

৫১. আমি তো বারবার (নসীহতের কথা) তাদের কাছে পাঠিয়েছি, যাতে তারা গাফলতি থেকে জেগে উঠে।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. যাদেরকে আমি এর আগে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনে।[১২]

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর যখন তা তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। আমাদের রবের পক্ষ থেকে এটা অবশ্যই সত্য। আমরা তো আগে থেকেই মুসলিম আছি।

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে তাদের সবরের কারণে দুবার পুরস্কার দেওয়া হবে।[১৩] তারা ভালো দিয়ে মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিযক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. যখন তারা কোনো বাজে কথা শুনেছে, তখন এ কথা বলে তা থেকে সরে গেছে, আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহিলদের মধ্যে শামিল হতে চাই না।[১৪]

১২. এর অর্থ এই নয় যে, সকল আহলে কিতাব (ইহুদী ও খিস্টান) এর প্রতি ঈমান আনে; বরং এই সূরা নাযিল হওয়ার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল মূলত এ ইঙ্গিত সেই ঘটনার প্রতি। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর দ্বারা মক্কাবাসীদের লজ্জা দেওয়া যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে আসা নিয়ামতকে অগ্রাহ্য করছ। অথচ এ নিয়ামতের খবর পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ চলে আসছে এবং এর মর্যাদা বুঝতে পেরে এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আবিসিনিয়া থেকে প্রায় ২০ জন খ্রিস্টান রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে তাঁর কাছ থেকে কুরআন শুনে ঈমান এনেছেন। এ ইশারা সেই ঘটনার প্রতি।

১৩. অর্থাৎ, প্রথম পুরস্কার আগের কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনার জন্য এবং দ্বিতীয় পুরস্কার কুরআনের উপর ঈমান আনার জন্য।

১৪. যখন তারা ঈমান এনেছিল তখন আবূ জেহেল তাদেরকে গালি-গালাজ করেছিল। এখানে সেই কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ⑯

৫৬. (হে নবী!) আপনি যাকে চান তাকেই হেদায়াত করতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকেই হেদায়াত করেন। আর তিনি হেদায়াত কবুলকারীদেরকে ভালো করেই জানেন।

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑰

৫৭. তারা বলে, যদি আমরা তোমাদের সাথে এ হেদায়াত মতো চলি তাহলে আমাদের দেশ থেকে আমাদেরকে উৎখাত করে দেওয়া হবে।[১৫] (এটা কি সত্য নয় যে) আমি একটি নিরাপদ হারাম (এর এলাকাকে) তাদের বাসস্থান বানিয়ে দিয়েছি, যার দিকে আমার পক্ষ থেকে রিযক হিসেবে সব রকম ফল-ফসল ধেয়ে চলে আসে? কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই জানে না।[১৬]

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ⑱

৫৮. এমন কত জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যেখানকার লোকেরা তাদের ধন-সম্পদের অহংকার করত। ঐ যে তাদের বাড়ি-ঘর পড়ে আছে, যেখানে তাদের পর কম লোকই বসবাস করেছে। শেষ পর্যন্ত আমি (ঐ সবেরই) ওয়ারিশ হয়েছি।[১৭]

---

১৫. কুরাইশ কাফিররা ইসলাম কবুল না করার ওযরস্বরূপ এই কথা বলত। তারা বলতে চাইত, আজ তো আমরা গোটা আরবে মুশরিকদের ধর্মীয় নেতা হয়ে আছি; কিন্তু যদি আমরা মুহাম্মদ (স)-এর কথা মেনে নিই তাহলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।

১৬. এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের প্রথম ওযরের জবাব। এখানে বলা হয়েছে, এ হারাম শরীফ যার শান্তি, নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার বদৌলতে আজ তোমরা এতটা যোগ্য বিবেচিত হয়েছ, সারা দুনিয়ার ব্যবসায়ের পণ্য এ চাষাবাদহীন এলাকায় চলে আসছে, এই শহরের নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয় মর্যাদা কি তোমাদের চেষ্টা-তদবিরের ফলে ঘটেছে?

১৭. এটা তাদের ওযরের দ্বিতীয় জবাব। জবাবে বলা হয়েছে, যে ধন-সম্পদ ও সচ্ছলতার অহংকার কর এবং যা হারানোর আশঙ্কায় তোমরা বাতিলের উপর অটল থাকতে ও হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও সে একই ধন-সম্পদ এক সময় 'আদ, সামূদ এবং অন্যান্য জাতি লাভ করেছিল; কিন্তু সেই সম্পদ কি তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিল?

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. (হে নবী!) আপনার রব কোনো এলাকাকে সেখানকার কেন্দ্রীয় স্থানে এমন রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে রাসূল তাদের কাছে আমার আয়াত শোনায়। আমি কোনো জনপদকে সেখানকার অধিবাসীরা যালিম না হওয়া পর্যন্ত ধ্বংস করি না।[১৮]

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা নিছক দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম ও এর সৌন্দর্য শোভা। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা এর চেয়ে ভালো ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝ না?

রুকূ' ৭

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

৬১. ঐ ব্যক্তি, যার সাথে আমি ভালো ওয়াদা করেছি, এবং সে তা পেতেও যাচ্ছে, সে কি কখনো এমন লোকের মতো হতে পারে, যাকে আমি শুধু দুনিয়ার জীবনের সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছি এবং তারপর কিয়ামতের দিন যাকে শাস্তির জন্য হাজির করা হবে?

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. (তারা যেন ভুলে না যায়) ঐ দিনটিকে, যেদিন তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, যাদেরকে তোমরা আমার সাথে শরীক বলে মনে করতে তারা কোথায়?

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَا

৬৩. এ কথা যাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য তারা বলবে, হে আমাদের রব! এরাই ঐসব লোক, যাদেরকে আমরা গোমরাহ করেছিলাম। আমরা যেভাবে নিজেরা গোমরাহ হয়েছিলাম, তাদেরকে সেভাবেই আমরা

১৮. এটা তাদের ওযরের তৃতীয় জবাব। আগে যেসব জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তারা অত্যাচারী ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করার আগে রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু যখন সতর্ক করা সত্ত্বেও তারা নিজেদের বাঁকা চাল-চলন থেকে বিরত হয়নি, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আজ তোমরাও তেমন অবস্থায়ই পড়ে গিয়েছ।

গোমরা করেছিলাম।[১৯] আপনাকে জানাচ্ছি যে, এদের কোনো দায়-দায়িত্ব আমাদের উপর নেই। (কারণ) এরা তো আমাদের ইবাদত করত না।[২০]

إِلَيْكَ ۖ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ۝

৬৪. তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়েছিলে তাদেরকে ডাক। এরা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা কোনো সাড়া দেবে না। আর এ লোকেরা আযাব দেখে নেবে। হায় এরা যদি হেদায়াত কবুল করত!

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۝

৬৫. (তারা যেন ভুলে না যায়) ঐ দিনের কথা, যেদিন তিনি ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝

৬৬. সেদিন তাদের কোনো জবাব দেওয়ার সাধ্য থাকবে না এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ۝

৬৭. তবে যে আজ তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, সে-ই আশা করতে পারে যে, সে সফল লোকদের মধ্যে শামিল হবে।

فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ۝

৬৮. (হে নবী!) আপনার রব যা চান তা-ই পয়দা করেন এবং (তিনি নিজের কাজের জন্য যাকে চান) বাছাই করে নেন। এ বাছাই করাটা তাদের কাজ নয়। আল্লাহ (শিরক থেকে) পবিত্র এবং তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি অনেক উপরে।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ اللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

১৯. অর্থাৎ, সেই সব জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান– দুনিয়ায় যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানানো হয়েছিল, যাদের কথার মোকাবিলায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের কথা রদ করে দেওয়া হয়েছিল এবং যাদের উপর ভরসা করে কেউ কেউ সরল-সঠিক পথ ত্যাগ করে ভুল পথে চলেছিল। এদেরকে কেউ 'মা'বুদ' ও 'রব' বলুক আর না-ই বলুক, তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য যখন সেইভাবে করা হয়েছে, যেভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা উচিত, তখন তাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা হয়েছে বলেই মনে করতে হবে।

২০. অর্থাৎ, আমার নয়; বরং নিজেদের নাফসের দাস হয়ে গিয়েছিল।

৬৯. তারা যা কিছু মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে, আপনার রব এ সবই জানেন।

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

৭০. তিনিই এক আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ۡ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

৭১. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত সব সময়ের জন্য রাতকেই স্থায়ী করে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কি কোনো ইলাহ আছে, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۗءٍ ۭ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ۝

৭২. তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছ যে, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত সব সময়ের জন্য দিনকে স্থায়ী করে দেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কি কোনো ইলাহ আছে, যে তোমাদেরকে রাত এনে দিতে পারে, যাতে তোমরা আরাম করতে পার? তোমরা কি এসব কথা চিন্তা করো না?

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝

৭৩. এটা তাঁরই রহমত যে, তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যাতে তোমরা (রাতে) আরাম করতে পার এবং (দিনে) তাঁর অনুগ্রহ (রিযক) তালাশ করতে পার। হয়তো তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে।

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

৭৪. (তারা যেন মনে রাখে) সেদিনের কথা, যখন তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার সাথে তোমরা যাদেরকে শরীক মনে করতে তারা কোথায়?

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۗءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী বের করে আনব। তারপর বলব, এবার তোমাদের সব দলীল-প্রমাণ আন দেখি। তখন তারা জানতে পারবে যে, আসল সত্য আল্লাহরই কাছে আছে এবং তারা যা কিছু মিথ্যা বানিয়েছিল সবই হারিয়ে গেছে।

রুকূ' ৮

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

৭৬-৭৭. এ কথা সত্য যে, কারূন মূসার কাওমেরই লোক ছিল। তারপর সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। আমি তাকে এত ধনরত্ন দিয়েছিলাম যে, তার চাবিগুলো সবল একদল লোকের জন্যও বহন করা কঠিন ছিল। একবার যখন তার কাওমের লোকেরা তাকে বলল, অহংকার করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরির কথা চিন্তা কর। আর দুনিয়া থেকেও নিজের হিস্যার কথা ভুলে যেও না। আল্লাহ তোমার উপর যেমন দয়া করেছেন, তুমিও (মানুষের প্রতি) দয়া কর। পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না।

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. কারূন বলল, আমার কাছে যে ইলম আছে এর কারণেই আমাকে এসব (সম্পদ) দেওয়া হয়েছে। সে কি এ কথা জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে যুগে যুগে এমন বহু লোককে ধ্বংস করেছেন, যারা এর চেয়েও বেশি বাহুবল ও জনবলের অধিকারী ছিল? অপরাধীদেরকে তো তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার (দরকার) হয় না।[২১]

২১. অর্থাৎ, অপরাধীরা তো এই দাবি করেই থাকে যে, 'আমরা খুব ভালো লোক'। তারা কবে এ কথা স্বীকার করে যে, তাদের মধ্যে কোনো দোষ আছে? তাদের শাস্তি তাদের অপরাধ স্বীকার করার উপর নির্ভর করে না। তাদের পাকড়াও করার সময় তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করে পাকড়াও করা হয় না যে, 'বল, তোমাদের অপরাধ কী?'

৭৯. তারপর একদিন সে তার কাওমের সামনে পুরা জাঁকজমকসহ বের হলো। যারা দুনিয়ার জীবনের জন্য লালায়িত ছিল তারা তাকে দেখে বলল, হায়! যা কারূনকে দেওয়া হয়েছে তা যদি আমাদেরও থাকত! নিশ্চয়ই সে বড়ই ভাগ্যবান।

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٧٩﴾

৮০. আর যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছিল তারা বলতে লাগল, তোমাদের জন্য আফসোস! আল্লাহর সওয়াব তার জন্যই ভালো, যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আর যারা সবর করে তারা ছাড়া আর কেউ এ সম্পদ পায় না।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقّٰهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

৮১. শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার ঘরবাড়িকে মাটিতে ধসিয়ে দিলাম। তখন আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্যকারী আর কোনো দল ছিল না। আর সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারল না।

فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ ۫ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২. এখন ঐ লোকেরাই, যারা গতকাল কারূনের মতো মর্যাদা কামনা করেছিল, তারা বলতে লাগল, আফসোস! আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযক বাড়িয়ে দেন, আর যাকে ইচ্ছা মেপে মেপে দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া না করতেন তাহলে তিনি আমাদেরকে ধসিয়ে দিতেন। আফসোস! আমাদের এ কথা মনে ছিল না যে, কাফিররা কখনো সফল হয় না।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَاۤ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ؕ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

রুকূ' ৯

৮৩. ঐ আখিরাতের ঘর[২২] তো আমি তাদের জন্য খাস করে দেবো, যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়ত্ব চায় না এবং ফাসাদও সৃষ্টি করতে চায় না। আর ভালো পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে।

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٨٣﴾

২২. অর্থাৎ জান্নাত, যা আসল সাফল্যের স্থান।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

৮৪. যে ভালো আমল নিয়ে আসে তার জন্য এর চেয়েও ভালো ফল রয়েছে। আর যে মন্দ আমল নিয়ে আসে, তার জানা উচিত যে, মন্দ আমলকারীরা যেমন কাজ করত তেমন ফলই পাবে।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

৮৫. (হে নবী!) নিশ্চিত জানবেন, যিনি এ কুরআন আপনার উপর ফরয করেছেন[২৩], তিনি আপনাকে একটি ভালো পরিণতিতে পৌঁছাবেন। তাদেরকে বলে দিন, আমার রব ভালো করেই জানেন যে, কে হেদায়াত নিয়ে এসেছে, আর কে স্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُّلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬. (হে নবী!) আপনি তো কখনো এমন আশা করেননি যে, আপনার উপর কিতাব নাযিল করা হবে। এটা তো নিছক আল্লাহর রহমত (যে আপনার উপর নাযিল হয়েছে)। কাজেই আপনি কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না।

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. এমন যেন কখনো হয় না যে, আপনার উপর আয়াত নাযিল হওয়ার পর কাফিররা আপনাকে তা থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাদেরকে আপনার রবের দিকে ডাকুন এবং কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না।

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۘ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবেন না। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ছাড়া প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হবে। কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

২৩. অর্থাৎ, এই কুরআনকে আল্লাহর বান্দাহদের কাছে পৌঁছানো, তাদেরকে এর শিক্ষা দেওয়া এবং এর হুকুম ও উপদেশ অনুসারে দুনিয়াবাসীদেরকে সংশোধন করার দায়িত্ব আপনার উপর দেওয়া হয়েছে।

২৯. সূরা 'আনকাবূত

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার একচল্লিশ নম্বর আয়াতের 'আনকাবূত শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরাটির ৫৬ থেকে ৬০ নং আয়াতের মধ্যে যা বলা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, এ সূরা হাবশায় হিজরতের কিছুকাল আগে নাযিল হয়। সূরার শুরুতে মুনাফিকদের কথা উল্লেখ থাকায় প্রথম রুকূ'টি কেউ কেউ মাদানী যুগে নাযিল হয় বলে মনে করেন; কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। মাদানী যুগের মুনাফিকদের পরিচয় অন্য রকম। এ সূরায় যাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে তারা যুলুম ও অত্যাচারের ভয়ে ঈমান আনার পর পিছিয়ে গিয়েছিল। ঈমান আনার পর তারা পরীক্ষায় টিকতে পারেনি। এ দুর্বল মুমিনরাও এক ধরনের মুনাফিক। এ জাতীয় মুনাফিক মক্কায়ই ছিল, মদীনায় ছিল না।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরাটি যখন নাযিল হয় তখন মক্কায় ঈমানদাররা মহাবিপদে ছিলেন। তাদের উপর সব রকমের যুলুম করা হচ্ছিল। সাচ্চা ঈমানদার লোকদেরকে সাহস ও হিম্মত দেওয়া এবং দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সূরাটি নাযিল হয়। যারা ঈমানদারদের উপর যুলুম করছিল তাদেরকে কঠোরভাবে ভয় দেখানো হয়েছে যে, সত্যের সাথে দুশমনি করে যারা যুগে যুগে ধ্বংস হয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না।

যেসব যুবক ইসলাম কবুল করেছেন তাঁদের কাফির পিতা-মাতা বলতেন, 'পিতা-মাতার কথা মেনে চলার জন্য তো তোদের ধর্মেও হুকুম করা হয়েছে; কুরআনেও মা-বাপের হকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের কথা মেনে নে।' এ কথার জবাব ৮ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

যারা ইসলাম গ্রহণ করত তাদেরকে গোত্রের কাফির নেতারা বলত, 'তোমরা মুহাম্মদ থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং আমাদের কথামতো চল। এর জন্য যদি আযাব ভোগ করতে হয় তাহলে সে দায়িত্ব আমরা নিলাম।' এর জবাব ১২ ও ১৩ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

এ সূরায় অতীতের নবীগণের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে ঈমানদারদেরকে কাফিরদের যুলুম সহ্য করার জন্য সাহস দেওয়া হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, অতীতে নবীগণ কত কঠিন বিপদ সহ্য করেছেন! তারপর এক সময় আল্লাহর সাহায্য এসেছে। কাজেই তোমরা ভয় পেয়ো না, সবর কর। আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে; কিন্তু তোমাদেরকে গড়ে তোলার জন্য একটা সময়কাল পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এ পরীক্ষায় তোমাদেরকে পাস করতে হবে।

ঐ সব কাহিনীর মাধ্যমে মক্কার কাফিরদেরকেও সাবধান করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, আগের নবীদের সাথে যারা দুশমনি করেছে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত যেমন কঠিনভাবে পাকড়াও করা হয়েছে, তোমাদেরকেও যথাসময়ে ধরা হবে। পাকড়াও করতে দেরি হচ্ছে বলে তোমরা মনে করো না যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

তারপর মুসলমানদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে না পার তাহলে ঈমান ত্যাগ না করে দেশ ত্যাগ করে এমন কোথাও চলে যাও, যেখানে ঈমান নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবে। আল্লাহর দুনিয়া বিশাল। আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে অন্য কোথাও চলে যাও।

কাফিরদেরকে সতর্ক করা ও ভয় দেখানোর সাথে সাথে তাদেরকে বোঝানোর জন্যও সূরাটিতে তাওহীদ ও আখিরাতকে বিশ্বাস করার মতো যুক্তি পেশ করা হয়েছে। সৃষ্টিজগতের নিদর্শনসমূহের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, আমার নবী তোমাদের সামনে যে শিক্ষা পেশ করেছেন, ঐ সব নিদর্শন তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٦٩ رُكُوْعَاتُهَا ٧

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾

১. আলিফ-লাম-মীম।

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُّتْرَكُوْٓا أَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ﴿٢﴾

২. মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' শুধু এটুকু কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করা হবে না?

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٣﴾

৩. অথচ তাদের আগে যারা ছিল তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে, ('ঈমান এনেছি' বলার মধ্যে) কে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যুক।

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّسْبِقُوْنَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٤﴾

৪. যারা[1] মন্দ আমল করছে তারা কি এ ধারণা করে আছে যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে? তারা বড়ই ভুল ফায়সালা করেছে।

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٥﴾

৫. যে কেউ আল্লাহর সাথে দেখা হওয়ার আশা করে (তার জানা উচিত যে) আল্লাহর নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে। আর তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

৬. যে চেষ্টা-সাধনা করবে, সে তা নিজের ভালোর জন্যই করবে।[2] নিশ্চয়ই গোটা সৃষ্টি জগতে কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই।[3]

১. কথার ধরন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় 'যারা' বলতে যালিমদেরকে বোঝানো হচ্ছে, যারা ঈমানদারদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছিল এবং ইসলামের দাওয়াতের ক্ষতি করার জন্য বড় বড় অপকৌশল ও চক্রান্ত করছিল।

২. 'চেষ্টা-সাধনা' অর্থ কাফিরদের মোকাবিলায় সত্য দীনের পতাকা উচ্চ করা ও উচ্চ রাখার জন্য জীবনপণ চেষ্টা করা।

৩. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে এই সংগ্রাম-সাধনার দাবি এজন্য করছেন না যে, তাঁর নিজের কোনো কাজ এর জন্য আটকে আছে; বরং এটা তোমাদের নিজেদের নৈতিক ও রূহানী উন্নতির উপায়।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٧

৭. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আমি তাদের সব দোষ তাদের থেকে দূর করে দেবো এবং তাদেরকে তাদের সবচেয়ে ভালো আমলের হিসাবে বদলা দেবো।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨

৮. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য হেদায়াত দিয়েছি। কিন্তু যদি তারা আমার সাথে (এমন কোনো মা'বুদকে) শরীক করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যাকে তুমি (আমার শরীক হিসেবে) জানো না, তাহলে তাদের দুজনের এ কথা মেনে চলবে না।[৪] তোমাদের সবাইকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব যে, তোমরা কেমন আমল করেছিলে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝٩

৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে আমি অবশ্যই নেক লোকদের মধ্যে শামিল করব।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۚ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝١٠

১০. মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে বলে, 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।' কিন্তু যখনই আল্লাহর (প্রতি ঈমান আনার) কারণে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তখন লোকদের চাপিয়ে দেওয়া পরীক্ষাকে সে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে। এখন যদি আপনার রবের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায় তাহলে এ লোকটিই বলবে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।' দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা কি আল্লাহ ভালোভাবে জানেন না?

৪. মক্কার যে তরুণরা ঈমান এনেছিল তাঁদের মাতা-পিতা তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল, যেন তারা ঈমান থেকে ফিরে আসে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, মাতা-পিতার অধিকার নিজ স্থানে ঠিকই আছে; কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে সন্তানকে ফিরিয়ে রাখার অধিকার তাদের নেই।

১১. আল্লাহ তো অবশ্য অবশ্যই যাচাই করে দেখবেন যে, কারা ঈমান এনেছে, আর কারা মুনাফিক।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ﴿١١﴾

১২. যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে এই কাফির লোকেরা বলে যে, তোমরা আমাদের পথে চল, আমরা তোমাদের গুনাহগুলোর বোঝা আমাদের উপর নিয়ে নেব। অথচ তাদের গুনাহের কিছুই তারা বহন করবে না। নিশ্চয়ই এরা মিথ্যাবাদী।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩. হ্যাঁ, অবশ্যই তারা নিজেদের (গুনাহের) বোঝা তো বইবেই, তাদের বোঝার সাথে অন্য অনেক বোঝাও[৫] (তাদেরকে বইতে হবে)। তারা যে মিথ্যা রচনা করে চলেছে সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ؗ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣﴾

রুকূ' ২

১৪. আমি নূহকে তার কাওমের কাছে পাঠালাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে ফেলল, যখন তারা যালিম ছিল।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿١٤﴾

১৫. তারপর আমি নূহকে এবং নৌকার আরোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং (ঐ নৌকাটিকে) আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক নিদর্শন বানিয়ে রাখলাম।[৬]

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬. আর আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম, যখন তিনি তার কাওমকে বললেন, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাঁকে ভয় কর। তোমরা যদি জানো তাহলে এটাই তোমাদের জন্য ভালো।

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦﴾

৫. অর্থাৎ, একটি বোঝা নিজে গোমরাহ হওয়ার ও দ্বিতীয় বোঝা অন্যদেরকে গোমরাহ করার বা পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করার জন্য।

৬. অর্থাৎ, সেই নৌকাকে অথবা নূহ (আ)-এর কাওমের উপর আযাবের এই ঘটনাকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য নিদর্শন বানানো হয়েছে।

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

১৭. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করছ তারা তো শুধু মূর্তি। আর এটা তোমরা একটা মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছ। আসলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করছ তারা তোমাদেরকে রিযক দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে না। কাজেই আল্লাহরই কাছে রিযক চাও, তাঁরই দাসত্ব কর এবং তাঁকেই শুকরিয়া জানাও। তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾

১৮. আর যদি তোমরা মানতে অস্বীকার কর, তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের আগেও অনেক জাতি মানতে অস্বীকার করেছে। রাসূলের উপর স্পষ্টভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই।

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾

১৯. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির কাজ শুরু করেন, তারপর আবার সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই তা (আবার সৃষ্টি করা তো) আল্লাহর জন্য আরো সহজ।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

২০. (হে নবী!) এদেরকে বলুন, তোমরা পৃথিবীর বুকে ঘুরাফিরা করে দেখ, কীভাবে তিনি সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন। তারপর আল্লাহ আবারও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যার উপর চান রহম করেন। তোমাদেরকে তার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

২২. তোমরা পৃথিবীতেও তাকে অক্ষম করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখ না, আসমানেও না। আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারীই তোমাদের নেই।

রুকূ' ৩

২৩. যারা আল্লাহর আয়াত ও তাঁর সাথে দেখা হওয়ার কথা অস্বীকার করে, তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে।[৭] তারাই ঐ সব লোক, যাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. তারপর ইবরাহীমের কাওমের এ ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিল না যে, তারা বলল, তাকে মেরে ফেল বা পুড়িয়ে দাও। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আগুন থেকে নাজাত দান করেন। যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. ইবরাহীম বললেন, তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোকে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছ।[৮] কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের প্রতি লা'নত করবে। আগুনই হবে তোমাদের ঠিকানা এবং তোমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۡ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. সে সময় লূত তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তখন ইবরাহীম বললেন, 'আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি।' নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী।

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٦﴾

৭. অর্থাৎ, আমার রহমতের মধ্যে তাদের কোনো অংশ নেই। তাদের জন্য এ বিষয়ে কোনো অবকাশ নেই যে, তারা আমার রহমত থেকে অংশ পাওয়ার আশা করতে পারে। যখন তারা আখিরাতকেই অস্বীকার করেছে এবং তাদেরকে এক সময় আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে– এ কথা স্বীকারই করে না তখন তার অর্থই হচ্ছে, তারা আল্লাহর দয়া, দান ও ক্ষমার সঙ্গে কোনো আশার সম্পর্কই রাখেনি।

৮. অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর দাসত্বের বদলে নাফসের গোলামির ভিত্তির উপর তোমাদের সমষ্টিগত জীবনের সংগঠন করেছ, যা পার্থিব জীবনে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। কারণ, এখানে যেকোনো আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদের উপর তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, মানুষ সংগঠিত হতে পারে। সমাজ যত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণার উপরই কায়েম হোক না কেন, দুনিয়ায় পারস্পরিক বন্ধুত্ব,

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

২৭. আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করেছি এবং তারই বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রেখে দিয়েছি। আর আমি দুনিয়াতেই তাকে তার বদলা দিয়েছি। নিশ্চয়ই তিনি আখিরাতে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবেন।

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. আমি লূতকে পাঠালাম। যখন তিনি তার কাওমকে বললেন, তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে দুনিয়াবাসীর মধ্যে কেউ করেনি।

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. তোমাদের অবস্থা কি এই যে, (যৌন উদ্দেশ্যে) তোমরা পুরুষদের কাছে যাচ্ছ, রাহাজানি করছ এবং তোমাদের মজলিসে তোমরা মন্দ কাজ করছ? তারপর তার কাওমের পক্ষ থেকে এ কথা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিল না যে, 'যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহর আযাব নিয়ে এস দেখি।'

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِى عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

৩০. লূত বললেন, হে আমার রব! এ ফাসাদীদের কাওমের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

রুকূ' ৪

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓا۟ إِنَّا مُهْلِكُوٓا۟ أَهْلِ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ ﴿٣١﴾

৩১. আমার পাঠানো (ফেরেশতারা) যখন সুখবর নিয়ে ইবরাহীমের কাছে পৌঁছল, তারা তাকে বলল, আমরা এ এলাকার লোকদেরকে ধ্বংস করে দেবো।[৯] নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা বড়ই যালিম হয়ে গেছে।

আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্য সকল প্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংগঠনের মাধ্যম হতে পারে।

৯. 'এই জনপদ' বলে কাওমে লূতের এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সে সময় হেবরন শহরে (বর্তমানে আল খলীল) বসবাস করতেন। এ শহরের দক্ষিণ-পূর্বে কয়েক মাইল দূরে ডেড-সি বা মৃত সাগরের সেই অংশ রয়েছে, যেখানে কাওমে লূতের বাসভূমি ছিল। এখন এর উপর ডেড-সির পানি রয়েছে। এ এলাকা নিচের দিকে আছে। হেবরনের পাহাড়ি এলাকা থেকে তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সুতরাং ফেরেশতারা এর দিকে ইঙ্গিত করে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলেছেন, 'আমরা এ বস্তিকে ধ্বংস করতে এসেছি'।

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

৩২. ইবরাহীম বললেন, 'সেখানে তো লূত আছে।' তারা বলল, আমরা জানি যে, সেখানে কারা কারা আছে। আমরা তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব। তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে তাদের মধ্যে গণ্য, যারা পেছনে পড়ে থাকে।

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۝

৩৩. তারপর যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছল, তখন লূত খুব পেরেশান হলেন এবং তাঁর মন খুব ছোট হয়ে গেল। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে রক্ষা করব। আপনার স্ত্রীকে ছাড়া। সে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের মধ্যে গণ্য।

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

৩৪. আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি, ঐ সব ফাসেকী কাজের জন্য, যা তারা করে আসছে।

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

৩৫. আমি ঐ এলাকাটিকে তাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি,[১০] যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

৩৬. আমি মাদইয়ানের দিকে তাদের ভাই শো'আইবকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কাওম! আল্লাহর দাসত্ব কর, শেষ দিনের আশায় থাক এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে বাড়াবাড়ি করো না।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝

৩৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল। অবশেষে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল এবং তারা তাদের বাড়ি-ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

১০. এ 'সুস্পষ্ট প্রকাশ্য নিদর্শন' বলতে ডেড-সিকে বোঝানো হয়েছে, যাকে লূত সাগরও বলা হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে মক্কার কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, এই যালিম কাওমের উপর তাদের অপকর্মের ফলে যে আযাব এসেছিল তার এক নিদর্শন আজও প্রকাশ্য রাজপথে দেখা যায়। সিরিয়ার দিকে তোমরা যখন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সফরে যাও তখন রাত-দিন তোমরা তা দেখতে পাও।

وَعَادًا وَثَمُودَا۟ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْ ۖ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا۟ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আমি 'আদ ও সামূদ জাতিকে ধ্বংস করেছি। তারা যেখানে থাকত, সেসব জায়গা তোমরা দেখেছ। শয়তান তাদের আমলকে তাদের চোখে সুন্দর দেখাল এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রাখল। অথচ তারা যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল।

وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُوا۟ سَٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আমি কারূন, ফিরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলেন; কিন্তু তারা পৃথিবীতে অহংকার করল। অথচ তারা (মূসাকে) ছাড়িয়ে এগুতে পারল না।

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنۢبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

৪০. শেষ পর্যন্ত আমি প্রত্যেককে তার গুনাহের জন্য পাকড়াও করেছি। তারপর তাদের মধ্যে কারো উপর পাথর বর্ষণকারী তুফান পাঠিয়েছি এবং কাউকে এক বিকট শব্দ আঘাত হেনেছে। আর কাউকে মাটিতে ধসিয়ে দিয়েছি ও কাউকে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেননি; কিন্তু তারাই নিজেরা নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

৪১. যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপমা মাকড়সার মতো, যে নিজের জন্য একটি ঘর বানায়। নিশ্চয়ই সব ঘরের চেয়ে মাকড়সার ঘরই বেশি দুর্বল হয়। হায়, এরা যদি জানত!

إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

৪২. এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে জিনিসকেই ডাকে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন এবং তিনি মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী।

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. আমি মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্যই এসব উপমা দিয়ে থাকি। কিন্তু যাদের ইলম আছে তারা ছাড়া কেউ তা বুঝে না।

خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আল্লাহ আসমান ও জমিনকে সত্যসহকারে সৃষ্টি করেছেন। আসলে এর মধ্যে মুমিনদের জন্য একটি নিদর্শন রয়েছে।

পারা ২১

রুকূ' ৫

৪৫. (হে নবী!) আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর যিকর এর চেয়েও বড় জিনিস।[১১] তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন।

أُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ۖ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. সুন্দর নিয়মে আহলে-কিতাবদের সাথে তর্ক-বিতর্ক কর। তবে তাদের মধ্যে যারা যালিম তাদের সাথে নয়।[১২] তাদেরকে বল, আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আমরা এর উপর ঈমান এনেছি এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এর উপরও (আমরা ঈমান এনেছি)। আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ একজনই এবং আমরা তাঁরই অনুগত মুসলিম।

وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِيْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. (হে নবী!) আমি এভাবেই আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি।[১৩] তাই যাদেরকে আমি আগে কিতাব দিয়েছিলাম,

وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰؤُلَاءِ

১১. অর্থাৎ, অশ্লীল কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা তো সামান্য ব্যাপার। আল্লাহর যিক্‌র তথা নামাযের বরকত এর চেয়ে অনেক বড়।

১২. অর্থাৎ, যেসব লোক যালিম তাদের সাথে তাদের যুলুমের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। এর মর্ম হচ্ছে, সব সময় সব অবস্থায় সব রকম লোকের সাথে নরম ও মধুর ব্যবহার করা চলবে না, যার ফলে সত্যের পথে আহ্বানকারীদের ভদ্রতা ও নম্রতাকে মানুষ দুর্বলতা ও ভীরুতা মনে করতে পারে। ইসলাম অবশ্যই এর অনুসারীদেরকে সভ্যতা, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়; কিন্তু অসহায়তা, ভীরুতা এবং দুর্বলতা শিক্ষা দেয় না।

১৩. এর দুই রকম অর্থ হতে পারে— আমি অতীতে যেমন নবীদের উপর কিতাব নাযিল করেছিলাম, তেমনি এখন এই কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি। দ্বিতীয় অর্থ হলো, আমি এ শিক্ষাসহ এই কিতাব নাযিল করেছি যে, আমার নাযিল করা আগের কিতাবকে অস্বীকার করে নয়; বরং সেগুলোকে স্বীকার করে এই কিতাবকে মানতে হবে।

مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾

তারা এর প্রতি ঈমান এনেছে[১৪] এবং অন্যান্য লোকদের[১৫] মধ্যেও অনেকে ঈমান আনছে। আর একমাত্র কাফিররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. (হে নবী!) এর আগে আপনি কোনো কিতাব পড়তেন না, নিজের হাতে লিখতেনও না। যদি (তা করতেন) তাহলে বাতিলপন্থিরা সন্দেহে পড়তে পারত।

بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আসলে এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন ঐ সব লোকদের মনে রয়েছে, যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে[১৬] এবং যালিমরা ছাড়া আমার আয়াতকে কেউ অস্বীকার করে না।

وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫০. তারা বলে, এ লোকটির উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন কেন নাযিল হয় না? (হে নবী!) বলে দিন, নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর কাছেই আছে। নিশ্চয়ই আমি শুধু স্পষ্ট সতর্ককারী।

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

৫১. তাদের জন্য কি এ (নিদর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়? নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে রহমত ও নসীহত রয়েছে।

১৪. আগের ও পরের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, এর অর্থ সকল আহলে কিতাব নয় বরং সেসব কিতাবধারীরা, যারা আসমানি কিতাবগুলোর সঠিক জ্ঞান ও বুঝ লাভ করেছিল এবং সঠিক অর্থে আহলে কিতাব ছিল।

১৫. 'অন্যান্য লোকদের' বলতে আরববাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মর্ম হচ্ছে— আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে হোক বা আহলে কিতাব নয় এমন লোকদের মধ্য থেকে হোক, হক-পছন্দ লোকেরাই এর প্রতি ঈমান আনছে।

১৬. অর্থাৎ, একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে কুরআনের মতো কিতাব পেশ করা, হঠাৎ এমন অসাধারণ যোগ্যতা ও পূর্ণতার পরিচয় দেওয়া, যার জন্য আগে থেকেই তিনি তৈরি হচ্ছিলেন বলে কারো চোখে পড়েনি— এটা এমন ব্যাপার যে, জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষের নিকট তাঁর নবী হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট।

রুকূ' ৬

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۖ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

৫২. (হে নবী!) আপনি বলুন, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। যারা বাতিলকে মেনে চলে ও আল্লাহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

৫৩. এরা তাড়াতাড়ি আযাব এনে দেওয়ার জন্য আপনার কাছে দাবি জানাচ্ছে। যদি একটা সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া না হতো, তাহলে তাদের উপর আযাব এসেই যেত। আর তা অবশ্যই (সময়মতো) হঠাৎ এসে যাবেই, যখন তারা টেরও পাবে না।

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

৫৪. এরা তাড়াতাড়ি আযাব আনার জন্য আপনার কাছে দাবি জানাচ্ছে। অথচ দোযখ কাফিরদেরকে তো ঘেরাও করেই রেখেছে।

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৫৫. সেদিন যখন আযাব তাদেরকে উপর ও নিচ থেকে ঢেকে ফেলবে এবং তাদেরকে বলবে, তোমরা যা কিছু করেছ এখন এর মজা ভোগ কর।

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ۝

৫৬. হে আমার ঐ সব বান্দাহ, যারা ঈমান এনেছ! আমার পৃথিবী তো বিশাল। কাজেই তোমরা একমাত্র আমারই দাসত্ব করতে থাক।[১৭]

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝

৫৭. প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকেই মউতের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এরপর আমার দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

৫৮-৫৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদেরকে আমি বেহেশতের উঁচু দালানে রাখব, যার নিচে ঝরনাধারা বহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন

১৭. এখানে হিজরতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি মক্কায় আল্লাহর দাসত্ব করা কঠিন হয়ে থাকে, তাহলে দেশ ছেড়ে চলে যাও। আল্লাহর জমিন সংকীর্ণ নয়। যেখানে তোমার পক্ষে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে জীবনযাপন করা সম্ভব, সেখানেই চলে যাও।

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

থাকবে। কতই না ভালো বদলা ঐ সব আমলকারীদের জন্য, যারা সবর করেছে এবং যারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে।

وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৬০. কত জীব-জন্তুই তো এমন আছে, যারা তাদের রিয্ক বহন করে চলে না। আল্লাহই তাদেরকে রিযক দেন এবং তোমাদেরকেও দেন। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

৬১. যদি তুমি তাদেরকে[18] জিজ্ঞেস কর, কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং কে সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন, তাহলে অবশ্যই তারা বলবে যে, আল্লাহ। তাহলে তারা কোন্ দিক থেকে ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে?

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৬২. আল্লাহই তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি জিনিসকে জানেন।

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

৬৩. যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন এবং এর সাহায্যে মরে পড়ে থাকা জমিনকে জীবিত করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বল, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।[19] কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই তা বুঝে না।

রুকূ' ৭

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

৬৪. এ দুনিয়ার জীবন এক খেলা ও মন ভুলানো বিষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল জীবনের ঘর হলো আখিরাতের ঘর। হায়, এরা যদি তা জানত!

১৮. এখান থেকে ভাষণের উদ্দেশ্য পুনরায় মক্কার কাফিরদের প্রতি ফেরানো হয়েছে।

১৯. এখানে 'আলহামদুলিল্লাহ' শব্দটির দুটি অর্থ আছে— (১) যখন এসব কাজ আল্লাহর, তখন প্রশংসার যোগ্য একমাত্র তিনিই। অন্যরা কোথা থেকে প্রশংসার হকদার হবে? (২) আল্লাহর শুকরিয়া যে, তোমরা নিজেরাই এ কথা স্বীকার কর।

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

৬৫-৬৬. যখন তারা নৌকায় চড়ে, তখন তাদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করে নিয়ে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে শুকনায় নিয়ে আসেন তখন হঠাৎ তারা শিরক করতে থাকে, যাতে তারা আল্লাহর দেওয়া নাজাতের না-শোকরী করতে পারে এবং (দুনিয়ার জীবনের) মজা লুটতে পারে। ঠিক আছে, শিগ্‌গিরই তারা জেনে যাবে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۝

৬৭. তারা কি দেখতে পায় না যে, আমি একটি নিরাপদ হারাম বানিয়ে দিয়েছি? অথচ তাদের আশ-পাশের লোকদেরকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।[২০] এরপরও কি তারা বাতিলের প্রতিই ঈমান রাখবে এবং আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ۝

৬৮. তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথবা সত্য তার সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে মিথ্যা মনে করে? দোযখই কি এ ধরনের কাফিরদের ঠিকানা নয়?

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৬৯. আর যারা আমার খাতিরে চেষ্টা-সাধনা করবে তাদেরকে আমি অবশ্য অবশ্যই আমার পথ দেখাব।[২১] আর নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককার লোকদের সাথেই আছেন।

২০. অর্থাৎ, তাদেরই এই শহর মক্কাকে, যার আশ্রয়ে তারা পূর্ণ নিরাপদে আছে— কোনো 'লাত' বা 'হোবল' দেবতা কি হারাম শরীফ বানিয়েছে? আরবের চরম নিরাপত্তাহীন ও অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে মক্কাকে সব রকমের ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় থেকে ২৫০০ বছর যাবত হেফাযতে রাখা কি কোনো দেব বা দেবীর সাধ্য ছিল? এ জায়গায় পবিত্রতা ও নিরাপত্তা যদি আমি বজায় না রেখে থাকি, তাহলে কে রেখেছে?

২১. অর্থাৎ, যারা একান্ত ইখলাসের সাথে আল্লাহর পথে সারা দুনিয়ার সাথে লড়াইয়ের ঝামেলা পোহায়, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য ও হেদায়াত করেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তাদের জন্য পথ খুলে দেন। তিনি পদে পদে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, আমার সন্তুষ্টি তোমরা কীভাবে লাভ করতে পার। পথের প্রতিটি বাঁকে তাদেরকে তিনি আলোক দেখান যে, সঠিক রাস্তা কোন্ দিকে ও গুমরাহী কোন্‌টি। যতটা নেক নিয়ত ও কল্যাণ কামনা তাদের মধ্যে থাকে, আল্লাহর সাহায্য, তাওফীক ও হেদায়াত ততটাই তাদের সঙ্গে থাকে।

৩০. সূরা রূম

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার দ্বিতীয় আয়াতের দ্বিতীয় শব্দটিকেই এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরার শুরুতে যে ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকেই নাযিলের সময় নিশ্চিতভাবে জানা যায়। দ্বিতীয় আয়াতেই বলা হয়েছে, 'কাছের দেশেই রোমীয়রা পরাজিত হয়েছে।' ঐ সময় আরবের কাছের দেশ ছিল জর্দান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন। এসব এলাকা রোম সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। পারস্য সাম্রাজ্য (ইরান) ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিস্তারের লড়াই ছিল। যুদ্ধে ইরানের নিকট রোম পরাজিত হয়। ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ইরান বিজয়ী হয়। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সূরাটি ঐ বছর নাযিল হয় এবং সাহাবায়ে কেরামের অনেকে ঐ বছরই হাবশায় হিজরত করেন।

নাযিলের সময়কার পরিবেশ

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রথমে মানবতার নামেই যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু ৬১০ সালে তিনি একে ধর্মযুদ্ধের রূপ দিয়ে বসেন। পারস্য সম্রাট অগ্নিপূজার প্রাধান্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যে এবং খ্রিস্টধর্মের নিপাতের ইচ্ছায় রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকলেন। মক্কা ও আরবের মুশরিকরা স্বাভাবিকভাবে অগ্নিপূজকদের পক্ষ সমর্থন করছিল। খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ আল্লাহ, আখিরাত, রাসূল ও আল্লাহর কিতাব ইত্যাদিতে বিশ্বাসী বলে মুশরিকরা আহলে কিতাব ও মুসলমানদেরকে একমতাবলম্বী মনে করত। মুসলমানরাও আহলে কিতাবদেরকে মুশরিকদের চেয়ে অধিকতর নিকটবর্তী মনে করতেন। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন খ্রিস্টধর্মী রোম সম্রাটের পক্ষে ছিল।

যখন ক্রমেই রোমের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠল তখন মুশরিকরা মুসলমানগণকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম যদি সত্য হয়েই থাকে তাহলে তাদেরকে আল্লাহ কেন সাহায্য করে না? পারসিক ও আমাদের ধর্মই সত্য। তাই পারস্য রোমকে যেমন বিধ্বস্ত করছে, তেমনি আমরাও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে ছাড়ব। রোমীয় খ্রিস্টানরা যেমন দেশ ছেড়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, আমরাও তেমনি মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করব। কতক মুসলমান তো বিতাড়িত অবস্থায় ইতোমধ্যেই দেশছাড়া হয়েছে, অবশিষ্ট কয়েকজনকেও নির্মূল করা হবে।

এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের নৈতিক শক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ছিল এবং রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত নির্যাতিত অবস্থায় দিন যাপন করছিলেন। অপরদিকে ইসলামবিরোধীরা পারস্যের বিজয়কে নিজেদের গৌরবের বিষয় এবং রোমের পরাজয়কে মুসলমানদের অপমানের বিষয় বলে উল্লাস প্রকাশ করছিল।

এ পরিবেশে সূরা রূমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, রোমের এ পরাজয়কে চূড়ান্ত বিবেচনা করা সম্পূর্ণ ভুল এবং মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থার পরিবর্তন হবে না বলে মনে করাও একেবারে ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবশ্য সেই সময়ে রোমের পরাজয় এবং মুসলিমদের দুর্দশা ছিল; কিন্তু দুনিয়ার জীবনে এ কথাও সত্য যে, আজ যা নিশ্চিত মনে হয়, আগামী কাল তা-ই

অবান্তর বলে প্রমাণিত হতে পারে। সূরাটিতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জানালেন, তোমাদের নিরাশ হওয়ার কারণ নেই; শিগ্‌গিরই তোমাদের সুদিন আসবে।

দুটো ভবিষ্যদ্বাণী

এ সূরার প্রথম দিকেই এমন দুটো ঐতিহাসিক বিষয়ে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা পরবর্তীকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। রোমের পরাজয়ের পর তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে আবার জয়লাভ করা সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে, রোম যখন জয়লাভ করবে সেই সময় মুসলমানদের দুর্দিন দূর হয়ে আনন্দ করার সুযোগ আসবে।

৬১৫ সালে যখন রোমের নিশ্চিত পরাজয় সম্বন্ধে কারো মনে কোনো সন্দেহ ছিল না তখন মুসলমানদের এমন চরম দুর্দশা ছিল যে, সুদূর ভবিষ্যতেও তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায়নি। আরবের সর্বত্র যখন পারস্যের বিজয়গাথার চর্চা হচ্ছিল তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে রোমের বিজয়বার্তা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর এ ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে এমন উপহাস করা শুরু হলো যে, মুসলমানগণ রীতিমতো হাসির খোরাকে পরিণত হলো। রোমের বিজয় দিবসে মুসলমানদেরও খুশির কারণ ঘটবে বলে আল্লাহর বাণীতে উল্লেখ থাকায় মুশরিকরা আরো বেশি ঠাট্টা করতে লাগল।

মক্কার অন্যতম মুশরিকনেতা উবাই ইবনে খালফ হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপহাস করে বলে, 'তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক কি এখনো এমন পাগলের পেছনে ঘুরে বেড়াবে? মুহাম্মদ তো এখন এমন সব অবাস্তব কথা বলতে শুরু করেছে, যা শুনলে দুনিয়ার সকল মানুষই উপহাস করবে।' এ কথা বলার পরও যখন হযরত আবূ বকর (রা) তার কোনো উত্তর দিলেন না, তখন উবাই বাজি ধরে বলল, 'তিন বছরের মধ্যে রোমের জয়লাভ সম্পর্কে এ ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তোমাকে আমি দশটি উট দান করব; আর যদি এটা মিথ্যা বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে তুমি আমাকে দশটি উট দেবে।'

হযরত আবূ বকর (রা) নবী করীম (স)-এর নিকট এ কথা জানালে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা 'বিদঈ সিনীন' বলেছেন। এর অর্থ তিন থেকে নয় বছর। তুমি উবাই-এর সাথে তিন বছরের স্থলে নয় বছরের কথা দাও এবং দশটি উটের স্থলে একশ'টি উটের বাজি ধর। হযরত আবূ বকর (রা) তা-ই করলেন।

ইতিহাস চিরদিনই এই সাক্ষ্য বহন করে যে, আল্লাহ তাআলার দুটো ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যে পরিণত হয়েছে। ৬২৪ সালে রোম চূড়ান্ত বিজয়ের সূচনা করেছে এবং ঐ বছরই মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্যে বদরের যুদ্ধে আশাতীতভাবে জয়লাভ করেছে। এভাবে দুটো ভবিষ্যদ্বাণীই এক সঙ্গে বাস্তবে পরিণত হলো।

মক্কা বিজয়ের পর মুশরিকদের যখন চূড়ান্ত পরাজয় হয়েছে, তখন হযরত আবূ বকর (রা) উবাই ইবনে খালফের উত্তরাধিকারীদের নিটক থেকে পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী বাজি রাখা একশ' উট আদায় করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হাজির হলেন। নবী করীম (স) খুশি হয়ে বললেন, 'এ উটগুলো তুমি নিজের জন্য ব্যবহার করো না, আল্লাহর রাস্তায় দান করে দাও। কেননা, পরবর্তীতে এরূপ বাজি ধরাকে ওহীর মারফতে হারাম করা হয়েছে।'

এ দুটো ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হওয়ার দ্বারা এ কথা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহর বাণী এবং হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁরই রাসূল। যাদের সামনে এ 'অসম্ভব ও অবাস্তব' ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব ও বাস্তবে পরিণত হলো তারা এরপরও কেমন করে কুরআন ও রাসূলের উপর সন্দেহ পোষণ করে, তা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়। এতে মনে হয়, যারা সত্যের সন্ধানী নয় তাদেরকে কোনো স্পষ্ট নিদর্শনই ঈমান দিতে পারে না। আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর সত্যিকার ঈমান আনয়ন করেন, তারা আল্লাহ ও রাসূলের কোনো বাণীকেই শুধু যুক্তি ও বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে অবাস্তব বলে উড়িয়ে না দিয়ে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটি আছে বলে স্বীকার করেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং নবী করীম (স)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা সম্পর্কে এ সূরায় যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ভালোভাবে বুঝতে হলে এর ঐতিহাসিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-কে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করার আট বছর পূর্বে (৬০২ খ্রিস্টাব্দে) রোমের বাদশাহ মরিসের (Mauric) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ফোকাস (Phocas) নামক এক ব্যক্তি সম্রাট হয়েই মরিসের পরিবার-পরিজনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তদানীন্তন পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ রোম সম্রাট মরিসের সাহায্যেই ক্ষমতাসীন হয়েছিল বলে খসরু মরিসের নিটক অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিল। এমনকি খসরু পারভেজ মরিসকে ধর্মপিতা মনে করত। নিজের ধর্মপিতার প্রতি ফোকাসের জঘন্য ব্যবহারের প্রতিবাদে নিছক মানবতার নামে পারস্য সম্রাট রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

রোম সম্রাট যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজয় বরণ করতে থাকায় রোম সাম্রাজ্যের আফ্রিকার শাসনকর্তা এক বিরাট বাহিনীসহ তার যোগ্য ছেলে হিরাক্লিয়াসকে যুদ্ধে পাঠায়। হিরাক্লিয়াস রোমের কতক সরকারি লোকের সহায়তায় ৬১০ সালে ক্ষমতা দখল করার পর গদিচ্যুত ফোকাসের সাথে তেমনই নৃশংস ব্যবহার করেছে, যেমন ফোকাস তার পূর্ববর্তী রোম সম্রাটের সাথে করেছিল। এ বছরই প্রথম ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয় এবং নবুওয়াতের কথা ঘোষণা করা হয়।

যে মানবতার দোহাই দিয়ে খসরু পারভেজ রোম সম্রাট ফোকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, ৬১০ সালে ফোকাস তার নৃশংসতার পরিণাম ভোগ করার পর এই যুদ্ধ বন্ধ করাই খসরুর উচিত ছিল। কিন্তু খসরুকে তখন জয়ের নেশায় পেয়ে বসেছিল। যেকোনো অজুহাতেই সে যুদ্ধ করতে তখন বদ্ধপরিকর। তাই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে হিরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালু রাখল। খসরু অগ্নিপূজার ধর্মকে খ্রিস্টধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করল এবং ৬১৪ সালে জেরুসালেম জয় করার পর তাকে খোদা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য হিরাক্লিয়াসের নিকট দাবি জানাল।

ইংরেজ ঐতিহাসিক গীবনের মতে, কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর পরও ছয়-সাত বছর পর্যন্ত রোমের এমন দুরবস্থা ছিল যে, রোমের বিজয় তো দূরের কথা, রোমের অস্তিত্ব থাকবে বলেও কেউ ভাবতে পারেনি।

৬২২ সালে নবী করীম (স) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পারস্য সম্রাটকে পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্য কনস্টান্টিনোপল থেকে পালিয়ে কৃষ্ণসাগরের পথে অগ্রসর হয়। ৬২৩ সালে আরমেনিয়া থেকে আক্রমণ শুরু করে রোম সম্রাট পরের বছরই আজারবাইজানে পৌঁছে এবং অগ্নিপূজক পারস্য সম্রাটের সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস করে। এখান থেকেই রোম সম্রাটের বিজয় শুরু হয়। আল্লাহর এমনই মহিমা যে, এ বছরই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলার সাহায্যে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়।

এভাবে নয় বছরের মধ্যেই সূরা রূমে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী দুটো এক সঙ্গেই বাস্তবে রূপ লাভ করল। অতঃপর রোম ও মুসলমানদের বিজয় প্রায় একই গতিতে চলতে থাকে। ৬২৮ সালে পারস্য সম্রাট বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং এ বছরই হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়। এ সন্ধিকে কুরআন মাজীদে 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলা হয়েছে। ৬২৯ সালে রোম সম্রাট তাদের ধর্মকেন্দ্র ও রাজধানী ফিলিস্তিনে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। এ সময়ই নবী করীম (স) হিজরতের পর প্রথমবার ওমরা আদায় করার জন্য মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ করেন। এ বছরই খসরু পারভেজের পুত্র পারস্য সিংহাসনে আরোহণ করে রোমের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হওয়ায় ২৮ বছরব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং রোম সাম্রাজ্য পূর্বের চেয়েও অধিক শক্তিশালী অবস্থায় বিজয় সমাপ্ত করে।

সূরা রূমের শিক্ষা

(এ অংশটুকু অনুবাদকের রচনা) সূরা রূমের প্রথম রুকূ'টি চিরদিনই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেও দৃঢ় মনোবল দান করে এসেছে। চরম নির্যাতিত পরিবেশে শেষ

নবীর ইসলামী আন্দোলনকে এ সূরার মাধ্যমে হিম্মত দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুমিনগণকে শুধু সাহায্যের আশ্বাসই দান করেননি, বিজয় দেবেন বলে ওয়াদাও করেছেন। এ রুকূ'তে বহু মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। যেমন–

১. বিজয় দেওয়ার ওয়াদা বিশেষ কোনো কালের বা বিশেষ নামের কতক লোকের জন্য নয়। নবী করীম (স) ও তাঁর সহকর্মীগণ মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে সামগ্রিক বিপ্লব আনয়নের জন্য যে মহান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, যুগে যুগে এ পবিত্র দায়িত্ব নিয়েই নবীগণ দুনিয়ায় এসেছিলেন। যখনই নবীদের সাথে নিষ্ঠাবান, ত্যাগী, মৌলিক মানবীয় গুণাবলিসম্পন্ন এক জামাআত লোক ইসলামী বিপ্লবের জন্য (আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্যের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে গঠন করার উদ্দেশ্যে) একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে জীবন দান করতে এগিয়ে এসেছেন, তখনই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ সাহায্যের ওয়াদা দ্বারা নবীগণের সহকর্মীদেরকে সর্বদাই উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহর ওয়াদা সর্বকালে ও সর্বদেশে এ জাতীয় আন্দোলনকারী মুখলিস জামাআতের জন্যই নির্ধারিত।

২. আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন জাতি ও দলের জন্য পার্থিব শক্তির ভিত্তিতে জয়-পরাজয় ও উত্থান-পতনের যে সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করেছেন, ইসলামের বিজয়কে তিনি সে নিয়মের অধীন করেননি। ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল, রণকৌশল ইত্যাদির দিক দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকারীদের সম্বল কম হলেও ঈমান, চরিত্রবল, আল্লাহর উপর নির্ভরতা, ইসলামের জন্য জীবনদানের জযবা ইত্যাদি দ্বারা ভূষিত হওয়ার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর সাহায্যরূপ মহাঅস্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে বিজয় দান করেন। জয়-পরাজয়ের সাধারণ নিয়মে বিচার করলে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হওয়া উচিত ছিল এবং হুনাইনের যুদ্ধে কাফিরদের পরাজিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের ফলে বদরে মুসলমানদের বিজয় এবং হুনাইনের যুদ্ধের প্রথম ভাগে এর অভাবে তাদের পরাজয় হয়েছে। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলমানদের সংখ্যা কাফিরদের তুলনায় বদরে এক-তৃতীয়াংশ এবং হুনাইনের বেলায় তিন গুণ ছিল। এরপরও হুনাইনের যুদ্ধে প্রথমে মুসলমানদের একাংশ (বিজয় যুগের কতক নতুন মুসলমান) নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপর সামান্য ভরসা করায় আল্লাহ তাআলা প্রথমে পরাজয় দান করেন। তিনি এ কথাটি সূরা তাওবার ২৫ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, মুসলমানগণ পার্থিব বিচারে দুর্বল হলেও আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা থাকলে বিজয়ী হবে এবং সবদিক দিয়ে সবল হলেও আল্লাহর সাহায্য না পেলে পরাজিত হবে। যারা নিজেদের সমগ্র শক্তি ও ইচ্ছা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাস্তবক্ষেত্রে কুরবান করতে প্রস্তুত, একমাত্র তাদেরকেই তিনি সাহায্য করেন।

৩. একজন-দুইজন লোকের মধ্যে বা বিচ্ছিন্নভাবে বহু লোকের মধ্যে উপরিউক্ত গুণ থাকলেও আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়া যায় না। আল্লাহ তাআলা সাহায্য পাঠানোর জন্য একটি শর্ত রেখেছেন। উপরিউক্ত গুণাবলিসম্পন্ন মানুষের একটি মযবুত জামাআত যে পর্যন্ত দীনকে কায়েম করার সুসংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা না চালায়, সে পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য আসে না। এ জন্য নবীগণের মতো সর্বগুণসম্পন্ন মহাপুরুষগণকেও আল্লাহর সাহায্যের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। সমাজ থেকে ইসলামী আদর্শের উপযোগী লোকদেরকে তালাশ করে বের করা, তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা এবং সমাজের ইসলামবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে দুর্বলচেতা লোকদেরকে আন্দোলন থেকে ছাঁটাই করে আদর্শনিষ্ঠ এক জামায়াত সৃষ্টি না করা পর্যন্ত রাসূলগণও আল্লাহর সাহায্য লাভ করতে পারেননি। বিশেষ করে সংগ্রামযুগে বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে ইসলামী

আন্দোলনের কর্মীদের উপর যে কঠোর অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলতে থাকে তা এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে, যখন একমাত্র আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ই তাদের থাকে না। যখন বিরোধী শক্তির সাথে লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে তাদের মধ্যে একমাত্র নিষ্ঠাবান লোকদের জামাআতবদ্ধ ঐক্য সম্পূর্ণ মযবুত হয়ে ওঠে, তখনই আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার শর্তটি পূর্ণ হয়। এ কথাই সূরা বাকারার ২১৪ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,

'তোমরা কি বেহেশতে প্রবেশ করবে বলে ধারণা কর? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তী (আন্দোলনকারী) লোকদের উপর যেসব (বিপদ) এসেছিল, এর কোনো কিছুই এখনো তোমাদের উপর আসেনি। তাদেরকে দুরবস্থা ও বিপদ এমন চরমভাবে অস্থির করে তুলেছিল, রাসূল স্বয়ং এবং তাঁর সাথী মুমিনগণ এ কথা বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটেই আছে।'

৪. অনৈসলামিক শক্তির দাপট, পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য এবং বস্তুজগতে তাদের প্রাধান্য দেখে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তারা শক্তির দাপট দেখিয়ে আদর্শবাদী আন্দোলনকে দমন করতে চায় বলে ঘাবড়ানোর কোনো হেতু নেই। অতীতে এদের চেয়েও অনেক শক্তিশালী জাতির উদ্ভব হয়েছিল। তারা রাসূলের আনীত জীবনবিধানকে অস্বীকার ও বিদ্রূপ করার ফলে যেভাবে ধ্বংস হয়েছে, বর্তমানে যারা সেই পথ অবলম্বন করবে তারাও নিশ্চয়ই সেভাবে ধ্বংস হবে। বিপুল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

যারা আখিরাতে বিশ্বাসী তারা কোনো অবস্থায়ই শক্তির দাপটকে গ্রাহ্য করতে পারে না। কেননা, তারা বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার স্বল্পকালীন জীবনে আল্লাহর দীনকে কায়েম করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলেই পরকালের অনন্ত জীবনের পরম শান্তি লাভ হবে। তাই পার্থিব কোনো ক্ষতি, এমনকি মৃত্যুর হুমকিও তাদের পথের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

৫. আল্লাহ-বিরোধী ও অনৈসলামী শক্তিকে আল্লাহ তাআলা অনর্থক ধ্বংস করেন না। যখন ইসলামী আদর্শ নিয়ে একদল লোক আন্দোলন গড়ে তোলে, তখনই ঐ শক্তির সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ সংঘর্ষে ক্রমেই ইসলামী শক্তি যদি দানা বেঁধে উঠতে থাকে, তাহলে বিরোধী পক্ষ একে সমূলে ধ্বংস করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। এ অবস্থায় ইসলামবিরোধী শক্তি খোদার বিদ্রোহীরূপে প্রমাণিত হয়। ফলে সেই শক্তির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যদি ইসলামের বিপ্লবী বাণী নিয়ে কোনো আন্দোলনই না হয়, তাহলে অনৈসলামিক শক্তিকে ধ্বংস করারও কোনো কারণ ঘটে না। যদি ইবরাহীম (আ) আন্দোলন শুরু না করতেন, তাহলে নমরূদের ধ্বংস হওয়ার কোনো কারণই ছিল না। মূসা (আ) ফিরাউনের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে ফিরাউন এভাবে ধ্বংস হতো না।

সুতরাং সমাজ থেকে ইসলামবিরোধী সকল শক্তিচক্রকে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে ইসলামকে কায়েম করার আন্দোলনই একমাত্র উপায়। ইসলামী জীবনধারাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সুপরিকল্পিত সর্বপ্রকার চেষ্টা-সাধনা করার নামই ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলন ছাড়াই যারা অনৈসলামী শক্তির ধ্বংস কামনা করে, তাদের ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ইসলামী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়াই খোদাহীন শক্তির অধীনতা থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ।

যারা কুরআন মাজীদকে মহান ও শক্তিশালী আল্লাহ তাআলার নির্ভুল বাণী বলে বিশ্বাস করেন, তারা ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও সূরা রূমে উল্লিখিত আল্লাহর ওয়াদা ভুলতে পারে না। সূরা রূম কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার মুজাহিদদেরকে অনুপ্রেরণা দিতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানদেরকে সূরা রূমের শিক্ষা থেকে প্রেরণা লাভ করার তাওফীক দিন।

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٦٠ رُكُوْعَاتُهَا ٦

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمٓ ۝١

১. আলিফ-লাম-মীম।

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝٢ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝٣ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۗ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٤ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٥

২-৩-৪-৫. রোমানরা কাছেরই এক দেশে পরাজিত হয়েছে এবং তাদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বিজয়ী হবে।[১] ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আগেও আল্লাহরই ছিল, পরেও তাঁরই থাকবে। আর সে দিনটি এমন হবে, যেদিন আল্লাহর দেওয়া বিজয়ের ফলে মুসলামানরা আনন্দ করবে।[২] আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহাশক্তিশালী ও মেহেরবান।

وَعْدَ اللّٰهِ ۚ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

৬. এটা আল্লাহরই ওয়াদা। আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧

৭. মানুষ দুনিয়ার জীবনের বাইরের দিকটাকেই শুধু জানে। আর আখিরাত সম্পর্কে তারা নিজেরাই গাফিল।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

৮. তারা কি কখনো নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করেনি? আল্লাহ আসমান ও জমিনকে এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সেসবকে বিনা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেননি। আর

১. এ ইশারা সেই যুদ্ধের প্রতি, যা সে সময় রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে চলছিল। সে সময় রোমানরা বড় হীনভাবে পরাজিত হয়েছিল এবং কেউ এ চিন্তাও করতে পারেনি যে, আবার তারা বিজয়ী হতে পারবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কয়েক বছরের মধ্যে রোমানরা আবার বিজয়ী হবে।

২. এটা আরেকটা ভবিষ্যদ্বাণী। এর অর্থ মানুষ তখন বুঝতে পারল, যখন বদরের যুদ্ধে একদিকে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে এবং অন্যদিকে রোম ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধে রোমানরা জয়ী হয়।

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ۝٨

তা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই (সৃষ্টি করেছেন)। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাদের রবের সাথে দেখা হওয়ার কথা অবশ্যই অস্বীকার করে।[৩]

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝٩

৯. এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের আগে যারা গত হয়ে গেছে তাদের পরিণাম দেখতে পেত। তারা তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। তারা জমিনকে ভালো করে চাষ করেছিল এবং এতটা আবাদ করেছিল, যতটা এরা করেনি। তাদের কাছে রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। তারপর আল্লাহ তাদের উপর কোনো যুলুম করেননি। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ۝١٠

১০. অবশেষে যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম বড়ই মন্দ হয়েছিল। কারণ তারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছিল এবং তারা সেসবকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

রুকূ' ২

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝١١

১১. আল্লাহই সৃষ্টি শুরু করেন, তারপর তিনিই আবার তা সৃষ্টি করবেন। অবশেষে তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝١٢

১২. আর যেদিন ঐ সময়টি আসবে, সেদিন অপরাধীরা নিরাশ হয়ে যাবে।[৪]

৩. অর্থাৎ, মানুষ যদি বিশ্বব্যবস্থার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করে, তাহলে সে দুটো সত্য জানতে পারবে— (১) এ বিশ্ব কোনো খেলোয়াড়ের খেলা নয়; বরং এটা হিকমতপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক এক ব্যবস্থা। (২) এটা অনাদি ও চিরস্থায়ী কোনো ব্যবস্থা নয়; বরং একদিন অবশ্যই তা শেষ হয়ে যাবে। এ দুটি সত্যই আখিরাতের প্রমাণ। কিন্তু মানুষ এসব কিছু দেখা সত্ত্বেও আখিরাতে বিশ্বাস করে না।

৪. মূলে 'মুবলিসূন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইবলাস-এর অর্থ– হতাশা ও আঘাতের কারণে হতভম্ব বা নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া।

১৩. তাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের শরীকদেরকে অস্বীকার করবে।[৫]

وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾

১৪. যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে সেদিন (সব মানুষ) আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে যাবে।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾

১৫. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে একটি বাগানে আরাম-আয়েশে রাখা হবে।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছে ও আখিরাতে আমার সাথে দেখা হওয়াকে অস্বীকার করেছে, তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে (সব সময়) আযাবে হাজির রাখা হবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

১৭. সুতরাং যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন তোমাদের সকাল হয় তখন তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর।

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾

১৮. আসমান ও জমিনে সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। (তোমরা) সন্ধ্যায় ও যখন তোমাদের কাছে যোহরের সময় এসে যায় তখন[৬] (তাঁর তাসবীহ কর)।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯. তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি জমিনকে এর মউতের পর জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকেও (মরা অবস্থা থেকে) বের করে আনা হবে।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

৫. অর্থাৎ, সে সময়ে মুশরিকরা এ কথা স্বীকার করবে যে, 'এদেরকে আল্লাহর অংশীদার মনে করে আমরা ভুল করেছিলাম।'

৬. এখানে নামাযের চার ওয়াক্তের প্রতি সুস্পষ্ট ইশারা করা হয়েছে– ফজর, মাগরিব, আসর ও যোহর। এর সাথে সূরা হূদের ১১৪ নং আয়াত, সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৮ নং আয়াত ও সূরা ত্বাহার ১৩০ নং আয়াত থেকে নামাযের পাঁচটি ওয়াক্তের হুকুম পাওয়া যাবে।

রুকূ' ৩

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

২০. তাঁর মিদর্শনগুলোর মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর হঠাৎ মানুষ হিসেবে (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে পড়ছ।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

২১. তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটা হলো, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর। আর তিনি তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব-ভালোবাসা ও দয়া-মায়া দান করেছেন। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿٢٢﴾

২২. তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রং-এর বিভিন্নতাও একটি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে রাতে ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং তোমাদের তাঁর দয়া (রিযক) তালাশ করাও একটি। নিশ্চয়ই এসবের মধ্যে তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা (মনোযোগ দিয়ে) শুনে।

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটাও একটা যে, তিনি ভয় ও লোভের সাথে তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখান। আর তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং এর মাধ্যমে জমিনকে এর মরার পর জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এমন লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা আকলের অধিকারী।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِنَ الْأَرْضِ ۖ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. তাঁর নিদর্শনগুলোর মধ্যে এটাও একটা যে, আসমান ও জমিন তাঁরই হুকুমে কায়েম আছে। তারপর যখনই তিনি তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে ডাকবেন, তখন এক ডাকেই তোমরা হঠাৎ বের হয়ে আসবে।

২৬. আসমান ও জমিনে যা কিছুই আছে সবই তাঁর বান্দাহ। সবাই তাঁরই হুকুম পালনকারী।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি সৃষ্টি শুরু করেন, তারপর আবার তিনিই সৃষ্টি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য আরো সহজ। আসমান ও জমিনে তাঁর গুনাবলি সবচেয়ে উচ্চ এবং তিনি মহাশক্তিমান ও মহাকুশলী।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

রুকূ' ৪

২৮. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের সত্তা থেকেই একটি উপমা দিচ্ছেন। তোমাদের যেসব গোলাম তোমাদের মালিকানায় আছে, তাদের মধ্যে কি এমন কিছু গোলামও আছে, যারা আমার দেওয়া ধন-দৌলতে তোমাদের সাথে সমান অংশীদার এবং তোমরা কি তাদেরকে তেমনিভাবে ভয় কর যেমন নিজেরা একে অপরকে ভয় করে থাক?[৭] যারা জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী তাদের জন্য আমি আয়াতগুলোকে স্পষ্ট করে পেশ করে থাকি।

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاۤءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاۤءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. কিন্তু এ যালিমরা না জেনে-বুঝেই নিজেদের খেয়াল-খুশির পেছনে ছুটে চলছে। এ অবস্থায় আল্লাহ যাকে পথহারা করে দিয়েছেন, কে তাকে পথ দেখাবে? এ ধরনের লোকদের তো কোনো সাহায্যকারী হতে পারে না।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَاۤءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. কাজেই (হে নবী ও নবীর অনুসারীরা) একমুখী হয়ে আপনার লক্ষ্যকে এই দীনের উপর কায়েম রাখুন। আল্লাহ মানুষকে যে স্বভাবের উপর পয়দা করেছেন তারই উপর দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহর তৈরি কাঠামো বদলানো

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ

৭. সূরা নাহলের ৬২ নং আয়াতে এ একই বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। এ দুজায়গায়ই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের সম্পদে যখন নিজেদের দাসদের অংশীদার বানাও না, তখন তোমাদের বুদ্ধিতে এ কথা কেমন করে আসে যে, আল্লাহ নিজের প্রভুত্বে তাঁর দাসদের অংশীদার বানাবেন।

الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

যায় না।[৮] এটাই পুরোপুরি সঠিক দীন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۳۱﴾ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿۳۲﴾

৩১-৩২. আল্লাহর দিকে মুখ করে (এ কথার উপর কায়েম থাকুন) এবং তাঁকে ভয় করুন ও নামায কায়েম করুন। আর ঐসব মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবেন না, যারা তাদের দীনকে আলাদা আলাদা করে বানিয়ে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তাতেই তারা মগ্ন হয়ে আছে।

وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَاۤ اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۳﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ٝ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৩-৩৪. লোকদের অবস্থা হলো, যখন তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন তাদের রবের দিকে একমুখী হয়ে তাঁকে ডাকতে থাকে। তারপর যখন তিনি তাঁর দয়ার কিছু স্বাদ ভোগ করান, তখন হঠাৎ তাদের মধ্যে কতক লোক তাদের রবের সাথে (অন্য কিছুকে) শরীক বানিয়ে নেয়, যাতে আমি তাদেরকে যা দান করেছি এর না-শোকরী করে। বেশ, মজা করে নাও। শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে।

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. আমি কি তাদের কাছে কোনো সনদ ও দলীল নাযিল করেছি, যা তাদের শিরকের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়?

وَاِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. আমি যখন মানুষকে রহমতের স্বাদ ভোগ করাই তখন তাতে তারা আনন্দে ফুলে উঠে এবং যখন তাদের কার্যকলাপের ফলে তাদের উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন তারা হঠাৎ নিরাশ হয়ে পড়ে।

৮. অর্থাৎ, আল্লাহ মানুষকে একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করার জন্য নিজের দাসরূপে সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টিধারা কারো পক্ষেই বদলানো সম্ভব নয়। মানুষ হচ্ছে আল্লাহর দাস। এ অবস্থা থেকে সে 'আল্লাহর দাস নয়' এমন অবস্থায় বদলে যেতে পারে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে কেউ আল্লাহ মেনে নিলেও আসলে সে 'আল্লাহ' হয়ে যেতে পারে না। মানুষ নিজের জন্য যত মা'বুদই গ্রহণ করুক না কেন, এক আল্লাহ ছাড়া মানুষ অন্য কারোরই বান্দাহ নয়। এ আয়াতের অনুবাদ এও হতে পারে যে, 'আল্লাহর সৃষ্টিধারায় যেন পরিবর্তন করা না হয়।' অর্থাৎ, যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা বিকৃত করা ঠিক নয়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারা কি দেখে না যে, যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহই রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন? যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. অতএব (হে মুমিনগণ!) আত্মীয়দেরকে তাদের হক দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকেও (তাদের হক[৯]) দাও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তাদের জন্য এ নিয়ম খুবই ভালো। তারাই ঐ সব লোক, যারা সফল।

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, যাতে মানুষের মালের সাথে মিশে তা বেড়ে যায়, আল্লাহর কাছে তা মোটেও বাড়ে না।[১০] আর যে যাকাত তোমরা আল্লাহকে খুশি করার জন্য দিয়ে থাক, এর দাতারাই আসলে তাদের মাল বাড়ায়।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

৪০. আল্লাহই তিনি, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিযক দিয়েছেন। এরপর তিনি তোমাদের মউত দেন এবং এরপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে এসবের মধ্যে কোনো কাজও করে? পাক-পবিত্র তিনি এবং এরা যে শিরক করে তা থেকে তিনি বহু উপরে।

রুকূ' ৫

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

৪১. মানুষের নিজ হাতের কামাইয়ের ফলেই জলে ও স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে[১১], যা দ্বারা তাদের কিছু আমলের স্বাদ ভোগ করাতে চান। হয়তো তারা ফিরে আসবে।

৯. আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেননি যে, আত্মীয়, দরিদ্র ও মুসাফিরকে দান কর; বরং তিনি বলেছেন, এটা তাদের হক (অধিকার বা প্রাপ্য), যা আদায় করা তোমার উপর কর্তব্য এবং হক মনে করেই শোধ করা কর্তব্য।

১০. কুরআন মাজীদে সুদের নিন্দা করে নাযিল হওয়া এটাই প্রথম আয়াত। এ সম্পর্কে পরবর্তী হুকুম সূরা আলে ইমরানের ১৩ নং আয়াতে এবং সূরা বাকারার ২৭৫-২৯১ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে।

১১. এখানে সেই যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা সে সময়ে পৃথিবীর দুই বিরাট শক্তি পারস্য (ইরান) ও রোমের মধ্যে চলছিল।

৪২. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, দুনিয়ার বুকে ঘুরেফিরে দেখ, আগের লোকদের কী পরিণাম হয়েছে। তাদের বেশির ভাগই মুশরিক ছিল।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

৪৩. কাজেই (হে নবী!) আপনার চেহারাকে এই সঠিক দীনের দিকে মযবুতভাবে কায়েম রাখুন, ঐ দিন আসার আগে, যে দিনটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হটে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। সেদিন মানুষ একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪-৪৫. যে কুফরী করেছে তার কুফরীর শাস্তি সে-ই ভোগ করবে। আর যারা নেক আমল করেছে তারা নিজেদের জন্যই (সফলতার পথ) তৈরি করেছে, যাতে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে তাঁর দয়া থেকে পুরস্কার দেন। নিশ্চয়ই তিনি কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৬. তাঁর নিদর্শনগুলোর একটি হলো, তিনি সুখবর দেওয়ার জন্য বাতাস পাঠান যাতে তোমাদেরকে তাঁর রহমত (বৃষ্টি) উপভোগ করাতে পারেন। আর এ জন্য যে নৌকা তাঁর হুকুমে চলবে, তোমরা তাঁর মেহেরবানী তালাশ করবে এবং তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানাবে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. (হে নবী!) আপনার আগে আমি রাসূলগণকে তাদের কাওমের নিকট পাঠিয়েছি এবং তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছেন। তারপর যারা অপরাধ করেছে তাদের থেকে আমি প্রতিশোধ নিয়েছি। আর আমার উপর মুমিনদের এ অধিকার ছিল যে, আমি তাদেরকে সাহায্য করি।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

৪৮-৪৯. আল্লাহই বাতাস পাঠান এবং তা মেঘ উঠায়। তারপর যেভাবে তিনি চান মেঘগুলোকে আসমানে ছড়িয়ে দেন এবং সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। তারপর তুমি দেখতে পাও যে, বৃষ্টির ফোঁটা

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾

মেঘ থেকে টপকে পড়ছে। এই বৃষ্টি তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাদের উপর খুশি তাদের উপর বর্ষণ করেন। তখন তারা খুব আনন্দিত হয়। অথচ এ বৃষ্টি নাযিল হওয়ার আগে তারা নিরাশ হয়ে যাচ্ছিল।

فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

৫০. আল্লাহর রহমতের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য কর, মরে পড়ে থাকা জমিনকে তিনি কীভাবে জীবিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি মৃতকে জীবিত করবেন। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপরই ক্ষমতা রাখেন।

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

৫১. আর যদি আমি এমন এক বাতাস পাঠাই, যার ফলে তারা তাদের ফসলকে হলুদ দেখতে পায়, তখন তারা কুফরী করতে থাকে।[১২]

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

৫২. (হে নবী!) আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না।[১৩] এমন বধিরদেরকেও আপনার ডাক শোনাতে পারবেন না, যারা পেছনে ফিরে চলে যাচ্ছে।

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আপনি অন্ধদেরকেও তাদের গোমরাহী থেকে হেদায়াত করতে পারবেন না। আপনি তো শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং আত্মসমর্পণ করে।

রুকূ' ৬

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

৫৪. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের দুর্বল অবস্থায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করার সূচনা করেন। তারপর ঐ দুর্বলতার পর তোমাদেরকে শক্তি দান করেন। এরপর ঐ শক্তির পর আবার দুর্বল ও বৃদ্ধ করে দেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই সৃষ্টি করেন। আর তিনি সব কিছু জানেন ও সব জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

১২. অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে নিন্দা করতে শুরু করে ও তাঁর প্রতি অভিযোগ করতে থাকে যে, তিনি আমাদের উপর কেমন বিপদ চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে বহু নিয়ামত দিয়েছিলেন, তখন তারা শুকরিয়ার বদলে অমর্যাদা করেছিল।

১৩. অর্থাৎ সেই সব লোক, যাদের বিবেক মরেই গেছে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে[১৪], অপরাধীরা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে, আমরা এক মুহূর্তের বেশি সময় (দুনিয়ায়) ছিলাম না। এভাবেই তারা দুনিয়ার জীবনে ধোঁকা খেত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. কিন্তু যাদেরকে ইলম ও ঈমান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর লিখিত বিধান অনুযায়ী হাশরের দিন পর্যন্তই পড়ে ছিলে। কাজেই এটাই সেই হাশরের দিন। কিন্তু তোমরা তা জানতে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. অতএব সেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কাজে লাগবে না এবং তাদেরকে মাফ চাইতেও বলা হবে না।[১৫]

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আমি এই কুরআনে লোকদেরকে বহু রকমে বুঝিয়েছি। (হে নবী!) আপনি যে কোনো নিদর্শনই নিয়ে আসুন না কেন, যারা কাফির তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে যে, আপনি বাতিলের উপরই আছেন।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. এভাবেই যাদের ইলম নেই তাদের দিলে আল্লাহ মোহর মেরে দেন।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. কাজেই (হে নবী!) সবর করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর যারা একীন করে না তারা যেন আপনাকে হালকা (নগণ্য) না পায়।[১৬]

১৪. অর্থাৎ কিয়ামত, যা হবে বলে খবর দেওয়া হচ্ছে।

১৫. আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, 'তাদের কাছে এটা চাওয়া হবে না যে, তোমরা তোমাদের রবকে রাজি কর।'

১৬. অর্থাৎ, দুশমনরা তোমাকে এমন দুর্বল যেন না পায় যে, তাদের হৈ চৈ দেখে তুমি দমে যাও; অথবা তাদের মিথ্যা দোষারোপ ও অপপ্রচার দেখে তুমি ভীত হয়ে পড়; অথবা তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ দ্বারা তুমি সাহস হারিয়ে ফেল; অথবা তাদের ধমক, শক্তির দাপট ও যুলুম-নির্যাতনে তুমি ভয় পেয়ে যাও; অথবা লোভ দেখিয়ে তোমাকে ধোঁকা দিয়ে ফেলে।

৩১. সূরা লুকমান

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

এ সূরার দ্বিতীয় রুকূ'তে লুকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। সে হিসেবে সূরাটির এ নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে বোঝা যায় যে, সূরাটি যে সময় নাযিল হয় সে সময়ই ইসলামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুলুম শুরু হয়ে গিয়েছিল। যেসব যুবক ইসলাম কবুল করেছে, তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে এ পথে আসতে বাধা দিচ্ছিল। ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, পিতা-মাতার অধিকার অবশ্যই আদায় করতে হবে এবং তাদের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তারা যদি তাওহীদকে ত্যাগ করে শিরকে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দেয়, তাহলে তাদের কথা কিছুতেই মেনে নেবে না। পরিবেশ অনুযায়ী সূরাটি নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শেষদিকে বা পঞ্চম বছরের প্রথমদিকে নাযিল হয়ে থাকবে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় তাওহীদের সত্যতা ও শিরকের অসারতা। তাওহীদই যুক্তিপূর্ণ এবং শিরক একেবারেই অযৌক্তিক। সূরাটিতে এ দাওয়াতই দেওয়া হয়েছে যে, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ না করে মুহাম্মদ (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তা কবুল করে নাও। খোলা মন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর, সৃষ্টিজগতের দিকে দেখ এবং তোমাদের সত্তার মাঝেও লক্ষ্য কর; তাহলে দেখতে পাবে যে, সবকিছু তাওহীদেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (স)-এর এ দাওয়াত আরব দেশেও কোনো আজব নতুন আওয়াজ নয়। জ্ঞানী লোকেরা সব যুগে ও সব দেশেই এ শিক্ষা দিয়েছেন। তোমাদের দেশেও লুকমান হাকীম নামে এক মহাজ্ঞানী ছিলেন, যিনি এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমার কাহিনী সবার জানা। তোমরা নিজেদের কথাবার্তায় তাঁর জ্ঞানের কথা প্রবাদের মতো উল্লেখ করে থাক। তোমাদের কবি ও বক্তাগণ তাঁর কথা বলেন। তোমরা তাহলে বিবেচনা করে দেখ যে, তাঁর জ্ঞানপূর্ণ কথা ও মুহাম্মদ (স)-এর শিক্ষার মধ্যে মিল আছে কি না। তাহলে কোন্ যুক্তিতে তোমরা নবীকে মেনে নিচ্ছ না?

সূরা লুকমান

৩৪ আয়াত, ৪ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣٤ رُكُوْعَاتُهَا ٤

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ①

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ②

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ③

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এসব বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত।[১]

৩. এটা নেক লোকদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ④ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ⑤

৪-৫. যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও আখিরাতের প্রতি ইয়াকীন রাখে, তারাই ঐসব লোক, যারা তাদের রবের পক্ষ থেকে সঠিক পথে আছে এবং এরাই সফল।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑥

৬. মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মন-ভুলানো কথা কিনে আনে[২], যাতে ইলম ছাড়াই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করা যায় এবং (আল্লাহর পথে ডাকাকে) ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া যায়। এ ধরনের লোকদের জন্য অপমানকর আযাব রয়েছে।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ⑦

৭. তাকে যখন আমার আয়াত শোনানো হয় তখন সে অহংকারের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনেইনি, যেন তার দুকান বধির। বেশ, তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সু-খবর দিয়ে দাও।

১. অর্থাৎ, এমন কিতাবের আয়াত, যা জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, যার প্রতিটি কথা জ্ঞানপূর্ণ।

২. মূল শব্দ হচ্ছে 'লাহ্ওয়াল হাদীস' অর্থাৎ, এরূপ কথা, যা মানুষকে তার মধ্যে মগ্ন রেখে অন্য সকল প্রকার জিনিস থেকে গাফেল করে দেয়। বর্ণিত আছে, নবী করীম (স)-এর তাবলীগের প্রভাব ও বিস্তার যখন কুরাইশদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোধ করা গেল না, তখন তারা ইরান থেকে রুস্তম ও ইসফেন্দিয়ারের কাহিনী এনে গল্প-গানের চর্চা শুরু করে দিলো এবং গায়িকা ও দাস-দাসীদের নিয়ে গীত-বাদ্যের ব্যবস্থা করল, যাতে লোকেরা এগুলোতে মশগুল থেকে নবী করীম (স)-এর কথায় কান না দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

৮-৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য নিয়ামতভরা বেহেশত রয়েছে, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহর পাকা ওয়াদা। আর তিনি মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী।

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

১০. তিনি আসমানসমূহকে তোমাদের দেখার মতো খুঁটি ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি পৃথিবীতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, যাতে সে তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না যায়। আর তিনি সব রকমের জীব-জন্তু পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমি আসমান থেকে পানি নাযিল করেছি এবং জমিতে নানা রকমের ভালো জিনিস উৎপন্ন করেছি।

هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

১১. এসব তো হলো আল্লাহর সৃষ্টি। এখন আমাকে একটু দেখাও তো, আল্লাহ ছাড়া অন্যরা কী কী সৃষ্টি করেছে। আসল কথা হলো, যালিমরা স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে রয়েছে।

রুকূ' ২

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

১২. আমি লুকমানকে হিকমত দান করেছিলাম, সে যেন আল্লাহর শোকর করে। যে শোকর করে তার শোকর তার নিজের জন্যই উপকারী। আর যে না-শোকরী করে, আসলে কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই এবং তিনি কারো প্রশংসার ধার ধারেন না।

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝

১৩. সে কথা স্মরণ কর, যখন লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলল, হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। নিশ্চয়ই শিরক খুবই বড় যুলুম।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

১৪. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার হক চিনে নেবার জন্য তাগিদ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে নিজের পেটে রেখেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দুবছর

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

লেগেছে। (তাই আমি তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শুকরিয়া আদায় কর এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতিও শোকর কর। আমার দিকেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে।

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

১৫. কিন্তু যদি তারা আমার সাথে এমন কাউকে শরীক করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যাকে তুমি (শরীক হিসেবে) জানো না[৩], তাহলে তুমি তাদের কথা কিছুতেই মেনে নিও না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাক। কিন্তু ঐ ব্যক্তির পথে চল যে আমার দিকে ফিরে এসেছে। তারপর তোমাদের সবাইকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো, তোমরা কেমন আমল করছিলে।

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾

১৬. (লুকমান তার ছেলেকে বলেছিল) বাবা! কোনো জিনিস যদি সরিষার দানার সমানও হয় এবং তা যদি পাথরের মধ্যে বা আসমানে বা জমিনে কোথাও লুকিয়ে থাকে, তাহলেও আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষুদ্র জিনিসকেও দেখেন এবং সব বিষয়ে খবর রাখেন।

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

১৭. বাবা! নামায কায়েম কর, ভালো কাজের হুকুম দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং যে বিপদই আসুক তাতে সবর কর। এ কথাগুলোর জন্য বড়ই তাকীদ করা হয়েছে।[৪]

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

১৮. মানুষের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে কথা বল না এবং পৃথিবীতে গর্বের সাথে চলবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বড়াইকারী ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

৩. অর্থাৎ, তোমাদের জানামতে, যে আমার শরীক নয়।

৪. আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, এটা বড় সাহসের কাজ।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

১৯. তোমার চাল-চলনে মধ্যম পন্থা গ্রহণ কর এবং তোমার আওয়াজকে নিচু কর। সব আওয়াজের মধ্যে বেশি খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।

রুকূ' ৩

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

২০. তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা তোমাদের খিদমতে লাগিয়ে রেখেছেন[৫] এবং তোমাদের উপর প্রকাশ্য ও গোপন সকল নিয়ামত পুরা করে দিয়েছেন? (এ সত্ত্বেও অবস্থা এই যে) মানুষের মধ্যে কতক এমনও আছে, যারা আল্লাহকে নিয়ে ঝগড়া করে, অথচ তাদের নিকট কোনো ইলম, হেদায়াত ও আলোদাতা কিতাব নেই।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

২১. তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার আনুগত্য কর, তখন তারা বলে, আমরা তো ঐ সবকেই মেনে চলব, যার উপর আমাদের বাপ-দাদাকে চলতে দেখেছি। শয়তান তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকেও যদি ডাকে তবুও কি তারা (তা-ই মেনে চলবে)?

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

২২. যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয় এবং বাস্তবে সে যদি নেক হয়, তাহলে সে সত্যিই এক ভরসার যোগ্য আশ্রয়কে মযবুত করে ধরে নিল। আর সব বিষয়ের শেষ ফায়সালা আল্লাহরই হাতে রয়েছে।

৫. কোনো জিনিসকে কারো জন্য নিয়ন্ত্রিত করার দুই রকম অর্থ হতে পারে– প্রথমত, জিনিসটিকে তার অধীন করে দেওয়া ও তাকে ক্ষমতা দেওয়া, যেন সে যেভাবে চায় নিজের ইচ্ছামতো জিনিসটিকে কাজে লাগাতে ও ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয়ত, জিনিসটিকে এরূপ নিয়মের অধীন করে দেওয়া, যার ফলে তা সেই ব্যক্তির জন্যই উপকারী ও লাভজনক হয়ে দাঁড়ায় এবং তার স্বার্থের সেবা করতে থাকে। জমিন ও আসমানের সকল জিনিসকে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য মাত্র এক অর্থে নিয়ন্ত্রিত করেননি; বরং কতক জিনিসকে প্রথম অর্থে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। যথা– বাতাস, পানি, মাটি, আগুন, বৃক্ষ-লতা, খনিজদ্রব্য, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি অসংখ্য জিনিস প্রথম অর্থে আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত এবং চাঁদ, সূর্য প্রভৃতি দ্বিতীয় অর্থে আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

২৩. (হে নবী!) যে কুফরী করে তার কুফরী আপনাকে যেন দুঃখিত না করে। তাদেরকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেবো, তারা কেমন আমল করে এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মনের গোপন কথাও জানেন।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝

২৪. আমি অল্প সময়ের জন্য তাদেরকে দুনিয়াতে মজা ভোগ করার সুযোগ দিচ্ছি। তারপর তাদেরকে অসহায় অবস্থায় কঠিন আযাবের দিকে টেনে নিয়ে যাব।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

২৫. যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও জমিনকে কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, আল-হামদুলিল্লাহ। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝

২৬. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। নিশ্চয়ই আল্লাহর কারো কাছে কোনো ঠেকা নেই এবং তিনি কারো প্রশংসার ধার ধারেন না।

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

২৭. পৃথিবীতে যত গাছ আছে তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়), যার মধ্যে যদি আরো সাতটি সমুদ্র কালি জোগান দেয়, তবুও আল্লাহর কথা (লেখা) শেষ হবে না।[৬] নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝

২৮. তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করা ও আবার জীবিত করা (আল্লাহর জন্য) এমনই (সহজ), যেমন একটি প্রাণীকে (সৃষ্টি করা ও আবার জীবিত করা)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

৬. এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাষায় সূরা কাহ্‌ফের ১০৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই ধারণা দেওয়া যে, আল্লাহ এত বড় দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, তাঁর শক্তিমহিমার কোনো সীমা নেই। তাঁর খোদায়ীতে কোনো সৃষ্ট জিনিস কেমন করে অংশীদার হতে পারে?

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন? আর সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করে রেখেছেন? সবই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে।[৭] আর (তোমরা কি জানো না যে) তোমরা যা কিছুই কর আল্লাহ এর খবর রাখেন?

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

৩০. এসব কিছু এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য এবং তাঁকে ছাড়া তারা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই বাতিল। আর (তা এ কারণে যে) আল্লাহই মহান ও সবচেয়ে বড়।

রুকূ' ৪

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

৩১. তুমি কি দেখ না, নৌকা সমুদ্রে আল্লাহর মেহেরবানীতে চলে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখান। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা সবর ও শোকর করে।

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

৩২. যখন (সমুদ্রে) কোনো ঢেউ তাদেরকে ছাউনির মতো ঢেকে ফেলে, তখন তারা তাদের দীনকে আল্লাহর জন্য খালেস করে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে শুকনায় পৌঁছে দেন, তখন তাদের কেউ কেউ মাঝপথ বেছে নেয়।[৮] বিশ্বাসঘাতক ও কাফির ছাড়া আর কেউ আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে না।

৭. অর্থাৎ, প্রত্যেক জিনিসের জন্য যে জীবনকাল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, সেই সময় পর্যন্ত তা চলছে। কোনো জিনিসই অনাদি বা চিরস্থায়ী নয়।

৮. এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে : 'মুকতাসিদ'-এর অর্থ যদি সত্যপন্থি ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সে সময় পার হওয়ার পরও তাওহীদের উপর কায়েম থাকে। আর যদি এর অর্থ 'মধ্যমভাব' ও 'ভারসাম্য' করা হয় তবে এর অর্থ হবে, কতক লোক নিজেদের শিরক ও নাস্তিকতার ধারণায় আগের মতো মযবুত থাকে না; অথবা কতক লোকের মধ্যে ঐ অবস্থায় সৃষ্ট ইখলাসের মধ্যে শিথিলতা আসে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا۟ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۝

৩৩. হে মানুষ! তোমাদের রবের গযব থেকে নিজেকে বাঁচাও এবং ঐ দিনের ভয় কর, যেদিন কোনো পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে বদলা দেবে না এবং কোনো সন্তানও তার পিতার পক্ষ থেকে বদলা দেবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য।[৯] কাজেই এ দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে এবং প্রতারক (শয়তান) যেন আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে।

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ ۝

৩৪. কিয়ামতের ইলম একমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে। তিনিই বৃষ্টি নাযিল করেন। তিনিই জানেন, মায়ের পেটে কী তৈরি হচ্ছে। কেউ জানে না, আগামীকাল সে কী কামাই করবে এবং কেউ জানে না, কোন্ জায়গায় তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহই সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন।

৯. অর্থাৎ, কিয়ামতের ওয়াদা।

৩২. সূরা সাজদাহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

১৫ নং আয়াতে 'সাজদাহ' কথাটি আছে। এটাকেই সূরাটির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

মাক্কী যুগের মধ্যম স্তরে যুলুম-অত্যাচার শুরু হলেও তখনো তীব্র হয়নি, এমন পরিবেশেই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করা এবং এসব মহাসত্যের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াতই সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয়।

মক্কার কাফিররা রাসূল (স) সম্পর্কে বলাবলি করত, 'এ লোকটি আজব আজব কথা শোনাচ্ছে। কখনো বলে, আমি আল্লাহর রাসূল; আকাশ থেকে আমার কাছে ওহী আসে; আমি যা তোমাদেরকে শোনাচ্ছি তা আল্লাহর বাণী। আবার কখনো বলে, মানুষ মরে পচে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার তাদেরকে জীবিত করা হবে; তারা দুনিয়ার জীবনে যা কিছু করেছে এর হিসাব-নিকাশ হবে এবং হয় দোযখে যাবে, না হয় বেহেশতে যাবে। কখনো কখনো বলে, তোমাদের দেব-দেবী কিছুই নয়, আল্লাহই একমাত্র মা'বুদ।'

এসব কথার জবাবে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, অবশ্যই মুহাম্মদ (স) যা বলছেন তা আল্লাহরই বাণী। গাফলতির ঘুমে পড়ে থাকা মানুষকে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যই এসব কথা নাযিল করা হয়েছে। তোমরা কেমন করে এসব কথাকে মিথ্যা মনে করছ?

এরপর বলা হয়েছে, কুরআন তোমাদের সামনে যেসব সত্য পেশ করে, বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে চিন্তা করে বল যে, এর কোন্টা তোমাদের মতে আজব? আসমান ও জমিনের বিশাল কারখানাটা দেখ, তোমাদের জন্ম ও দেহের গঠন সম্পর্কে চিন্তা কর। এগুলো কি এ কথা প্রমাণ করে না যে, নবী যা বলছেন তা সবই সত্য? এ বিশ্বজাহান কি সাক্ষ্য দেয় না যে, এর সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনার পেছনে একই সত্তা রয়েছেন? এ গোটা ব্যবস্থা দেখে ও তোমাদের জন্মের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ তো, যিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মরার পর আবার কেন সৃষ্টি করতে পারবেন না?

এরপর আখিরাতে যা ঘটবে, এর একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ঈমান আনার পুরস্কার ও কুফরী করার মন্দ পরিণাম কী হবে, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলা হয়েছে, কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করলে তোমাদের পরিণাম সুখের হবে।

তারপর তাদেরকে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে তাদের ভুলের জন্য হঠাৎ পাকড়াও করেন না এবং প্রথমেই চরম শাস্তি দেন না। এটা তাঁর দয়া। মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তিনি হালকা হালকা ও কম কষ্টদায়ক আপদ-বিপদ দিয়ে থাকেন, যাতে তার গাফলতির চোখ খুলে যায়।

এরপর বলা হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজনের কাছে কিতাব এসেছে। এটা কোনো প্রথম ও নতুন ঘটনা নয়। এর আগে মূসার কাছেও কিতাব এসেছিল। সে কথা তোমরা জানো। এটা এমন কী কথা, যা তোমাদের বুঝে আসে না? জেনে রেখ, এ কিতাব আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে। মূসার সময় যা ঘটেছিল, এখন আবার তা-ই ঘটবে। মূসাকে যারা মানতে রাজি হয়নি তাদের যে দশা হয়েছিল, এখন যারা মুহাম্মদ (স)-কে মেনে নেবে না তাদেরও ঐ একই দশা হবে। এ কিতাবকে যারা মানবে তাদের হাতেই নেতৃত্ব আসবে। যারা মানবে না তারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

এরপর মক্কার কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা ব্যবসা উপলক্ষে সফরে গেলে অতীতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতির এলাকা কি দেখতে পাও না? তোমরা কি ঐ রকম ধ্বংস হওয়া পছন্দ কর? সাবধান হয়ে যাও। আজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, নবীর কথা কতক ছেলে-ছোঁকড়া, গোলাম ও গরিব মানুষ ছাড়া কেউ মেনে নিচ্ছে না; বরং সবাই তাদেরকে বিদ্রূপ ও নিন্দা করছে। তোমরা মনে করছ, নবীর কথা টেকসই হবে না। তোমাদের এ ধারণা একেবারেই ভুল।

তোমরা দিন-রাত দেখতে পাচ্ছ যে, আজ একটি জমি বিরান পড়ে আছে, সেখানে ঘাস পর্যন্ত দেখা যায় না। জমিটি দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, এর গর্ভে সবুজের বিশাল খনি লুকিয়ে আছে। হঠাৎ একদিন বৃষ্টি হলেই দেখা যায়, ঐ মরা মাটির বুকে সবুজের বিরাট মেলা বসে গেছে।

সূরার শেষদিকে নবী (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, এরা আপনার কথা শুনে হাসি-ঠাট্টা করছে। আপনাকে বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করছে, 'জনাব! আপনার সেই চূড়ান্ত বিজয় কখন হবে? এর সন-তারিখটা একটু বলেন না কেন?'

আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে এর জবাবে যা বলা দরকার তা শিখিয়ে দিলেন– 'হে রাসূল! বলুন, যখন আমাদের ও তোমাদের ব্যাপারে ফায়সালার সময় আসবে, তখন তা তোমরা মেনে নিলেও কোনো লাভ হবে না। মানতে হলে এখনই মেনে নাও। আর যদি শেষ ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করতে চাও তাহলে তা করতে থাক।

সূরা সাজদাহ্

৩০ আয়াত, ৩ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ۳۰ رُكُوْعَاتُهَا ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

الٓمّٓ ۝١

১. আলিফ-লাম-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢

২. এ কিতাবটি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝٣

৩. এরা কি বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই এটা তৈরি করে নিয়েছে? না, বরং (হে নবী!) এটা আপনার রবের পক্ষ থেকে মহা-সত্য হিসেবে এসেছে, যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সাবধান করে দিতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা হেদায়াত পেয়ে যাবে।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۭ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۭ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۝٤

৪. আল্লাহই আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে আরোহণ করলেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা উপদেশ নেবে না?

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۗءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝٥

৫. তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত দুনিয়ার সব বিষয়ের পরিচালনা করেন। তারপর এর বিবরণ উপরে তাঁর কাছে এমন একদিনে যায়, যার পরিমাণ তোমাদের হিসেবে এক হাজার বছর।[১]

১. অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা হাজার বছরের ইতিহাস, আল্লাহ তাআলার কাছে তা যেন এক দিনের কাজ, যার পরিকল্পনা আজ ভাগ্য ও নিয়তির কর্মচারীদের কাছে সোপর্দ করা হলে কাল ফেরেশতারা কাজের হিসাব তাঁর কাছে পেশ করেন। অর্থাৎ, দ্বিতীয় দিনের (অর্থাৎ তোমাদের হিসাবমতে এক হাজার বছরের) কাজ তাদেরকে সোপর্দ করা যায়।

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٦

৬. তিনিই প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনি মহাশক্তিশালী ও মেহেরবান।

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝٧

৭. যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন তা খুবই সুন্দরভাবে বানিয়েছেন এবং তিনি কাদা-মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝٨

৮. তারপর তিনি (মানুষের) বংশধারা নগণ্য পানি থেকে চালু করেন।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝٩

৯. তারপর তাকে ঠিকঠাক মতো তৈরি করেছেন এবং তার মধ্যে তাঁর রূহ থেকে ফুঁ দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে কান, চোখ ও দিল দিয়েছেন। তোমরা কমই শুকরিয়া আদায় করে থাক।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۝١٠

১০. তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে মিশে যাব, তখন কি আমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? আসল কথা হলো, এরা তাদের রবের সাথে দেখা হওয়াকেই অবিশ্বাস করে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

১১. (হে নবী!) এদেরকে বলে দিন, মউতের ঐ ফেরেশতা, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে, তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কব্জায় নিয়ে নেবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

রুকূ' ২

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۝١٢

১২. হায়! তুমি যদি ঐ সময় দেখ, যখন অপরাধীরা মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। (তখন তারা বলতে থাকবে) হে আমাদের রব! আমরা খুব দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক আমল করব। এখন আমাদের ইয়াকীন হয়ে গেছে।

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

১৩. (এর জবাবে বলা হবে) যদি আমি চাইতাম তাহলে প্রত্যেক মানুষকেই তার হেদায়াত দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি আগেই যে কথা বলে দিয়েছি তা পুরা হয়ে গেছে যে, আমি জিন ও মানুষ দিয়ে দোযখকে ভরে ফেলব।

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

১৪. কাজেই আজকের দিনের দেখা হওয়ার কথা ভুলে যাওয়ার মজা এখন বুঝ। আমিও এখন তোমাদের কথা ভুলে গেছি। তোমরা যে আমল করেছ এর বদলে চিরকালের আযাব ভোগ করতে থাক।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে এসব আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেওয়া হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করে। আর তারা অহংকার করে না। (সিজদার আয়াত)

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾

১৬. তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তাদের রবকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকে এবং আমি যা কিছু রিযক তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

১৭. তারপর তাদের আমলের বদলা হিসেবে তাদের চোখ জুড়ানোর মতো যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা কোনো মানুষই জানে না।

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

১৮. এমনটা কি হতে পারে, যে ব্যক্তি মুমিন সে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে যায়– যে ফাসিক? এরা দুজন সমান হতে পারে না।

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

১৯. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য তো তাদের আমলের বদলে মেহমানদারি হিসেবে বেহেশতে বসবাসের জায়গা রয়েছে।

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ٢٠

২০. আর যারা ফাসিকী নীতি গ্রহণ করেছে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে এর মধ্যে ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা ঐ আগুনের আযাবের মজা ভোগ কর, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢١

২১. সেই বড় আযাবের আগে আমি এই দুনিয়ার মধ্যেই তাদেরকে (কোনো না কোনো ছোট) আযাবের মজা ভোগ করাতে থাকব। হয়তো তারা (তাদের বিদ্রোহী নীতি থেকে) ফিরে আসবে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٢٢

২২. এর চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হয় এবং সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? এ রকম অপরাধীদের থেকে তো আমি প্রতিশোধ নেবই।

রুকূ' ৩

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ٢٣

২৩. এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি। কাজেই ঐ জিনিসই পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নয়। আর আমি ঐ কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াত বানিয়েছিলাম।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ٢٤

২৪. যখন তারা সবর করল এবং আমার আয়াতগুলোর প্রতি ইয়াকীন করতে লাগল, তখন আমি তাদের মধ্যে এমন সব নেতা পয়দা করে দিলাম যারা আমার হুকুমে তাদেরকে পথ দেখাত।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٢٥

২৫. (হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনার রবই কিয়ামতের দিন ঐ সব কথার ফায়সালা করে দেবেন, যা নিয়ে (বনী ইসরাঈল) একে অপরের সাথে মতবিরোধ করছিল।

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. (এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে) তাদের জন্য কি কোনো হেদায়াত মিলেনি যে, তাদের আগে আমি কত কাওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের থাকার জায়গায় আজ এরা চলাফেরা করছে? নিশ্চয়ই এ সবের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে। এরা কি শুনে না?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারা কি কখনো এ দৃশ্য দেখেনি যে, আমি ঘাসবিহীন জমির দিকে পানি বহায়ে দিই। তারপর ঐ জমিতেই এমন ফসল ফলাই, যেখান থেকে তাদের পশুরাও খায় এবং তারা নিজেরাও খায়? তবুও কি তাদের কিছুই বুঝে আসে না?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে ঐ ফায়সালা কবে হবে?

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. (হে নবী!) বলে দিন, যারা কুফরী করেছে, ফায়সালার দিন তাদের ঈমান আনায় কোনো লাভ হবে না। আর তাদেরকে কোনো অবকাশও দেওয়া হবে না।

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন এবং অপেক্ষা করুন। এরাও অপেক্ষায়ই আছে।

৩৩. সূরা আহ্যাব

মাদানী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ২০ নং আয়াতের 'আহযাব' শব্দটি থেকেই এ নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরাটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে— (১) আহযাব যুদ্ধ– পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ হয়। (২) বনী কুরাইযার যুদ্ধ– এ যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে ঘটে। (৩) হযরত যয়নব (রা)-এর সাথে রাসূল (স)-এর বিয়ে– এটাও একই বছরের যিলকদ মাসে হয়। এ কয়টি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেই এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক পটভূমি

তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ হয়। একদল তীরন্দাজের ভুলে এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় ঘটে। এতে কুরাইশ, ইহুদি ও মুনাফিকদের দুঃসাহস বেড়ে যায়। তাদের মনে আশা জাগে যে, ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ধ্বংস করা সম্ভব। তাই গোটা আরবে মুশরিক ও ইহুদি গোত্রসমূহ মদীনা আক্রমণের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে লাগল।

মদীনার ইহুদি গোত্রগুলো রাসূল (স)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল যে, কেউ মদীনা আক্রমণ করলে তারা মদীনার হেফাযতের জন্য রাসূলের সাথে সহযোগিতা করবে। বিশেষ করে মদীনার বনূ নযীর ইহুদি গোত্রটি একের পর এক ওয়াদা ভঙ্গ করতে থাকে। এমনকি তারা চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল (স)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এভাবে উহুদ যুদ্ধের পরাজয়ে মুসলমানদের মর্যাদা ও প্রভাব এতটা বিনষ্ট হয় যে, সাত-আট মাস পর্যন্ত এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

কিন্তু রাসূল (স)-এর যোগ্য নেতৃত্ব ও সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাতের জযবার কারণে আল্লাহর সাহায্যে কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থার গতি পাল্টে যায়। আরবদের অর্থনৈতিক বয়কট মদীনাবাসীর জীবন কঠিন করে দিল। আশপাশের সকল মুশরিক গোত্র মদীনা আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে গেল। মদীনার ইহুদি ও মুশরিকরা একে অপরের ঘরের শত্রু হিসেবে পরস্পর মারমুখী হয়ে উঠল। কিন্তু রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় সাচ্চা মুমিন এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছেন, যার ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আগের চেয়েও অনেক বেড়ে যায়।

আহযাব যুদ্ধের আগের যুদ্ধসমূহ

১. উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশ বাহিনী মদীনায় হামলা না করে ফিরে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল না। তারা আবার ফিরে আসতে পারে বলে রাসূল (স) ধারণা করলেন। মুসলিম বাহিনীর অনেকে আহত এবং প্রায় সবাই মনমরা অবস্থায় ছিলেন। রাসূল (স) দ্রুত মুসলিম বাহিনীকে সংগঠিত করে ৬৩০ জন জানবায সাহাবী নিয়ে মক্কার পথে 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছলেন। আবূ সুফিয়ান প্রায় ৩ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে পৌঁছে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু রাসূল (স) তাদেরকে

ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছেন জেনে তারা সাহস হারিয়ে ফেলে। মুসলিম বাহিনী ময়দানে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (স) হামলা করার জন্য এগিয়ে আসছেন জেনে আবূ সুফিয়ান মক্কায় ফিরে যায়।

মুসলিম বাহিনী সেখানে তিন দিন অবস্থান করে। আশপাশের দুশমনদের উপর এর বিরাট প্রভাব পড়ে।

২. বনূ আসাদ মদীনায় রাতে হামলা করার প্রস্তুতি নেয়। রাসূল (স)-এর গোয়েন্দারা যথাসময়ে এ খবর নিয়ে এসেছেন। তিনি মাত্র দেড় শ লোকের বাহিনীকে তাদের উপর হঠাৎ হামলা করার নির্দেশ দেন। অপ্রস্তুত অবস্থায় দুশমনরা তাদের সকল সহায়-সম্পদ ফেলে পালিয়ে গেল এবং মুসলমানরা তা দখল করে নেয়।

৩. বনূ নযীরকে মদীনা থেকে উৎখাত করা। তারা রাসূল (স)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে বলে জানার সাথে সাথেই রাসূল (স) তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা থেকে চলে যাওয়ার নোটিশ দেন। মুনাফিকনেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাদেরকে দুহাজার লোক দিয়ে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে মদীনায় থেকে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সে আরও কয়েক গোত্র সাহায্য করবে বলে ভরসা দেয়; কিন্তু কেউ সাহায্য করতে আসেনি। নোটিশের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই রাসূল (স) তাদেরকে ঘেরাও করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাদের সকল বাগান, দুর্গ, পরিখা, সাজ-সরঞ্জাম সবই মুসলমানদের দখলে চলে আসে। এভাবে মদীনার শহরতলীর মহল্লা শত্রুমুক্ত হয়ে যায়।

৪. এরপর রাসূল (স) বনূ গাতফানের দিকে নজর দেন। তারা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি চার শ' সেনাবাহিনী নিয়ে হঠাৎ হামলা করলে তারা বিনা যুদ্ধে বাড়ি-ঘর, মাল-সামান ফেলে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

৫. উহুদ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আবূ সুফিয়ান চ্যালেঞ্জ দেয় যে, আগামী বছর বদরের ময়দানে তারা হাজির হবে। এর জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে চতুর্থ হিজরীর শাবান মাসে রাসূল (স) দেড় হাজার সাহাবী নিয়ে বদরে উপস্থিত হন। আবূ সুফিয়ান দুহাজার সৈন্য নিয়ে (বর্তমান নাম) ফাতিমা উপত্যকা পর্যন্ত এসে আর অগ্রসর হওয়ার সাহস করেনি। এ ঘটনায় উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের প্রভাব যতটুকু ক্ষুণ্ন হয়েছিল, তারচেয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায়। আরবের সবাই ধারণা করে নেয় যে, কুরাইশরা আর একা মদীনায় হামলা করার সাহস রাখে না।

৬. আরব ও সিরিয়া সীমান্তে দুমাতুল জানদাল নামক (বর্তমান নাম আল জওফ) একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল। সেখান দিয়েই ইরাক, মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে ব্যবসায় কাফেলা যাতায়াত করত। এ এলাকার লোকেরা কাফেলায় লুটতরাজ করত। রাসূল (স) পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এক হাজার সৈন্য নিয়ে স্বয়ং সেখানে যান। তারা ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ আরবের সকল এলাকায় ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব বেড়ে যায়। সবাই বুঝতে পারে যে, কোনো এক-দুটো গোত্র আর মুসলমানদের মুকাবিলা করার হিম্মত রাখে না।

আহযাব যুদ্ধে আরবের সকল মুশরিক ও ইহুদি গোত্র একজোট হয়ে মদীনা আক্রমণ করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার পেছনে বিগত দু'বছর রাসূল (স)-এর উপরিউক্ত ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বিরাট অবদান রাখে। উহুদ যুদ্ধে যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল, তা কাটিয়ে ওঠার জন্য ঐ পদক্ষেপসমূহ অত্যন্ত জরুরি ছিল বলে প্রমাণিত হয়।

আহ্যাব বা খন্দক যুদ্ধ

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে আরবের সকল মুশরিক ও ইহুদি গোত্র একজোট হয়ে দশ হাজার সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। রাসূল (স) সারা দেশে আত্মগোপনকারী মুসলিমদের মাধ্যমে দুশমনদের প্রস্তুতির খবর না পেলে তারা হঠাৎ আক্রমণ করে মদীনা জয় করতে পারত। কিন্তু তারা মদীনা পর্যন্ত পৌঁছার আগেই রাসূল (স) ছয় দিনের মধ্যে মদীনার উত্তর ও পশ্চিম দিকে বিরাট খন্দক বা পরিখা খনন করে তাদেরকে ঠেকিয়ে দেন। মদীনায় ঢুকতে না পেরে তারা অবরোধ করে থাকতে বাধ্য হয়। আরবে পরিখার কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় দুশমনরা একেবারেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

এ যুদ্ধের দুটো নাম রয়েছে– আহ্যাব ও খন্দক। হিযব মানে দল। এর বহুবচন আহ্যাব। দুশমনদের বাহিনীতে বহু দল থাকায় এ যুদ্ধকে আহ্যাব যুদ্ধ বলা হয়। খন্দক শব্দের অর্থ হলো গর্ত বা পরিখা। বিরাট গর্ত খুঁড়ে এর মাটি দিয়ে পাহাড়ের মতো উঁচু বাঁধ তৈরি করা হয়। মুসলিম বাহিনী বাঁধে উঠে শত্রুদের প্রতি তীর মারার ব্যবস্থা করে। বাঁধের পর বিরাট গর্ত পার হয়ে মদীনায় প্রবেশ করা দুশমনদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আরবে এ নতুন যুদ্ধকৌশল রাসূল (স)-এর অভিনব আবিষ্কার।

মদীনার দক্ষিণে বাগান ও ঘন গাছপালার কারণে সেদিক দিয়ে হামলার আশঙ্কা ছিল না। দক্ষিণপূর্ব কোণে ইহুদি গোত্র বনূ কুরাইযার বসতি ছিল। তাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকায় সেদিক থেকে হামলা না হওয়ারই কথা। উহুদের দিক থেকেই হামলার আশঙ্কা থাকায় সেদিকেই পরিখা খনন করা হয়।

শত্রুরা বনূ কুরাইযাকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে শরীক হতে রাজি করার খবরে মদীনায় চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। রাসূল (স) দুশমনদের ও বনূ কুরাইযার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারায় এ বিপদ কেটে যায়।

মদীনা অবরোধ করে রাখার ২৫ দিন পার হয়ে গেল। দুশমনরা এতদিন পর্যন্ত নিজেদের ও পশুর খাবার জোগাড় করতে গিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়ে গেল। যুদ্ধে জয়ের কোনো লক্ষণ নেই বলে শত্রুশিবিরে মতভেদ দেখা দিল। কতক গোত্র ফিরে যেতে উদ্যত হলো।

তখন শীতের মওসুম চলছিল। এক রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড ধূলিঝড়ে দুশমন বাহিনীর সকল তাঁবু ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ভীষণ শীত, বজ্রের গর্জন, বিজলির চমক ও ভয়ানক অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে সবাই পালাতে থাকে। আল্লাহর কুদরতের এ হামলার মুকাবিলা করার সাধ্য কারো ছিল না।

মুসলিম বাহিনী সকালে দেখতে পেল যে, ময়দানে কোনো বাহিনীই নেই। রাসূল (স) বললেন, 'এরপর কুরাইশরা আর কখনো তোমাদের উপর হামলা করবে না। এখন থেকে তোমরাই তাদের উপর হামলা চালাবে।'

বনূ কুরাইযার যুদ্ধ

খন্দক যুদ্ধের আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জিবরাঈল (আ) এসে রাসূল (স)-কে বললেন, যুদ্ধ শেষ হয়নি। অস্ত্র নামিয়ে ফেলবেন না। বনূ কুরাইযাকে এখনই উৎখাত করুন। মুসলিম বাহিনী বনূ কুরাইযার বসতি অবরোধ করে নিল। আহ্যাব যুদ্ধে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুপক্ষে যোগদানের জন্য রাজি হওয়ায় ভবিষ্যতের জন্য তারা বিপদের কারণ হয়ে গেল।

এর আগে বনূ নযীরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর তারাই সারা আরবশক্তিকে সংগঠিত করে মদীনায় হামলা করতে এসেছিল। এ তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে বনূ কুরাইযাকে তাড়িয়ে না দিয়ে তাদের নারী ও শিশু ছাড়া সকল পুরুষকে হত্যা করা হয়। তাদের বস্তিতে এত বিপুল পরিমাণ যুদ্ধের অস্ত্র ও সরঞ্জাম পাওয়া গেল, যা কাজে লাগিয়ে শত্রুদের সাথে যোগদান করলে মদীনা রক্ষা করা অসম্ভব হতো।

একটি কুপ্রথা রহিতকরণ

আরবে একটি কুপ্রথা অত্যন্ত মযবুতভাবে কায়েম ছিল। পালকপুত্র ও কন্যাকে তারা গর্ভের সন্তানের মতো মনে করত। তারা সম্পত্তির ওয়ারিশও হতো। পালকপুত্র-কন্যা পরিবারের সবার সাথে অবাধে মেলামেশা করত। গর্ভজাত সন্তান ও পালকসন্তানের মধ্যে বিয়ে-শাদিও হারাম মনে করা হতো। পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করাও চরম নিন্দার বিষয় ছিল। এ কুপ্রথা ইসলামের বিবাহ, তালাক, ও ফারায়েযের আইন এবং হিজাব পালন ও যিনা হারাম হওয়ার বিধান চালু করার পথে বাধা সৃষ্টি করল। আল্লাহ তাআলা এ কুপ্রথাকে উৎখাত করার জন্য শুধু আইনকেই যথেষ্ট মনে করেননি। এ শক্তিশালী কুপ্রথাকে বাস্তবে রহিত করার জন্য স্বয়ং রাসূল (স)-কে আল্লাহর নির্দেশে এগিয়ে আসতে হলো। রাসূল (স)-এর পালকপুত্র যায়েদ (রা)-এর সাথে রাসূল (স)-ই তাঁর ফুফাতো বোন যয়নব (রা)-কে বিয়ে দিয়েছিলেন। যায়েদ (রা) তাঁকে তালাক দিলে যয়নবকে বিয়ে করার জন্য আল্লাহ স্বয়ং রাসূল (স)-কে হুকুম করলেন। বনূ কুরাইযাকে অবরোধ করার সময় এ বিবাহ হয়।

এ বিয়ে হওয়ার সাথে সাথে রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার শুরু হয়। মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদিরা মুসলমানদের একের পর এক জয়ে হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছিল। প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করে রাসূল (স)-কে হারানোর কোনো আশাই আর তাদের ছিল না। তাই রাসূল (স)-এর পবিত্র চরিত্রের উপর নৈতিক হামলা করার মহাসুযোগ হিসেবে তারা যয়নবের সাথে রাসূল (স)-এর গোপন প্রেমের গল্প বানিয়ে নিল। তারা রসিয়ে রসিয়ে গল্পটিকে অপপ্রচারের হাতিয়ার বানাল।

রাসূল (স)-এর দুটো পারিবারিক বিষয়

ঐ সময় রাসূল (স) আর্থিক সংকটে ভুগছিলেন। একের পর এক বিজয়ের ফলে গনীমতের মাল বেড়ে যাওয়ায় মুহাজিরদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু রাসূল (স) নিজে সচ্ছল হওয়া পছন্দ করলেন না। ফলে তাঁর স্ত্রীগণ আর্থিক অনটনের কারণে রাসূল (স)-এর উপর চাপ দিতে থাকেন। এ নিয়ে রাসূল (স) পেরেশান ছিলেন।

যয়নব (রা)-কে বিয়ে করার আগেই রাসূল (স)-এর চার জন স্ত্রী ছিলেন। যয়নব (রা) তাঁর পঞ্চম স্ত্রী। ইসলামী আইন অনুযায়ী একসাথে চার জনের বেশি স্ত্রী থাকা নিষেধ। বিরোধীরা এটাকেও অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করল। মুসলমানদের মনেও এ বিষয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হলো।

এ সূরায় এ দুটো বিষয়ের মীমাংসা করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিরাট পটভূমি থেকেই বোঝা যায়, সূরাটিতে অনেক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. প্রথম রুকূ'টি আহযাব যুদ্ধের কিছুকাল আগে নাযিল হয়েছে। এর আগেই যায়েদ (রা) যয়নব (রা)-কে তালাক দিয়েছেন। এ রুকূ'তে পালকপুত্রকে আপন পুত্রের মতো মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। আপন স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করে যিহার করলে যেমন স্ত্রী মা হয়ে যায় না, তেমনি পালকপুত্রকে পুত্র ডাকলেই আল্লাহর আইনে পুত্র হয়ে যায় না।

২. দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকূ'তে আহযাব ও বনূ কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, ঐ দুটো যুদ্ধের পর এ দুটো রুকূ' নাযিল হয়।

৩. চতুর্থ রুকূ' থেকে ৩৫ নং আয়াতে দুটো বিষয় রয়েছে। প্রথমটি হলো রাসূল (স)-এর স্ত্রীগণ যে আর্থিক অনটন দূর করার দাবি জানিয়েছিলেন, সে বিষয়ে আল্লাহর দেওয়া মীমাংসা। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, রাসূল (স)-এর ঘর থেকেই পর্দা পালন শুরু করার হুকুম।

স্ত্রীগণের দাবির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে নির্দেশ দিলেন, তাদেরকে এ মর্মে নোটিশ দিয়ে দিন যে, 'তোমরা কি দুনিয়ার সুখ-সুবিধা চাও, না রাসূল ও আখিরাত চাও। দুনিয়া চাইলে তোমাদেরকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেব, অনটনের মধ্যে তোমাদেরকে আটকে রাখব না। আর রাসূল ও আখিরাত চাইলে দাবি-দাওয়া করা যাবে না।' অবশ্য স্ত্রীদের একজনও রাসূলকে ত্যাগ করতে রাজি হননি। তাঁরা আখিরাতের সুখের জন্যই দুনিয়ার অনটন সহ্য করতে রাজি হলেন।

৪. ৪৬ থেকে ৪৮ নং আয়াতে যয়নব (রা)-এর সাথে রাসূল (স)-এর বিয়ের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিরোধীদের এ বিষয়ে যত আপত্তি ছিল তার জবাব দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের মনে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা হয়েছে। সে সাথে কাফির ও মুনাফিকদের অপপ্রচারে সবর করার জন্য রাসূল (স)-কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৫. ৪৯ নং আয়াতে তালাকের আইনের একটি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. ৫০ থেকে ৫২ নং আয়াত পর্যন্ত রাসূল (স)-এর জন্য বিয়ের বিশেষ বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের জন্য যে বিধান রয়েছে তা থেকে রাসূলের জন্য আলাদা বিধান ঘোষণা করা হয়েছে।

৭. ৫৩ থেকে ৫৫ নং আয়াতে নবী করীম (স)-এর ঘর ও স্ত্রীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন হতে হবে, তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাসূলের স্ত্রীগণকে মুসলমানদের মায়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই রাসূলের স্ত্রীর সাথে অন্য কারো বিয়ে হতে পারবে না।

৮. ৫৬ ও ৫৭ নং আয়াতে রাসূল (স)-এর পারিবারিক জীবনের বিরুদ্ধে যেসব অপপ্রচার চলছিল সে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আর মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন শত্রুদের নিন্দায় সায় না দেয় ও অন্যের দোষ তালাশ না করে। নবীর প্রতি দরূদ পড়ার তাকীদ দেওয়া হয়েছে। নবী তো অনেক পরের কথা, সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেওয়া উচিত নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৯. ৫৯ নং আয়াতে মুসলিম নারীদের প্রতি হুকুম করা হয়েছে যে, যখনই তারা বাড়ির বাইরে যাবে তখন যেন চাদর দিয়ে গোটা শরীর ঢেকে নেয় এবং মুখের উপর ঘোমটা টেনে নেয়।

এরপর সূরার বাকি আয়াতগুলোতে গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানানো হয়েছে এবং এর পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে।

সূরা আহ্যাব

৭৩ আয়াত, ৯ রুকূ', মাদানী

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧٣ رُكُوْعَاتُهَا ٩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথামতো চলবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾

২. আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু ওহী করা হয় আপনি তা-ই মেনে চলুন। তোমরা যা কিছু কর, অবশ্যই আল্লাহ এ খবর রাখেন।

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾

৩. আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ﴿۴﴾

৪. আল্লাহ কারো ভেতরে দুটি দিল রাখেননি। তোমাদের যেসব স্ত্রীকে তোমরা 'যিহার'[১] করে থাক আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি এবং তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তোমাদের ছেলে বানাননি। এসব তো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। কিন্তু ঐ কথাই আল্লাহ বলেন, যা আসল সত্য। আর তিনি সঠিক পথের দিকে নিয়ে যান।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۵﴾

৫. পালক পুত্রদেরকে তাদের (আসল) পিতার পরিচয়েই ডাক। আল্লাহর কাছে এটাই ন্যায়সঙ্গত কথা। যদি তোমরা না জানো— তাদের পিতা কে, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু-বান্ধব। না জেনে তোমরা যা বল এর জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু ঐ কথার উপর অবশ্যই ধরা হবে, যা তোমরা দিল থেকে ইচ্ছা কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১. 'যিহার' অর্থ স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা।

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

৬. অবশ্য নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও বেশি অগ্রগণ্য। আর নবীর স্ত্রীগণ তাদের মা। কিন্তু আল্লাহর কিতাব মতে সাধারণ মুমিন ও মুহাজিরগণের তুলনায় আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের বেশি হকদার। তবে যদি তোমরা বন্ধু-বান্ধবের সাথে কোনো ভালো ব্যবহার (করতে চাও) তাহলে তা করতে পার। এ হুকুম আল্লাহর কিতাবে লেখা আছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝ لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

৭-৮. (হে নবী!) ঐ ওয়াদার কথা স্মরণ করুন, যা আমি সকল নবীর কাছ থেকেই নিয়েছি। আপনার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনে মারইয়াম থেকেও (নিয়েছি)। সবার কাছ থেকেই আমি পাকা-পোক্ত ওয়াদা[২] নিয়েছি, যাতে খাঁটি লোকদের থেকে (তাদের রব) তাদের সততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আর কাফিরদের জন্য তো তিনি যন্ত্রণাদায়ক আযাব তৈরি করেই রেখেছেন।

রুকূ' ২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا

৯. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ![৩] আল্লাহ তোমাদের উপর (এইমাত্র) যে নিয়ামত দান করেছেন সে কথা স্মরণ কর। যখন শত্রু সেনাবাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হলো তখন আমি তাদের উপর এক

২. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবী করীম (স)-কে এই কথা মনে করিয়ে দেন যে, সকল নবী (আ)-এর মতো তাঁর কাছ থেকেও আল্লাহ তাআলা মযবুত ওয়াদা নিয়েছেন, যা কঠোরভাবে পালন করা তাঁর কর্তব্য। উপর থেকে যে আলোচনা চলছে তা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, ঐ ওয়াদার মানে হলো– নবী আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুম নিজে পালন করবেন ও অন্যদের পালন করাবেন, আল্লাহর কথা কিছুমাত্র কম-বেশি না করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন ও সে কথাগুলো কাজে রূপায়িত করার ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ও দ্বিধা করবেন না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এই ওয়াদার উল্লেখ করা হয়েছে। যথা– সূরা বাকারার আয়াত নং ৮৩, আলে ইমরানের আয়াত ১৮৭, মায়িদার ৭, আ'রাফের ১৭১ ও ১৭৯ আয়াত এবং সূরা শূরার ১৩ নং আয়াত ।

৩. এখান থেকে ২৭ আয়াত পর্যন্ত আহযাব যুদ্ধ ও বনূ কুরাইযা যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

প্রবল ধূলিঝড় পাঠালাম এবং এমন এক সেনাবাহিনী রওয়ানা করলাম, যা তোমাদের চোখে পড়েনি।[৪] তোমরা তখন যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা সবই দেখছিলেন।

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴿١٠﴾

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

১০-১১. যখন দুশমন উপর থেকে ও নিচ থেকে তোমাদের উপর চড়াও হলো, যখন ভয়ে চোখ বড় হয়ে গেল, কলিজা গলায় এসে গেল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা করতে লাগলে, তখন মুমিনদেরকে কঠিনভাবে পরীক্ষা করা হলো এবং ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দেওয়া হলো।

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾

১২. ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন মুনাফিক ও ঐ সব লোক যাদের দিলে রোগ ছিল তারা সাফ সাফ বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

১৩. যখন তাদের মধ্যে একটি দল বলল, হে ইয়াসরিববাসীরা! এখানে তোমাদের এখন আর থাকার কোনো অবকাশ নেই, ফিরে চল। তাদের আর এক দল নবীর কাছে এ কথা বলে ছুটি চাচ্ছিল যে, আমাদের বাড়ি বিপদের মধ্যে আছে। অথচ তা বিপদে ছিল না। আসলে ওরা (যুদ্ধের ময়দান থেকে) ভাগতে চাচ্ছিল।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

১৪. যদি সত্যি শহরের বিভিন্ন দিক থেকে শত্রু ঢুকে পড়ত এবং তখন তাদেরকে ফিতনা সৃষ্টি করার জন্য ডাক দেওয়া হতো, তাহলে তারা তাতে সাড়া দিত এবং ফিতনায় শরীক হতে তারা খুব কমই ইতস্তত করত।

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾

১৫. অথচ এর আগে তারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল, তারা পেছনে হটবে না। আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছে সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৪. অর্থাৎ, ফেরেশতাদের বাহিনী।

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾

১৬. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, যদি তোমরা মউত অথবা খুন হওয়া থেকে পালাও, তাহলে এ পলায়নে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। এরপর জীবনের মজা লুটবার সামান্য সুযোগই তোমাদের মিলবে।

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾

১৭. তাদেরকে বলুন, আল্লাহ যদি তোমাদের ক্ষতি করতে চান তাহলে কে আছে, তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে? আর তিনি যদি তোমাদের উপর দয়া করতে চান (তাহলে কে আছে তা ফেরাতে পারে?) আল্লাহর মুকাবিলায় এরা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঐ লোকদেরকে ভালো করেই জানেন, যারা (যুদ্ধের কাজে) বাধা দেয়, যারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের দিকে চলে এস এবং যারা যুদ্ধে শরীক হলেও শুধু নামকাওয়াস্তে হয়।

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

১৯. তারা তোমাদের সঙ্গী হওয়ার ব্যাপারে খুবই কৃপণ। যখন কোনো বিপদ আসে তখন তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা এমনভাবে চোখ উল্টিয়ে তোমাদের দিকে তাকায়, যেন মউতের অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন বিপদ কেটে যায় তখন এই লোকেরাই স্বার্থের লোভে ধারালো জিহ্বা নিয়ে কথার খৈ ফুটিয়ে অভ্যর্থনা করতে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসে। এরা ঐ সব লোক, যারা কখনো ঈমান আনেনি। এ কারণেই আল্লাহ তাদের সকল আমল বরবাদ করে দিয়েছেন। আর এটা করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ

২০. এরা মনে করেছে, আক্রমণকারী দলটি এখনো চলে যায়নি। আর যদি দলটি আবার হামলা করে, তাহলে তাদের মন চায় যে, এ সুযোগে তারা কোথাও মরুভূমিতে বেদুইনদের মধ্যে গিয়ে বসবে এবং সেখান থেকে

يَسْأَلُونَ عَنْ أَنۢبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا۟ فِيكُم مَّا قَٰتَلُوٓا۟ إِلَّا قَلِيلًا ۝

তোমাদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করে নেবে। তবে তারা যদি তোমাদের সাথে থেকেও যায়, তাহলে লড়াইতে কমই অংশ নেবে।

রুকূ' ৩

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۝

২১. আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে[৫], এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষদিনের আশা করে এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে।

وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَٰنًا وَتَسْلِيمًا ۝

২২. আর সাচ্চা মুমিনদের (অবস্থা ঐ সময় এই ছিল যে), যখন তারা (আক্রমণকারী) সেনাবাহিনীকে দেখল তখন তারা চিৎকার করে বলে উঠল, এটা তো ঐ জিনিসই, যার ওয়াদা আল্লাহ ও রাসূল আমাদের সাথে করেছিলেন। আল্লাহ ও রাসূলের কথা সম্পূর্ণ সত্য ছিল। এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলো।

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا۟ مَا عَٰهَدُوا۟ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا۟ تَبْدِيلًا ۝

২৩. ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা আল্লাহকে দেওয়া ওয়াদা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ তাদের দায়িত্ব পুরা করে দিয়েছে, আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের নীতি বদলায়নি।

لِّيَجْزِىَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

২৪. (এসব এ কারণে হয়েছে), যাতে আল্লাহ সত্যপন্থিদেরকে তাদের সততার পুরস্কার দেন এবং মুনাফিকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করে নেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ

২৫. আল্লাহ কাফিরদের মুখ ফিরিয়ে দিলেন। কোনো ফায়দা হাসিল না করেই তারা মনের জ্বালা নিয়ে এমনিই ফিরে গেল। আর মুমিনদের পক্ষ থেকে লড়াই করার জন্য

৫. আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, উত্তম নমুনা আছে।

وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝

আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমতাশালী ও মহাশক্তিমান।

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۝

২৬. তারপর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা আক্রমণকারীদেরকে সাহায্য করেছিল[৬], আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে নিয়ে আসলেন এবং তাদের মনে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিলেন, যার ফলে আজ তাদের একটি দলকে তোমরা হত্যা করছ এবং অন্য একটি দলকে বন্দী করছ।

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۝

২৭. আর তিনি তোমাদেরকে তাদের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদের ওয়ারিশ বানিয়ে দিয়েছেন এবং এমন সব এলাকা তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন, যা তোমরা কখনো মাড়াওনি। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

রুকূ' ৪

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

২৮-২৯. হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, যদি তোমরা দুনিয়া ও এর সাজ-সজ্জা চাও, তাহলে এস আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দিই।[৭] আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের ঘর পেতে চাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যারা নেক, তাদের জন্য আল্লাহ মহা প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

৩০. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো স্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে, তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।[৮] আর আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ কাজ।

৬. অর্থাৎ, ইহুদি বনূ কুরাইযা।

৭. এ আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে অনাহারের পর অনাহারে দিন কাটছিল। আর তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ কঠোর পেরেশানির মধ্যে দিন যাপন করছিলেন।

৮. এর অর্থ এই নয় যে, রাসূলের পবিত্রা স্ত্রীদের কাছ থেকে কোনো অশ্লীলতার আশঙ্কা ছিল; বরং তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জাগানো উদ্দেশ্য ছিল যে, তোমরা গোটা উম্মতের মা। তোমাদের মর্যাদার হানিকর কোনো কাজ তোমাদের করা উচিত নয়।

পারা ২২

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক আমল করবে তাকে আমি তার বদলা দু'বার দান করব। আর আমি তার জন্য সম্মানজনক রিযকের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ۝٣١

৩২. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ মহিলাদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে থাক তাহলে কোমল আওয়াজে কথা বল না, যাতে রোগগ্রস্ত দিলের মানুষ লোভে পড়ে যায়; বরং সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে কথা বল।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٣٢

৩৩. তোমরা তোমাদের ঘরে শান্তিতে বসবাস কর এবং আগের জাহেলী যুগের মতো সাজ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না। নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ তো এটাই চান, তোমাদের নবীপরিবার থেকে ময়লা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দেবেন।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۝٣٣

৩৪. আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের যেসব কথা তোমাদের ঘরে শোনানো হয় তা মনে রেখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষুদ্র জিনিসও দেখেন[৯] এবং সব কিছুর খবর রাখেন।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝٣٤

রুকূ' ৫

৩৫. নিশ্চয়ই যেসব পুরুষ ও মহিলা মুসলিম, মুমিন, আল্লাহর অনুগত, সত্যপথের পথিক, সবরকারী, আল্লাহর সামনে অবনত, সদকাদাতা, রোযাদার, তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য মাগফিরাত ও বিরাট পুরস্কারের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ

৯. অর্থাৎ, গোপন থেকে গোপনতর কথাও তিনি জানেন।

وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۳۵﴾

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿۳۶﴾

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿۳۷﴾

৩৬. যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মহিলার এ অধিকার থাকে না যে, সে ঐ বিষয়ে নিজে কোনো ফায়সালা করবে। আর যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করে, সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে গেল।

৩৭. (হে নবী! ঐ ঘটনা) স্মরণ করুন, যখন আপনি ঐ ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যার উপর আল্লাহ ও আপনি মেহেরবানী করেছিলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে দিও না এবং আল্লাহকে ভয় কর।[১০]' ঐ সময় আপনি আপনার মনে যে কথা গোপন করে রেখেছিলেন, আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন। আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহ এর চেয়ে বেশি হকদার যে, আপনি তাঁকে ভয় করবেন।[১১] তারপর যখন যায়েদের স্ত্রী উপর তার কামনা পুরা হয়ে গেল[১২], তখন আমি ঐ (তালাকী মহিলাকে) আপনার সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম, যাতে মুমিনদের জন্য তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো বাধা না থাকে, যখন তাদের উপর থেকে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। আল্লাহর হুকুম তো কার্যকর হয়েই থাকে।

১০. সেই ব্যক্তি তথা হযরত যায়েদ বিন হারেসা, যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আযাদ করা গোলাম ও পালিত পুত্র ছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী তথা হযরত যয়নব (রা), যিনি রাসূল (স)-এর ফুফাতো বোন ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) হযরত যায়েদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের বনিবনা হচ্ছিল না বলে হযরত যায়েদ তাঁকে তালাক দিতে চাচ্ছিলেন।

১১. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল হযরত যায়েদ হযরত যয়নবকে তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে তাকে বিবাহ করে আরবের সেই প্রাচীন প্রথা ভঙ্গ করবেন, যে প্রথায় পালিত পুত্রকে প্রকৃত পুত্র মনে করা হতো। কিন্তু রাসূল (স) আরববাসীদের কঠিন সমালোচনা ও নিন্দাবাদের ভয়ে এই পরীক্ষা থেকে বাঁচতে চাচ্ছিলেন। এজন্যই তিনি চেষ্টা করছিলেন যায়েদ যাতে যয়নব (রা)-কে তালাক না দেয়।

১২. অর্থাৎ, তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন এবং নিজের তালাক দেওয়া স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আর কোনো সম্পর্ক বাকি নেই।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾

৩৮. নবীর জন্য এমন কাজে কোনো বাধা নেই, যা আল্লাহ তাঁর উপর ধার্য করে দিয়েছেন। এর আগে যত নবী অতীত হয়ে গেছেন তাদের সবার ব্যাপারে এটাই আল্লাহর সুন্নাত ছিল। আর আল্লাহর হুকুম তো একটা চূড়ান্ত ফায়সালাই হয়ে থাকে।

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. (এটাই আল্লাহর সুন্নাত তাদের জন্য) যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করেন, শুধু তাঁকেই ভয় করেন এবং এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই ভয় করেন না। আর হিসাব নেওয়ার জন্য তো একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

৪০. (হে জনগণ!) মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ইলম রাখেন।[১৩]

রুকূ' ৬

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

৪১-৪২. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকর কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ করতে থাক।

১৩. নবী করীম (স)-এর বিরোধীরা এই বিবাহে যেসব আপত্তি ও অভিযোগ করেছিল এই একটি বাক্যে সেসবের মূল উপড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করছেন। এর উত্তরে বলা হলো, 'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারোরই পিতা নন।' অর্থাৎ যায়েদ কবে তার পুত্র ছিল যে, যায়েদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা তার (রাসূলের) জন্য হারাম হয়ে গেল? দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল, পালকপুত্র যদিও আসল ছেলে নয়, তবুও তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা কি জরুরি ছিল? এর উত্তরে বলা হয়েছে, 'বরং তিনি আল্লাহর রাসূল।' অর্থাৎ তোমাদের প্রচলিত প্রথা অনর্থক হালাল বস্তুকে হারাম করে রেখেছে। রাসূল হওয়ার দিক দিয়ে এ সম্পর্কিত সব রকমের কুসংস্কারকে চিরতরে দূর করে দেওয়ার এবং এর হালাল হওয়া সম্পর্কে কোনো প্রকারের সন্দেহ ও সংকোচের অবকাশ থাকতে না দেওয়ার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। আরো বেশি তাকীদের জন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'এবং তিনি নবীদের শেষ' অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোনো রাসূল তো দূরের কথা, কোনো নবীও আর আসবেন না। আইন ও সমাজের কোনো সংশোধন তাঁর সময়ে রূপায়িত হতে বাকি থাকলে নবী ছাড়া কে তা পূরণ করবে? সুতরাং এ বিষয় আরো জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, এ জাহেলি প্রথাকে তিনি নিজেই চিরতরে শেষ করে দিয়ে যাবেন। এরপরে আরো জোর দিয়ে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সব কিছুর জ্ঞান রাখেন।' অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জানেন যে, এই সময় মুহাম্মদ (স)-এর হাতে এই কুপ্রথার উৎখাত করা কেন জরুরি ছিল এবং তা না করলে কী ক্ষতি হতো।

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

৪৩. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তোমাদের উপর রহম করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকারসমূহ থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। তিনি মুমিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾

৪৪. যেদিন তারা তাঁর সাথে দেখা করবে, সেদিন সালাম দ্বারাই তাদেরকে সমাদর করা হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ খুবই সম্মানজনক বদলার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

৪৫-৪৬. হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সু-খবরদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে দাওয়াতদাতা বানিয়ে এবং উজ্জ্বল বাতি হিসেবে।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾

৪৭. যারা (আপনার প্রতি) ঈমান এনেছে তাদেরকে সুখবর দিন, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট মেহেরবানী রয়েছে।

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾

৪৮. আর কাফির ও মুনাফিকদের সামনে মোটেই দমে যাবেন না, তারা যে কষ্ট দেয় এর কোনো পরওয়া করবেন না,[১৪] এবং একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করুন। উকিল হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

৪৯. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমরা মুমিন মহিলাদেরকে বিয়ে কর, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই যদি তালাক দিয়ে দাও, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর কোনো ইদ্দত বাধ্যতামূলক নয়, যা পালন করার জন্য তোমরা দাবি জানাতে পার। কাজেই তাদেরকে কিছু মাল দাও ও ভালোভাবে বিদায় করে দাও।

১৪. অর্থাৎ, এই বিবাহ সম্পর্কে তারা যেসব নিন্দাবাদ ও দোষারোপ করছিল।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٥٠

৫০. হে নবী! আমি আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছি আপনার ঐসব স্ত্রীকে, যাদের মোহর আপনি আদায় করেছেন[১৫]; ঐ সব দাসী, যাদেরকে আল্লাহ আপনার মালিকানায় দান করেছেন; আপনার ঐ সব চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো ও খালাতো বোন যারা আপনার সাথে হিজরত করে এসেছে এবং এমন মুমিন মহিলা যে নিজেকে নবীর জন্য সমর্পণ করেছে, অবশ্য নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চান।[১৬] (এত সব মহিলাকে আপনার জন্য হালাল করে দেওয়ার) এ সুবিধাটুকু শুধু আপনার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়। সাধারণ মুমিনদের উপর তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে আমি যা ঠিক করে দিয়েছি তা আমার জানা আছে। (আপনাকে ঐ সব বিধি-নিষেধ থেকে এ কারণে আলাদা রেখেছি), যাতে আপনার উপর কোনো বাধা না থাকে। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝٥١

৫১. আপনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হচ্ছে, আপনার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে চান আপনার কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে পারেন, যাকে চান নিজের কাছে রাখুন এবং যাকে চান আলাদা করে রাখার পর আবার নিজের কাছে ডেকে নিন। এসব ব্যাপারে আপনার কোনো দোষ ধরা হবে না। এভাবে আশা করা যায়, তাদের চোখ ঠাণ্ডা থাকবে, তারা দুঃখিত হবে না এবং আপনি তাদেরকে যা কিছু দেবেন তাতেই তারা খুশি থাকবে। তোমাদের দিলে যা কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং তিনি বড়ই সহনশীল।

১৫. এটা আসলে ঐ লোকদের অভিযোগের জবাব– যারা বলত, মুহাম্মদ তো অন্য লোকদের জন্য একসাথে চার জনের বেশি স্ত্রী রাখা হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজে কেমন করে এই পঞ্চম স্ত্রী বিবাহ করলেন? এ কথা জানা দরকার যে, সে সময়ে রাসূল (স)-এর ঘরে তাঁর চার বিবি হযরত আয়েশা (রা), হযরত সাওদা (রা), হযরত হাফসা (রা) এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) ছিলেন।

১৬. অর্থাৎ, এই পাঁচ বিবি ছাড়া এই আয়াতে আরো কয়েক রকমের মহিলাদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার বিশেষ অনুমতি রাসূল (স)-কে দেওয়া হয়েছে।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿٥٢﴾

৫২. এরপর আপনার জন্য অন্য মহিলা হালাল নয়। আপনার জন্য এ অনুমতিও নেই যে, আপনার স্ত্রীদের বদলে অন্য স্ত্রী আনবেন, তাদের সৌন্দর্য আপনাকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন।[১৭] তবে দাসীদের ব্যাপারে অনুমতি আছে।[১৮] আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের দেখাশোনা করেন।

রুকূ' ৭

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

৫৩. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীর ঘরে অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়বে না। আর (ঘরে এলে) খাওয়ার সময়ের জন্য বসে থেক না। যদি তোমাদেরকে খাবার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাবে। কথাবার্তায় লেগে থেক না। তোমাদের এসব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না। আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশি ভালো। তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া মোটেই জায়েয নয় এবং তার পরে কখনো তার স্ত্রীগণকে বিয়ে করা জায়েয নয়। এটা আল্লাহর নিকট মস্তবড় গুনাহ।

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমরা কোনো জিনিস গোপন কর বা প্রকাশ কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুই জানেন।

১৭. এই নির্দেশের দুটি অর্থ– প্রথমত, ৫০নং আয়াতে যেসব মহিলাকে রাসূল (স)-এর জন্য হালাল করা হয়েছে, তাঁরা ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীলোক এখন আর তাঁর জন্য হালাল নয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণ যখন এ কথায় রাজি হয়েছেন যে, অভাব-অনটনের মধ্যেও তাঁর সঙ্গেই থাকবেন, পরকালের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করবেন এবং তিনি তাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করবেন তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকবেন, তখন তাদের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তাঁর জায়গায় অন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ করা রাসূলের জন্য হালাল হবে না।

১৮. এ আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করছে যে, বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও দাসীদের সাথে সহবাসের অনুমতি আছে এবং এ বিষয়ে সংখ্যার কোনো শর্ত নেই। সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে, সূরা মুমিনূনের ৬ নং আয়াতে এবং সূরা মা'আরিজের ৩০ নং আয়াতেও এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে।

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

৫৫. নবীর স্ত্রীদের জন্য এতে কোনো দোষ নেই, যদি তাদের পিতা, ছেলে, ভাই, ভাই-এর ছেলে, বোনের ছেলে, তাদের সাথে যে মহিলারা মেলামেশা করে এবং তাদের দাস-দাসীরা (তাদের ঘরে আসা-যাওয়া করে)। হে মহিলারা! তোমাদের উচিত আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের প্রতি নযর রাখেন।

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

৫৬. আল্লাহ্ ও ফেরেশতারা নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।[১৯]

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের উপর আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য অপমানজনক আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

৫৮. আর যারা মুমিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে বিনা দোষে কষ্ট দেয়, তারা এক বড় অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা তাদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে।

রুকূ' ৮

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

৫৯. হে নবী! আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমিনদের মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের এক অংশ তাদের উপর ঝুলিয়ে দেয়।[২০] এটা বেশি সঠিক নিয়ম, যাতে তাদেরকে চিনে নেওয়া যায় এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া না হয়।[২১] আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

১৯. আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর উপর 'সালাত'-এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি অসীম মেহেরবান; তিনি তাঁর তারিফ করেন, তাঁর কাজে বরকত দান করেন, তাঁর নাম উচ্চ করেন এবং তাঁর প্রতি রহমতের ধারা বর্ষণ করেন। ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি 'সালাত'-এর অর্থ হচ্ছে ফেরেশতারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত মহব্বত রাখেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেন– যেন আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক উন্নত মর্যাদা দান করেন। মুমিনদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি 'সালাত'-এর অর্থ তাঁরাও তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ, তাঁর প্রতি সালাম, রহমত ও বরকত নাযিল করুন।'

২০. অর্থাৎ, তাঁরা যেন চাদর দিয়ে উপর থেকে ঢেকে নেয়। অথবা চেহারা খোলা রেখে যেন না চলে।

২১. যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায়– এর মর্ম হচ্ছে, তাদেরকে সরল ও শালীন পোশাকে দেখে প্রত্যেকে এ কথা বুঝে নেবে যে, তাঁরা লজ্জাশীল সতী মহিলা। তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল ও খেলাড়ী মেয়েলোক

৬০. যদি মুনাফিকরা ও যাদের দিলে রোগ আছে তারা এবং যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়ায়, তারা এ তৎপরতা থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করার জন্য অবশ্যই আমি আপনাকে দাঁড় করিয়ে দেবো। এরপর এ শহরে তাদের কম লোকই আপনার সাথে থাকতে পারবে।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৬১. তাদের উপর চার দিক থেকে লা'নত পড়বে, যেখানেই পাওয়া যাবে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝

৬২. এটাই আল্লাহর সুন্নাত, যা এ জাতীয় লোকদের ব্যাপারে আগে থেকেই চলে এসেছে। আর আপনি আল্লাহর এ সুন্নাতে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝

৬৩. লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে, কিয়ামত কবে আসবে? আপনি বলুন, এর ইলম তো আল্লাহরই কাছে আছে। তোমরা কী জানো? হয়তো তা কাছেই এসে গেছে।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝

৬৪-৬৫. আল্লাহ নিশ্চয়ই কাফিরদের উপর লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরি করে রেখেছেন, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তারা কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

৬৬. যেদিন তাদের চেহারা আগুনে উল্টানো পাল্টানো হবে, তখন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতাম!

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝

৬৭-৬৮. তারা আরো বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদারদের ও বড়দের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারাই আমাদেরকে

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاۗءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ۝

নয় যে, কোনো চরিত্রহীন মানুষ তার শয়তানি ইচ্ছা তাদের দ্বারা পূর্ণ করার আশা করতে পারে। 'তাদেরকে বিরক্ত করা না হয়'-এর অর্থ হচ্ছে, তাদের পেছনে লেগে যেন কষ্ট দেওয়া না হয়।

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

সঠিক পথ থেকে গোমরাহ করেছে। হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও এবং তাদের উপর কঠোর লা'নত কর।

রুকু' ৯

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۚ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾

৬৯. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তাদের মতো হয়ে যেও না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাদের বানানো কথা থেকে তাকে দায়মুক্ত করে দিলেন। আর তিনি আল্লাহর কাছে সম্মানিত ছিলেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

৭০. হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

৭১. আল্লাহ তোমাদের আমল শুদ্ধ করে দেবেন ও তোমাদের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করেছে সে বিরাট সফলতা হাসিল করেছে।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

৭২. আমি এই আমানতকে[২২] আসমানসমূহ ও জমিনের নিকট এবং পাহাড়ের কাছে পেশ করেছিলাম। তারা এ বোঝা বইতে অস্বীকার করল এবং তা থেকে ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা তুলে নিয়েছে। নিশ্চয়ই সে বড়ই যালিম ও জাহেল।[২৩]

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

৭৩. (এ আমানতের বোঝা উঠানোর ফল এই যে) আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা এবং মুশরিক পুরুষ ও মহিলাদেরকে সাজা দেবেন। আর মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

২২. 'আমানত অর্থ– সেই দায়িত্বভার, যা আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করে অর্পণ করেছেন।

২৩. অর্থাৎ, এই দায়িত্বভারের ধারক ও বাহক হয়ে ও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নয় এবং আমানতের দায়িত্ব ভঙ্গ করে নিজের উপর নিজেই যুলুম করে।

৩৪. সূরা সাবা

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

১৫ নং আয়াতের 'সাবা' শব্দ থেকেই এ নাম রাখা হয়েছে। 'সাবা জাতি' সূরার মূল আলোচ্য বিষয় নয়।

নাযিল হওয়ার সময়

মাক্কী যুগের ঐ সময় সূরাটি নাযিল হয়, যখন ইসলামকে দমন করার জন্য যুলুম-অত্যাচার তীব্র হয়নি। তখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ, গুজব, মিথ্যা অপবাদ ও বিদ্বেষ প্রচার করে ইসলামের পথে বাধা দেওয়া হচ্ছিল।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদ, আখিরাত ও রাসূল (স)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে কাফিররা যত আপত্তি তুলে, সন্দেহ সৃষ্টি করে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এবং বাজে অপবাদ প্রচার করে জনগণকে ইসলাম কবুল করা থেকে ফিরিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালাচ্ছিল, এ সূরায় ঐসবের বলিষ্ঠ জবাব দেওয়া হয়েছে। কোথাও তাদের আপত্তির কথা উল্লেখ করে জবাব দেওয়া হয়েছে; আবার কোথাও এমনভাবে জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপত্তির কথাটি উল্লেখ করা না হলেও সহজেই বোঝা যায়।

বেশিরভাগ জবাবের ভাষা এমন, যাতে জনগণ সত্য কী তা বুঝতে পারে। এমন যুক্তি দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের মন জয় করতে পারে। কোনো কোনো জবাবে অবশ্য কাফিরদেরকে মন্দ পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইতিহাস থেকে এমন দুটো উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, যার একটি অন্যটির বিপরীত। একদিকে হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান (আ)-এর উদাহরণ, অন্যদিকে সাবা জাতির উদাহরণ। এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, দাউদ (আ) ও সুলাইমান (আ)-কে আল্লাহ তাআলা বিপুল শক্তি ও এমন গৌরবময় শান-শওকত দান করেছিলেন, যার কোনো তুলনা নেই; কিন্তু এত কিছু পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা অহংকারী হননি; বরং সবসময় তাঁরা তাঁদের রবের প্রতি শুকরিয়া জানিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর অনুগত হয়ে বিনয়ী বান্দাহ হিসেবেই রাজত্ব করেছেন।

অপরদিকে সাবা জাতির উদাহরণ রয়েছে। যখন আল্লাহ সাবা জাতিকে নিয়ামত দিলেন, তারা চরম অহংকারী হয়ে গেল। আল্লাহ অহংকার সহ্য করেন না বলে তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করলেন যে, শুধু তাদের কাহিনীই দুনিয়ায় বাকি রয়ে গেল।

এ দুরকমের উদাহরণের মাধ্যমে কাফিরদের নিকট এ প্রশ্নই তুলে ধরা হয়েছে যে, তোমরা ভেবে দেখ, কোন্ ধরনের জীবনের পরিণাম ভালো আর কোন্টা মন্দ। তাওহীদ ও আখিরাতে ঈমান আনা ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার পরিণাম পছন্দনীয়– নাকি কুফর, শিরক ও আখিরাতে অবিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবনযাপন করাই বেশি ভালো।

সূরা সাবা

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ سَبَإٍ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٤ رُكُوْعَاتُهَا ٦

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ①

১. সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও জমিনের প্রতিটি জিনিসের মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি মহাকুশলী ও সবকিছুর খবর রাখেন।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاۗءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۭ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ②

২. যা কিছু জমিনে ঢুকে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং যা কিছু আসমান থেকে নাযিল হয় ও যা কিছু তাঁর দিকে উঠে যায়, এ সবই তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ۭ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ③

৩. কাফিররা বলে, কী ব্যাপার, কিয়ামত আমাদের উপর আসছে না কেন? (হে নবী) বলুন, আমার ঐ রবের কসম, যিনি গায়েবের ইলম রাখেন, তা তোমাদের উপর অবশ্যই আসবে। আসমান ও জমিনে কোথাও কোনো অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে নেই। তা অণুর চেয়ে বড়ই হোক, আর ছোটই হোক। সবই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে।

لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④

৪. আর এই কিয়ামত এ জন্যই আসবে, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে আল্লাহ যাতে পুরস্কার দেন। এরাই ঐসব লোক, যাদের জন্য মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিযক রয়েছে।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑤

৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে তুচ্ছ দেখানোর চেষ্টা করেছে তাদের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑥

৬. (হে নবী) জ্ঞানী লোকেরা ভালো করেই জানে, যা কিছু আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য এবং তা মহাশক্তিশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর দিকে পথ দেখায়।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑦

৭. কাফিররা লোকদেরকে বলে, আমরা তোমাদেরকে এমন এক লোকের কথা বলব, যে এ মর্মে খবর দেয় যে, যখন তোমাদের দেহের প্রতিটি অণু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, তখন তোমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۗ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ⑧

৮. কি জানি, সে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করছে, না সে পাগল হয়ে গেছে। বরং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা শাস্তি ভোগ করবে। আর তারা গোমরাহীতে বহু দূর চলে গেছে।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ⑨

৯. তারা কি কখনো ঐ আসমান ও জমিনকে দেখেনি, যা তাদেরকে সামনে ও পেছনের দিক থেকে ঘিরে রয়েছে? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দিতে অথবা আসমানের কতক টুকরো তাদের উপর ফেলে দিতে পারি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক বান্দাহর জন্য, যে আল্লাহর দিকে রুজু হয়।

রুকূ' ২

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ⑩ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۖ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑪

১০-১১. আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে বিরাট মর্যাদা দান করেছিলাম। (আমি হুকুম দিলাম যে) হে পাহাড়! এর অনুগত হয়ে যাও এবং (এ হুকুমটি আমি) পাখিদেরকেও দিয়েছি। আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি এ হেদায়াত দিয়ে যে, বর্ম তৈরি করুন এবং কড়া সঠিক আকারে রাখুন। (হে দাউদের পরিবার!) নেক আমল কর। তোমরা যা কিছু কর তা আমি দেখছি।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿۱۲﴾

১২. আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছি। সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত। আমি তার জন্য গলিত তামার ঝরনা বহমান করে দিয়েছি। আর এমন সব জিনকে তার অধীন করে দিয়েছি, যারা তার রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার হুকুম অমান্য করত তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের আযাবের মজা ভোগ করতে দিতাম।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿۱۳﴾

১৩. তিনি যা চাইতেন তারা তা-ই তৈরি করত– উঁচু উঁচু দালান, ছবি[1], পুকুরের মতো বড় বড় থালা এবং এমন বিরাট ডেক, যা নড়ানো যায় না। হে দাউদের পরিবার! শোকর করার নিয়মে[2] কাজ করতে থাক। আমার বান্দাহদের মধ্যে কম লোকই শোকর করে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿۱۴﴾

১৪. তারপর যখন সুলাইমানের উপর আমি মউতের ফায়সালা জারি করলাম তখন জিনদেরকে তার মউতের খবর দেওয়ার জন্য ঐ ঘুন পোকা ছাড়া আর কোনো জিনিসই ছিল না, যা তার লাঠিকে খেয়ে চলছিল। এভাবে যখন সুলাইমান পড়ে গেলেন, তখন জিনদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদি তারা গায়েবী ইলম জানত, তাহলে এমন অপমানজনক আযাবে তারা পড়ে থাকত না।

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ

১৫. সাবার অধিবাসীদের জন্য তাদের নিজেদের বাসস্থানেই একটি নিদর্শন ছিল। ডানদিকে ও বামদিকে দুটি বাগান।[3]

১. ছবি মানে মানুষ বা পশুর ছবি হওয়া জরুরি নয়। হযরত সুলায়মান (আ) হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতের অনুসারী ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতে কোনো জীবের ছবি তৈরি করা তেমনিভাবেই হারাম ছিল, যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরীআতে হারাম রয়েছে।

২. অর্থাৎ, শুকরিয়া আদায়কারী দাসের মতো কাজ কর।

৩. এর অর্থ এই নয় যে, সারা দেশে মাত্র দুটি বাগান ছিল; বরং এর মর্ম হলো, সাবা'র সব জমিই বাগানে পরিণত হয়েছিল। মানুষ যেখানেই দাঁড়াত, তার ডানে ও বাঁয়ে বাগান দেখা যেত।

وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

তোমাদের রবের দেওয়া রিযক থেকে খাও এবং তার প্রতি শুকরিয়া জানাও। দেশটি চমৎকার এবং রব ক্ষমাশীল।

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾

১৬. কিন্তু তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের উপর বাঁধভাঙা বন্যা পাঠিয়ে দিলাম এবং তাদের আগের দুটি বাগানের বদলে অন্য দুটি বাগান তাদেরকে দিলাম, যার মধ্যে তেতো ফল, ঝাউগাছ ও অল্প কিছু বরই ছিল।

ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾

১৭. এটাই তাদের কুফরীর প্রতিদান, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। না-শোকর মানুষ ছাড়া এমন বদলা আমি কাউকে দেই না।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

১৮. আমি তাদেরকে ও তাদের ঐ বসতিগুলোর মাঝে যেগুলোকে বরকত দান করেছিলাম– একটি দেখার মতো বসতি কায়েম করে দিয়েছিলাম এবং তাদের মধ্যে সফরের দূরত্ব একটি বিশেষ আন্দাজ মতো ঠিক করেছিলাম।[৪] এসব পথে রাতদিন পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে চলাফেরা কর।

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

১৯. কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদের সফরের দূরত্ব লম্বা করে দাও।[৫] তারা নিজেদের উপর নিজেরা যুলুম করল। শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে কাহিনী বানিয়ে রাখলাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে খুবই সবরকারী ও শোকরকারী।

৪. 'বরকতপূর্ণ জনপদ' অর্থাৎ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের এলাকা। 'প্রকাশ্য বসতি' অর্থাৎ এরূপ জনপদসমূহ, যা রাজপথের পাশে ছিল; রাজপথ থেকে দূরে কোনো নিরালা জায়গায় লুকানো ছিল না। সফরের দূরত্বকে বিশেষ পরিমাণে রাখার অর্থ ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত গোটা সফর বসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যদিয়ে পার হতো, যার প্রতিটি মনযিল থেকে পরবর্তী মনযিলের দূরত্ব জানা ও নির্দিষ্ট ছিল।

৫. তারা মুখে এ দোয়া করেছিলেন, বাস্তবে এমন না-ও হতে পারে। অনেক সময় মানুষ বাস্তবে এমন কাজ করে, যার দ্বারা মনে হয় যেন সে আল্লাহকে বলছে, 'যে নিয়ামত তুমি আমাকে দান করেছ আমি তার যোগ্য নই।' আয়াতের ভাষা দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ঐ কওম তাদের ঘন জনবসতিকে এক আপদ বলে মনে করে কামনা করছিল, যেন বসতি এতটা কমে যায়, যাতে সফরের মনযিলগুলো দূরে দূরে হয়ে যায়।

২০. তাদের ব্যাপারে ইবলিস তার ধারণা সঠিক পেল এবং ছোট একদল মুমিন ছাড়া বাকি সবাই তারই অনুসরণ করল।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

২১. তাদের উপর ইবলিসের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তা এ কারণেই হয়েছে যে, আমি দেখে নিতে চাচ্ছিলাম, কে আখিরাতে বিশ্বাস করে, আর কে এ বিষয়ে সন্দেহে পড়ে আছে। আর আপনার রব প্রতিটি জিনিসের হেফাযতকারী।

وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

রুকূ' ৩

২২. (হে নবী! এ মুশরিকদেরকে) বলুন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মা'বুদ মনে করে বসেছ, তাদেরকে ডেকে দেখ। তারা আসমানেও কোনো অণু পরিমাণ জিনিসের মালিক নয়, জমিনেও নয়। আসমান ও জমিনের মালিকানায় তারা শরীকও নয়। তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২৩. যার জন্য আল্লাহ শাফাআত করার অনুমতি দিয়েছেন, তার জন্য ছাড়া আল্লাহর কাছে কোনো সুপারিশ উপকারী হতে পারে না। এমনকি যখন মানুষের মন থেকে পেরেশানী দূর হয়ে যাবে তখন তারা (সুপারিশকারীদেরকে) জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের রব কী জবাব দিলেন? তারা বলবে, ঠিক জবাবই পাওয়া গেছে। আর তিনি সুমহান ও সবার চেয়ে বড়।

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

২৪. (হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযক দান করে? আপনিই বলে দিন, আল্লাহ! এখন আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে কোনো এক পক্ষই হয় হেদায়াতের উপর আছে, আর না হয় সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে আছে।

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫. তাদেরকে বলুন, আমরা যে অপরাধ করেছি সে বিষয়ে তোমাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং তোমরা যা কিছু করছ সে বিষয়েও আমাদেরকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. আপনি বলুন, আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করে দেবেন। তিনি এমন এক শক্তিশালী ফায়সালাকারী, যিনি সবকিছু জানেন।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾

২৭. তাদেরকে বলুন, আমাকে একটু দেখাও তো, তারা কোন্ সত্তা, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছ? কখনোই নয়। মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী শুধু আল্লাহই।

قُلْ اَرُوْنِیَ الَّذِیْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿٢٧﴾

২৮. (হে নবী!) আমি আপনাকে গোটা মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّنَذِیْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৯. তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, সেই (কিয়ামতের) ওয়াদা কবে পুরা হবে?

وَیَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. বলে দিন, তোমাদের জন্য এমন এক দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যার আসার ব্যাপারে তোমরা এক মুহূর্ত দেরি করাতেও পারবে না, আর এক মুহূর্ত আগেও আনতে পারবে না।

قُلْ لَّكُمْ مِّیْعَادُ یَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾

রুকূ' ৪

৩১. এ কাফিররা বলে, আমরা কখনো এ কুরআনের প্রতিও ঈমান আনব না এবং এর আগে আসা কোনো কিতাবের প্রতিও নয়। হায়! তোমরা যদি ঐ সময় তাদের অবস্থা

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤی اِذِ الظّٰلِمُوْنَ

مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۝٣١

দেখ, যখন এ যালিমরা তাদের রবের সামনে দাঁড়াবে। তখন তারা একে অপরকে দোষারোপ করবে। যাদেরকে দুনিয়াতে দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা, যারা বড় সেজেছিল তাদেরকে বলবে, যদি তোমরা না থাকতে তাহলে আমরা মুমিন হতাম।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ۝٣٢

৩২. যারা বড় বনেছিল, তারা ঐ দাবিয়ে রাখা লোকদেরকে জবাব দেবে, তোমাদের কাছে যে হেদায়াত এসেছিল তা থেকে কি আমরা তোমাদেরকে রুখে দিয়েছিলাম? বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٣٣

৩৩. সেই দাবিয়ে রাখা লোকেরা ঐ অহংকারী লোকদেরকে বলবে, না, বরং রাত-দিনের ষড়যন্ত্র ছিল। তোমরা আমাদেরকে হুকুম দিতে, যেন আমরা আল্লাহর প্রতি কুফরী করি এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাই। শেষ পর্যন্ত যখন তারা আযাব দেখবে, তখন তারা মনে মনে আফসোস করবে এবং আমি এই কাফিরদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেবো। তারা যে রকম আমল করেছিল, সে রকম বদলা ছাড়া কি অন্য কিছু দেওয়া যায়?

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝٣٤

৩৪. এমন কখনো হয়নি যে, আমি কোনো জনবসতিতে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, আর ঐ এলাকার সচ্ছল লোকেরা এ কথা বলেনি, যে বাণী দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে তা আমরা মানি না।

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝٣٥

৩৫. তারা সব সময় এ কথাই বলেছে, তোমাদের চেয়ে ধনবল ও জনবলে আমরাই বেশি। আমাদেরকে কখনো আযাব দেওয়া হবে না।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٣٦

৩৬. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব যাকে চান রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে চান কমিয়ে দেন। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সে কথা জানে না।

وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُم بِالَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۝

৩৭. তোমাদের এই ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে (তাদের কথা আলাদা)। এরাই ঐসব লোক, যাদের জন্য তাদের আমলের দ্বিগুণ বদলা রয়েছে। আর তারা উঁচু দালানে শান্তি ও নিরাপদে থাকবে।

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِىٓ ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝

৩৮. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে হেয় ও তুচ্ছ দেখানোর চেষ্টা করে তারাই ঐসব লোক, যারা আযাবে থাকবে।

قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

৩৯. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান রিযকের ভাণ্ড খুলে দেন এবং যাকে ইচ্ছা মেপে মেপে দেন। তোমরা যা কিছু খরচ কর এর জায়গায় তিনিই তোমাদেরকে আরও দেন। তিনি সব রিযকদাতার চেয়ে ভালো রিযকদাতা।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

৪০. যেদিন তিনি সব মানুষকে একত্র করবেন। তারপর তিনি ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, এরা কি তোমাদেরকেই পূজা করত?

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۝

৪১. ফেরেশতারা জবাব দেবে, আপনার সত্তা পাক-পবিত্র। আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, তাদের সাথে নয়। আসলে এরা আমাদেরকে নয়, জিনদেরকে পূজা করত। তাদের বেশির ভাগ লোকই তাদের প্রতি ঈমান এনেছিল।[৬]

৬. যেহেতু আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে মা'বুদ গণ্য করত, সেহেতু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন যখন ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তখন তারা উত্তর দেবে, 'আসলে এরা আমাদের বন্দেগী (উপাসনা-দাসত্ব) করত না; বরং আমাদের নাম নিয়ে শয়তানদের বন্দেগী করত। কারণ, শয়তানরাই তাদের এ শিক্ষা দিয়েছিল যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকেও অভাব ও প্রয়োজনপূর্ণকারী মনে কর এবং তাদের সামনে নযর-নিয়ায পেশ কর।'

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا ۖ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. (তখন আমি বলব) আজ তোমাদের কেউ কারো কোনো উপকারও করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না। আর যালিমদেরকে আমি বলব, এখন তোমরা ঐ দোযখের আযাবের মজা ভোগ কর, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছিলে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾

৪৩. তাদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত শোনানো হয়, তখন এরা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত, এই লোকটি তোমাদেরকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। তারা আরো বলে, এ (কুরআন) একটা মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কাফিরদের সামনে যখনই সত্য এসেছে তখনই এরা বলে দিয়েছে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. অথচ আমি এদেরকে এর আগে কোনো কিতাব দিইনি, যা তারা পড়তো এবং আপনার আগে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি।

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

৪৫. এদের আগে গত হয়ে যাওয়া লোকেরা মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছিল। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম এর দশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্তও এরা পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু যখন তারা আমার রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করল, তখন দেখে নাও যে, আমার শাস্তি কত কঠিন ছিল।

রুকূ' ৬

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

৪৬. (হে নবী!) এদেরকে বলুন, আমি তোমাদেরকে মাত্র একটা উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা একা একা এবং দুজন দুজন মিলে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ তো, তোমাদের এ সাথীটির[৭] মধ্যে কোন্ কথাটি পাগলামির? সে তো এক কঠিন আযাব আসার আগে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছে।

৭. অর্থাৎ, রাসূল (স) তাঁর সম্পর্কে 'তাদের সাহিব (সাথী)' এ কারণে ব্যবহার করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না; বরং তাদেরই শহরের বাসিন্দা ও তাদেরই বংশের মানুষ ছিলেন।

৪৭. তাদেরকে বলুন, আমি যদি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চেয়ে থাকি, তাহলে তা তোমাদের কাছেই থাকুক। আমার মজুরি তো আল্লাহরই দায়িত্বে রয়েছে। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর সাক্ষী হয়ে আছেন।

قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾

৪৮. আপনি তাদেরকে বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব (আমার উপর) হক ঢেলে দেন। তিনি সকল গায়েবী ইলমের অধিকারী।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾

৪৯. আরও বলুন, সত্য এসে গেছে এবং এখন বাতিলের আর কিছুই করার নেই। (বাতিল কোনো কিছু শুরুই করতে পারবে না, পুনরায় করার তো প্রশ্নই উঠে না।)

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

৫০. আপনি বলে দিন, যদি আমি গোমরাহ হয়ে গিয়ে থাকি তাহলে আমার গোমরাহীর শাস্তি আমার উপরই আসবে। আর যদি আমি হেদায়াতের উপর থেকে থাকি, তাহলে তা আমার রবের কাছ থেকে আমার উপর যে ওহী আসে এরই কারণে। তিনি সব কিছু শুনেন এবং নিকটেই আছেন।

قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

৫১. হায়! যদি আপনি ঐ সময় তাদেরকে দেখেন, যখন এ লোকেরা পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং কোথাও পালাতেও পারবে না; বরং কাছে থেকেই পাকড়াও হয়ে যাবে।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

৫২. ঐ সময় এরা বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। অথচ এখন দূরে চলে যাওয়া জিনিস কেমন করে নাগালের মধ্যে আসতে পারে?

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. এর আগে এরা কুফরী করেছিল এবং দূর-দূরান্ত থেকে গায়েবী কথা টেনে আনত।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

৫৪. এ সময় তারা যে জিনিস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হবে, যেমন তাদের আগে তাদের মতো লোকদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা বড়ই গোমরাহপূর্ণ সন্দেহে পড়ে রয়েছে।

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

৩৫. সূরা ফাতির

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

প্রথম আয়াতের 'ফাতির' শব্দটিকেই সূরাটির নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ সূরার আরো একটা নাম হলো 'মালাইকা'। এ শব্দটিও প্রথম আয়াতেই আছে।

নাযিলের সময়

মাক্কী যুগের মাঝামাঝি ঐ সময় সূরাটি নাযিল হয়, যখন ঘোরতর বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং রাসূল (স)-এর দাওয়াতকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য সব রকমের অপকৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছিল।

আলোচ্য বিষয়

রাসূল (স)-এর তাওহীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার সরদাররা যা কিছু করছিল, সে বিষয়ে তাদেরকে উপদেশের সুরে সাবধান ও নিন্দা করা হয়েছে এবং শিক্ষকের ভঙ্গিতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

এ সূরার সারকথা হচ্ছে– হে মানুষ! নবী তোমাদেরকে যে পথের দিকে ডাকছেন তারই মধ্যে তোমাদের মঙ্গল রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের আক্রোশ, ষড়যন্ত্র এবং তাঁকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য তোমাদের সব ফন্দি-ফিকির আসলে তোমাদেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তাঁর কথা না মানলে তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করবে, তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

তিনি যা কিছু বলছেন, চিন্তা করে দেখ যে, এর মধ্যে কোন্টা ভুল? তিনি শিরক ত্যাগ করতে বলছেন। তোমরা চোখ মেলে দেখ যে, শিরকের পক্ষে কি কোনো যুক্তি আছে? তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন। তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে দেখ যে, সত্যিই কি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা শরীক আছে?

তিনি তোমাদেরকে বলছেন, দুনিয়ায় তোমরা দায়িত্বহীন নও। তোমাদেরকে ভালো ও মন্দের ধারণা দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ায় ভালো ও মন্দ যা কিছু তোমরা করবে, এর হিসাব আখিরাতে দিতে হবে এবং সে অনুযায়ীই সেখানে ফল ভোগ করবে। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, এ বিষয়ে সন্দেহ করা ও এটাকে আজব মনে করা কি যুক্তিসঙ্গত? ভালো ও মন্দের ফল কি এক হওয়া উচিত?

যুক্তির দাবি কি এটা নয় যে, ভালো কাজের ভালো ফল ও মন্দ কাজের মন্দ ফল হওয়া উচিত? ভালো ও মন্দের পরিণাম কি সমান হতে পারে? তোমরা কেমন করে কামনা করছ যে, ভালো লোক ও মন্দ লোক মরার পর মাটিতে মিশে যাক, কেউ ভালো ও মন্দ ফল ভোগ না করুক?

মরার পর আবার জীবিত করা কি আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ? তোমরা কি দেখছ না যে, তিনি তোমাদেরকে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে আবার সৃষ্টি করা কি তাঁর জন্য অসম্ভব?

এ যুক্তিপূর্ণ ও সত্য কথাগুলো যদি তোমরা না মান, মিথ্যা খোদাদেরকে পূজা করা ত্যাগ না কর, দায়িত্বহীন হিসেবে লাগামছাড়া উটের মতো জীবন কাটাও তাহলে নবীর কী ক্ষতি হবে? সর্বনাশ তো তোমাদেরই হবে। নবীর দায়িত্ব হলো তোমাদেরকে বোঝানো। সে দায়িত্ব তিনি পালন করছেন।

সূরার আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে রাসূল (স)-কে বারবার সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যখন উপদেশ দেওয়ার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করছেন, তখন এদের তাতে সাড়া না দেওয়ার কোনো দায় আপনার উপর নেই। যারা মানতে চায় না তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদেরকে পথে আনার চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করবেন না। যারা আপনার ডাকে সাড়া দেয় তাদের দিকে আপনি মনোযোগ দিন।

সূরাটিতে ঈমানদারদেরকে বিরাট সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের মনোবল বাড়ে এবং আল্লাহর ওয়াদার উপর আস্থা রেখে তারা সত্যের পথে অবিচল থাকে।

سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٤٥ رُكُوْعَاتُهَا ٥

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টিকারী এবং ফেরেশতাদেরকে বাণীবাহক নিয়োগকারী। (এমন ফেরেশতা) যাদের দু-দুটো তিন-তিনটা ও চার-চারটা ডানা রয়েছে। তার সৃষ্টি কাঠামোতে তিনি যা চান তা বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয়ই প্রতিটি জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতা রাখেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

২. আল্লাহ যে রহমতের দরজাই মানুষের জন্য খুলে দেন, তা বন্ধ করে দেওয়ার কেউ নেই। আর তিনি যা বন্ধ করে দেন, আল্লাহর পর অন্য কেউ খুলার নেই। তিনি মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

৩. হে মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহর যেসব নিয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টাও কি আছে, যে আসমান ও জমিন থেকে তোমাদেরকে রিযক দেয়? তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা কোথা থেকে ধোঁকা খাচ্ছ?

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ وَالْاَرْضِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۡ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ③

৪. (হে নবী!) এরা আপনাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করছে। (এটা কোনো নতুন কথা নয়) আপনার আগেও বহু রাসূলকে মিথ্যা মনে করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সব বিষয় আল্লাহরই দিকে ফিরে আসবে।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۭ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ④

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ⑤

৫. হে মানুষ! আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আর ঐ বড় ধোঁকাবাজ (শয়তান) যেন আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে না পারে।

إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ⑥

৬. নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন। তাই তোমরাও তাকে তোমাদের দুশমন মনে কর। সে তো তার দলকে তার পথে এ জন্যই ডাকছে, যাতে তারা দোযখীদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦

৭. যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য কঠোর আযাব রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদের জন্য মাগফিরাত ও বিরাট বদলা রয়েছে।

রুকূ' ২

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ⑧

৮. যার বদ আমলকে তার জন্য সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সে নিজেও তাকে ভালো মনে করছে (তার গোমরাহীর কি কোনো শেষ আছে)? আসল কথা হলো, আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন। কাজেই (হে নবী) এদের জন্য অনর্থক দুঃখ ও আফসোস করে আপনার জীবন নাশ করবেন না। এরা যা কিছু করছে আল্লাহ তা খুব জানেন।

وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ⑨

৯. তিনি তো আল্লাহই, যিনি বাতাস পাঠান। তারপর তা মেঘকে উঠায়। তারপর আমি তাকে এক উজাড় এলাকার দিকে নিয়ে যাই এবং এর মাধ্যমে মরে পড়ে থাকা জমিনকে আমি জীবন্ত করে তুলি। মরা মানুষদের জীবিত হয়ে উঠা-ও তেমনি ধরনের হবে।

১০. যে কেউ ইজ্জত চায়, তার জানা উচিত, ইজ্জত সবটুকুই আল্লাহর। তাঁর দিকে যে জিনিস উপরে উঠে তা শুধু পবিত্র কথা এবং নেক আমল তাকে আরও উপরে উঠায়। আর যারা বেহুদা চালবাজি করে তাদের জন্য কঠোর আযাব রয়েছে। তাদের ধোঁকাবাজি আপনা আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বীর্য থেকে। তারপর জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোনো মহিলা গর্ভবতী হলে এবং সন্তান প্রসব করলে তা একমাত্র আল্লাহর জানা মতোই করে থাকে। কোনো বয়স্ক লোক আয়ু লাভ করলে এবং কারো আয়ু কিছু কম করা হলে, তা একটি কিতাবে লেখা থাকে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

১২. দুটি সমুদ্রের পানি এক রকম নয়। একটা মিঠা ও পিপাসা নিবারণকারী ও যা পান করতে মজাদার এবং অন্যটি ভীষণ লবণাক্ত (যা গলা ছিলে দেয়)। অথচ দুটো থেকেই তোমরা তরতাজা গোশত খেয়ে থাক এবং তা থেকে তোমরা গহনা বের করে আন, যা তোমরা পরে থাক। আর ঐ পানিতেই তোমরা দেখতে পাও যে, নৌকা তার বুক চিরে চলে যাচ্ছে, যার মধ্যে তোমরা আল্লাহর ফযল (রিযক) তালাশ কর, হয়তো তোমরা আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাবে।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

১৩. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে ও দিনকে রাতের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করে রেখেছেন। এ সবই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। তিনিই আল্লাহ (যিনি এসব কাজ করেন), যিনি তোমাদের রব। বাদশাহী তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা শুকনো ঘাসেরও মালিক নয়।

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

১৪. তোমরা যদি তাদেরকে ডাক তাহলে তারা তোমাদের দোয়া শুনতেও পায় না। আর যদি শুনতে পায়ও, তারা তোমাদেরকে কোনো জবাব দিতে পারে না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। আসল অবস্থার এমন সঠিক খবর তোমাদেরকে একমাত্র তিনিই দিতে পারেন, যিনি সব খবর জানেন।

রুকূ' ৩

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

১৫. হে মানুষ! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত ও নিজে নিজেই প্রশংসিত।

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের জায়গায় নতুন কোনো সৃষ্টি আনতে পারেন।

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

১৭. এমনটা করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

১৮. কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা উঠাবে না। যদি কোনো বোঝা বহনকারী তার বোঝা উঠানোর জন্য কাউকে ডাকে, তাহলে তার বোঝার সামান্য অংশ বহন করার জন্যও কেউ এগিয়ে আসবে না। সে তার নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। (হে নবী!) আপনি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে নিজেকে পবিত্র করে সে নিজের ভালোর জন্যই তা করে। আর সবাইকে আল্লাহরই দিকে ফিরে আসতে হবে।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

১৯. অন্ধ ও চোখওয়ালা সমান নয়।

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾

২০. আর অন্ধকার এবং আলোও সমান নয়।

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾

২১. ঠাণ্ডা ছায়া ও রোদের তাপ এক রকম নয়।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

২২. জীবিত ও মৃতরাও এক সমান নয়। আল্লাহ যাকে চান শোনান। কিন্তু (হে নবী!) আপনি তাদেরকে শোনাতে পারেন না, যারা কবরে আছে।[১]

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. আপনি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

২৪. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। আর এমন কোনো উম্মত গত হয়নি, যাদের মধ্যে কোনো সতর্ককারী আসেনি।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

২৫. এখন এরা যদি আপনাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করে, তাহলে এদের আগের লোকেরাও মিথ্যা মনে করেছে। রাসূলগণ তাদের কাছে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ, সহীফা ও আলোদাতা কিতাব নিয়ে এসেছিলেন।

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾

২৬. তারপর যারা মানেনি তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছি। এখন দেখে নাও আমার শাস্তি কেমন কঠিন।

রুকূ' ৪

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি দেখতে পাও না, আল্লাহ আসমান থেকে পানি নাযিল করেন, তারপর আমি এর মাধ্যমে নানা রকম ফল বের করে আনি, যার রং ভিন্ন ভিন্ন হয়? পাহাড়ের মধ্যেও সাদা, লাল ও ঘন-কালো রেখা পাওয়া যায়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন।

১. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার 'মাশিইয়াত (ইচ্ছা)'-এর কথা তো আলাদা। তিনি ইচ্ছা করলে পাথরকে শোনার শক্তি দান করতে পারেন। কিন্তু যেসব লোকের বিবেক সম্পূর্ণরূপে মরে কবরস্থ হয়েছে, তাদের দিলে কোনো কথা ঢোকাতে পারা এবং যারা কথা শুনতেই চায় না তাদের বধির কানে সত্যের আওয়াজ শোনানোর সাধ্য রাসূল (স)-এর নেই। তিনি তো মাত্র সেই সব লোকদেরকে শোনাতে পারেন, যারা যুক্তিসঙ্গত কথা শুনতে প্রস্তুত।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

২৮. তেমনিভাবে মানুষ, জীব-জানোয়ার এবং গৃহপালিত পশুও নানা রংয়ের রয়েছে। আসলে আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে যারা আলেম তারাই শুধু আল্লাহকে ভয় করে।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও ক্ষমাশীল।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

২৯. যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিযক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, নিশ্চয়ই তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে, যার মধ্যে কখনো লোকসান হবে না।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

৩০. (এ ব্যবসায়ে তাদের সব কিছু লাগিয়ে দেওয়ার কারণ এই যে) যাতে আল্লাহ তাদের বদলা পুরাপুরি তাদেরকে দিয়ে দেন এবং তাঁর মেহেরবানী থেকে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি গুনাহ মাফ করেন এবং নেক আমলের কদর করেন।

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

৩১. (হে নবী!) আমি আপনার নিকট ওহী করে যে কিতাব পাঠিয়েছি তা-ই সত্য। (এই কিতাব) এর আগে পাঠানো কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণ করে এসেছে। আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের অবস্থার খবর রাখেন এবং প্রতিটি জিনিসের দিকে দৃষ্টি রাখেন।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَٰبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَٰتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

৩২. তারপর আমি এমন লোকদেরকে এ কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছি, যাদেরকে আমি আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্যে কেউ তো এমন, যে নিজের উপর যুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থি এবং আর কেউ আল্লাহর অনুমতিতে নেক কাজে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে আছে। আর এটাই অনেক বড় অনুগ্রহ।

২. এ থেকে জানা গেল, শুধু কিতাব পাঠকারী বা কিতাবী বিদ্যার অধিকারীকে 'আলেম' বলা যায় না; বরং আলেম তিনি, যিনি আল্লাহকে ভয় করেন।

৩৩. চিরস্থায়ী বেহেশতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কংকন ও মণি-মুক্তা দিয়ে সাজানো হবে। সেখানে তাদের পোশাক রেশমের হবে।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۝

৩৪. সেখানে তারা বলবে, ঐ আল্লাহর প্রতি শোকর, যিনি আমাদের পেরেশানী দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব গুনাহ মাফ করেন এবং নেক আমলের কদর করেন।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۗ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۙ ۝

৩৫. যিনি নিজের মেহেরবানীতে আমাদেরকে চিরকাল বসবাস করার জায়গায় এনেছেন। এখন এখানে আমাদের কোনো কষ্টও হচ্ছে না এবং কোনো ক্লান্তিই বোধ হচ্ছে না।

الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ۝

৩৬. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য দোযখের আগুন রয়েছে। তাদের ব্যাপারে এমন ফায়সালাও হবে না যে, তারা মরে যাবে। আর তাদের জন্য দোযখের আযাব কমিয়েও দেওয়া হবে না। যারা কুফরী করে এমন প্রত্যেককেই আমি এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ۝

৩৭. তারা সেখানে চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান থেকে বের কর। আমরা নেক আমল করব। আগে যে আমল করেছিলাম সে রকম নয়। (তাদেরকে জবাব দেওয়া হবে) আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু বয়স দিইনি, যে সময়ের মধ্যে কেউ উপদেশ কবুল করলে করতে পারত? (তা ছাড়া) তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। এখন মজা ভোগ কর। যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۗ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاۤءَكُمُ النَّذِيْرُ ۗ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

রুকূ' ৫

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও জমিনের প্রতিটি গোপন বিষয় জানেন। তিনি তো মনের গোপন রহস্য পর্যন্ত জানেন।

اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৩৯. তিনিই তো ঐ সত্তা, যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন। এখন যে কেউ কুফরী করবে তার কুফরীর দায়ভার তার উপরই পড়বে। কাফিরদেরকে তাদের কুফরী শুধু এই উন্নতিই দান করে যে তাদের রবের গযবের মাত্রা বাড়তেই থাকে। কাফিরদের জন্য ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উন্নতি নেই।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ﴿۳۹﴾

৪০. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের যে শরীকদেরকে তোমরা ডাক তাদেরকে কি তোমরা কখনো দেখেছ? আমাকে দেখাও তো তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানে কি তাদের কোনো শরীকানা আছে? (তারা যদি কিছু বলতে না পারে তাহলে) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি তাদেরকে কোনো কিতাব লিখে দিয়েছি, যার ভিত্তিতে এরা (শিরকের পক্ষে) কোনো স্পষ্ট সনদ পেয়েছে? না, এ যালিমরা একে অপরকে শুধু ধোঁকা দিয়েই চলেছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۴۰﴾

৪১. আসল কথা হলো, আসমান ও জমিনকে আল্লাহই টলে যাওয়া থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। যদি তারা টলে যায় তাহলে আল্লাহর পর আর কেউ নেই, যে তাদেরকে ধরে রাখবে। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই সহনশীল ও ক্ষমাশীল।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿۴۱﴾

৪২. এরা কড়া কড়া কসম খেয়ে বলত যে, যদি কোনো সতর্ককারী তাদের কাছে আসত তাহলে তারা দুনিয়ার অন্যান্য কাওম থেকে বেশি হেদায়াত লাভ করত। কিন্তু যখন তাদের কাছে সতর্ককারী এল তখন তার আগমন তাদের মধ্যে সত্য থেকে পালানো ছাড়া আর কোনো জিনিস বাড়ায়নি।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿۴۲﴾

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৩. তারা পৃথিবীতে আরও বেশি অহংকার করতে লাগল এবং মন্দ চাল চালতে থাকল। অথচ মন্দ চালবাজি যারা করে তা তাদেরকেই ঘিরে ধরে। এখন এ লোকেরা কি এ অপেক্ষায় আছে যে, অতীতের কাওমগুলোর সাথে আল্লাহ যে সুন্নাত পালন করেছেন, তাদের সাথে তা-ই করা হোক? যদি এ কথাই হয়ে থাকে তাহলে (হে নবী!) আপনি আল্লাহর সুন্নাতের মধ্যে কোনো পরিবর্তন কখনো পাবেন না এবং আপনি কখনো দেখতে পাবেন না যে, আল্লাহর সুন্নাতকে তার জন্য নির্ধারিত পথ থেকে কোনো শক্তি হটাতে পেরেছে।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

৪৪. এরা কি পৃথিবীতে কখনো চলাফেরা করেনি? তাহলে যারা তাদের আগে গত হয়ে গেছে তাদের কেমন পরিণাম হয়েছে তা দেখতে পেতো। তারা তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। আসমান ও জমিনে এমন কেউ নেই, যে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারে। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু জানেন এবং সবার উপর ক্ষমতা রাখেন।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. মানুষ যা কিছু করছে এর কারণে যদি আল্লাহ তাদেরকে ধরতেন তাহলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণীকে জীবিত ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন। তারপর যখন তাদের সময় পুরা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তার বান্দাহদেরকে অবশ্যই দেখে নেবেন।

৩৬. সূরা ইয়া-সীন

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

যে দুটি অক্ষর দিয়ে সূরাটি শুরু হয়েছে, তাকেই এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে মনে হয়, মাক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ের শেষদিকে অথবা মাক্কী যুগের শেষদিকে সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরাটিতে মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের উপর ঈমান না আনা এবং যুলুম-অত্যাচার করে এর বিরোধিতার কঠোর পরিণামের ভয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু ভয় দেখানোর পাশাপাশি বোঝানোর উদ্দেশ্যে যুক্তিও দেখানো হয়েছে। তিনটি বিষয়ে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করা হয়েছে–

১. তাওহীদ সম্পর্কে সৃষ্টিজগতের নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।

২. আখিরাত সম্পর্কে সৃষ্টিজগতের নিদর্শন, বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ ও মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে প্রমাণ হাজির করা হয়েছে।

৩. মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

এসব যুক্তির তুলনায় ভয় দেখানো, নিন্দা করা ও সাবধান করার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের অন্তরের তালা খুলে যায় এবং যাদের মধ্যে সত্যকে কবুল করার সামান্য সম্ভাবনাও আছে, তারা যেন কুফরীর উপর বহাল থাকতে না পারে।

রাসূল (স) এ সূরাকে 'কুরআনের দিল' বলেছেন, যেমন তিনি সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' বলেছেন। কুরআনের মূল শিক্ষা হলো, আল্লাহকে একমাত্র প্রভু মেনে তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত নিয়ে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলা। এ মূল শিক্ষাটাই সূরা ফাতিহায় রয়েছে। তাই এর উপাধি হয়েছে 'উম্মুল কুরআন'। সূরা ইয়া-সীনে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে এমন জোরেশোরে পেশ করা হয়েছে, যাতে অন্তরের জড়তা কেটে যায় এবং ঈমান গতিশীল হয়। তাই একে কুরআনের দিল বলা হয়েছে।

রাসূল (স) বলেছেন, 'তোমাদের মৃতদের উপর সূরা ইয়া-সীন পড়।' মরার সময় সূরা ইয়া-সীন তিলাওয়াত করলে ইসলামী আকীদা তাজা হয় এবং আখিরাতের ছবি মনে ভেসে ওঠে। যারা তিলাওয়াত করে, ঐ পরিবেশে তাদের অন্তরেও এর প্রভাব পড়ে।

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٨٣ رُكُوْعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

يٰسٓ ۝١

১. ইয়া-সীন।

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢

২. বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣

৩. (হে নবী!) নিশ্চয়ই আপনি রাসূলগণের একজন।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤

৪. আপনি সরল-সোজা পথের ওপরই (প্রতিষ্ঠিত) আছেন।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥

৫. (এ কুরআন) মহাশক্তিশালী ও মেহেরবান সত্তার নাযিল করা (কিতাব)।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦

৬. (এ জন্য নাযিল করা হয়েছে) যাতে আপনি এমন এক কাওমকে সতর্ক করে দেন, যার বাপ-দাদাদেরকে সতর্ক করা হয়নি। এ কারণে তারা গাফলতির মধ্যে পড়ে আছে।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٧

৭. এদের বেশির ভাগ লোকই আযাবের ফায়সালার হকদার হয়ে গেছে। তাই তারা ঈমান আনে না।[১]

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۝٨

৮. আমি তাদের গলায় অবশ্যই বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি। তাতে তাদের থুতনি পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে। তাই তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।[২]

১. এখানে সেই সব লোকের কথা বলা হয়েছে, যারা নবী করীম (স)-এর দাওয়াতের মোকাবিলায় জিদ ও হঠকারিতা করছিল এবং একেবারে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল যে, কোনো মতেই তাঁর কথা শোনা হবে না। এসব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এদের বেশিরভাগ লোকই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়ে গেছে। তাই এরা ঈমান আনছে না।'

২. অর্থাৎ, তাদের হঠকারিতা, যা সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। 'থুতনি পর্যন্ত শিকলে আটক হয়ে যাওয়া ও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা'-এর অর্থ হলো, তাদের ঘাড় অহংকারে উঁচু হয়ে আছে।

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑨

৯. আমি তাদের সামনে একটা দেয়াল ও পেছনে একটা দেয়াল খাড়া করিয়ে দিয়েছি। আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না।৩

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩

১০. (হে নবী!) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না-ই করুন, তা তাদের জন্য সমান। তারা ঈমান আনবে না।

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪

১১. আপনি তো এমন লোককেই সতর্ক করতে পারেন, যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে রাহমানকে ভয় করে। তাকে মাগফিরাত ও সম্মানজনক বদলার সুসংবাদ দিন।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنٰهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ⑫

১২. নিশ্চয়ই আমি একদিন মৃতকে জীবিত করব এবং যা কিছু কাজ তারা করেছে তা আমি লিখে রাখছি। আর যেসব কাজের ছাপ পেছনে রেখে গেছে তাও (আমি লিখে রাখছি)। প্রত্যেকটি জিনিস আমি একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে রেখেছি।

রুকূ' ২

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ⑬

১৩. (হে নবী!) আপনি উদাহরণ হিসেবে তাদেরকে ঐ জনপদের কাহিনী শুনিয়ে দিন, যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিলেন।

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ⑭

১৪. আমি তাদের নিকট দুজন রাসূল পাঠালাম এবং তারা দুজনকেই মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করল। তখন আমি তৃতীয়জনকে সাহায্যের জন্য পাঠালাম। তারা সবাই বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আমাদেরকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

৩. এক দেয়াল সামনে ও এক দেয়াল পেছনে খাড়া করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে অহংকার ও হঠকারিতার ফলে এরা অতীত ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং ভবিষ্যতের পরিণাম সম্পর্কেও কখনো কোনো চিন্তা করে না। এদের কুসংস্কার সব দিক থেকে এদেরকে এমনভাবে ঢেকে ফেলেছে ও এদের বিভ্রান্তি এদের চোখের উপর এমন পর্দা ফেলে দিয়েছে, সেই সুস্পষ্ট ও খোলা সত্যগুলোও তাদের চোখে পড়ে না, যা প্রত্যেক সুস্থ প্রকৃতির মানুষ সহজে দেখতে পায়।

১৫. লোকেরা বলল, তোমরা আমাদের মতোই কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও এবং রাহমান কখনো কোনো জিনিস নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথা বলছ।

قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

১৬-১৭. রাসূলগণ বললেন, আমাদের রব জানেন যে, আমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আর সাফ সাফ পয়গাম পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আমাদের উপর আর কোনো দায়িত্ব নেই।

قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾

১৮. লোকেরা বলতে লাগল, আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের জন্য কুলক্ষণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে শেষ করে দেবো এবং আমাদের হাতে তোমরা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. রাসূলগণ জবাব দিলেন, তোমাদের কুলক্ষণ তো তোমাদের সাথেই লেগে আছে। তোমরা কি এসব কথা এ জন্য বলছ যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে? আসল কথা হলো, তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী লোক।

قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

২০-২১. ইতোমধ্যে শহরের দূর কিনারা থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল, হে আমার কাওম! রাসূলগণের কথা মেনে নাও। মেনে চল তাদেরকে, যারা তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চায় না। আর তারা সঠিক পথে আছে।

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

পারা ২৩

২২. কেন আমি ঐ সত্তার দাসত্ব করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে?

وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

২৩. আমি তাঁকে বাদ দিয়ে কি অন্য ইলাহ বানিয়ে নেব? অথচ রাহমান যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজেই লাগবে না এবং তারা আমাকে ছাড়িয়েও নিতে পারবে না।

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾

২৪. আমি যদি তা করি তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে যাব।

إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

২৫. আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও।

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

২৬-২৭. (শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মেরে ফেলল এবং) তাকে বলা হলো, 'বেহেশতে চলে যাও।' তখন সে বলল, 'হায় আমার কাওম যদি জানতে পারত যে, আমার রব কোন্ জিনিসের বদৌলতে আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে শামিল করে নিয়েছেন।

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

২৮. এরপর আমি তার কাওমের উপর আসমান থেকে কোনো সেনাবাহিনী নাযিল করিনি। আর তা পাঠানোর কোনো দরকারও আমার ছিল না।

وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

২৯. ব্যস! শুধু প্রচণ্ড এক আওয়াজ হলো এবং হঠাৎ তারা সব বেহুঁশ হয়ে গেল।

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. বান্দাহদের অবস্থার জন্য আফসোস! তাদের কাছে যে রাসূলই এসেছে, তাঁর প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

يَٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ٣١

৩১. তারা কি দেখেনি, তাদের আগে কতই না কাওমকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি? তারপর তারা আর কখনো তাদের কাছে ফিরে আসেনি।

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٣٢

৩২. তাদের সবাইকে একদিন আমার সামনে হাজির করা হবে।

রুকূ' ৩

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣

৩৩. তাদের জন্য মরা জমিন একটি নিদর্শন। আমি তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে শস্য বের করেছি, যা থেকে তারা খায়।

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ٣٤ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٥

৩৪-৩৫. আমি তার মধ্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান বানিয়েছি এবং তার মধ্য থেকে ঝরনাধারা বহমান করে দিয়েছি, যাতে তারা এর ফল খায়। তাদের হাত এসব তৈরি করেনি। এ সত্ত্বেও কি তারা শুকরিয়া আদায় করবে না?

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٦

৩৬. ঐ সত্তা পাক-পবিত্র, যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তা জমিন থেকে উৎপন্ন গাছ-গাছড়াই হোক, তাদের নিজেদের জাতেরই (অর্থাৎ মানুষের) হোক, আর এমন জিনিসের মধ্য থেকেই হোক, যাদেরকে তারা জানেও না।

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٣٧

৩৭. তাদের জন্য রাত আর একটি নিদর্শন। আমি এর উপর থেকে দিনকে সরিয়ে দিই। তখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায়।

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨

৩৮. আর সূর্য তার মঞ্জিলের দিকে চলে যাচ্ছে। এটা তিনিই নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যিনি মহাশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী।

৩৯. আর চন্দ্র, এর জন্য আমি মঞ্জিলসমূহ ঠিক করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত সে এসব পার হয়ে খেজুরের শুকনো ডালের মতো হয়ে যায়।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝

৪০. সূর্যের এ ক্ষমতা নেই যে, সে চন্দ্রকে গিয়ে ধরে ফেলবে। রাতও দিনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। সবই এক একটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে।

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۭ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝

৪১. তাদের জন্য এটাও একটা নিদর্শন যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায়[৪] তুলে দিয়েছি।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

৪২. তারপর তাদের জন্য ঠিক তেমনি বহু নৌকা বানিয়েছি, যার উপর তারা সওয়ার হয়।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ۝

৪৩. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি। তখন তাদের ফরিয়াদ শোনার কেউ থাকবে না এবং কোনোভাবেই তাদেরকে বাঁচানো যাবে না।

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ۝

৪৪. একমাত্র আমার রহমতই (তাদেরকে তীরে ভিড়িয়ে দেয়) এবং একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দান করে।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ۝

৪৫. যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে ও তোমাদের পেছনে যা গত হয়ে গেছে তার হাত থেকে বাঁচ, হয়তো তোমাদের উপর রহম করা হবে (তখন তারা এক কান দিয়ে শুনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

৪৬. তাদের সামনে তাদের রবের আয়াতগুলোর মধ্যে যে আয়াতই আসে, তারা সে দিকে তাকায়ও না।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

৪. ভরা নৌকা অর্থাৎ নূহ (আ)-এর কিশ্‌তি।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে আল্লাহর পথে দান কর, তখন যারা কুফরী করেছে তারা ঈমানদারদেরকে জবাব দেয়, আমরা কি তাদেরকে খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই খাওয়াতেন? তোমরা তো স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে আছ।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এরা বলে, কিয়ামতের এ হুমকি কবে পুরা হবে? বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আসলে এরা যে জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছে তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, একটি প্রচণ্ড শব্দ যা হঠাৎ এমন অবস্থায় তাদেরকে ধরে ফেলবে, যখন তারা (নিজেদের স্বার্থ নিয়ে) বিবাদ করতে থাকবে।

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. তখন তারা অসিয়তও করতে পারবে না, তাদের ঘরেও ফিরে আসতে পারবে না।

রুকূ' ৪

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾

৫১. তারপর একটি শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং হঠাৎ এরা তাদের রবের সামনে হাজির হওয়ার জন্য কবর থেকে বের হয়ে পড়বে।

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. তারা ঘাবড়ে গিয়ে বলবে, আরে! কে আমাদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিলো? এটা ঐ জিনিসই, রাহমান যার ওয়াদা করেছিলেন এবং রাসূলগণের কথা সত্য ছিল।[৫]

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. একটি মাত্র বিকট আওয়াজ হবে এবং সবাইকে আমার সামনে হাজির করে দেওয়া হবে।

৫. হতে পারে মু'মিন লোকেরা তাদেরকে এ উত্তর দেবে। হতে পারে কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাই বুঝে নেবে যে, এটা তো ঐ দিনই এসে গেছে, রাসূল (স) আমাদেরকে যে দিনের খবর দিয়েছিলেন। আর এটাও হতে পারে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে এ উত্তর দেবে; অথবা কিয়ামতের গোটা পরিবেশ দ্বারা এ কথা তারা বুঝতে পারবে।

فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ۝

৫৪. আজ কারো উপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না এবং তোমাদেরকে এমন বদলাই দেওয়া হবে যেমন আমল তোমরা করেছিলে।

إن أصحب الجنة اليوم في شغل فكهون ۝

৫৫. আজ বেহেশতবাসীরা নিশ্চয়ই আরাম-আয়েশে মশগুল রয়েছে।

هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون ۝

৫৬. তারা ও তাদের স্ত্রীরা ঘন ছায়ায় মসনদে হেলান দিয়ে বসে আছে।

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ۝

৫৭. সব রকমের মজাদার খানাপিনা তাদের জন্য সেখানে রয়েছে। আর তারা যা চাইবে তা-ই সেখানে হাজির আছে।

سلم قولا من رب رحيم ۝

৫৮. দয়াময় রবের পক্ষ থেকে তাদেরকে 'সালাম' বলা হয়েছে।

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ۝

৫৯. হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও।

ألم أعهد إليكم يبني ادم أن لا تعبدوا الشيطن إنه لكم عدو مبين ۝
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ۝

৬০-৬১. হে আদম সন্তানরা! আমি কি তোমাদেরকে এ হেদায়াত করিনি যে, শয়তানের দাসত্ব করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের স্পষ্ট দুশমন এবং আমারই দাসত্ব কর, এটাই সোজা পথ?

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ۝

৬২. কিন্তু এ সত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্য থেকে এক বিরাটসংখ্যক লোককে গোমরাহ করে ফেলেছে। তোমাদের কি বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল না?

هذه جهنم التي كنتم توعدون ۝

৬৩. এটাই ঐ দোযখ, যার ভয় তোমাদেরকে দেখানো হতো।

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ۝

৬৪. তোমরা দুনিয়ায় যে কুফরী করেছিলে এর বদলায় এখন এর লাকড়ি হয়ে যাও।

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ۝

৬৫. আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দেব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা দুনিয়াতে কী কামাই করে এসেছে।

৬৬. আমি ইচ্ছা করলে তাদের চোখের আলো বন্ধ করতে পারতাম। তখন তারা পথ দেখার জন্য এগিয়ে আসত। কোথা থেকে তারা পথ দেখতে পাবে?

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ۝

৬৭. আমি ইচ্ছা করলে তাদের জায়গায়ই তাদেরকে এমনভাবে বিকৃত করে রেখে দিতে পারতাম যে, তারা সামনেও যেতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে আসতে পারত না।

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝

রুকূ' ৫

৬৮. যাকে আমি দীর্ঘ আয়ু দান করি তার দেহের কাঠামোকে আমি একেবারেই উল্টিয়ে দিই। (এ অবস্থা দেখে) তাদের কি আকল হয় না?

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝

৬৯-৭০. আমি এ (নবী)-কে কবিতা শিখাইনি এবং তাঁর জন্য তা শোভাও পায় না। এটা তো নসীহত এবং স্পষ্ট পড়ার মতো কিতাব, যাতে (এ কিতাব) এমন লোককে সতর্ক করে দেয়, যে জীবিত এবং (এ কিতাব) কাফিরদের বিরুদ্ধে দলীল হয়ে যায়।

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

৭১. এরা কি দেখে না, আমার নিজের হাতের তৈরি জিনিসের মধ্য থেকে তাদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি? আর এখন তারা এসবের মালিক হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝

৭২-৭৩. আমি এসবকে এমনভাবে তাদের আয়ত্তে এনে দিয়েছি যে, এর কোনোটির উপর তারা সওয়ার হয় এবং কোনোটির গোশত খায়। আর তাদের মধ্যে এদের জন্য নানা রকমের উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কি তারা শোকর আদায় করে না?

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

৭৪. এসব কিছু সত্ত্বেও তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং এ আশা রাখছে যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ۝

৭৫. তারা এ লোকদের কোনো সাহায্যই করতে পারে না, বরং উল্টো এ লোকেরাই তাদের জন্য সদা-প্রস্তুত সৈন্য হয়ে আছে।

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ۝٧٥

৭৬. কাজেই (হে নবী!) এরা যেসব কথা বানাচ্ছে তা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়। এদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কথাই আমি জানি।

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝٧٦

৭৭. মানুষ কি দেখে না, আমি শুক্রবিন্দু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছি? তারপর সে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে দাঁড়িয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝٧٧

৭৮. সে এখন আমার উপর উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, এ হাড়গুলো যখন পচে গলে যাবে, তখন কে তাকে জীবিত করবে?

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝٧٨

৭৯. (হে নবী!) তাকে বলুন, যিনি প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই তাকে জীবিত করবেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ জানেন।

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩

৮০. তিনিই সে সত্তা, যিনি সবুজ গাছ থেকে তোমাদের জন্য আগুন পয়দা করে দিয়েছেন এবং তোমরা তা দিয়ে চুলা জ্বালিয়ে থাক।

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝٨٠

৮১. যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এসবের মতো জিনিস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়? তিনি তো মহাজ্ঞানী স্রষ্টা।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝٨١

৮২. তিনি তো যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন তাঁর কাজ শুধু এটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, 'হয়ে যাও'। আর অমনি তা হয়ে যায়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝٨٢

৮৩. সুতরাং পাক-পবিত্র তিনি, যার হাতে প্রতিটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٨٣

৩৭. সূরা সাফ্ফাত

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরাটির প্রথম শব্দটিকেই নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

আলোচ্য বিষয় ও বলার ভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, সূরাটি মাক্কী যুগের মাঝামাঝি সময়ের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। তখন তীব্র বিরোধিতা চলছিল এবং সাহাবায়ে কেরাম খুবই হতাশাজনক অবস্থায় ছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

রাসূল (স) তাওহীদ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছিলেন। বিরোধীরা খুবই নিকৃষ্ট ধরনের রং-তামাশা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এর প্রতিবাদ করছিল। তাই কাফিরদেরকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ধমক দেওয়া হয়েছে। মক্কার সরদারদেরকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে নবীকে আজ তোমরা ঠাট্টা করছ, শিগগিরই তোমাদের চোখের সামনেই এই মক্কায় তিনি তোমাদের উপর বিজয়ী হবেন এবং তোমরা আল্লাহর বাহিনীকে তোমাদের আঙিনায় দেখতে পাবে (১৭১ থেকে ১৭৯ নং আয়াত)।

এমন এক সময় বিজয়ের এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, যখন রাসূল (স)-এর বিজয়ের সামান্য কোনো লক্ষণও বহু দূরে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। মুসলিমরা (যাদেরকে এসব আয়াতে আল্লাহর সেনাবাহিনী বলা হয়েছে) তখন ভয়ানক যুলুমের শিকার। তাদের চার ভাগের তিন ভাগ হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে। রাসূল (স)-এর সাথে বড় জোর ৪০/৫০ জন সাহাবী মক্কায় অসহায় অবস্থায় সব রকমের অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় কেউ ধারণাও করতে পারত না যে, সহায়-সম্বলহীন এ ছোট্ট দলটি বিজয়ী হতে পারে; বরং সবাই মনে করে নিয়েছিল, এ আন্দোলন মক্কায়ই খতম হয়ে যাবে। কিন্তু ১৫/১৬ বছরের মধ্যেই ঐ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হলো, যা কাফিরদেরকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এমন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার দায়িত্বও পালন করেছেন। তাওহীদ ও আখিরাতের পক্ষে সংক্ষেপে অত্যন্ত আকর্ষণীয় যুক্তি পেশ করা হয়েছে। মুশরিকদের বাজে ও যুক্তিহীন বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। ঈমান ও নেক আমলের সুফল কত মহান ও গৌরবময় তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইতিহাস থেকে বহু উদাহরণ তুলে ধরে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর নবীগণের ও ঈমানদারদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদের বিরোধীদেরকে কেমন শাস্তি দিয়েছেন। মক্কাবাসীরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীমের বংশধর বলে গৌরব প্রকাশ করত। এ সূরায় ইবরাহীম (আ)-এর পবিত্র জীবনের এমন একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে মক্কাবাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করলে ইবরাহীম (আ)-এর সরাসরি বংশধর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বিরোধিতা ত্যাগ করতে পারত। হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে আল্লাহর ইঙ্গিত পেয়েই বৃদ্ধ বয়সেও নিজের প্রিয়তম কিশোর একমাত্র পুত্রকে কুরবানী দিতে রাজি হয়ে গেলেন। আল্লাহর প্রতি খাঁটি ঈমানের এটাই দাবি। মক্কাবাসীদের এ দাবি অর্থহীন যে, তারা ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করা ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের কিছুতেই শোভা পায় না।

সূরার শেষ আয়াতগুলো কাফিরদের জন্য চরম সতর্কবাণী এবং ঈমানদারদের জন্য পরম সুসংবাদ ছিল। চরম হতাশাজনক অবস্থায় যখন মুসলমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, তখন ঐ কয়েকটি আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হলো যে, বাতিলের যে পতাকাবাহীদেরকে বর্তমানে বিজয়ী দেখা যাচ্ছে, তারা এ মযলুম মুসলমানদের নিকট এ মক্কায়ই পরাজিত ও অপমানিত হবে। মাত্র ১৫ বছর পরই প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর ঐ ঘোষণা মুসলিমদের জন্য শুধু সান্ত্বনাবাণীই ছিল না, অত্যন্ত বাস্তব সত্য ছিল। মুসলিমদের চরম দুর্দশার সময় ঐ বাণী তাদের মনোবল বাড়িয়ে সান্ত্বনাবোধ করতে সহায়ক ছিল।

سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٨٢ رُكُوْعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۳﴾

১. কাতার বেঁধে যারা দাঁড়ায় তাদের কসম।

২. তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয় তাদের কসম।

৩. তারপর যারা উপদেশবাণী শোনায় তাদের কসম।[১]

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿۵﴾

৪-৫. তোমাদের আসল ইলাহ মাত্র একজনই, যিনি আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মাঝখানে, যা আছে এসবের রব। আর যিনি (সূর্য) উদয়ের সকল জায়গার রব।[২]

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۙ﴿۶﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ﴿۷﴾

৬-৭. আমি দুনিয়ার আসমানকে[৩] তারকাগুলোর সৌন্দর্য দ্বারা সাজিয়ে দিয়েছি এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে হেফাযতে রেখেছি।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ﴿۹﴾

৮-৯. এ শয়তানরা উপরের জগতের[৪] কথা শুনতে পারে না এবং সবদিক থেকে তাদেরকে নির্যাতন করা হয় ও তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আর তাদের জন্য বিরামহীন আযাব রয়েছে।

১. তাফসীরকারদের অধিকাংশ এ বিষয়ে একমত যে, এই তিন দল বলতে ফেরেশতাদের দলকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা আল্লাহ তাআলার আদেশসমূহ পালনের জন্য সবসময় তৈরি থাকেন, তাঁর নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে তাঁরা ধমক ও ধিক্কার দেন এবং বিভিন্নভাবে আল্লাহ তাআলার কথা মনে করিয়ে দেন ও উপদেশবাণী শোনান।

২. সূর্য প্রত্যেক দিন একই জায়গা থেকে বের হয় না; বরং প্রতিদিন নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তা ছাড়া এটি পৃথিবীর সব জায়গায় একই সময়ে উদিত হয় না; বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উদয় ঘটে। এ কারণে পূর্বের বদলে 'মাশারিক' অর্থাৎ 'পূর্বসমূহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'মাশারিক' মানে উদয়ের সময় পূর্বদিকের সকল জায়গা। উদয় থাকলে অস্তও আছে। তাই পশ্চিম দিকের সকল জায়গাও বোঝায়।

৩. 'দুনিয়ার আসমান' অর্থ কাছের আসমান, যা কোনো দুরবিনের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে আমরা দেখতে পাই।

৪. এর অর্থ আসমানের অধিবাসী, মানে ফেরেশতা।

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

১০. তবুও যদি তাদের কেউ ঝাঁপটা মেরে কিছু নিয়ে নেয়, তাহলে একটি জ্বলন্ত উল্কা তার পেছনে ধাওয়া করে।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ﴿١١﴾

১১. (হে নবী!) এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না ঐসব জিনিস, যা আমি সৃষ্টি করে রেখেছি। এদেরকে তো আমি আঠালো কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾

১২. আপনি তো (আল্লাহর কুদরত দেখে) অবাক হচ্ছেন, আর এরা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে।

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾

১৩. তাদেরকে বুঝালেও তারা বুঝে না।

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

১৪-১৫. কোনো নিদর্শন দেখলে তা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয় এবং বলে, এটা তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾

১৬. এমনও কি কখনো হতে পারে যে, আমরা যখন মরে যাব ও মাটি হয়ে যাব এবং শুধু হাড্ডি থেকে যাবে, তখন আবার আমাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে?

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

১৭: আমাদের আগে গত হয়ে যাওয়া বাপ-দাদাদেরকেও কি আবার উঠানো হবে?

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

১৮. (হে নবী!) বলে দিন, হ্যাঁ (তা হবেই), আর তোমরা তো আল্লাহর মোকাবিলায় একেবারেই অসহায়।

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾

১৯. শুধু একটা বিরাট শব্দ উঠে আসবে। আর হঠাৎ নিজের চোখে (সেই সব কিছু, যার খবর দেওয়া হচ্ছে) তারা দেখতে পাবে।

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿٢٠﴾

২০. তখন এরা বলে উঠবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এটা তো বদলা দেওয়ার দিন।

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝٢١

২১. (তাদেরকে বলা হবে) এটাই ঐ ফায়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।[৫]

রুকূ' ২

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝٢٢ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝٢٣

২২-২৩. (তখন হুকুম দেওয়া হবে) ঘেরাও করে নিয়ে এস সব যালিমকে, তাদের সাথীদেরকে এবং ঐসব মা'বুদকে[৬], যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে পূজা করত। তারপর তাদের সবাইকে দোযখের পথ দেখিয়ে দাও।

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ۝٢٤

২৪. তাদেরকে একটু থামাও। তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে।

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۝٢٥

২৫. তোমাদের কী হয়েছে? এখন একে অপরকে সাহায্য করছ না কেন?

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝٢٦

২৬. আরে এ কী ব্যাপার! এরা তো নিজেরাই নিজেদেরকে (এবং একে অপরকে আসামি হিসেবে) সোপর্দ করে দিচ্ছে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝٢٧

২৭. এরপর তারা একে অপরের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং একজন আরেকজনের সাথে বিতর্ক শুরু করে দেবে।

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۝٢٨

২৮. (অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে বলবে) তোমরা আমাদের কাছে ডান দিক দিয়ে আসতে।[৭]

৫. হতে পারে ঈমানদাররা তাদেরকে এ কথা বলবেন, হতে পারে এটা ফেরেশতাদের কথা, হতে পারে হাশরের ময়দানের গোটা পরিবেশ সে সময়ে 'যবানে হাল' (অবস্থার ভাষা) দ্বারা এ কথা বলবে অথবা হতে পারে এসব লোকের মনের প্রতিক্রিয়া। অর্থাৎ, মনে মনে তারা নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, পৃথিবীতে সারা জীবন তোমরা এই বুঝে এসেছিলে যে, ফায়সালার দিন আসবে না। এখন তোমাদের দুর্ভাগ্যের দিন এসে গেছে, যে দিনকে তোমরা মিথ্যা জানতে।

৬. এখানে 'মা'বুদ' বলতে ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে; আওলিয়া বা আম্বিয়ায়ে কেরামকে নয়। মা'বুদ দুই রকমের হয়– (১) সেই সব মানুষ আর শয়তান, যাদের নিজেদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যে, মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে তাদের বন্দেগী-উপাসনা ও দাসত্ব করুক। (২) সেই সব মূর্তি-প্রতিমূর্তি, দুনিয়ায় যেগুলোর পূজা করা হয়।

৭. মূলত 'ইয়ামীন' বা ডান দিক বলা হয়েছে। যদি এর অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা ধরা হয়, তবে এর মর্ম হবে 'তোমরা জোর করে আমাদেরকে গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে'। যদি এর অর্থ

قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

২৯. (নেতারা জবাবে বলবে) না, বরং তোমরা নিজেরাই মুমিন ছিলে না।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ۝

৩০. তোমাদের উপর আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না; বরং তোমরা বিদ্রোহী কাওম ছিলে।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ ۝

৩১. শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রবের এ হুকুমের যোগ্য হয়ে গেলাম যে, আমাদেরকে অবশ্যই আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ۝

৩২. সুতরাং আমরা তোমাদেরকে গোমরাহ করেছিলাম এবং আমরা নিজেরাও অবশ্য গোমরাহ ছিলাম।

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝

৩৩. এভাবে সেদিন তারা সবাই একই আযাবে শরীক হবে।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝

৩৪. আমি অপরাধীদের সাথে এমন আচরণই করে থাকি।

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۝

৩৫. এরা এমন সব লোকই ছিল, যখন তাদেরকে বলা হতো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়তো।

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ۝

৩৬. তারা বলত, আমরা কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহদেরকে ত্যাগ করব?

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ۝

৩৭. অথচ তিনি সত্য নিয়ে এসেছিলেন এবং (আগের) রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছিলেন।

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۝ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৩৮-৩৯. (এখন তাদেরকে বলা হবে) তোমরা অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করবে এবং তোমরা দুনিয়াতে যে আমল করছিলে তোমাদেরকে এরই বদলা দেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গল ও শুভ ধরা হয় তবে এর মর্ম হবে 'তোমরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশ ধরে আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছিলে'। আর যদি এর অর্থ শপথ ধরা হয়, তবে এর মর্ম হবে 'তোমরা শপথ করে করে আমাদেরকে নিশ্চিন্ত করেছিলে যে, যা তোমরা পেশ করছ সেটাই সত্য'।

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. কিন্তু আল্লাহর মুখলিস বান্দারা (এ পরিণাম থেকে) নিরাপদ থাকবে।

أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾

৪১. তাদের জন্য এমন রিযক রয়েছে, যা জানা আছে।

فَوَٰكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٤٣﴾

৪২-৪৩. সব রকমের মজাদার জিনিস এবং নিয়ামতভরা বেহেশত, যেখানে তাদেরকে ইজ্জতের সাথে রাখা হবে।

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ﴿٤٤﴾

৪৪. শাহী আসনে তারা সামনাসামনি বসবে।

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍۭ ﴿٤٥﴾

৪৫. শরাবের ঝরনা থেকে পেয়ালা ভরে ভরে তাদের মাঝে পরিবেশন করা হবে।

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. চমকদার শরাব, যারা পান করবে তাদের জন্য মজাদার হবে।

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. (এমন শরাব, যার কারণে) তাদের দেহের কোনো ক্ষতি হবে না এবং তাদের আকল-বুদ্ধিও নষ্ট হবে না।

وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. তাদের পাশে লাজুক ও সুন্দর চোখওয়ালা মহিলারা থাকবে।

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. (ঐ মহিলারা) ডিমের খোসার নিচে লুকানো ঝিল্লির মতো নরম।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. তারপর তারা একজন আর একজনের মুখোমুখি হয়ে নিজেদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করবে।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾

৫১-৫২-৫৩. তাদের একজন বলবে, দুনিয়ায় আমার একজন সঙ্গী ছিল। সে আমাকে বলত, তুমিও তাদের মধ্যে শামিল নাকি, যারা সত্যকে মেনে নিয়েছে? আমরা যখন মরে যাব ও মাটির সাথে মিশে যাব এবং শুধু হাড্ডি থেকে যাবে, তখন কি আমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে?

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. (ঐ লোকটি অন্যদেরকে) বলবে, এখন ঐ ভদ্রলোক কোথায় আছে, তা-কি আপনারা জানতে চান?

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾

৫৫. এ কথা বলে যেমনি সে নিচের দিকে ঝুঁকবে, অমনি সে তাকে দোযখের একেবারে নিচে দেখতে পাবে।

قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ ﴿٥٦﴾

৫৬. সে তাকে সম্বোধন করে বলবে, আল্লাহর কসম, তুই তো আমাকে ধ্বংসই করে দিচ্ছিলি।

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. যদি আল্লাহর মেহেরবানী না হতো তাহলে আজ আমিও ঐ লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম, যারা পাকড়াও হয়ে এসেছে।

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. আচ্ছা[৮], তাহলে কি আমরা আর মরে যাব না?

إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আমাদের যে মউত আসার কথা ছিল তা কি আগেই এসে গেছে? এখন আমাদের কোনো আযাবই কি হবে না?

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾

৬০. নিশ্চয়ই এটা বিরাট সাফল্য।

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

৬১. যারা আমল করে তাদেরকে এমন আমলই করা উচিত।

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾

৬২. এখন বল, এ মেহমানদারিই ভালো, না যাক্কুম গাছ?

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. আমি এ গাছটিকে যালিমদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিয়েছি।[৯]

৮. কথার ধরন থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায়, সেই দোযখী বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ এই বেহেশতী লোকটি নিজে নিজেকে বলতে শুরু করেছে। তার মুখ থেকে এ কথাটি এভাবে বের হয়েছে– যেমন কোনো লোক নিজে নিজেকে সব আশা ও অনুমান থেকে অনেক উন্নত অবস্থায় দেখে খুব অবাক ও খুশি হয়ে নিজে নিজেই কথা বলতে শুরু করে।

৯. অর্থাৎ, কাফিররা যাক্কুম গাছের কথা শুনে কুরআনের প্রতি বিদ্রূপ ও নবী করীম (স)-এর প্রতি ঠাট্টার একটা নতুন সুযোগ পায়। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলতে থাকে 'এখন নতুন কথা শোন, দোযখের আগুনের মধ্যে নাকি গাছ পয়দা হবে।'

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝٦٤

৬৪. তা এমন এক গাছ, যা দোযখের নিচতলা থেকে বের হয়।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ۝٦٥

৬৫. এর ফুলের কলিগুলো যেন শয়তানদের মাথা।

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۝٦٦

৬৬. দোযখবাসীরা তা খাবে এবং তা দিয়েই পেট ভরবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ۝٦٧

৬৭. তারপর নিশ্চয়ই তাদের পান করার জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানি।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ۝٦٨

৬৮. এরপর তাদেরকে দোযখের আগুনের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۝٦٩ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۝٧٠

৬৯-৭০. এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে গোমরাহ পেয়েছে এবং এরা তাদের পদচিহ্ন ধরেই ছুটে চলছে।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝٧١

৭১. অথচ তাদের আগে বহু লোক গোমরাহ হয়ে গিয়েছিল।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۝٧٢

৭২. আমি তাদের কাছে সতর্ককারী রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۝٧٣

৭৩. এখন দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের কেমন পরিণতি হয়েছিল।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝٧٤

৭৪. এ মন্দ পরিণতি থেকে শুধু আল্লাহর ঐ বান্দাহরাই রেহাই পেয়েছে, যাদেরকে তিনি নিজের জন্য খালিস (খাঁটি) বানিয়ে নিয়েছিলেন।

রুকূ' ৩

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ۝٧٥

৭৫. আমাকে (এর আগে) নূহ ডেকেছিলেন। (তোমরা লক্ষ্য কর) আমি কত ভালো জবাবদাতা ছিলাম।

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝٧٦

৭৬. আমি তাকে ও তার পরিবারকে মহাবিপদ থেকে নাজাত দিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. শুধু তার বংশধরদেরকেই বাকি রাখলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾

৭৮. আর তার পরের বংশধরদের মধ্যে তারই প্রশংসা ও গুণের চর্চা জারি রাখলাম।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সারা দুনিয়াবাসীর মধ্যে নূহের প্রতি সালাম।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾

৮০. আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি।

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾

৮১. নিশ্চয়ই তিনি আমার মুমিন বান্দাহদের মধ্যে শামিল রয়েছেন।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

৮২. তারপর আমি অন্য সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾

৮৩. নিশ্চয়ই নূহেরই পথের অনুসারী ছিলেন ইবরাহীম।

اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾

৮৪. যখন তিনি তার রবের সামনে খাঁটি দিল নিয়ে হাজির হলেন।

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. যখন তিনি তার পিতা ও তার কাওমকে বললেন, এসব কী জিনিস, যাদের ইবাদত তোমরা করছ?

اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা কি মিথ্যা বানোয়াট মা'বুদ চাও?

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তাহলে রাব্বুল আলামীন সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী?

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾

৮৮. তারপর (ইবরাহীম) তারকাগুলোর দিকে একবার তাকালেন।[১০]

فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾

৮৯. তারপর তিনি বললেন, আমার শরীর ভালো নয়।[১১]

১০. আরবী ভাষার প্রচলন অনুযায়ী এ কথার অর্থ– সে চিন্তা করল বা সে ভাবতে শুরু করল।

১১. সে সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কোনো রকম অসুখ-বিসুখ ছিল না– এ কথা আমরা জানি না। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) এ মিথ্যা বাহানা করেছিলেন– এ কথা বলা যায় না।

৯০. সুতরাং তারা তাকে ছেড়ে চলে গেল।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾

৯১-৯২. তিনি চুপে চুপে তাদের মা'বুদদের মন্দিরে ঢুকে পড়লেন এবং বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন? আপনাদের কী হয়েছে? আপনারা যে কথাও বলছেন না?

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾

৯৩. এরপর তিনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ডান হাতে খুব করে আঘাত করলেন।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

৯৪. (ফিরে এসে) ঐ লোকেরা দৌড়ে ইবরাহীমের কাছে এল।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾

৯৫-৯৬. তিনি বললেন, তোমরা কি নিজেদেরই খোদাই করা জিনিসের পূজা কর? অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং যেসব জিনিস তোমরা বানাও তা সৃষ্টি করেছেন।

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

৯৭. (তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল) এর জন্য একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর এবং একে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দাও।

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

৯৮. তারা তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে হেয় করে ছেড়ে দিলাম।

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯. ইবরাহীম বললেন, আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।[১২]

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾

১০০. তিনি দোয়া করলেন, হে আমার রব! আমাকে একটি নেক ছেলে দান করুন।

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

১০১. (এ দোয়ার জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল ছেলের সুখবর দিলাম।[১৩]

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

১২. অর্থাৎ, আমার রবের খাতিরে বাড়ি ও দেশ ত্যাগ করেছি।
১৩. অর্থাৎ, হযরত ইসমাঈল (আ)।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِينَ ۝

১০২. সেই ছেলে যখন তার সাথে দৌড়ঝাঁপ করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছল, তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বললেন, বাবা! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি বল, তুমি কী মনে কর। ছেলে বলল, আব্বাজান! আপনাকে যে হুকুম দেওয়া হচ্ছে তা করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীই পাবেন।

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْنٰهُ أَنْ يّٰٓإِبْرٰهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِينُ ۝

১০৩-১০৪-১০৫-১০৬. শেষ পর্যন্ত যখন দুজনই অনুগত হয়ে মাথা নত করে দিলেন এবং ইবরাহীম তার ছেলেকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন, তখন আমি আওয়াজ দিলাম, হে ইবরাহীম! আপনি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছেন।[১৪] আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা একটা স্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِينَ ۝

১০৭-১০৮. এক বড় কুরবানী[১৫] ফিদইয়া হিসেবে দিয়ে আমি ঐ ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিলাম এবং তার প্রশংসা ও গুণচর্চা চিরকালের জন্য পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে রেখে দিলাম।

سَلٰمٌ عَلٰٓى إِبْرٰهِيمَ ۝

১০৯. ইবরাহীমের উপর সালাম।

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১১০. আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি।

১৪. স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল তিনি যবেহ করছেন। তিনি যবেহ করে ফেলেছেন এমন দেখানো হয়নি। এ জন্য যখন হযরত ইবরাহীম (আ) যবেহ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তখন বলা হলো, 'তুমি নিজের স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে'।

১৫. 'বড় কুরবানী' অর্থ একটি ভেড়া, যাকে ফেরেশতা ইসমাঈলের বদলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সামনে যবেহ করার জন্য পেশ করেছিলেন। একে 'বড় কুরবানী' এই কারণে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর মতো আল্লাহর প্রিয় বান্দার জন্য তাঁর পুত্রের মতো সবরকারী ও জান কুরবানকারীর বদলে এটা ফিদইয়া (উদ্ধার-মূল্য) ছিল। এটাকে এ কারণেও বড় কুরবানী বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নাত জারি করে দিলেন যে, মুমিনরা ঐ দিনেই সারা দুনিয়ায় পশু কুরবানী করুক এবং পিতা-পুত্রের এ মহান ঘটনা নতুন করে স্মরণ করুক।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

১১১. নিশ্চয়ই তিনি আমার মুমিন বান্দাহদের মধ্যে একজন ছিলেন।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾

১১২. আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি নেক লোকদের মধ্য থেকে একজন নবী।

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

১১৩. আমি তাকে ও ইসহাককে বরকত দিলাম।[১৬] এখন এ দুজনের বংশধরদের মধ্যে কেউ নেক, আবার কেউ নিজের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী।

রুকূ' ৪

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾

১১৪. আমি মূসা ও হারূনের প্রতি মেহেরবানী করেছি।

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

১১৫. তাদের দুজনকে এবং তাদের কাওমকে মহাবিপদ থেকে নাজাত দিয়েছি।

وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তাদেরকে সাহায্য করেছি, যার ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছে।

وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾

১১৭. তাদের দুজনকে খুব স্পষ্ট কিতাব দান করেছি।

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

১১৮. আর তাদের দুজনকেই সঠিক পথ দেখিয়েছি।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾

১১৯. পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তাদের সুনাম-সুখ্যাতি জারি রেখেছি।

سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾

১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾

১২১. নিশ্চয়ই আমি এভাবেই নেক লোকদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. নিশ্চয়ই তাদের দুজনই আমার মুমিন বান্দাহদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. নিশ্চয়ই ইলইয়াসও রাসূলগণের একজন ছিলেন।

১৬. অর্থাৎ, কুরবানীর এই ঘটনার পর হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মলাভের সুসংবাদ দিলেন।

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَٰلِقِينَ ۝ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۝

১২৪-১২৫-১২৬. (স্মরণ কর) যখন তিনি তার কাওমকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না? তোমরা কি 'বা'আল (বাছুরের মূর্তি)'কে ডাক, সকল স্রষ্টার সেরা স্রষ্টা আল্লাহকে বাদ দিয়ে– যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগের বাপ-দাদাদেরও রব।

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝

১২৭. কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা মনে করল। কাজেই এখন তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য পেশ করা হবে।

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۝

১২৮. অবশ্য আল্লাহর ঐসব বান্দাহদের ছাড়া, যাদেরকে খালিস করে নেওয়া হয়েছিল।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ۝

১২৯. আর আমি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ইলইয়াসের সুনাম-সুখ্যাতি জারি রেখেছি।

سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ۝

১৩০. ইলইয়াসের প্রতি সালাম।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۝

১৩১. নিশ্চয়ই আমি এভাবেই নেক লোকদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।

إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝

১৩২. অবশ্যই তিনি আমার মুমিন বান্দাহদের একজন।

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝

১৩৩. নিশ্চয়ই লূতও তাদেরই একজন, যাদেরকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়।

إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ۝

১৩৪-১৩৫. স্মরণ কর, যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে নাজাত দিয়েছি, এক বুড়ি ছাড়া, যে তাদের মধ্যে শামিল ছিল, যারা পেছনে থেকে যায়।

ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ۝

১৩৬. তারপর বাকি সবাইকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۝ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

১৩৭-১৩৮. এখন তোমরা রাতদিন ঐসব (উজাড় হয়ে যাওয়া) এলাকার উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাক। তোমরা বুঝ না?

রুকূ' ৫

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝

১৩৯. নিশ্চয়ই ইউনুসও রাসূলগণের একজন ছিলেন।

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾

১৪০. (স্মরণ কর) যখন তিনি একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলেন।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. তারপর তিনি এক লটারিতে শরীক হলেন এবং তাতে হেরে গেলেন।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

১৪২. শেষ পর্যন্ত মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। তখন তিনি (আল্লাহর নিকট) নিন্দার উপযুক্ত ছিলেন।[১৭]

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

১৪৩-১৪৪. এ অবস্থায় যদি তিনি তাসবীহকারীদের মধ্যে গণ্য না হতেন তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতেন।[১৮]

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾

১৪৫-১৪৬. শেষ পর্যন্ত আমি তাকে অসুস্থ অবস্থায় মরু এলাকায় নিয়ে ফেলে দিলাম এবং তার উপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম।

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. এরপর আমি তাকে এক লাখ বা এরচেয়ে বেশি লোকদের কাছে[১৯] পাঠালাম।

فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. অতঃপর তারা ঈমান আনল। কাজেই আমি তাদেরকে এক বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম।

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. (হে নবী!) তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করুন, (তারা কি এ কথা সঠিক মনে করে যে) আপনার রবের জন্য তো হচ্ছে কন্যারা, আর তাদের জন্য পুত্ররা?

১৭. এ কথাগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায়– (১) হযরত ইউনুস (আ) যে নৌকায় ছিলেন তা অতিরিক্ত বোঝাই ছিল। (২) নৌকার ভার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে নৌকার সকল মুসাফিরের জীবনাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই লটারি করা হয়েছিল যে, লটারিতে যার নাম উঠবে তাকেই পানিতে ফেলে দেওয়া হবে। (৩) লটারিতে ইউনুস (আ)-এর নাম উঠেছিল। সুতরাং তাঁকে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল। (৪) হযরত ইউনুস (আ) তাঁর রবের অনুমতি ছাড়া নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে এই বিপদে পড়েছিলেন। 'আবাকা' শব্দ দ্বারা এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, আরবী ভাষায় পলাতক দাসের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়।

১৮. অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটই হযরত ইউনুস (আ)-এর কবর হয়ে থাকত।

১৯. 'এক লাখ বা তার চেয়ে বেশি' বলার অর্থ এই নয় যে, এর সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার সন্দেহ ছিল; বরং এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ তাদের জনপদ দেখত, তবে এই অনুমানই করত যে, এই শহরের বসতি এক লাখের বেশিই হবে, কম হবে না।

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ إِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ۝

১৫০. সত্যই কি আমি ফেরেশতাদেরকে মেয়ে হিসেবে সৃষ্টি করেছি? তারা কি চোখে দেখে এ কথা বলছে?

أَلَآ إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۝ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

১৫১-১৫২. (ভালো করে শুনে রাখ) আসলে তারা মনগড়া কথা বলছে যে, আল্লাহর সন্তান আছে। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ۝

১৫৩. আল্লাহ কি নিজের জন্য পুত্রের চেয়ে কন্যাকে বেশি পছন্দ করেছেন?

مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝

১৫৪. তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কেমন ফায়সালা করছ?

أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

১৫৫. তোমাদের হুঁশ হয় না?

أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ۝

১৫৬. অথবা, তোমাদের কাছে কি এসব কথার পক্ষে কোনো স্পষ্ট সনদপত্র আছে?

فَأْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৫৭. তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমাদের ঐ কিতাব নিয়ে এস।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ۝

১৫৮. তারা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের[২০] মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বানিয়ে নিয়েছে। অথচ ফেরেশতারা ভালো করেই জানে যে, এ লোকদেরকে অপরাধী হিসেবে পেশ করা হবে।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

১৫৯-১৬০. (ফেরেশতারা বলে যে) আল্লাহ এসব দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, যা তাঁর খালিস বান্দাহগণ ছাড়া অন্য লোকেরা তাঁর উপর আরোপ করে থাকে।

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ۝ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ۝

১৬১-১৬২. কাজেই তোমরা ও তোমরা যাদের পূজা কর তারা কাউকে আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে না।

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ۝

১৬৩. পারবে শুধু তাকে, যে দোযখের আগুনে পুড়বে।

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ۝

১৬৪. (ফেরেশতারা আরও বলে যে) আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমাদের প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে।

২০. মূলে 'জিন' শব্দ ব্যবহৃত হলেও পরের ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এখানে ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। 'জিন'-এর শব্দগত অর্থ এমন সৃষ্টি, যা দেখা যায় না।

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝

১৬৫-১৬৬. আমরা কাতারবন্দি খাদেম ও তাসবীহকারী।

وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ۝ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

১৬৭-১৬৮-১৬৯. এ লোকেরা আগে তো বলত যে, হায়! আগের কাওমদের কাছে যে 'যিকর' ছিল, তা যদি আমাদের কাছে থাকত, তাহলে আমরা অবশ্যই আল্লাহর মুখলিস বান্দাহ হতাম।

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝

১৭০. কিন্তু (যখন ঐ যিকর এসে গেল) তখন তারা তা অস্বীকার করল। কাজেই তারা শিগ্‌গিরই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝

১৭১-১৭২-১৭৩. আমার পাঠানো বান্দাহদের সাথে আমি আগেই ওয়াদা করেছি যে, অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং আমার সেনাবাহিনীই বিজয়ী হবে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝

১৭৪-১৭৫. কাজেই (হে নবী!) কিছু সময় পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। তারপর তারা নিজেরাও শিগ্‌গিরই দেখতে পাবে।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝

১৭৬. তারা কি আমার আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে?

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ۝

১৭৭. যখন তা তাদের আঙিনায় নাযিল হবে তখন ঐ দিনটি তাদের জন্য বড়ই মন্দ হবে, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ۝

১৭৮-১৭৯. (হে নবী!) তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য একটু ছেড়ে দিন এবং দেখতে থাকুন। শিগ্‌গিরই তারা নিজেরাও দেখতে পাবে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝

১৮০. আপনার রব পবিত্র, ইজ্জতের মালিক, তিনি ঐসব কথা থেকে পাক, যা তারা বানাচ্ছে।

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

১৮১. রাসূলগণের প্রতি সালাম।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

১৮২. আর সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

৩৮. সূরা সোয়াদ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার প্রথম অক্ষরটিকেই সূরাটির নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরা নাযিলের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস থেকে তিন রকম অভিমত পাওয়া যায়। সূরার শুরুতে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে– মক্কার সরদাররা রাসূল (স)-এর অভিভাবক ও চাচা আবূ তালিবের নিকট এসে তাদের সাথে তাঁর ভাতিজার যে বিরোধ চলছিল, এর একটা আপস-মীমাংসার প্রস্তাব দেয়। ঐ ঘটনার পরপরই সূরাটি নাযিল হয়। নাযিলের সময় নিয়ে যে মতভেদ দেখা যায় এর আসল কারণ এটাই যে, ঐ ঘটনাটি কখন ঘটেছিল সে সম্পর্কে তিন রকম হাদীস পাওয়া যায়।

কতক হাদীসের মতে, মক্কার সরদাররা ঐ সময় আবূ তালিবের নিকট এসেছিল যখন রাসূল (স) নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শুরুতে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন।

কতক হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত ওমর (রা) পঞ্চম হিজরীতে যখন ইসলাম কবুল করেছেন তখন কাফির সরদাররা অস্থির হয়ে মীমাংসার জন্য এসেছিল।

আর কতক হাদীস থেকে বোঝা যায়, দশম হিজরীতে যখন আবূ তালিব মৃত্যুশয্যায়, তখন সরদাররা এসেছিল।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইমাম আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিস যেসব হাদীসের হাওয়ালা দিয়েছেন সেগুলোর সারকথা হচ্ছে–

যখন আবূ তালিব এত বেশি অসুস্থ হলেন যে, মক্কার সরদাররা মনে করল, তিনি আর বাঁচবেন না, তখন তারা পরামর্শ করল– তিনি সবার মুরব্বি, তাঁর সাথে কথা বলা দরকার। তিনি আমাদের ও তাঁর ভাতিজার ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে গেলে ভালো। তা না হলে তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ভাতিজার সাথে কঠোর ব্যবহার করলে জনগণ বলবে, মুরব্বি মারা যাওয়ার পর তার ভাতিজার গায়ে হাত তোলার সাহস হয়েছে। তাই সরদাররা সবাই একমত হয়ে ২৫ জন সরদার আবূ তালিবের কাছে হাজির হয়। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আবূ জাহল, আবূ সুফিয়ান, উমাইয়া ইবনে খালফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, উৎবাহ ও শাইবাহ।

তারা প্রথমত নবী (স)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে বলে, 'আমরা আপনার কাছে একটা ইনসাফপূর্ণ আপস-প্রস্তাব পেশ করছি। আপনার ভাতিজা আমাদেরকে আমাদের ধর্মের উপর ছেড়ে দিক, আমরাও তাকে তার ধর্মের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যেন আমাদের মা'বুদদেরকে ত্যাগ করার জন্য জনগণকে না বলে। সে যে মা'বুদকে মানতে চায় মানুক, আমরা আপত্তি করব না। এ শর্তের ভিত্তিতে আপনি তার সাথে আমাদের আপস করিয়ে দিন।'

আবূ তালিব নবী (স)-কে ডাকলেন। বললেন, 'ভাতিজা! এই যে তোমার কাওমের সরদাররা এসেছেন। তারা একটা আপস-প্রস্তাব দিয়েছেন, যাতে তোমার সাথে তাদের বিবাদ খতম হয়ে যায়।' এরপর তিনি তাদের প্রস্তাবটি নবী (স)-কে শুনিয়ে দেন।

রাসূল (স) বললেন, 'চাচাজান! আমি তো তাদের সামনে এমন একটা কথা পেশ করেছি, যা মেনে নিলে গোটা আরব জাতি তাদের অনুগত হয়ে যাবে এবং অনারবরা তাদের অধীনতা স্বীকার করে কর দিতে থাকবে।'

এ কথা শুনে প্রথমে তারা হতচকিত হয়ে গেল। এতবড় লাভজনক কথার প্রতিবাদ করা চলে না। একটু গুছিয়ে নিয়ে তারা বলল, 'আমরা একটা কেন, দশটা কথাও মানতে রাজি। কিন্তু সে কথাটি কী তা তো বললে না।' রাসূল (স) বললেন, লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এ কালেমা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে সবাই একসাথে উঠে ঐ কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেল, যা সূরাটির শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

উপরে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে, এর উপর মন্তব্য দ্বারাই সূরাটি শুরু করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, নবীর দাওয়াতকে কবুল না করার কারণ দাওয়াতের কোনো ত্রুটি নয়। আসল কারণ হলো, তাদের হিংসা, অহংকার ও একগুঁয়েমি। তাদের বংশেরই একজনকে আল্লাহর নবী বলে মেনে নিলে তাদের সরদারি খতম হয়ে যায়। তাদেরকে এ নবীর অনুগত হতে হলে তাদের নেতৃত্ব থাকে কোথায়? পূর্বপুরুষদের জাহেলি আকীদা আঁকড়ে ধরলে তাদের কায়েমি স্বার্থ বহাল থাকে। তাই তাদের নিকট তাওহীদ ও আখিরাতের আকীদা শুধু হাসি-তামাশারই বিষয়।

সূরার শুরু ও শেষদিকে কাফিরদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, আজ তোমরা যাকে ঠাট্টা করছ এবং যাকে মেনে নিতে এত তীব্রভাবে অস্বীকার করছ, শিগগিরই সে বিজয়ী হবে। যে মক্কায় তোমরা তাকে অপদস্থ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছ, সেখানেই তোমরা তাঁর সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হবে।

এরপর একের পর এক নয়জন নবীর কথা আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে দাউদ (আ) ও সুলাইমান (আ)-এর কাহিনীই লম্বা। এ কাহিনীর মাধ্যমে আল্লাহ প্রমাণ করেছেন যে, তিনি নিরপেক্ষ। ভুল করলে তিনি নবীকেও ছাড়েন না; কিন্তু ভুল বোঝার সাথে সাথে তাওবা করলে তিনি শাস্তি দেন না। এটাই নবীদের মর্যাদা যে, ভুল বুঝলেই তাঁরা সংশোধন হয়ে যান।

তারপর আল্লাহর অনুগত ও বিদ্রোহী বান্দাদের আখিরাতে যে পরিণাম হবে, এর বাস্তব চিত্র পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে কাফিরদেরকে দুটো কথা বলা হয়েছে–

১. আজ যেসব সরদার ও ধর্মীয় নেতাদের পেছনে জাহেল লোকেরা অন্ধের মতো ছুটে চলছে তারাই মূর্খদের আগে দোযখে যাবে। সেখানে তারা দু'দল একে অপরকে দোষ দিতে থাকবে।

২. আজ যেসব মুসলিমকে তারা অপমান ও ঘৃণা করছে, তাদের কাউকে দোযখে না দেখে তারা অবাক হবে এবং নিজেদেরকে আযাবে পাকড়াও অবস্থায় দেখবে। সূরার শেষদিকে আদম ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এ কাহিনীর মাধ্যমে কুরাইশনেতাদেরকে এ কথাই বলা হয়েছে যে, রাসূল (স)-এর সামনে নত হতে যে অহংকার তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে, ঐ অহংকারই আদমকে সিজদা করতে ইবলিসকে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ আদমকে খলীফার মর্যাদা দিয়েছেন, ইবলিস তাতে হিংসায় জ্বলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লা'নতের ভাগী হয়েছে। তেমনিভাবে আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে নবী নিয়োগ করে যে সম্মান দিলেন তাতে তোমরা হিংসায় জ্বলছ এবং তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করে লা'নতের ভাগী হচ্ছ। তাই তোমাদেরও ঐ পরিণতিই হবে, যা ইবলিসের হয়েছে, ইবলিস যেমন অভিশপ্ত হয়েছে, তোমাদেরও তা-ই হবে।

অতএব, সময় থাকতে মেনে নাও।

সূরা সোয়াদ

৮৮ আয়াত, ৫ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨٨ رُكُوْعَاتُهَا ٥

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّكْرِؕ ﴿١﴾

১. সোয়াদ। উপদেশপূর্ণ কুরআনের কসম।

بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ ﴿٢﴾

২. বরং এ লোকেরাই, যারা কুফরী করেছে, চরম অহংকার ও জিদে লিপ্ত রয়েছে।[১]

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّ لَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾

৩. এদের আগে আমি এ রকম কত কাওমকে ধ্বংস করেছি। (যখন তাদের দুর্ভাগ্য এসে গেছে) তারা চিৎকার করে উঠেছে। তখন তো আর রক্ষা পাওয়ার সময় নয়।

وَ عَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ٘ وَ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۖۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾

৪-৫. এ কথার উপর তারা বড়ই অবাক হয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসে গেছে এবং কাফিররা বলল, এই লোক জাদুকর, বড়ই মিথ্যুক। সকল ইলাহর জায়গায় সে কি শুধু একজনকেই ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এটা তো একেবারেই আজব কথা।

وَ انْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَ اصْبِرُوْا عَلٰۤی اٰلِهَتِكُمْ ۖۚ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ ﴿٦﴾

৬. কাওমের সরদাররা এ কথা বলে বের হয়ে গেল, চল, তোমাদের ইলাহদের ইবাদতে মযবুত হয়ে থাক। নিশ্চয়ই এ কথা অন্য কোনো মতলবেই বলা হচ্ছে।[২]

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۖۚ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾

৭. এ কথা আমরা আমাদের নিকট-অতীতের মিল্লাতগুলোর মধ্যে তো কারো কাছে শুনিনি। এটা মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১. এ অমান্যকারীদের অমান্যতার কারণ এই ছিল না যে, যে দীন তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছিল তার মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি ছিল; বরং এর কারণ ছিল শুধু তাদের মিথ্যা অহংকার, জাহেলি মনোভাব ও হঠকারিতা।

২. তাদের মনে হলো, এ 'ডালের মধ্যে কোনো কিছু কালো আছে' (এর মধ্যে কিছু মতলববাজি আছে)। আসলে এই উদ্দেশ্যে এ দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, যেন আমরা সবাই মুহাম্মদ (স)-এর হুকুমের অনুগত হয়ে যাই এবং তিনি আমাদের উপর হুকুম চালান।

ءَاُنۡزِلَ عَلَیۡهِ الذِّکۡرُ مِنۡۢ بَیۡنِنَا ؕ بَلۡ هُمۡ فِیۡ شَکٍّ مِّنۡ ذِکۡرِیۡ ۚ بَلۡ لَّمَّا یَذُوۡقُوۡا عَذَابِ ﴿۸﴾

৮. আমাদের মধ্যে কি শুধু সেই একমাত্র লোক রয়ে গেছে, যার উপর 'যিকর' নাযিল করা হয়েছে? আসল কথা হলো, এরা আমার 'যিকর'-এর ব্যাপারে সন্দেহ করছে।[৩] আমার আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করেনি বলেই এসব কথা বলছে।

اَمۡ عِنۡدَهُمۡ خَزَآئِنُ رَحۡمَۃِ رَبِّکَ الۡعَزِیۡزِ الۡوَهَّابِ ﴿۹﴾

৯. (হে নবী!) আপনার মহান দাতা ও মহাশক্তিশালী রবের রহমতের ভাণ্ডার এদের কজায় আছে নাকি?

اَمۡ لَهُمۡ مُّلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَیۡنَهُمَا ۟ فَلۡیَرۡتَقُوۡا فِی الۡاَسۡبَابِ ﴿۱۰﴾

১০. অথবা আসমান ও জমিন এবং এ দু-এর মাঝখানে যা কিছু আছে, এরা কি এসবের মালিক? বেশ, তাহলে তারা উপরে উঠে দেখুক, যেখান থেকে সব কিছু ঘটে।

جُنۡدٌ مَّا هُنَالِکَ مَهۡزُوۡمٌ مِّنَ الۡاَحۡزَابِ ﴿۱۱﴾

১১. বহু দলের মধ্যে তো এরা একটা ছোট্ট দল মাত্র, যারা এখানেই[৪] পরাজিত হবে।

کَذَّبَتۡ قَبۡلَهُمۡ قَوۡمُ نُوۡحٍ وَّعَادٌ وَّفِرۡعَوۡنُ ذُو الۡاَوۡتَادِ ﴿۱۲﴾ وَثَمُوۡدُ وَقَوۡمُ لُوۡطٍ وَّاَصۡحٰبُ لۡـَٔیۡکَۃِ ؕ اُولٰٓئِکَ الۡاَحۡزَابُ ﴿۱۳﴾

১২-১৩. এদের আগে নূহের কাওম, 'আদ জাতি, পেরেকওয়ালা ফিরাউন, সামূদ জাতি, লূতের কাওম ও আইকাবাসীরা মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল। তারাই ছিল বড় দল।

اِنۡ کُلٌّ اِلَّا کَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿۱۴﴾

১৪. এদের মধ্যে প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। ফলে এদের উপর শাস্তির ফায়সালা জারি হয়ে গেছে।

রুকূ' ২

وَمَا یَنۡظُرُ هٰۤؤُلَآءِ اِلَّا صَیۡحَۃً وَّاحِدَۃً مَّا لَهَا مِنۡ فَوَاقٍ ﴿۱۵﴾

১৫. এ লোকেরাও শুধু একটি বিকট আওয়াজের অপেক্ষায় আছে, যার পর আর দ্বিতীয় আওয়াজ হবে না।

৩. অন্য কথায় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুহাম্মদ! এরা আসলে আপনার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে। আপনার সত্যতার প্রতি এরা সন্দেহ পোষণ করে না; বরং আমার দেওয়া শিক্ষার প্রতি সন্দেহ করে।'

৪. 'এখানেই' বলতে মক্কা মুআয্যামার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যেখানে এরা এসব কথা বানাচ্ছে সেখানেই একদিন তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। আর এখানেই সেই সময় আসবে, যখন এরা মুখ নিচু করে সেই ব্যক্তির সামনে খাড়া হবে, যাকে আজ এরা তুচ্ছ মনে করে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

১৬. এরা বলে, হে আমাদের রব! হিসাবের দিনের আগেই আমাদের হিস্যা আমাদেরকে জলদি দিয়ে দাও।	وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾
১৭. (হে নবী!) এরা যা কিছু বলে তার উপর আপনি সবর করুন। আপনি এদের সামনে আমার বান্দাহ দাউদের কাহিনী বর্ণনা করুন, যিনি বড়ই শক্তিধর ছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি সব ব্যাপারেই আল্লাহর দিকে রুজু থাকতেন।	اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾
১৮. আমি পাহাড়গুলোকে তার অনুগত করে রেখেছিলাম। সকালে ও সন্ধ্যায় ওরা তার সাথে মিলে তাসবীহ করত।	اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾
১৯. পাখিরাও এসে জমা হতো। সবাই তার দিকে রুজু হতো।	وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ۭ كُلٌّ لَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾
২০. আমি তার রাজত্বকে মযবুত করে দিয়েছিলাম। তাকে 'হিকমত' ও ফায়সালাকারী কথা বলার যোগ্যতা দিয়েছিলাম।	وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾
২১. (হে নবী!) আপনার কাছে কি ঐ মামলাকারীদের খবর পৌঁছেছে, যারা দেয়াল টপকিয়ে তার মহলে পৌঁছে গিয়েছিল?	وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾
২২. যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছে গেল, তখন তিনি তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমরা মামলার দুই পক্ষ। আমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে ঠিক ঠিক সত্যসহ মীমাংসা করে দিন, বে-ইনসাফী করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন।	اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَاۗءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾
২৩. এ হচ্ছে আমার ভাই। এর কাছে নিরানব্বইটি দুম্বী আছে। আর আমার আছে মাত্র একটি। সে আমাকে বলে যে, এ	اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ ۣ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ

نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۚ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

দুম্বীটিও আমাকে দিয়ে দাও। কথায় সে আমাকে দাবিয়ে[৫] ফেলল।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

২৪. দাউদ জবাব দিলেন, এ লোক তার দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বীটি শামিল করার দাবি করে অবশ্যই তোমার উপর যুলুম করেছে। নিশ্চয়ই যারা একসাথে বসবাস করে তারা অনেক সময় একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে। তবে শুধু তারাই এ থেকে বেঁচে থাকে, যারা ঈমান রাখে ও নেক আমল করে। আর এমন লোক কমই হয়। (এ কথা বলতে বলতেই) দাউদ বুঝে নিলেন যে, আমি আসলে তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন তিনি তার রবের কাছে মাফ চাইলেন ও সিজদায় পড়ে গেলেন। এবং তাঁর দিকে রুজু হলেন। (সিজদার আয়াত)

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

২৫. তখন আমি তার অপরাধ মাফ করে দিলাম।[৬] নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য আমার নিকটবর্তী হওয়ার মর্যাদা রয়েছে এবং ভালো পরিণামও আছে।

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

২৬. (আমি তাকে বললাম) হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। কাজেই আপনি জনগণের মধ্যে সত্যসহ শাসন করুন এবং নাফসের কথামতো চলবেন না। তাহলে সে আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চলে যায় তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কারণ তারা হিসাব-নিকাশের দিনটিকে ভুলে গেছে।

৫. অভিযোগকারী এ কথা বলেনি যে, আমার দুম্বী ছিনিয়ে নিয়েছে; বরং এই কথা বলেছে, 'আমার কাছে আমার দুম্বীও চাচ্ছে এবং এও চাচ্ছে যে, আমি নিজে আমার দুম্বী তাকে সোপর্দ করে দিই'। সে বড়লোক হওয়ায় আমার উপর তার চাপ পড়ছে।

৬. এর দ্বারা জানা যায়, হযরত দাউদ (আ) অবশ্যই দোষ করেছিলেন। আর তা এমন কোনো দোষ ছিল, যা দুম্বীর মামলার মতোই। তাই এ মকদ্দমার ফায়সালা শোনাতে গিয়ে সেই সঙ্গে তাঁর মনে হলো, 'এ আমার পরীক্ষা হচ্ছে'। কিন্তু এ দোষ এরূপ কঠিন ছিল না যে, তা ক্ষমা করা যেত না কিংবা ক্ষমা করলেও তাঁকে তাঁর উচ্চ মর্যাদা হারাতে হতো। আল্লাহ তাআলা নিজে এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন, যখন তিনি সিজদায় পড়ে তাওবা করলেন তখন শুধু তাকে ক্ষমা করা হয়নি; বরং দুনিয়া ও পরকালে তাঁর যে উচ্চ মর্যাদা ছিল তাও বহাল রাখা হয়েছে।

রুকূ' ৩

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۝

২৭. আমি আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সেসব অনর্থক সৃষ্টি করিনি। যারা কুফরী করেছে তাদের ধারণা এ রকমই। এমন কাফিরদের জন্যই দোযখের আগুনে ধ্বংস হওয়ার পরিণতি রয়েছে।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ۝

২৮. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আর যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের সবাইকে কি আমি এক সমান করে দেবো? মুত্তাকীদেরকে কি আমি নাফরমানদের মতো করে দেবো?

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

২৯. (হে নবী!) এটা এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বুদ্ধিমান লোকেরা তা থেকে শিক্ষা নেয়।

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۝

৩০. দাউদকে আমি সুলাইমানের (মতো ছেলে) দিয়েছি। খুবই ভালো বান্দাহ। নিশ্চয়ই তিনি তার রবের দিকে রুজু থাকেন।

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝ فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۚ فَطَفِقَ مَسْحًاۢ بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝

৩১-৩২-৩৩. যখন সন্ধ্যায় তার সামনে খুব ভালোভাবে শেখানো ঘোড়া পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন, আমার রবের কথা স্মরণে রেখেই আমি এ সম্পদকে ভালোবেসেছি। এমনকি যখন ঘোড়াগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন (তিনি হুকুম দিলেন যে) ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তখন তিনি ওদের পায়ের গোছায় ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগলেন।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

৩৪-৩৫. সুলাইমানকে আমি পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনে একটা দেহ এনে

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

ফেলে দিলাম। তারপর তিনি আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে বললেন, হে আমার রব! আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পর আর কারো থাকা উচিত হবে না। নিশ্চয়ই আপনি আসল[৭] দাতা।

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তারই হুকুমে তিনি যেদিকে চাইতেন সেদিকেই ধীর গতিতে বয়ে যেত।

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

৩৭-৩৮. শয়তানগুলোকে আমি তাঁর অধীন করে দিলাম, যারা সব রকম নির্মাণ কাজ করত, ডুবুরির দায়িত্ব পালন করত এবং অন্য যারা শিকলে বাঁধা ছিল।

هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

৩৯. আমি তাকে বললাম, এ সবই আমার দান। আপনাকে ইখতিয়ার দেওয়া হলো। যাকে ইচ্ছা তাকে দিন। যার কাছে থেকে ইচ্ছা ফিরিয়ে নিন। আপনাকে কোনো হিসাব দিতে হবে না।

وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয়ই আমার কাছে তাঁর জন্য নিকটবর্তী হওয়ার মর্যাদা রয়েছে এবং ভালো পরিণামও আছে।

৭. আগে থেকে চলে আসা কথা থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে, এখানে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর মতো নবী ও প্রিয় বান্দাদেরকেও পরীক্ষা না করে ছাড়েননি। যে পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার এমন কোনো সুনিশ্চিত বিবরণ আমাদের জানা নেই, যে সম্পর্কে তাফসীরকাররা একমত হতে পেরেছেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ)-এর দোয়ার এই ভাষা 'হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও, যা আমার পরে কারো জন্য শোভনীয় হবে না' থেকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা অনুমান করা যায়– যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, তবে স্পষ্টত মনে হবে তাঁর মনে হয়তো এ ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর পরে তাঁর পুত্র যেন তাঁর রাজত্বের ওয়ারিশ হয় এবং রাজত্ব ও শাসনাধিকার যেন ভবিষ্যতে তাঁরই বংশধারার মধ্যে থাকে। এটাকেই আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য 'পরীক্ষা ছিল' বলেছেন। এ সম্পর্কে তিনি তখনই টের পেয়েছেন ও সতর্ক হয়েছেন, যখন তাঁর ছেলে রোবআম এমন এক না-লায়েক অযোগ্য নওজোয়ান হিসেবে গড়ে উঠল, যার লক্ষণ দেখে পরিষ্কাররূপে বোঝা গেল, সে দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-এর রাজত্বকে চারটি দিনও সামলে রাখতে পারবে না। তাঁর সিংহাসনে একটি দেহ রাখার অর্থ সম্ভবত এই যে, যে পুত্রকে তিনি নিজ সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল বোকা, অযোগ্য ও কাঠের পুতুল মাত্র।

রুকূ' ৪

واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انى مسنى الشيطن بنصب وعذاب

৪১. (হে নবী!) আমার বান্দাহ আইয়ূবের কথা স্মরণ করুন। যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, শয়তান আমাকে খুব কষ্ট ও আযাবের মধ্যে ফেলেছে।[৮]

اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب

৪২. (আমি তাকে হুকুম দিলাম) আপনার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করুন। এ হলো ঠাণ্ডা পানি, গোসল করার জন্য ও খাবার জন্য।

ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولى الالباب

৪৩. আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং সেই সাথে আমার পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ হিসেবে ঐ পরিমাণ আরও দিলাম।

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدنه صابرا نعم العبد انه اواب

৪৪. আমি তাকে বললাম, শুকনো ঘাসের একটা আঁটি হাতে নিন এবং তা দিয়েই মারুন। আপনার কসম[৯] ভাঙবেন না। আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি। অত্যন্ত ভালো বান্দাহ। নিশ্চয়ই তিনি তার রবের দিকে রুজু আছেন।

৮. এর অর্থ এই নয় যে, শয়তান আমাকে রোগী বানিয়ে দিয়েছে এবং আমার উপর বিপদ-মুসীবত নাযিল করেছে; বরং এর সঠিক মর্ম হলো 'রোগের যন্ত্রণা, ধন-সম্পদের ক্ষতি ও আত্মীয়-স্বজনের আচরণে আমি যে দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছি তার চেয়েও বেশি দুঃখ এ কারণে বোধ করছি যে, শয়তান কুপরামর্শ দিয়ে আমাকে বিরক্ত করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার জন্য চেষ্টা করছে, আমাকে আমার রবের প্রতি না-শোকর বানাতে চাচ্ছে এবং আমি যাতে আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষায় সবর না করি সেজন্য সব রকম চেষ্টা করছে।'

৯. এই শব্দগুলোর উপর চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, অসুস্থ অবস্থায় হযরত আইয়ূব (আ) অসন্তুষ্ট হয়ে কাউকে মারবেন বলে শপথ করেছিলেন (স্ত্রীকে মারবেন বলে শপথ করার কথা বলা হয়)। এই শপথে তিনি কত বার বেত মারবেন তাও বলেছিলেন। যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং অসুখ অবস্থায় যে রাগের কারণে তিনি এই শপথ করেছিলেন সে রাগ দূর হয়ে গেল, তখন তিনি এ কথা ভেবে পেরেশান হলেন যে, যদি শপথ পালন করি তাহলে অনর্থক এক নির্দোষ মানুষকে মারতে হবে, আর যদি শপথ ভঙ্গ করি তবে তাও হবে একটি পাপের কাজ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই পেরেশানি থেকে মুক্তিদান করে আদেশ দিলেন যে, একটি ঝাড়ু নাও, তাতে যেন তত সংখ্যক কাঠি থাকে, যত বার বেত মারার শপথ তুমি করেছিলে। সেই ঝাড়ু দিয়ে ঐ লোককে মাত্র একবার মার। এতে তোমার শপথও পালন করা হবে এবং ঐ লোককে অনর্থক কষ্টও দেওয়া হবে না।

৪৫. আমার বান্দাহ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা স্মরণ করুন। তারা খুবই কর্মক্ষমতা ও দূর দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

৪৬. নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে একটি খাঁটি গুণের ভিত্তিতে খালিস করে নিয়েছিলাম। আর তা ছিল আখিরাতের স্মরণ।

إِنَّآ أَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

৪৭. নিশ্চয়ই তারা আমার কাছে বাছাই করা নেক লোকদের মধ্যে গণ্য।

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

৪৮. ইসমাঈল, আল ইসা'আ ও যুল-কিফল-এর কথা স্মরণ করুন। তারা সবাই নেক লোকদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

৪৯. এ ছিল একটি স্মরণ। (এখন শোন যে) নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য খুবই ভালো ঠিকানা রয়েছে।

هٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾

৫০. চিরস্থায়ী বেহেশত, যার দরজাগুলো তাদের জন্য খোলা থাকবে।

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

৫১. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে। প্রচুর ফলমূল ও পানীয়ের ফরমাশ দিতে থাকবে।

مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾

৫২. আর তাদের কাছে লাজুক সমবয়সী স্ত্রীরা থাকবে।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾

৫৩. এসব এমন জিনিস, যা হিসাবের দিন দেওয়ার জন্য তোমাদের নিকট ওয়াদা করা হচ্ছে।

هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾

৫৪. এসব আমারই দেওয়া রিযক, যা কখনো শেষ হবে না।

إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾

৫৫-৫৬. এসব তো হলো মুত্তাকীদের পরিণাম। আর বিদ্রোহীদের জন্য সবচেয়ে খারাপ ঠিকানা রয়েছে। তা হলো দোযখ। যেখানে তারা জ্বলতে থাকবে। বড়ই মন্দ বাসস্থান।

هٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطّٰغِينَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۝ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۝

৫৭-৫৮. এ হলো তাদের জন্য। কাজেই তারা ফুটন্ত পানি, পুঁজ ও এ জাতীয় অন্যান্য তেঁতো জিনিসের মজা গ্রহণ করতে থাকুক।

هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ ۝

৫৯. (তারা দোযখের দিকে তাদের অনুসারীদের আসতে দেখে বলাবলি করবে) এ একটি বাহিনী তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তাদের জন্য কোনো 'মারহাবা' নেই। (তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে না)। নিশ্চয়ই তারা আগুনে ঝলসিত হবে।

قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۝

৬০. (তারা জবাবে বলবে) বরং তোমরাই ঝলসিত হচ্ছ। তোমাদের জন্যও কোনো 'মারহাবা' নেই। তোমরাই তো এ পরিণাম আমাদের জন্য আগেই এনেছ। কতই মন্দ এ বাসস্থান!

قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝

৬১. তারপর তারা বলবে, হে আমাদের রব! যে আমাদেরকে এ পরিণতিতে পৌঁছার ব্যবস্থা করেছে তাদেরকে দোযখে দ্বিগুণ আযাব দিন।

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ۝

৬২. (তারপর তারা আপসে বলাবলি করবে) কী ব্যাপার! আমরা যাদেরকে দুনিয়ায় মন্দ মনে করতাম, তাদেরকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ۝

৬৩. আমরা কি তাদেরকে শুধু শুধুই ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে নিয়েছিলাম, নাকি তারা এখন চোখের আড়ালে চলে গেছে?

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۝

৬৪. নিশ্চয়ই এ কথা সত্য যে, দোযখবাসীদের মধ্যে এ ধরনের ঝগড়াই চলতে থাকবে।

রুকূ' ৫

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

৬৫. (হে নবী!) এদেরকে বলুন, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, যিনি একক ও সবার উপর জয়ী।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝

৬৬. আসমান ও জমিন এবং এ দু-এর মধ্যে যা কিছু আছে এ সবেরই তিনি রব, যিনি মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাশীল।

قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ۝ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ۝

৬৭-৬৮. তাদেরকে বলুন, এ এক বিরাট খবর, যা শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক।

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৬৯. এদেরকে বলুন, ঐ সময়ের কোনো খবরই আমার ছিল না, যখন ঊর্ধ্ব জগতে বিতর্ক চলছিল।

اِنْ يُّوْحٰى اِلَيَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৭০. আমাকে তো ওহীর মাধ্যমে এসব কথা শুধু এ জন্য জানানো হয় যে, আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝

৭১-৭২. (হে নবী!) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ বানাব। যখন আমি তাকে পুরাপুরি তৈরি করে ফেলব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে দেবো, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ۝

৭৩. এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সবাই সিজদায় পড়ে গেল।

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

৭৪. কিন্তু ইবলিস নিজের বড়ত্বের অহংকার করল এবং সে কাফিরদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۝

৭৫. আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে আমার নিজের দুহাত দিয়ে বানিয়েছি তাকে সিজদা করতে কোন্ জিনিস তোকে নিষেধ করেছে? তুই কি নিজেকে বড় মনে করছিস, না তুই কোনো উঁচু দরজার সন্তানদের মধ্যে একজন?

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝

৭৬. সে জবাবে বলল, আমি তার চেয়ে ভালো। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে মাটি দিয়ে।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

৭৭-৭৮. আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। তুই বিতাড়িত। তোর উপর বিচার দিবস পর্যন্ত আমার লা'নত।

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সে বলল, (হে আমার রব!) এ কথাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এদেরকে আবার জীবিত করে উঠানোর দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

৮০-৮১. আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তোকে ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া গেল, যার সময়টা আমার জানা আছে।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

৮২-৮৩. ইবলিস বলল, আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সবাইকে গোমরাহ করেই ছাড়ব। অবশ্য আপনার ঐ বান্দাহদেরকে ছাড়া, যাদেরকে আপনি খালিস করে নিয়েছেন।

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

৮৪-৮৫. আল্লাহ বললেন, তাহলে এ কথাই সত্য এবং আমি সত্যই বলে থাকি যে, তোকে এবং মানুষের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে সবাইকে দিয়ে আমি দোযখকে ভরে ফেলব।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

৮৬. (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, আমার এ (তাবলীগের) কাজের বদলায় তোমাদের কাছে আমি কোনো মজুরি চাই না। আর আমি বানোয়াট লোকদেরও কেউ নই।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

৮৭. এটা তো গোটা দুনিয়াবাসীর জন্য একটি নসীহত।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

৮৮. কিছু সময় পর তোমরা নিজেরাই এ বিষয়ে জানতে পারবে।

৩৯. সূরা যুমার

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরাটির ৭১ ও ৭৩ নং আয়াতের 'যুমার' শব্দটি দিয়েই এ নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

এ সূরা যে হাবশায় হিজরত করার আগেই নাযিল হয়েছে, তা সূরার ১০ নং আয়াত থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শুরুতেই সূরাটি নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

মুসলমানরা যখন হাবশায় হিজরত করেছেন তখন মক্কায় যুলুম-অত্যাচার, শত্রুতা ও বিরোধিতা জোরেশোরে চলছিল। এ পরিবেশে এ সূরার আয়াতগুলো মনকে নাড়া দেওয়ারই কথা। গোটা সূরা একটি আবেগময় নসীহত। এতে মাঝে মাঝে ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করা হলেও কুরাইশ বংশের কাফিরদেরকে লক্ষ্য করেই বেশির ভাগ আয়াত নাযিল হয়।

রাসূল (স)-এর দাওয়াতের উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ শুধু এক আল্লাহর দাসত্ব করুক এবং সব রকমের শিরক ত্যাগ করুক। এ মৌলিক কথাটিকে বারবার বিভিন্নভাবে ও নানা ভঙ্গিতে তুলে ধরে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তাওহীদের সত্যতা ও এর সুফল এবং শিরকের অসারতা ও এর মন্দ ফলাফল স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে।

সূরাটিতে মানুষকে ভুল পথ ত্যাগ করে আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঈমানদারদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যদি কোথাও ঈমানের হেফাযত করা অসম্ভব মনে হয় তাহলে নিজের দীনকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোনো এলাকায় চলে যেতে পার। আল্লাহর পৃথিবী বিশাল। যেখানে গেলে ঈমান বাঁচানো যায়, সেখানে চলে যাও।

রাসূল (স)-কে বলা হয়েছে, নিজের পথে এমন মযবুত থাকার প্রমাণ দিন, যেন কাফিররা বুঝতে পারে যে, যুলুম-অত্যাচার করে এ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা যাবে না। আপনি এ ধারণা দিন যে, তোমরা যা কিছু করতে চাও তা করে দেখতে পার। আমি আমার কাজ চালিয়েই যাব।

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

آيَاتُهَا ٧٥ رُكُوْعَاتُهَا ٨

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১. এ কিতাব মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী সত্তার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে।

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ②

২. (হে নবী!) আমি এ কিতাব হকসহ আপনার প্রতি নাযিল করেছি। কাজেই দীনকে আল্লাহরই জন্য খালিস করে শুধু তাঁরই দাসত্ব করতে থাকুন।

أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۗ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ③

৩. সাবধান! দীন তো খাস করে শুধু আল্লাহরই হক। আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে (তারা তাদের এ কাজের ব্যাখ্যা হিসেবে বলে যে,) আমরা তো শুধু এ উদ্দেশ্যে তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তারা যেসব বিষয়ে মতভেদ করছে সেসব বিষয়ের ফায়সালা আল্লাহ অবশ্যই করে দেবেন। আল্লাহ এমন লোককে হেদায়াত দান করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও সত্য অস্বীকারকারী।

لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④

৪. যদি আল্লাহ কাউকে ছেলে বানাতে চাইতেন, তাহলে তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিতেন। তিনি এ থেকে পবিত্র (যে, কেউ তার ছেলে হবে)। তিনি আল্লাহ, একক ও সবার উপর বিজয়ী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ

৫. তিনি আসমান ও জমিনকে সত্যসহকারে সৃষ্টি করেছেন। (বিনা উদ্দেশে খেলার ছলে সৃষ্টি করেননি)। তিনিই দিনের উপর রাতকে এবং রাতের উপর দিনকে জড়িয়ে দেন। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে

الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ⑤

এমনভাবে অনুগত করে রেখেছেন যে, প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। জেনে রাখ, তিনি মহাশক্তিমান ও ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ⑥

৬. তিনিই তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনিই তা থেকে তার জোড়া বানিয়েছেন। তিনিই তোমাদের জন্য গৃহপালিত পশুর মধ্যে আট জোড়া নর ও মাদি সৃষ্টি করেছেন।[১] তিনি তোমাদেরকে মায়ের পেটে তিন তিনটি অন্ধকার পর্দার ভেতরে একের পর এক আকৃতি দিতে থাকেন।[২] এ আল্লাহই (যিনি এসব কাজ করেন) তোমাদের রব। রাজত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাহলে তোমাদেরকে কোন্ দিক থেকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑦

৭. যদি তোমরা কুফরী কর তাহলে তোমাদের কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাহদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা শোকর কর তাহলে তোমাদের জন্য তিনি তা পছন্দ করেন। কোনো বোঝা বহনকারী অন্য কারো বোঝা বহন করবে না। অবশেষে তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে জানাবেন যে, তোমরা কেমন আমল করেছিলে। তিনি তো দিলের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ

৮. মানুষের উপর যখন কোনো বিপদ আসে তখন সে তার রবের দিকে রুজু হয়ে তাকে ডাকে। তারপর যখন তার রব তাকে

১. গৃহপালিত পশু বলতে উট, গরু, ভেড়া ও ছাগলকে বোঝানো হয়েছে। এগুলোর চারটি পুংশাবক ও চারটি স্ত্রীশাবক মিলে মোট সংখ্যায় আট।

২. তিনটি পর্দা অর্থ– পেট, গর্ভথলে ও সেই ঝিল্লি, যা শিশুকে ঢেকে রাখে।

قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

নিয়ামত দান করেন, তখন সে ঐ মুসীবতের কথা ভুলে যায়, যার কারণে সে আগে তাকে ডাকছিল। আর সে অন্যদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানায়, যাতে তারা তাকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করে দেয়। (হে নবী!) তাকে বলুন, তোমার কুফরী থেকে অল্প কিছুদিন মজা করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি দোযখবাসীদের মধ্যে একজন।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

৯. (এ লোকের চাল-চলনই ভালো, না ঐ ব্যক্তির যে) আদেশ পালন করে, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সিজদা করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের রহমতের আশা করে? তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যারা জানে, আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই নসীহত কবুল করে থাকে।

রুকূ' ২

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

১০. (হে নবী!) বলুন, হে আমার ঐ সব বান্দাহ! যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় নেকীর নীতি গ্রহণ করেছে তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহর পৃথিবী তো বিশাল।[৩] সবরকারীদেরকে তাদের পুরস্কার অবশ্যই বে-হিসাব দেওয়া হবে।

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿١١﴾

১১. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে যেন তাঁর দাসত্ব করি।

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾

১২. আমাকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি যেন সবার আগে নিজে মুসলমান হই।

৩. অর্থাৎ, যদি এই শহর বা এলাকা বা দেশে আল্লাহর হুকুম পালনে বাধা দেওয়ার কারণে ইসলামী জীবনযাপন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়, তাহলে অন্য কোথাও চলে যাও, যেখানে এমন বাধা ও বিপদ নেই।

قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑬

১৩. আপনি বলুন, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তাহলে আমার একটি বড় দিনের আযাবের ভয় আছে।

قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِى ⑭

১৪. বলে দিন, আমার দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে আমি শুধু তাঁরই দাসত্ব করব।

فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ⑮

১৫. তোমরা তাঁকে ছাড়া আর যার যার দাসত্ব করতে চাও করতে থাক। বলুন, আসল দেউলিয়া তো তারাই, যারা নিজেদেরকে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে কিয়ামতের দিন ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ভালো করে শুনে রাখ, এটাই হলো স্পষ্ট দেউলিয়াপনা।

لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۚ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِۦ عِبَادَهُۥ ۚ يَٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ⑯

১৬. তাদের উপর থেকে ও নিচ থেকে আগুনের আবরণ তাদেরকে ছেয়ে থাকবে। এটাই ঐ পরিণাম, যা থেকে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে ভয় দেখিয়ে বলেন, হে আমার বান্দাহরা! আমার গযব থেকে বেঁচে থাক।

وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ⑰ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ⑱

১৭-১৮. আর যারা তাগূতের দাসত্ব বর্জন করেছে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছে, তাদের জন্য সুখবর। (হে নবী!) আমার ঐসব বান্দাহদেরকে সু-খবর দিয়ে দিন, যারা মন দিয়ে কথা শোনে এবং এর ভালো দিকটি মেনে চলে। এরাই ঐসব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং এরাই ঐ সব লোক, যারা বুদ্ধিমান।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ ⑲

১৯. (হে নবী!) যার উপর আযাব হওয়ার ফায়সালা হয়ে গেছে তাকে কে রক্ষা করতে পারে? যে আগুনে পড়ে গেছে তাকে কি আপনি রক্ষা করতে পারেন?

لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ⑳

২০. অবশ্য যে তার রবকে ভয় করে চলছে তার জন্য বহুতলবিশিষ্ট উঁচু দালান রয়েছে, যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারা বহমান থাকবে। এটা আল্লাহরই ওয়াদা। আল্লাহ কখনো নিজের ওয়াদার খেলাফ করেন না।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

২১. তুমি কি দেখ না যে আল্লাহ আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন। তারপর তাকে স্রোত, ঝরনাধারা ও নদীর আকারে[৪] পৃথিবীতে জারি করেছেন। এরপর ঐ পানির মাধ্যমে নানা রকম শস্য উৎপন্ন করেন, যা বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। পরে ঐ শস্য পেকে শুকিয়ে যায়। তখন তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলদে হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ভুসি বানিয়ে দেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নসীহত রয়েছে।

রুকূ' ৩

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾

২২. আল্লাহ যার দিল ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন এবং সে তার রবের পক্ষ থেকে পাওয়া এক আলোতে চলছে, সে কি (ঐ ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে এসব কথা থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি?) ধ্বংস ঐ লোকদের জন্য, যাদের দিল আল্লাহর নসীহত থেকে আরো বেশি শক্ত হয়ে গেছে। এরাই ঐ সব লোক, যারা স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে আছে।

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম বাণী নাযিল করেছেন। তা এমন এক কিতাব, যার সব অংশ একই রঙের, যার মধ্যে বার বার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। (এ কিতাব) শুনে ঐ সব লোকের লোম খাড়া হয়ে যায়, যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর তাদের দেহ ও মন নরম হয়ে আল্লাহর যিকরের দিকে উৎসাহী হয়ে উঠে। এটা আল্লাহর হেদায়াত। এর দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি সঠিক পথে নিয়ে আসেন। আর যাকে আল্লাহই হেদায়াত দান করেন না তার জন্য আর কোনো হেদায়াতকারী নেই।

৪. মূলে 'ইয়ানাবী'আ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা দ্বারা এই তিনটি জিনিস বোঝায়।

أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّٰلِمِينَ ذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝٢٤

২৪. এখন ঐ ব্যক্তির দুরবস্থার কী অনুমান তুমি করতে পার, যে কিয়ামতের দিন আযাবের কঠিন আঘাত তার চেহারার উপর নিয়ে নেবে? এসব যালিমদেরকে বলে দেওয়া হবে, তোমরা যা কামাই করেছিলে এর পরিণাম এখন ভোগ কর।

كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝٢٥

২৫. তাদের আগে বহু লোক এভাবেই মিথ্যা মনে করে আমান্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত এমন এক দিক থেকে তাদের উপর আযাব এল, যেদিক সম্পর্কে তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ۝٢٦

২৬. তারপর দুনিয়ার জীবনেই আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন। আর আখিরাতের আযাব তো অবশ্যই এর চেয়ে বেশি কঠোর। হায়! তারা যদি তা জানত।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝٢٧

২৭. আমি এই কুরআনে মানুষকে নানা রকম উপমা দিয়েছি, যাতে তারা সাবধান হয়ে যায়।

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝٢٨

২৮. এমন কুরআন, যা আরবী ভাষায় আছে, যার মধ্যে কোনো বাঁক নেই, যাতে তারা মন্দ পরিণাম থেকে বেঁচে যায়।

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٢٩

২৯. আল্লাহ একটা উপমা দিচ্ছেন। এক লোক এমন, যার মালিক হিসেবে অনেক বাঁকা স্বভাবের লোক শরীক রয়েছে, যারা সবাই তাকে নিজের নিজের দিকে টানছে; আর এক লোক এমন, যে পুরোপুরি একই মনিবের গোলাম। তাদের দুজনের অবস্থা কি একই রকম হতে পারে? সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।[৫]

৫. অর্থাৎ, এক মনিবের গোলামি ও বহু মনিবের গোলামির মধ্যে যে তফাত, তা তোমরা ভালো করেই বুঝতে পার; কিন্তু এক আল্লাহর দাসত্ব ও বহু খোদার দাসত্বের মধ্যে যে তফাত রয়েছে তা যখন বোঝাতে চেষ্টা করা হয় তখন তোমরা আর বুঝতে চাও না।

৩০. (হে নবী!) আপনাকেও মরতে হবে এবং এসব লোকদেরকেও মরতে হবে।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝

৩১. শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের রবের সামনে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবে।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝

পারা ২৪

রুকূ' ৪

৩২. ঐ লোকের চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তার সামনে যখন সত্য এসেছে তখন সে তা মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করেছে? এসব কাফিরদের জন্য কি দোযখে কোনো ঠিকানা নেই?

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِينَ ۝

৩৩. যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই ঐ সব লোক, যারা (আযাব থেকে) বেঁচে যাবে।

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

৩৪. তারা তাদের রবের কাছে ঐ সব কিছুই পাবে, যা তারা পেতে ইচ্ছা করবে। এটাই তাদের পুরস্কার, যারা নেক বান্দাহ।

لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِينَ ۝

৩৫. যাতে সবচেয়ে মন্দ কাজ, যা তারা করেছে তা আল্লাহ তাদের হিসাব থেকে বাদ দিয়ে দেন এবং সবচেয়ে ভালো কাজ, যা তারা করেছে তার মান অনুযায়ী তাদেরকে (সব নেক আমলের) পুরস্কার দেন।

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৩৬. আল্লাহ কি তার বান্দাহর জন্য যথেষ্ট নয়? তারা আপনাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই।

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهٖ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

৩৭. আর আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে গোমরাহ করারও কেউ নেই। আল্লাহ কি মহাশক্তিশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۝

৩৮. (হে নবী!) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যখন বাস্তব সত্য এটাই (তখন তোমরা কি চিন্তা করো না যে) আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা কি তাঁর ক্ষতি থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি মেহেরবানী করেন তাহলে তারা কি তাঁর রহমতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? আপনি বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীরা শুধু তাঁরই উপর ভরসা করে থাকে।

لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

৩৯-৪০. আপনি সাফ সাফ বলে দিন, হে আমার কাওম! তোমাদের জায়গায় তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করতে থাকব। শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে যে, কার উপর অপমানকর আযাব আসবে এবং কার উপর ঐ আযাব আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৪১. (হে নবী!) আমি সব মানুষের জন্য সত্যবাহক এই কিতাব আপনার উপর নাযিল করেছি। সুতরাং যে সোজা পথে চলবে সে তা নিজের জন্যই করবে। আর যে গোমরাহ হবে, তার গোমরাহীর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। আপনি তাদের জন্য দায়ী হবেন না।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝

রুকূ' ৫

৪২. আল্লাহ তিনিই, যিনি মউতের সময় প্রাণ কবজ করেন। আর যে ঘুমের মধ্যে মরে না তার প্রাণও কবজ করেন। যার মউতের ফায়সালা হয়ে গেছে তার প্রাণ (ঘুমের মধ্যেই) আটক করে ফেলেন এবং অন্যদের প্রাণ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠান। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে?[৬] (হে নবী!) তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, (তাদের বানানো সুপারিশকারীদের) ইখতিয়ারে যদি কিছুই না থাকে এবং তারা যদি কিছু বুঝতেও না পারে (তবুও কি তারা) সুপারিশ করবে?

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. (তাদেরকে জানিয়ে দিন) শাফাআত সবটুকুই আল্লাহর ইখতিয়ারে আছে।[৭] আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিকও তিনিই। তারপর তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. যখন শুধু এককভাবে আল্লাহর কথা বলা হয় তখন ঐ সব লোক, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মন দুঃখ বোধ করে। আর যখন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের কথা বলা হয় তখন সাথে সাথেই তারা খুশিতে মেতে উঠে।[৮]

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

৪৬. (হে নবী!) আপনি বলুন, হে আল্লাহ! আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে ইলমের অধিকারী!

৬. অর্থাৎ, প্রথমত এসব লোক নিজেরাই নিজেদের মনগড়া খেয়ালে এ ধারণা করে নিয়েছে যে, কিছু সত্তা এমন আছে, যারা আল্লাহ তাআলার দরবারে এমন ক্ষমতা ও দাপট রাখে যে, তাদের সুপারিশ কোনোক্রমেই রদ হতে পারে না। কিন্তু আসল কথা হলো, তাদের সুপারিশকারী হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই এবং আল্লাহ তাআলা কখনো বলেননি যে, 'আমার কাছে তাদের এরূপ মর্যাদা আছে'। ঐ সত্তারাও কখনো এ দাবি করেনি যে, 'আমরা নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতায় তোমাদের সকল কাজ সমাধা করে দেব।' এ ছাড়া এসব লোকের আরো বড় মূর্খতা হচ্ছে, তারা আসল মালিককে ত্যাগ করে তাদের মনগড়া সুপারিশকারীদেরকে সব ক্ষমতার মালিক মনে করে নিয়েছে এবং তাদের সকল আবেদন-নিবেদন ও হাদিয়া-তোহফা তাদের কাছেই পেশ করে থাকে।

৭. অর্থাৎ, সুপারিশ মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কারো থাকা তো দূরের কথা, আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশকারী হয়ে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতাই কারো নেই। সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইখতিয়ারে আছে। তিনি যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা দেবেন না; যার পক্ষে চান কাউকে সুপারিশ করতে অনুমতি দেবেন।

৮. সারা দুনিয়ায়ই মুশরিকদের রুচি ও মন-মানসিকতা প্রায় একই। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও যে হতভাগ্যদের এই রোগ আছে, তারাও এ দোষে দোষী। মুখে তারা বলে, 'আল্লাহকে মানি'; কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তাদের কাছে এক আল্লাহর কথা উল্লেখ করুন, তাদের চেহারা বিকৃত হতে শুরু করবে। তারা বলবে, 'এ লোকটি নিশ্চয়ই বুযুর্গ ও ওলীদেরকে মানে না। আর এ জন্যই তো সে শুধু আল্লাহরই কথা বলে।' যখন অন্যদের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের অন্তরের কলি যেন ফুটতে থাকে। তখন খুশিতে তাদের চেহারা চমকাতে শুরু করে।

আপনার বান্দাহদের মধ্যে ঐসব বিষয়ে আপনিই ফায়সালা করবেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে।

عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭. এসব যালিমদের কাছে যদি পৃথিবীর সব সম্পদ এবং আরো এ পরিমাণ সম্পদও থাকে, তাহলে কিয়ামতের দিন মন্দ আযাব থেকে বাঁচার জন্য তারা সব কিছু ফিদইয়া (মুক্তিপণ) হিসেবে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাবে। সেখানে তাদের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু আসবে, যা তারা কখনো অনুমানও করেনি।

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮. তারা যা কিছু কামাই করেছিল এর সব মন্দ ফলই সেখানে প্রকাশ পাবে। আর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে তা-ই তাদের উপর চেপে বসবে।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٨﴾

৪৯. এ মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে, তখন সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দিই তখন সে বলে, এসব তো আমাকে ইলম-এর ভিত্তিতেই দেওয়া হয়েছে (আমার জ্ঞান-বুদ্ধির জোরেই পেয়েছি)। না, বরং এটা পরীক্ষা। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

৫০. এসব কথা তাদের আগে গত হওয়া লোকেরাও বলেছিল। কিন্তু তারা যা কিছু সঞ্চয় করেছিল তা তাদের কোনো কাজে আসেনি।

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

৫১. অতঃপর তারা যা কামাই করেছিল এর মন্দ ফল তারা ভোগ করেছে। এদের মধ্যে যারা যালিম তারাও শিগ্‌গিরই তাদের সঞ্চয়ের মন্দ ফল ভোগ করবে। এরা আমাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾

৫২. এরা কি জানে না যে, যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তার রিযক বেশি করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা কমিয়ে দেন? যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

রুকূ' ৬

৫৩. (হে নবী!) বলে দিন, হে আমার ঐ সব বান্দাহরা![৯] তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾

৫৪. তোমাদের উপর আযাব আসার আগে তোমাদের রবের দিকে ফিরে এস এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। (আযাব এসে গেলে) তোমাদেরকে কোথাও থেকে সাহায্য করা হবে না।

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫. তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে এর সবচেয়ে ভালো দিকগুলো[১০] মেনে চল, তোমাদের উপর হঠাৎ আযাব আসার আগে, যার কোনো খবরও তোমাদের থাকবে না।

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬-৫৭. এমন যেন হয় না যে, পরে কাউকে বলতে হয়, আল্লাহর সাথে আমি যে অপরাধ করেছি এর জন্য আফসোস; বরং আমি তো বিদ্রূপকারীদের মধ্যে শামিল ছিলাম। অথবা বলতে হয়, হায়! আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত দান করতেন তাহলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের মধ্যে গণ্য হতাম।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾

৯. কোনো কোনো লোক এ শব্দগুলোর আজব ব্যাখ্যা দান করে যে, 'হে আমার বান্দাহগণ' বলে জনগণকে সম্বোধন করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী করীম (স)-কে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আসলে এ ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা বলা চলে না; এটা হচ্ছে কুরআনের নিকৃষ্টতম অপব্যাখ্যা। এটাকে আল্লাহর বাণী নিয়ে খেলা করা বলতে হয়। এ ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়, তবে সমগ্র কুরআনই ভুল হয়ে যায়। কেননা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন তো মানুষকে শুধু আল্লাহ তাআলারই দাস হিসেবে অভিহিত করে। আর কুরআনের পুরো দাওয়াত তো এই যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করো না।'

১০. আল্লাহর কিতাবের ভালো দিকের অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যেসব কাজের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো পালন করা, যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং উদাহরণ ও কাহিনীর মাধ্যমে তিনি যা কিছু ইরশাদ করেছেন তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা। যে তাঁর আদেশ অমান্য করে, তাঁর নিষিদ্ধ কাজ করে এবং তাঁর ভাষণ ও উপদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, সে আল্লাহর কিতাবের নিকৃষ্টতম দিককে মেনে চলে। অর্থাৎ সে তা-ই করে, যা আল্লাহর কিতাব নিকৃষ্টতম বলে অভিহিত করেছে।

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً
فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

৫৮. অথবা আযাব দেখতে পেয়ে বলবে হায়! আমার যদি আর একবার সুযোগ হতো তাহলে নেক আমলকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

৫৯. (সে সময় তাকে এ জবাব দেওয়া হবে) কেন নয়? আমার আয়াতসমূহ তোমার কাছে এসেছিল। কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি অহংকার করেছিলে। আর তুমি কাফিরদের মধ্যে শামিল ছিলে।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ
وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۝

৬০. আল্লাহর প্রতি যারা মিথ্যা আরোপ করেছে, তুমি কিয়ামতের দিন দেখবে যে, তাদের চেহারা কালো। অহংকারীদের জন্য কি দোযখে যথেষ্ট জায়গা নেই?

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ
لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

৬১. (এর বিপরীতে) যারা তাদের সফলতার জন্য তাকওয়ার জীবন যাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ নাজাত দিবেন। তাদেরকে কোনো মন্দ স্পর্শই করবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكِيلٌ ۝

৬২. আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা এবং তিনিই প্রতিটি জিনিসের হেফাযতকারী।

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

৬৩. আসমান ও জমিনের সকল ভাণ্ডারের চাবিগুলো তাঁরই কাছে আছে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করবে তারাই ঐ সব লোক, যারা ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকূ' ৭

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا
الْجَاهِلُونَ ۝

৬৪. (হে নবী!) বলে দিন, হে জাহিলের দল! তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো দাসত্ব করার জন্য আমাকে আদেশ করছ?

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ۝

৬৫. (এ কথা তাদেরকে আপনার সাফ সাফ বলে দেওয়াই দরকার। কারণ) আপনার কাছে ও আপনার আগে যারা গত হয়ে গেছেন তাদের কাছে এ ওহী পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর তাহলে তোমার সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হবে।

৬৬. সুতরাং (হে নবী!) আপনি শুধু আল্লাহরই দাসত্ব করুন এবং শোকরকারী বান্দাহদের মধ্যে শামিল হয়ে যান।

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

৬৭. আল্লাহকে যতটুকুই সম্মান করার হক রয়েছে, এ লোকেরা তাঁর কোনো সম্মানই করেনি। (তাঁর কুদরতের অবস্থা তো এই যে) কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠির মধ্যে থাকবে এবং আসমান তার ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে।[১১] এরা যে শিরক করছে তিনি তা থেকে পবিত্র ও এর অনেক উপরে আছেন।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৮. ঐ দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে এবং আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা সব মরে পড়ে থাকবে, তারা ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ জীবিত রাখতে চাইবেন। এরপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। তখন হঠাৎ সবাই (জীবিত হয়ে) দাঁড়িয়ে দেখতে থাকবে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۝

৬৯. পৃথিবী তার রবের নূরে চক চক করে উঠবে, আমলনামা এনে রাখা হবে, নবীগণ ও সকল সাক্ষীকে হাজির করে দেওয়া হবে এবং মানুষের মধ্যে সঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করে দেওয়া হবে। তাদের উপর কোনো যুলুম করা হবে না।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِایْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

৭০. প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা কিছু আমল সে করেছে এর পুরাপুরি বদলা তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। মানুষ যা কিছুই করে আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

রুকূ' ৮

৭১. (এ ফায়সালার পর) যারা কুফরী করেছিল তাদেরকে দলে দলে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى

১১. জমিন ও আসমানের উপর আল্লাহ তাআলার পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ধারণা দেওয়ার জন্য 'মুঠোর মধ্যে' ও 'হাতের মধ্যে পেঁচানো থাকার' রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো লোকের জন্য একটা ছোট বল হাতের মুঠোতে দাবিয়ে রাখা একটি অতি তুচ্ছ কাজ। তেমনি একটা রুমাল গুটিয়ে হাতের মধ্যে রাখা মোটেই কঠিন কাজ নয়। কিয়ামতের দিন সব মানুষ (যারা আজ আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের ধারণা করতে পারে না) তাদের নিজেদের চোখে দেখে নেবে যে, গোটা জমিন ও আসমান আল্লাহ তাআলার নিকট একটি তুচ্ছ বল বা একটি সামান্য রুমালের চেয়ে বড় কিছু নয়।

إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

নেওয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে তখন দোযখের দরজাগুলো খোলা হবে। দোযখের পাহাদার তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটি দেখতে হবে? তারা জবাবে বলবে, 'হ্যাঁ, তারা এসেছিল। কিন্তু আযাবের ফায়সালা কাফিরদের উপর জারি হয়ে গেছে।'

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

৭২. (তাদেরকে তখন বলা হবে) দোযখের দরজার ভেতর ঢুকে পড়। তোমাদের চিরকাল এখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য এটা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকেও দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন (দেখা যাবে যে) বেহেশতের দরজাগুলো আগে থেকেই খুলে রাখা হয়েছে। বেহেশতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা খুব ভালো অবস্থায় ছিলে। বেহেশতে চিরদিনের জন্য এসে যাও।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. (বেহেশতবাসীরা তখন বলবে) সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের সাথে তার ওয়াদা সত্য করে দেখালেন এবং আমাদেরকে জমিনের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলেন। এখন আমরা বেহেশতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা নিজেদের জায়গা বানিয়ে নিতে পারি। আমলকারীদের জন্য এটা সবচেয়ে ভালো পুরস্কার।

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

৭৫. তখন তোমরা দেখতে পাবে যে, ফেরেশতারা বেহেশতের চারপাশে ঘিরে আছে এবং তাদের রবের প্রশংসাসহ তাঁর তাসবীহ করছে। আর মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে বিচার-ফায়সালা করে দেওয়া হয়েছে। তখন ঘোষণা দেওয়া হবে যে, 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।'

৪০. সূরা মু'মিন

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ২৮ নং আয়াতে ফিরাউনের বংশের এক মুমিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ 'মুমিন' শব্দটিকেই এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেন, এ সূরা সূরা যুমার নাযিলের পরপরই নাযিল হয়। সে হিসেবে নাযিলের সময় নবুওয়াতের পঞ্চম বছর।

নাযিলের পটভূমি

ঐ সময় মক্কার কাফিররা রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে দুই ধরনের তৎপরতা চালাচ্ছিল।

১. তর্ক-বিতর্কের গোল বাধিয়ে, নানা রকম উল্টা-পাল্টা প্রশ্ন তুলে এবং নতুন নতুন অপবাদ দিয়ে কুরআনের শিক্ষা, ইসলামী আন্দোলন ও খোদ রাসূল (স) সম্পর্কে জনগণের মনে সন্দেহ ও খটকা সৃষ্টি করে মানুষকে ঈমান আনা থেকে ফিরিয়ে রাখা। তা ছাড়া রাসূল (স) ও সাহাবাগণকে ঐসব বেহুদা প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যস্ত রাখা, যাতে আসল দাওয়াত দেওয়ার সুযোগই না হয়।

২. রাসূল (স)-কে হত্যা করার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে একের পর এক ষড়যন্ত্র চালানো হাচ্ছিল। একদিন রাসূল (স) কাবা শরীফে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ উকবা ইবনে আবূ মু'আইত তাঁর গলায় কাপড় পেঁচিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে মারার অপচেষ্টা করছিল। হযরত আবূ বকর (রা) ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উকবাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমরা কি এ অপরাধের জন্য লোকটিকে হত্যা করতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার রব আল্লাহ?'

আলোচ্য বিষয়

পটভূমিতে কাফিরদের যে দুই ধরনের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, গোটা সূরায় ঐ দুই প্রসঙ্গই অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল (স)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে বলে ইঙ্গিত দিয়ে এ সূরায় হযরত মূসা (আ)-কে ফিরাউন যে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে সে কাহিনী শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। (২৩ থেকে ৫৫ নং আয়াত)

এ কাহিনীর মাধ্যমে তিন ধরনের লোককে তিন ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে–

১. কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, ফিরাউন মূসা (আ)-কে শক্তির দাপট দেখিয়ে হত্যা করার যে ইচ্ছা করেছিল তা কি পূরণ করতে পেরেছে? মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার জন্য তোমাদের ইচ্ছাও পূরণ হবে না। তোমরা কি ঐ পরিণামই ভোগ করতে চাও, যা ফিরাউনকে ভোগ করতে হয়েছে?

২. মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাহাবীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যালিমরা যত বড় শক্তিশালীই হোক, আর আপনাকে ও আপনার সাহাবীদেরকে তারা যত দুর্বল ও অসহায়ই মনে করুক, আপনি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দীনের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি তো দুর্বল নন। তাঁর প্রচণ্ড শক্তির মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই।

সুতরাং তাদের হুমকি-ধমকির পরওয়া করবেন না। আল্লাহর আশ্রয় চান, যেমন ফিরাউনের হুমকির জবাবে মূসা (আ) বলেছেন, 'যেসব অহংকারী হিসাবের দিনে বিশ্বাস করে না, এমন প্রতিটি শক্তির মোকাবিলায় আমি এমন এক সত্তার আশ্রয় নিয়েছি, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব (২৭ নং আয়াত)।' অর্থাৎ, 'তিনি আমাকে রক্ষা করার যেমন যোগ্যতা রাখেন, তেমনি তোমাদেরকে দমন করারও ক্ষমতা রাখেন।' আপনি ও আপনার সাথীরা যদি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রেখে আর কারো পরওয়া না করে দীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন, তাহলে অতীতের ফিরাউনের মতো বর্তমানের ফিরাউনরাও একই পরিণাম ভোগ করবে।

৩. উপরে যে দুই ধরনের লোকের কথা বলা হয়েছে তারা ছাড়া সমাজে আরো এক ধরনের মানুষ রয়েছে। তারা ঐ দুই পক্ষের কোনো পক্ষেই সক্রিয় নয়। তারা বিরোধিতাও করছে না, পক্ষেও শামিল হচ্ছে না। হক ও বাতিলের লড়াই তারা নীরবে দেখছে। কুরাইশ গোত্রের কাফিররা যে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করছে, তা তারা বুঝতে পেরেও চুপ মেরে আছে।

ঐ কাহিনী শুনিয়ে আল্লাহ তাআলা এ লোকদের বিবেককে নাড়া দিয়েছেন। তাদেরকে এ কাহিনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে, সত্যের দুশমনরা তোমাদের চোখের সামনে এত বড় যুলুম করছে, তোমরা কি তামাশাই দেখতে থাকবে? তোমাদের বিবেক কি মরে গেছে? ঐ দেখ, এক বিবেকবান মানুষ। ফিরাউন ভরা দরবারে মূসাকে হত্যা করবে বলে ঘোষণা দিচ্ছে। ফিরাউনের বংশেরই এক সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বিবেকের তাড়নায় প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ফিরাউনের যুলুমের পরওয়া না করে ঐ ব্যক্তি তার কাওমকে দীনের পথে আসার দাওয়াত দেন। ফিরাউনও কাওমকে তার আনুগত্য করার আহ্বান জানাতে থাকে। লোকটিও কাওমকে সত্য পথে না আসার কঠোর পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে হেদায়াত কবুলের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি দিতে থাকে। একদিকে পাশব-শক্তির দাপট, অপরদিকে সত্যের প্রতি বিবেকের টান। একদিকে হুমকি, অপরদিকে যুক্তি। ঐ ব্যক্তি এতদিন তার ঈমান গোপন করে রেখেছিল। মূসা (আ)-কে হত্যার হুমকির পর সে নিজেকে প্রকাশ না করে থাকতে পারল না। তার যুক্তিকে খণ্ডন করার সাধ্য ফিরাউনের ছিল না। 'আমার সকল বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলাম' (৪৪ নং আয়াত) বলে সে ফিরাউনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল।

ঐ কাহিনী শুনিয়ে মক্কার বিবেকবানদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হলো।

এভাবে ঐ কাহিনীর মাধ্যমে তিন ধরনের মানুষকে তিন ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

রাসূল (স)-এর দাওয়াতকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কার কাফিররা তাওহীদ ও আখিরাতের আকীদার বিরুদ্ধে যত সন্দেহ ও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিল, গোটা সূরায় অত্যন্ত সহজ যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তা খণ্ডন করা হয়েছে, যাতে সত্য সবার সামনে স্পষ্ট হয়। ৫৬ নং আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে রাসূল (স)-এর বিরোধিতার আসল কারণ ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, কুরাইশনেতারা ভাব দেখাচ্ছে, যেন সত্যিই তারা তাওহীদ ও আখিরাতের আকীদার যুক্তি বুঝতে পারছে না বলেই আপত্তি তুলেছে। কিন্তু আসলে তারা তাদের নেতৃত্ব ও কায়েমী স্বার্থ বহাল রাখান হীন উদ্দেশ্যে এবং জনগণকে রাসূলের নেতৃত্ব কবুল করা থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যই সবকিছু করছে। কারণ, তারা এ কথা ভালো করেই বুঝে যে, জনগণ যদি মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসেবে মেনে নেয়, তাহলে তাদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে কাফিরদেরকে বারবার সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরোধিতা বন্ধ না কর তাহলে একই অপরাধের কারণে অতীতে যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, তোমাদেরও ঐ দশাই হবে। দুনিয়ায় ঐ পরিণামের পর আখিরাতেও তোমাদের জন্য আরো কঠোর পরিণাম ভোগ করতে হবে। তখন তোমরা আফসোস করবে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। তাই সময় থাকতে নবীকে মেনে নাও।

সূরা মু'মিন

৮৫ আয়াত, ৯ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨٥ رُكُوْعَاتُهَا ٩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ﴿١﴾

২. এই কিতাব ঐ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, যিনি মহাশক্তিশালী ও সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾

৩. যিনি গুনাহ মাফকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড়ই মেহেরবান। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾

৪. আল্লাহর আয়াত নিয়ে শুধু তারাই ঝগড়া করে, যারা কুফরী করেছে। সুতরাং দেশে দেশে তাদের (জাঁকজমকপূর্ণ) গতিবিধি যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে।

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٤﴾

৫. এদের আগে নূহের কাওমও মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তাদের পর অন্যান্য বহু দলও এ কর্ম করেছে। প্রত্যেক উম্মত তাদের রাসূলকে গ্রেফতার করার জন্য হামলা করেছে। তারা সবাই বাতিলের হাতিয়ার দিয়ে হককে দমন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। দেখে নাও, আমার শাস্তি কত কঠোর ছিল।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾

৬. (হে নবী!) এভাবেই যারা কুফরী করেছে তাদের উপর আপনার রবের এ ফায়সালাও জারি হয়ে গেছে যে, তারা দোযখের বাসিন্দা হয়ে থাকবে।

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٦﴾

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝٧ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٨ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝٩

৭-৮-৯. আল্লাহর আরশের বাহক ফেরেশতারা এবং যারা আরশের চারপাশে আছে তারা সবাই প্রশংসাসহ তাদের রবের তাসবীহ করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের গুনাহ মাফ চেয়ে দোয়া করে, হে আমাদের রব! তোমার রহমত ও ইলম নিয়ে প্রতিটি জিনিসের উপর তুমি ছেয়ে আছ। কাজেই যারা তাওবা করেছে ও তোমার পথে চলছে তাদেরকে মাফ করো ও দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। হে আমাদের রব! তাদেরকে ঐ চিরস্থায়ী বেহেশতে প্রবেশ করাও, যার ওয়াদা তুমি তাদের সাথে করেছিলে। আর তাদের বাপ-মা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক আমল করেছে (তাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে পৌঁছিয়ে দাও)। নিশ্চয়ই তুমি মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী। আর সকল মন্দ কাজ থেকে তুমি তাদেরকে বাঁচাও। কিয়ামতের দিন তুমি যাকে মন্দ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছ, তার উপর তুমি বড়ই রহম করেছ। আর এটা বিরাট সাফল্য।

রুকূ' ২

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝١٠

১০. যারা কুফরী করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে ডেকে বলা হবে, আজ তোমরা নিজেদের উপর যতটা রাগান্বিত হচ্ছ, আল্লাহ তোমাদের উপর এর চেয়েও বেশি রাগ তখন করতেন, যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাকা হতো, আর তোমরা কুফরী করতে।

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى

১১. তখন তারা বলবে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের দুবার মউত দিয়েছ এবং দুবার জীবন দান করেছ।[১] এখন আমরা

১. দুবার মৃত্যু ও দুবার জীবন বলতে ঐ কথাই বোঝানো হয়েছে, যার উল্লেখ সূরা বাকারার ২৮ নং আয়াতে করা হয়েছে।

خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾

আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। এখন এখান থেকে বের হবারও কি কোনো উপায় আছে?

ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

১২. (এর জবাবে বলা হবে) যে অবস্থায় তোমরা আছ তা এ কারণে যে, যখন একমাত্র আল্লাহর দিকে তোমাদেরকে ডাকা হতো তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে। কিন্তু যখন তার সাথে অন্যদেরকে শরীক করা হতো তখন তোমরা তা মেনে নিতে। এখন তো মহান ও সবার বড় সত্তা আল্লাহরই হাতে ফায়সালার ইখতিয়ার।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তোমাদেরকে নিদর্শনসমূহ দেখান এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযক নাযিল করেন।[২] কিন্তু (এসব নিদর্শন দেখে) শুধু তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে, যারা আল্লাহর দিকে রুজু হয়।

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

১৪. কাজেই (হে রুজুকারীরা!) দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে তাকেই ডাক, এতে কাফিররা যতই মন্দ মনে করুক।

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

১৫. তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক। তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে 'রূহ' নাযিল করেন, যাতে তিনি (আল্লাহর সাথে) দেখা হওয়ার দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. সে দিনটি এমন, যখন সব মানুষের সব কিছু প্রকাশ হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে তাদের কোনো কথাই গোপন থাকবে না। (ঐ দিন ঘোষণা করা হবে) আজ বাদশাহী কার? (গোটা সৃষ্টিজগৎ বলে উঠবে) একমাত্র ঐ আল্লাহর, যিনি একক ও সবার উপর জয়ী।

২. অর্থাৎ, বৃষ্টিবর্ষণ করেন, যা জীবিকার উপায়। আর গরম ও ঠাণ্ডা নাযিল করেন, যা জীবিকার উৎপাদনে খুবই জরুরি।

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٧﴾

১৭. (তখন বলা হবে) প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা সে কামাই করেছে এর বদলা দেওয়া হবে। আজ কারো উপর যুলুম করা হবে না। আল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি হিসাব নিতে পারেন।

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْـَٔازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَـٰظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

১৮. (হে নবী!) লোকদেরকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দিন, যা কাছেই এসে গেছে। যেদিন কলিজা গলায় এসে যাবে এবং মানুষ মনের দুঃখ চেপে রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। (সেদিন) যালিমদের জন্য কোনো দরদি বন্ধু থাকবে না এবং এমন শাফাআতকারীও হবে না, যাদের সুপারিশ কবুল করতেই হয়।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾

১৯. তিনি চোখের চুরি পর্যন্ত জানেন এবং মন যা গোপন করে রাখে তাও জানেন।

وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

২০. আল্লাহ যে ফায়সালা করবেন তা ঠিক ঠিক সত্যের ভিত্তিতে হবে। আর (মুশরিকরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তারা কোনো কিছুরই ফায়সালাকারী নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

রুকূ' ৩

أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا۟ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِى ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾

২১. এরা কি পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করেনি? তাহলে এরা দেখতে পেত, যারা এদের আগে গত হয়ে গেছে তাদের কেমন পরিণাম হয়েছে। তারা এদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ছিল এবং এদের চেয়ে বিশাল প্রভাবের পরিচয় পৃথিবীর বুকে রেখে গেছে। কিন্তু তাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না।

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

২২. তাদের এ পরিণাম এ কারণে হয়েছে যে, তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ[৩] নিয়ে রাসূলগণ এসেছিলেন এবং তারা মানতে অস্বীকার করল। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয়ই তিনি খুবই শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَهٰمٰنَ وَقٰرُونَ فَقَالُوا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

২৩-২৪. আমি মূসাকে ফিরাউন, হামান ও কারূনের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ ও এমন সুস্পষ্ট সনদসহ পাঠিয়েছিলাম (যা আমার নবী হওয়ার দলীল ছিল)। কিন্তু তারা তাকে জাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলল।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ الَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

২৫. তারপর যখন তিনি আমার পক্ষ থেকে তাদের সামনে সত্য নিয়ে হাজির হলেন, তখন তারা বলল, যারা ঈমান এনে তার সাথে শামিল হয়েছে তাদের ছেলেদেরকে হত্যা কর এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখ। কিন্তু কাফিরদের চাল ভণ্ডুলই হয়ে গেল।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقْتُلْ مُوسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

২৬. ফিরাউন একদিন (তার দরবারের লোকদেরকে) বলল, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করে দিচ্ছি। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দীনকে বদলে দেবে অথবা দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করবে।

وَقَالَ مُوسٰىٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

২৭. মূসা বললেন, হিসাবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, এমন প্রত্যেক অহংকারীর বিরুদ্ধে আমি আমার রব ও তোমাদের রবের নিকট আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি।

৩. 'বাইয়্যিনাত' বলতে তিনটি বিষয় বোঝানো হয়েছে- (১) এমন স্পষ্ট নিদর্শন ও চিহ্নসমূহ, যা প্রমাণ করে যে, রাসূল (স)-কে আল্লাহই নিয়োগ করেছেন। (২) এরূপ উজ্জ্বল দলিলসমূহ, যা প্রমাণ দেয় যে, রাসূল (স) যে শিক্ষা দেন তা সত্য। (৩) জীবনের সমস্যা ও ব্যাপারগুলো সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট হেদায়াত দেখে প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধিওয়ালা মানুষ বলতে বাধ্য যে, কোনো মিথ্যাবাদী ও স্বার্থপর মানুষের পক্ষে এমন সুন্দর ও বিশুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতে পারে না।

রুকূ' ৪

২৮. এ সময় ফিরাউনের বংশের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন করে রেখেছিল, বলে উঠল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে 'আল্লাহ আমার রব' বলে? অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছে। সে যদি মিথ্যুক হয়ে থাকে তাহলে তার মিথ্যা তার বিরুদ্ধেই যাবে। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে সে যেসব ভয়ানক পরিণামের ভয় তোমাদেরকে দেখাচ্ছে এর কিছুটা হলেও অবশ্যই তোমাদের উপর আসবে। আল্লাহ এমন কোনো ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন না, যে সীমা লঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদী।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ۝

২৯. হে আমার কাওম! আজ তোমাদের হাতে বাদশাহী রয়েছে। তোমরাই এ দেশে বিজয়ী শক্তি। কিন্তু যদি আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, তখন কে আছে যে, আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে? তখন ফিরাউন বলল, আমি তোমাদেরকে ঐ মতামতই দিচ্ছি, যা আমি সঠিক মনে করছি। আর আমি ঐ পথেই তোমাদেরকে পরিচালনা করছি, যা সঠিক।

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝

৩০-৩১. তখন ঐ ব্যক্তি, যে ঈমান এনেছিল সে বলল, হে আমার কাওম! আমার ভয় হচ্ছে যে, না জানি তোমাদের উপর ঐ দিন এসে যায়, যা এর আগে বহু দলের উপর এসে গেছে। যেমন নূহের কাওম, 'আদ ও সামূদ জাতি এবং তাদের পরের কাওমগুলোর উপর এসেছিল। আর এ কথা সত্য যে, আল্লাহ তার বান্দাহদের উপর যুলুম করার কোনো ইচ্ছা রাখেন না।

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۝

৩২-৩৩. হে আমার কাওম! আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর ফরিয়াদ ও বিলাপের দিন এসে না পড়ে, যখন তোমরা একে অপরকে ডাকবে এবং পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু তখন আল্লাহ থেকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না। সত্য কথা হচ্ছে, আল্লাহ যাকে গোমরাহ করে দেন, তাকে পথ দেখানোর আর কেউ থাকে না।

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৪-৩৫. এর আগে ইউসুফ তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর আনীত শিক্ষা সম্পর্কে তোমরা সন্দেহের মধ্যেই পড়ে রইলে। তারপর যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে, এখন তাঁর পরে আল্লাহ আর কোনো রাসূল পাঠাবেন না। এভাবেই[৪] আল্লাহ ঐ সব লোককে গোমরাহ করে দেন, যারা সীমা লঙ্ঘনকারী ও যারা সহজেই সন্দেহে পড়ে যায় এবং যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো দলীল-প্রমাণ আসেনি। আল্লাহ ও ঈমানদারদের নিকট এমন আচরণ অত্যন্ত ঘৃণার কারণ। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর দিলে মোহর মেরে দেন।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

৩৬-৩৭. ফিরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য খুব উঁচু একটা ইমারত তৈরি কর, যাতে আমি (উপর দিকের) পথগুলো পর্যন্ত পৌঁছতে পারি– আসমানের পথ পর্যন্ত, যাতে মূসার ইলাহকে উঁকি মেরে দেখে নিতে পারি। আমি অবশ্যই মূসাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফিরাউনের কুকর্মকে তার নিকট সুন্দর বানিয়ে দেখানো হয়েছে এবং তাকে সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফিরাউনের সব চালবাজি (তার নিজের) ধ্বংসের পথেই কাজে লেগেছে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۚ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾

৪. মনে হয় পরবর্তী কয়েকটি কথা ফিরাউন বংশীয় মুমিনের কথার অতিরিক্ত, যা আল্লাহ তাআলা ব্যাখ্যা হিসেবে বলেছেন।

রুকূ' ৫

وَقَالَ الَّذِيٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

৩৮-৩৯. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল সে, বলল, হে আমার কাওম! আমার কথা মেনে নাও। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাচ্ছি। হে আমার কাওম! দুনিয়ার এ জীবন তো কয়েক দিনের মাত্র। চিরকাল বসবাসের জায়গা তো আখিরাতই।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

৪০. যে মন্দ আমল করবে তার বদলা ততটুকুই মিলবে, যতটুকু মন্দ সে করবে। আর পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, যে নেক আমল করবে সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে এমন সব লোকই বেহেশতে যাবে, যেখানে তাদেরকে বে-হিসাব রিযক দেওয়া হবে।

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

৪১. হে আমার কাওম! এটা কেমন কথা! আমি তোমাদেরকে নাজাতের পথে ডাকছি, আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে ডাকছ?

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২. তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছ, যেন আল্লাহর সাথে আমি কুফরী করি এবং ঐ সব সত্তাকে তাঁর সাথে শরীক করি, যাদেরকে আমি (তাঁর শরীক হিসেবে) জানি না।[৫] অথচ আমি তোমাদেরকে মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে ডাকছি।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৩. এটাই সত্য যে, তোমরা আমাকে যে দিকে ডাকছ, দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও এর পক্ষে কোনো দাওয়াত নেই।[৬] আমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর সীমা লঙ্ঘনকারীরা দোযখের অধিবাসী হবে।

৫. অর্থাৎ, আমার জ্ঞানে আমি জানি না যে, খোদায়ীতে তাদের কোনো অংশ আছে।

৬. এ বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে– (১) তাদের খোদায়ী স্বীকার করার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সৃষ্টিকে দাওয়াত দেওয়ার কোনো অধিকার তাদের নেই। (২) লোকেরা তো তাদেরকে জবরদস্তি খোদা বানিয়েছে, তারা নিজেরা দুনিয়াতেও খোদায়ীর দাবিদার নয় এবং আখিরাতেও তারা এ দাবি নিয়ে উঠবে না যে, আমরাও তো খোদা ছিলাম, তোমরা কেন আমাদেরকে মাননি? (৩) তাদের কাছে দোয়া করার কোনো সুফল দুনিয়ায়ও নেই, আখিরাতেও হবে না। কারণ, তারা একেবারেই ক্ষমতাহীন এবং তাদেরকে ডাকা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

৪৪. আজ আমি তোমাদেরকে যা বলছি, শিগ্‌গিরই ঐ সময় আসবে, যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমার নিজের ব্যাপারটা আমি আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিলাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

৪৫. শেষ পর্যন্ত ঐ লোকেরা মন্দের চেয়ে মন্দ যেসব ষড়যন্ত্র ঐ মুমিনের বিরুদ্ধে এঁটেছিল তা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন।[৭] আর ফিরাউনের সঙ্গীরাই নিকৃষ্ট আযাবের ফেরে পড়ে গেল।

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৬. (সে আযাব হলো) দোযখের আগুন, যার সামনে তাদেরকে সকালে ও সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। যখন কিয়ামত হবে তখন হুকুম হবে যে, ফিরাউনের গোষ্ঠীকে আরো বেশি কঠিন আযাবে ফেলে দাও।

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৭. (তারপর একটু খেয়াল করে দেখ ঐ সময়ের কথা) যখন এসব লোক দোযখে একে অপরের সাথে ঝগড়া করতে থাকবে, তখন দুনিয়ায় যারা দুর্বল ছিল তারা ঐ লোকদেরকে বলবে, যারা দুনিয়ায় বড় সেজে বসেছিল, আমরা তো তোমাদের কথামতোই চলতাম। এখন এখানে আমাদেরকে কি তোমরা দোযখের কষ্টের কিছু হিস্যা থেকে বাঁচাবে?

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

৪৮. যারা বড় বনে বসেছিল তারা জবাবে বলবে, আমরা সবাই এখানে একই অবস্থায় আছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে ফায়সালা করে দিয়েছেন।

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا

৪৯. দোযখের অধিবাসীরা দোযখের দায়িত্বশীল ফেরেশতাদেরকে বলবে,

৭. এর দ্বারা বোঝা যায়, এ লোকটি ফিরাউনের রাজত্বে এমন বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, পূর্ণ দরবারে ফিরাউনের মুখের সামনে এ মহাসত্য বলে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়ার সাহস করা যায়নি। তাই তাঁকে হত্যা করার জন্য ফিরাউন ও তার সহযোগীদেরকে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন।

رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

তোমাদের রবের কাছে দোয়া কর, যেন তিনি মাত্র এক দিন আমাদের আযাব কমিয়ে দেন।

قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَٰتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَٰٓؤُا الْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ ﴿٥٠﴾

৫০. ফেরেশতারা প্রশ্ন করবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীলসহ আসেননি? (তারা স্বীকার করবে যে) 'হ্যাঁ, এসেছিলেন।' দোযখের কর্তারা বলবে, তাহলে তোমরাই দোয়া কর। তবে কাফিরদের দোয়া বিফলেই যায়।

রুকূ' ৬

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

৫১. নিশ্চিত জেনে রাখ, আমি আমার রাসূলগণকে ও ঈমানদারদেরকে এ দুনিয়ার জীবনেও অবশ্যই সাহায্য করে থাকি এবং ঐ দিনও করব, যেদিন সাক্ষী খাড়া হবে (বিচারের দিন)।

يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

৫২. ঐদিন ওজর-আপত্তি যালিমদের কোনো উপকারে আসবে না। তাদের উপর লা'নত পড়বে এবং সবচেয়ে মন্দ ঠিকানা তাদের হবে।

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ الْكِتَٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَٰبِ ﴿٥٤﴾

৫৩-৫৪. অবশেষে দেখে নাও, আমি মূসাকে পথ দেখিয়েছিলাম এবং বনী ইসরাঈলদেরকে ঐ কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছিলাম, যা বুদ্ধিমান লোকদের জন্য হেদায়াত ও নসীহত।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَٰرِ ﴿٥٥﴾

৫৫. অতএব (হে নবী!) আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য মাফ চান[৮] এবং সকাল-সন্ধ্যা আপনার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করতে থাকুন।

৮. যে প্রসঙ্গের মধ্যে এ কথা ইরশাদ হয়েছে তা চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, এখানে 'অপরাধ' অর্থ ঐ অধৈর্য ভাব, যা কঠোর বিরোধিতার সেই পরিস্থিতিতে, বিশেষত নিজের সাথীদের উপর অবিরত নির্যাতন দেখে দেখে নবী করীম (স)-এর অন্তরে সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন যে, এখনই এমন কোনো মু'জিযা প্রকাশ করা হোক, যাতে কাফিররা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অথবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন কথা প্রকাশ পাক, যার ফলে বিরোধিতার এ তুফান থেমে যায়। এ ইচ্ছা কোনো পাপ বলে গণ্য হতে পারে না, যার জন্য অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু যে উচ্চ মর্যাদা দ্বারা আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে মহিমান্বিত করেছিলেন, সে উচ্চ মর্যাদার পক্ষে যে মহান দৃঢ়তা শোভনীয় ছিল, সেই অনুসারে এ সামান্যতম অধৈর্যও আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর মর্যাদার তুলনায় নিম্নতর গণ্য হয়েছে। এজন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ দুর্বলতার জন্য নিজ প্রভুর নিকট মাফ চান এবং আপনার মতো মহান মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যা শোভনীয়, সেইভাবে পাহাড়ের মতো মযবুত হয়ে স্বস্থানে থাকুন।

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

৫৬. আসল কথা হচ্ছে, যারা তাদের কাছে আসা কোনো সনদ ও যুক্তি ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে ঝগড়া করছে তাদের দিল অহংকারে ভরা। কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে এর ধারে কাছেও তারা পৌঁছতে পারবে না। কাজেই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করা অবশ্যই অনেক বড় কাজ। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. অন্ধ ও চোখওয়ালা এক সমান হতে পারে না। যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা, আর বদকার লোক এক সমান নয়। কিন্তু তোমরা কমই বুঝতে পার।

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. নিশ্চয়ই কিয়ামত আসবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা বিশ্বাস করে না।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. তোমাদের রব বলেন, আমার কাছে দোয়া কর, আমি কবুল করব।[৯] যারা অহংকার করে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তারা শিগ্‌গিরই অপমানিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে।[১০]

৯. অর্থাৎ, দোয়া কবুল করার সকল ক্ষমতা ও অধিকার আমার। অতএব তোমরা অন্যদের কাছে দোয়া করো না, আমার কাছে কর।

১০. এ আয়াতে দুটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো— (১) এখানে দোয়া ও ইবাদতকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের প্রথম অংশে 'দোয়া' (প্রার্থনা) শব্দ দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে দ্বিতীয় অংশে 'ইবাদত' শব্দ দ্বারা তা-ই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে বোঝা গেল যে, 'দোয়া' আসল ইবাদত ও ইবাদতের প্রাণ বা সারবস্তু। (২) আল্লাহর কাছে যারা দোয়া করে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'অহংকারের কারণে তারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে।' এর দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর কাছে দোয়া করা বন্দেগীর একান্ত দাবি এবং এর থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ অহংকারী হওয়া।

রুকূ' ৭

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِتَسْكُنُوْا فِیْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُوْنَ ۝٦١

৬১. তিনিই তো আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন, যাতে তোমরা এতে আরাম করতে পার। আর দিনকে তিনি আলোকিত করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর বড়ই মেহেরবান। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই শুকরিয়া আদায় করে না।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰی تُؤْفَكُوْنَ ۝٦٢

৬২. এ আল্লাহই (যিনি তোমাদের জন্য এসব করেছেন) তোমাদের রব। তিনি প্রতিটি জিনিস পয়দাকারী। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাহলে তোমরা কোন্ দিক থেকে ধোঁকা খাচ্ছ?

كَذٰلِكَ یُؤْفَكُ الَّذِیْنَ كَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ۝٦٣

৬৩. যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত তারা এভাবেই ধোঁকা খেয়ে এসেছে।

اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۝٦٤

৬৪. তিনিই তো আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বসবাসের জায়গা বানিয়েছেন এবং আসমানকে গম্বুজ বানিয়ে দিয়েছেন। যিনি তোমাদের আকৃতি তৈরি করেছেন এবং খুবই চমৎকার আকার দিয়েছেন। যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসের রিযক দান করেছেন। এ আল্লাহই (এসব যার কাজ) তোমাদের রব। বে-হিসাব বরকতের অধিকারী এবং রাব্বুল আলামীন তিনি।

هُوَ الْحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝٦٥

৬৫. তিনি চির জীবন্ত। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের দীনকে তার জন্য খালিস করে তাঁকেই ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الْبَیِّنٰتُ

৬৬. (হে নবী!) আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক, তাদের দাসত্ব করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। (আমি কেমন করে এ কাজ

مِنْ رَّبِّيْ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

করতে পারি) যখন আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এসে গেছে? আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন রাব্বুল আলামীনের নিকট আত্মসমর্পণ করি।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا أَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই তো ঐ সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর শুক্র থেকে। তারপর জমাট রক্ত থেকে। তারপর তোমাদেরকে শিশুর আকারে বের করে আনেন। এরপর তোমাদেরকে বড় করেন, যাতে তোমরা পূর্ণ শক্তি পর্যন্ত পৌঁছে যাও। তারপর আরও বড় করেন, যেন তোমরা বুড়ো বয়সে পৌঁছ। তোমাদের মধ্যে কাউকে আগেই ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এসব এ জন্যই করা হয়, যাতে তোমরা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাও এবং যাতে তোমরা আসল সত্য বুঝতে পার।

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَإِذَا قَضٰٓى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾

৬৮. তিনিই ঐ সত্তা, যে জীবন দান করেন ও মউত দেন। তিনি যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু একটা হুকুম দেন যে, 'হয়ে যাও', আর অমনিই তা হয়ে যায়।

রুকূ' ৮

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ أَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তুমি কি তাদেরকে দেখেছ, যারা আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে ঝগড়া করে? তাদেরকে কোথা থেকে ফিরানো হচ্ছে?

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلٰلُ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ۚ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

৭০-৭১-৭২. যারা এ কিতাবকে এবং ঐ সব কিতাবকেও মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করে, যা আমি রাসূলগণের নিকট পাঠিয়েছিলাম, তারা শিগ্‌গিরই জানতে পারবে, যখন তাদের গলায় বেড়ি ও শিকল থাকবে, যা ধরে তাদেরকে টেনে ফুটন্ত পানির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দোযখের আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩-৭৪. তারপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, আল্লাহকে ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা

مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

(আল্লাহর সাথে) শরীক করতে, তারা এখন কোথায়? জবাবে তারা বলবে, তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। বরং আমরা এর আগে কোনো জিনিসকে ডাকতাম না। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের গোমরাহ হওয়ার ব্যাপারটা স্পষ্ট করে দেবেন

ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾

৭৫. (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের এ পরিণাম এ জন্য হয়েছে যে, তোমরা পৃথিবীতে অসত্য নিয়ে মেতেছিলে এবং তা নিয়ে গৌরবও করতে।

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

৭৬. যাও, এখন দোযখের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়। তোমাদেরকে চিরকাল সেখানেই থাকতে হবে। অহংকারীদের জন্য তা বড়ই মন্দ ঠিকানা।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

৭৭. (হে নবী!) আপনি সবর করুন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে যে মন্দ পরিণতির ভয় দেখাচ্ছি, হয় এখনি আপনার সামনে তাদেরকে এর কোনো অংশ দেখিয়ে দিই, অথবা (এর আগে) আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিই (সব অবস্থায়) তাদেরকে তো আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

৭৮. (হে নবী!) আপনার আগে আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কতকের অবস্থা তো আমি আপনাকে জানিয়েছি এবং অনেকের কথা জানাইনি। কোনো রাসূলেরই এ ক্ষমতা ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজেই কোনো নিদর্শন নিয়ে আসতে পারেন। তারপর যখন আল্লাহর হুকুম এসে গেছে তখন হক অনুযায়ী ফায়সালা করে দেওয়া হয়েছে। আর তখন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে।

রুকূ' ৯

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا

৭৯. আল্লাহই তোমাদের জন্য এসব গৃহপালিত পশু বানিয়েছেন, যাতে এর

কোনোটায় তোমরা সওয়ার হও, আর কোনোটির গোশত খাও।

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

৮০. পশুদের মধ্যে তোমাদের জন্য আরো বহু উপকার রয়েছে। এদের দ্বারা এ কাজও হয় যে, তোমাদের মন যেখানে যাওয়ার দরকার মনে করে, তোমরা তাদের উপর চড়ে সেখানে পৌঁছে যাও। এদের উপর এবং নৌকার উপরও তোমাদেরকে সওয়ার করানো হয়।

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

৮১. আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর এসব নিদর্শন দেখাচ্ছেন। তোমরা এসবের কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۝

৮২. এরা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করেনি? তাহলে তারা তাদের আগে গত হয়ে যাওয়া লোকদের পরিণাম দেখতে পেত। তারা এদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিল এবং এদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। পৃথিবীতে তারা এদের চেয়ে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছে। কিন্তু তারা যা কিছু কামাই করেছিল তা শেষ পর্যন্ত তাদের কোনো কাজে আসেনি।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

৮৩. যখন তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন, তখন তারা এটুকু ইলম নিয়েই মগ্ন রইল, যা তাদের কাছে ছিল। তারপর যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তার ফেরেই তারা পড়ে গেল।

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

৮৪. যখন তারা আমার আযাব দেখতে পেল তখন চিৎকার করে বলে উঠল, আমরা এক ও লা-শরীক আল্লাহকে মেনে নিলাম এবং তাঁর সাথে যাদেরকে আমরা শরীক করতাম, সেসবকে আমরা অস্বীকার করলাম।

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۝

৮৫. কিন্তু আমার আযাব দেখে ফেলার পর তাদের ঈমান তাদের জন্য কোনো উপকারে আসল না। কারণ, এটাই আল্লাহর সুন্নাত, যা সব সময় তাঁর বান্দাহদের মধ্যে চালু রয়েছে। তখন কাফিররা সবাই ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ۝

৪১. সূরা হা-মীম সাজদাহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

'হা-মীম ও 'সাজদাহ্' দুটো শব্দ দিয়ে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি ঐ সূরা, যা 'হা-মীম' দিয়ে শুরু হয়েছে এবং যার মধ্যে ৩৭ নং আয়াতে সিজদার কথা রয়েছে।

নাযিলের সময়

সহীহ্ বর্ণনা অনুযায়ী এ সূরাটি হযরত হামযা (রা)-এর ঈমান আনার পর এবং হযরত ওমর (রা)-এর ঈমান আনার আগে নাযিল হয়। রাসূল (স)-এর সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রাচীন জীবনীগ্রন্থ 'সীরাত ইবনে হিশাম'-এ সূরাটি সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে।

একদিন কয়েকজন কুরাইশনেতা মসজিদে হারামে বসেছিল এবং মসজিদের আরেক কোণে রাসূল (স) একা বসেছিলেন। এটা এমন এক সময়ের ঘটনা, যখন হযরত হামযা (রা) ঈমান আনার পর রাসূল (স)-এর শক্তি বেড়ে যেতে দেখে কুরাইশনেতারা অস্থির হয়ে উঠেছিল। ঐ সময় উতবা ইবনে রাবি'আ (আবূ সুফিয়ানের শ্বশুর) কুরাইশনেতাদেরকে বলল, 'ভাই সব! আপনারা যদি ভালো মনে করেন তাহলে আমি মুহাম্মদের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব নিয়ে যেতে চাই। সে যদি কোনো একটা মানতে রাজি হয় তাহলে হয়তো তার সাথে আমাদের ঝগড়া মিটে যেতে পারে। সবাই তাকে অনুমতি দিলে সে রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বসল। রাসূল (স) তার দিকে ফিরে বসলে সে বলল, 'ভাতিজা! বংশের দিক দিয়ে তোমার কী মর্যাদা, তা তুমি জানো। কিন্তু তুমি তোমার কাওমকে এক মুসীবতে ফেলে দিয়েছ। কাওমের একতায় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছ। কাওমের ধর্ম ও মা'বূদদের সমালোচনা করে যা বলছ তাতে প্রমাণ করছ যে, আমাদের বাপ-দাদারা কাফির ছিল। গোটা কাওমের সাথে তুমি ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছ। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। আমি কতক প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, মন দিয়ে শোন এবং ভালো করে ভেবে-চিন্তে দেখ। হয়তো কোনো প্রস্তাব তোমার পছন্দ হয়ে যেতে পারে।'

রাসূল (স) বললেন, 'আবুল ওয়ালীদ! আপনি কী বলতে চান বলুন, আমি শুনব।'

সে বলল, 'ভাতিজা! তুমি যে কাজ শুরু করেছ এর উদ্দেশ্য যদি ধন-সম্পদ লাভ হয়ে থাকে তাহলে আমরা তোমাকে সবাই মিলে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দেব। আর যদি নেতা হতে চাও তাহলে তোমাকে নেতা মেনে নেব এবং তোমাকে ছাড়া আমরা কোনো ফায়সালাই করব না। যদি বাদশাহী চাও তাহলে আমরা তোমাকে বাদশাহ্ বানিয়ে নিচ্ছি। আর যদি তোমাকে জিনে ধরে থাকে তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিচ্ছি। এসব প্রস্তাবের কোন্‌টা পছন্দ কর বল।'

রাসূল (স) এতক্ষণ চুপচাপ বসে তার এসব বাজে কথা শুনছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কথা কি শেষ করেছেন? উতবা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এবার আমার কথা শুনুন। উতবার ঐ সব বেহুদা কথার কোনো জবাব না দিয়ে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে তিনি এ সূরাটি তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। উতবা তার দু'হাত পেছনের দিকে ঠেস দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকল। সিজদার আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি সিজদা করলেন এবং মাথা তুলে বললেন, আবুল ওয়ালীদ! আমার জবাব পেয়ে গেলেন। এখন যা ইচ্ছা করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ১৩ নং আয়াতটি শুনে উতবা রাসূল (স)-এর মুখ চেপে ধরে বলল, আল্লাহর দোহাই, তুমি নিজের কাওমের প্রতি সদয় হও। ঐ আয়াতের অর্থ– 'এখন যদি এসব লোক মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলে দিন, আমি তোমাদেরকে 'আদ ও সামূদ জাতির আযাবের মতো হঠাৎ আসা আযাবের ভয় দেখাচ্ছি।' উতবা ভয় পেয়ে গেল যে, তার কাওমের উপরও ঐ রকম আযাব নাযিল হতে পারে। তাই এভাবে মুখ চেপে ধরল এবং কাওমের প্রতি সদয় হতে বলল।

রাসূল (স)-এর তিলাওয়াত শুনে উতবা এতটা মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে গেল যে, আর কিছু না বলেই সে উঠে চলে গেল। কুরাইশনেতাদের কাছে পৌঁছার আগেই দূর থেকে উতবার চেহারা দেখে সবাই টের পেল যে, যাওয়ার সময় যে উতবা গিয়েছিল, এখন সে আর ঐ উতবা নয়। সে এসে বসলে সবাই জানতে চাইল, কী শুনে এলে?

উতবা বলল, আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি, যা আগে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম! এসব কথা জাদুও নয়, কবিতাও নয়। গণনাবিদ্যাও নয়। হে কুরাইশনেতারা! আমার কথা শোন এবং তাকে তার কাজ করতে দাও। আমার বিশ্বাস, এ বাণী সফল হবেই। আরবের লোকেরা যদি তাকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে তোমরা নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত তোলা থেকে বেঁচে যাবে। আর যদি সে বিজয়ী হতে পারে, তাহলে তার রাজত্ব তোমাদেরই রাজত্ব হবে। আমরা নিরপেক্ষ থাকি।

উতবার কথাগুলো শোনার সাথে সাথেই সবাই বলে উঠল, ওয়ালীদের বাপ! শেষ পর্যন্ত তোমার উপরও তার জাদুর প্রভাব পড়ল! উতবা বলল, আমি আমার মতামত তোমাদের সামনে রাখলাম। এখন তোমরা যা ইচ্ছা কর।

আলোচ্য বিষয়

কুরাইশনেতারা রাসূল (স)-কে পরাজিত করার জন্য যে কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ করছিল, তা হলো–

১. যখন কোথাও কুরআন তিলাওয়াত করে শোনানো হয় তখন চরম হৈচৈ ও হট্টগোল সৃষ্টি করে এবং শোরগোল বাধিয়ে জনগণকে শুনতে না দেওয়া।

২. কুরআনের আয়াতের উল্টা-পাল্টা অর্থ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, যাতে কেউ ঈমান না আনে।

৩. আজব রকমের আপত্তি তোলা, যার একটি নমুনা এ রকম– 'তারা বলত, মুহাম্মদের নিজের ভাষা আরবী। সে নিজে আরবী ভাষায় কথা বানিয়ে আল্লাহর বাণী বলে দাবি করছে। অন্য কোনো ভাষায় যদি কুরআন নাযিল হতো তাহলে বুঝতাম যে, তার মুখ থেকে যখন তার অজানা ভাষায় বাণী বের হচ্ছে, তখন তা আল্লাহর বাণী হতে পারে।'

এসব বাজে ধরনের বিরোধিতার জবাবে সূরাটিতে যে বাণী দেওয়া হয়েছে এর সারকথা হলো–

১. এ বাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। হঠকারীরা তা থেকে কোনো হেদায়াত না পেলেও যাদের বিবেক-বুদ্ধি আছে তারা পায়। এটা আল্লাহর রহমত যে, তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য বাণী নাযিল করছেন। কেউ এটাকে মন্দ মনে করলে সেটা তার দুর্ভাগ্য।

২. বিরোধীরা যদি তাদের মনের উপর পর্দা টেনে এবং কান বধির করে রাখে, তাতে নবীর কিছুই আসে-যায় না। যারা শুনতেই চায় না, তাদেরকে শোনানোর কোনো দায়িত্ব নবীকে দেওয়া হয়নি। যারা শুনতে চায় তাদেরকেই নবী শোনাবেন এবং যারা বুঝতে চায় নবী তাদেরকেই বোঝাতে পারেন।

৩. চোখ বন্ধ করে এবং মনে পর্দা টেনে সত্যকে মানতে না চাইলেও সত্য সত্যই থাকে। আল্লাহ একজনই। সবাই একমাত্র তাঁরই দাস। কেউ এ কথা মানতে চায় বা না চায়, এ সত্য কখনো বদলাবে না। যারা মানবে তাদেরই ভালো হবে, না মানলে ধ্বংস হবে।

৪. যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে তারা কি আল্লাহকে ঠিকমতো চেনে? আল্লাহ্ একাই আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং সবাইকে রিযক দিচ্ছেন। তাঁর সৃষ্ট কল্যাণ সবাই ভোগ করছে। তাঁরই নগণ্য কোনো সৃষ্টিকে তাঁর সাথে কোনো কোনো দিক দিয়ে শরীক করা চরম মূর্খতা ও বোকামি।

৫. ঠিক আছে, যদি নবীর কথা মানতে না চাও তাহলে 'আদ ও সামূদ জাতির আযাবের মতো আযাব ভোগ করার ব্যাপারে সতর্ক হও। এটাই শেষ শাস্তি নয়। আখিরাতের জবাবদিহিতা ও দোযখের আগুন তোমাদের জন্য প্রস্তুত আছে।

৬. ঐ মানুষ বড়ই দুর্ভাগা, যার পেছনে এমন সব জিন ও মানুষ লেগেছে, যারা তাকে ধোঁকা দেয়, তারা বোকামিকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাকে কখনো সঠিক চিন্তা করতে দেয় না। এ জাতীয় লোকেরাই দুনিয়ায় একে অপরকে সঠিক পথেই চলছে বলে উৎসাহ দেয়। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দুর্ভাগ্যের পালা শুরু হবে তখন তারা প্রত্যেকেই বলবে, যারা আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল তাদেরকে হাতে পেলে পায়ের তলায় পিষে প্রতিশোধ নিতাম।

৭. কুরআন এমন এক কিতাব, যার মধ্যে রদবদল করার সাধ্য কারো নেই। তোমরা কোনো হীন চক্রান্ত ও মিথ্যার অস্ত্র দিয়ে তাকে পরাজিত করতে পারবে না। বাতিল পেছন থেকে আসুক বা মুখোশ পরে আসুক কিংবা পরোক্ষ হামলা করুক, কখনো কুরআনকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।

৮. তোমরা যাতে সহজে বুঝতে পার সেজন্যই তোমাদের ভাষায় কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তোমরা বলছ, অনারব ভাষায় নাযিল করা উচিত ছিল। যদি তা-ই করা হতো তাহলে তোমরাই বলতে, এ কোন্ ধরনের তামাশা, আরবজাতির হেদায়াতের জন্য এমন ভাষায় বাণী পাঠানো হয়েছে যা কেউ বোঝে না। আসলে হেদায়াত তোমরা চাও না। কুরআনকে না মানার জন্য বাহানা বানানোই তোমাদের উদ্দেশ্য।

৯. তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, সত্যিই যদি কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে, তাহলে তাকে মানতে অস্বীকার করে এবং এর বিরোধিতা করে তোমরা কোন্ পরিণতি ভোগ করতে যাচ্ছ?

১০. আজ তোমরা এ কুরআনকে মানছ না। কিন্তু শিগ্‌গিরই তোমরা দেখতে পাবে, কুরআনের দাওয়াত সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তোমরাই তার কাছে পরাজিত হয়ে গিয়েছ।

বিরোধীদেরকে এসব জবাব দেওয়ার সাথে সাথে ঐ চরম পরিবেশে রাসূল (স) এবং ঈমানদারগণ যে সমস্যার মোকাবিলা করছিলেন সে বিষয়েও হেদায়াত দেওয়া হয়েছে। দীনের দাওয়াত দেওয়া তো বড় কথা, ঈমানের পথে টিকে থাকাও তখন কঠিন ছিল। তারা একেবারেই অসহায় বোধ করছিলেন।

প্রথমত তাদেরকে এ কথা বলে সাহস দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা অসহায় নও। যে সত্যি সত্যিই আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নিয়ে তাওহীদের আকীদার উপর মযবুত হয়ে টিকে থাকে, তার কাছে আল্লাহর ফেরেশতা নাযিল হয় এবং সাহস দেয় যে, তোমাদের কোনো ভয় নেই, তোমাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা রয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতে সব অবস্থায় আমরা তোমাদের সহায়ক। তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলা হয়েছে, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে, নিজে নেক আমল করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে ঘোষণা করার হিম্মত রাখে তার কথার চেয়ে সুন্দর কথা আর কার হতে পারে?

ঐ সময় রাসূল (স)-এর সামনে যে বাধার পাহাড় সৃষ্টি হয় তাতে তিনি পেরেশান ছিলেন। তাঁর আন্দোলন কেমন করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এ প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিলো। আল্লাহ্ তাআলা রাসূল (স)-কে উপদেশ দিলেন, 'উন্নত নৈতিক চরিত্রের হাতিয়ার দুশমনকেও বন্ধু বানাতে পারে। বিরোধীদের মোকাবিলা করার জন্য শয়তান উসকানি দিলেও সে পথে যাবেন না। শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় নিন। উন্নত নৈতিক চরিত্র দিয়েই পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন।

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٥٤ رُكُوْعَاتُهَا ٦

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ⓵

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ⓶

২. এটা রাহমান ও রাহীমের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া জিনিস।

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ⓷

৩. এটা আরবী ভাষার কুরআন– এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঐ লোকদের জন্য, যারা ইলম রাখে।

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ⓸

৪. এ কিতাব সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা শুনতেই পায় না।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْۤ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ وَفِيْۤ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⓹

৫. তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যে জিনিসের দিকে ডাকছ সে ব্যাপারে আমাদের দিলে পর্দা পড়ে আছে এবং আমাদের কানও বধির হয়ে আছে। আর আমাদের ও তোমার মাঝখানে একটি পর্দা আড়াল হয়ে আছে। তুমি তোমার কাজ করতে থাক। আমরাও আমাদের কাজ করতে থাকব।

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْۤا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ⓺

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⓻

৬-৭. (হে নবী!) এদেরকে বলে দিন, আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, তোমাদের ইলাহ একজনই মাত্র। কাজেই তোমরা সোজা তাঁরই দিকে মনোযোগী হও এবং তাঁরই কাছে গুনাহ মাফ চাও। ঐ সব মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত দেয় না ও আখিরাতকে অস্বীকার করে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে, যা কখনো কমিয়ে দেওয়া হবে না।

রুকূ' ২

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

৯. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, তোমরা কি ঐ আল্লাহর সাথে কুফরী করছ এবং অন্যদেরকে তাঁর সাথে শরীক করছ, যিনি দুদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তিনিই রাব্বুল আলামীন।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾

১০. তিনি (পৃথিবীকে সৃষ্টি করার পর) উপর থেকে এর উপর পাহাড় বসিয়ে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে বরকত রেখে দিয়েছেন। আর এর মধ্যে সব দাবিদারদের জন্য[১] তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে খোরাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এসব কাজ চার দিনে হয়েছে।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾

১১. তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোযোগ দিলেন[২], যা ঐ সময় শুধু ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন, তোমরা ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক 'সৃষ্টি হয়ে যাও'। উভয়েই বলল, আমরা অনুগতদের মতোই এসে গেলাম।

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

১২. তারপর তিনি দুদিনের মধ্যে সাত আসমান বানিয়ে দিলেন এবং প্রতিটি আসমানে তিনি তাঁর বিধান ওহী করে দিলেন। আর আমি দুনিয়ার আসমানকে উজ্জ্বল বাতি দিয়ে সাজালাম এবং তাকে ভালোভাবে হেফাযতের ব্যবস্থা করলাম। এসব কিছু এক মহাশক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তার পরিকল্পনা।

১. অর্থাৎ, এসব সৃষ্টির জন্য যারা রিযিক তালাশ করে।

২. এর অর্থ এই নয় যে, জমিন সৃষ্টি করার পর এবং তার মধ্যে বসতির ব্যবস্থা করার পর তিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন। এখানে 'অতঃপর' শব্দটি কালগত ক্রমের জন্য নয়; বরং বর্ণনার ক্রম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পরের কথা থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে বোঝা যায়।

১৩. (হে নবী!) এখন এরা যদি মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে তাদেরকে বলে দিন, 'আদ ও সামূদ জাতির উপরে যে ধরনের আযাব হঠাৎ নাযিল হয়েছিল, তোমাদেরকে আমি তেমনি আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾

১৪. যখন আল্লাহর রাসূলগণ সামনে ও পেছনে সব দিক থেকে এলেন এবং তাদেরকে বুঝালেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না, তখন তারা বলল, আমাদের রব ইচ্ছা করলে ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। তাই তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা আমরা মানি না।

إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾

১৫. 'আদ জাতির অবস্থা এই ছিল যে, তারা পৃথিবীতে কোনো অধিকার ছাড়াই নিজেদেরকে বড় মনে করে বসেছিল এবং বলল, 'আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী কে আছে?' তারা কি এটুকু কথাও বুঝল না যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী? তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকারই করতে থাকল।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

১৬. অবশেষে আমি কতক অশুভ দিনে তাদের উপর কঠিন ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই অপমানকর আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করাতে পারি। আর আখিরাতের আযাব তো এর চেয়েও বেশি লাঞ্ছনাময়। সেখানে তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

১৭. এখন সামূদদের কথা। তাদের সামনে আমি সঠিক পথ পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা রাস্তা দেখার চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকাই বেশি পছন্দ করল। শেষ পর্যন্ত তারা যা কিছু করেছিল এরই কারণে তাদের উপর অপমানকর আযাব ভেঙে পড়ল।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

১৮. আমি তাদেরকে নাজাত দিলাম, যারা ঈমান এনেছিল এবং (গোমরাহী ও বদ আমল থেকে) বেঁচে ছিল।

রুকূ' ৩

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

১৯. (ঐ সময়ের কথাও একটু চিন্তা কর) যেদিন আল্লাহর এসব দুশমনকে দোযখের দিকে নেওয়ার জন্য ঘেরাও করে আনা হবে৩, তখন (তাদের আগে আসা লোকদেরকে পরের লোকদের আসা পর্যন্ত) থামিয়ে রাখা হবে।৪

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২০. যখন সবাই সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, চোখ ও দেহের চামড়া সাক্ষ্য দেবে যে, তারা দুনিয়ায় কেমন আমল করেছিল।

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

২১. তখন তারা তাদের দেহের চামড়াকে প্রশ্ন করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষী দিলে? তারা জবাবে বলবে, সেই আল্লাহই আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, যিনি প্রতিটি জিনিসকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর এখন তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن

২২. দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন তোমরা লুকিয়ে থাকতে, তখন তোমরা চিন্তাও করনি যে, কোনো সময় তোমাদের

---

৩. মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে, 'যখন তাদেরকে আল্লাহর আদালতে পেশ করার জন্য ঘিরে নিয়ে আসা হবে।' কিন্তু যেহেতু তাদের পরিণাম শেষ পর্যন্ত দোযখে যাওয়া, সেজন্য বলা হয়েছে, দোযখের দিকে যাওয়ার জন্য ঘেরাও করে আনা হবে।

৪. অর্থাৎ, এক-এক বংশ ও এক-এক প্রজন্মের হিসাব করে একের পর এক তাদের বিচার ফায়সালা করা হবে না; বরং আগের ও পরের সকল প্রজন্মকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে এবং সকলের একই সঙ্গে হিসাব নেওয়া হবে। কেননা, প্রত্যেক পরবর্তী বংশধরের সৎ বা অসৎ হওয়ার ব্যাপারে তার পূর্ববর্তী বংশধরের ধর্মীয় বা নৈতিক উত্তরাধিকারের অংশ আছে।

ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝

কান, চোখ ও শরীরের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। বরং তোমরা তো মনে করেছিলে যে, তোমাদের বহু কাজ-কর্মের খবর আল্লাহও রাখেন না।

وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ ۝

২৩. তোমাদের এ ধারণা, যা তোমাদের রব সম্পর্কে করেছিলে তোমাদেরকে ডুবিয়েছে এবং এরই দরুন তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলে।

فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ۝

২৪. এ অবস্থায় তারা সবর করুক (আর না-ই করুক) আগুনই তাদের ঠিকানা হবে। তারা যদি অনুতাপ ও অনুশোচনা করার সুযোগ চায়ও এর কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ۝

২৫. আমি তাদের উপর এমন কতক সাথী চাপিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পেছনের প্রতিটি জিনিসকে সুন্দর বানিয়ে দেখাত। শেষ পর্যন্ত তাদের উপরও আযাবের ঐ ফায়সালাই জারি হয়ে গেল, যা তাদের আগে গত হওয়া জিন ও মানুষের বহু দলের উপর জারি করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

রুকূ' ৪

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۝

২৬. কাফিররা বলে, এ কুরআন তোমরা কিছুতেই শুনবে না। যখন তা শুনানো হয় তখন গণ্ডগোল করবে। এভাবে হয়তো তোমরা বিজয়ী হয়ে থাকবে।

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

২৭. যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আমি অবশ্যই কঠিন আযাবের শাস্তি দেবো এবং তারা যত বদ আমল করেছিল এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বদ আমলের মান অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি দেবো।

২৮. আল্লাহর দুশমনরা যে বদলা পাবে তা হলো দোযখ। সেখানেই তাদের চিরদিনের বাসস্থান হবে। তারা যে আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত সে অপরাধের শাস্তিও এটা।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯. সেখানে এ কাফিররা বলবে, হে আমাদের রব! ঐ সব জিন ও মানুষ আমাদেরকে দেখিয়ে দাও, যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল। আমরা তাদেরকে পায়ের নিচে রেখে পিষব, যাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۲۹﴾

৩০. যারা ঘোষণা করেছে, আল্লাহ আমাদের রব, তারপর এ কথার উপর মযবুত ও অটল হয়ে রয়েছে[৫], নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা নাযিল হয় এবং তাদেরকে বলে, ভয় পেয়ো না, চিন্তাও করো না। ঐ বেহেশতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩১-৩২. দুনিয়ার জীবনেও আমি তোমাদের অভিভাবক এবং আখিরাতেরও। সেখানে তোমাদের মন যা চাইবে তা-ই পাবে। আর তোমরা যা দাবি করবে তা তো পাবেই। এসব হচ্ছে ঐ মহান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারি, যিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿۳۱﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿۳۲﴾

রুকূ' ৫

৩৩. ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা বেশি ভালো হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল, নিশ্চয়ই আমি মুসলিম।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۳۳﴾

৫. অর্থাৎ, ঘটনাক্রমে একসময় আল্লাহ তাআলাকে প্রভু বলে স্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি। এ ভুলও করেনি যে, আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার করে চলার সাথে সাথে অন্যদেরকেও প্রভুরূপে গণ্য করে চলে; বরং একবার এই আকীদা (বিশ্বাস) গ্রহণ করার পর সারা জীবন এই বিশ্বাসের উপর স্থির থাকে। এর বিরোধী কোনো আকীদা গ্রহণ করেনি ও এই আকীদার সাথে কোনো ভুল আকীদার সংমিশ্রণ ঘটায়নি এবং বাস্তব জীবনেও তাওহীদের আকীদার দাবিসমূহ পূর্ণ করতে থাকে।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. (হে নবী!) সৎ কাজ ও অসৎ কাজ এক সমান নয়। আপনি অসৎ কাজকে ঐ নেক কাজ দ্বারা দমন করুন, যা সবচেয়ে ভালো। তাহলে দেখতে পাবেন যে, যার সাথে আপনার দুশমনী ছিল, সে আপনার প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. সবরকারী ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। আর অতি ভাগ্যবান ছাড়া আর কেউ এ মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৩৬. যদি কখনো টের পান যে, শয়তান আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছে, তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান।[৬] নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে শামিল। সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করো না। ঐ আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা সত্যিই তাঁর ইবাদতকারী হও। (সিজদার আয়াত)

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. কিন্তু এ লোকেরা যদি অহংকার করে তাদের কথায় গোঁ ধরে থাকে তাহলে কোনো পরওয়া নেই। (হে নবী!) যেসব ফেরেশতা আপনার রবের কাছে আছে, তারা রাত-দিন তাঁর তাসবীহ করছে এবং তারা এ ব্যাপারে অবহেলা করে না।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ

৩৯. আল্লাহর নিদর্শনগুলোর একটি এই যে, আপনি দেখতে পান জমিন শুকিয়ে পড়ে আছে। যেই মাত্র আমি তার উপর পানি নাযিল করি সাথে সাথেই সে শিহরিত হয়

৬. শয়তানের প্ররোচনার অর্থ রাগ করতে উসকানি দেওয়া। যখন মানুষ অনুভব করে যে, গাল-মন্দকারী ও অপবাদদানকারী বিরোধীদের কথায় অন্তরের মধ্যে রাগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং পাল্টাপাল্টি জবাব দেওয়ার জন্য মন চাচ্ছে, তখনই তার সাবধান হওয়া উচিত। তখন তার বোঝা উচিত যে, শয়তান তাকে অভদ্র ও অশালীন বিরোধীদের মানে নেমে আসার জন্য উসকাচ্ছে।

ٱلَّذِىٓ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ۝٣٩

এবং ফুলে উঠে। যিনি মরা জমিনকে জীবিত করেন নিশ্চয়ই তিনি মৃতকেও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সব জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ ءَايَٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ ٱعْمَلُوا۟ مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٤٠

৪০. যারা আমার আয়াতগুলোর উল্টা-পাল্টা অর্থ করে তারা আমার কাছ থেকে গোপন নয়। (নিজেই ভেবে দেখ যে) যাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে সে-ই ভালো, না ঐ ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ অবস্থায় হাজির হবে? তোমরা যেমন খুশি আমল করতে থাক। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ তা দেখছেন।

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ۝٤١

৪১. এরা ঐ সব লোক যাদের সামনে নসীহতের বাণী যখন এল, তখন তারা মানতে অস্বীকার করল। কিন্তু আসল কথা এই যে, এটা এক শক্তিশালী কিতাব।

لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝٤٢

৪২. বাতিল সামনের দিক থেকেও এর উপর চড়াও হতে পারে না, পেছন দিক থেকেও না।[৭] এটা এমন এক সত্তার নাযিল করা (কিতাব), যিনি মহাকুশলী ও নিজে নিজেই প্রশংসিত।

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۝٤٣

৪৩. (হে নবী!) আপনাকে যা কিছু বলা হচ্ছে এর মধ্যে কোনো জিনিসই এমন নয়, যা আপনার আগের রাসূলগণকে বলা হয়নি। নিশ্চয়ই আপনার রব বড়ই ক্ষমাশীল এবং সে সঙ্গে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক আযাবদাতাও বটে।

وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا

৪৪. আমি যদি একে আজমী (অনাবর) কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম, তাহলে তারা

৭. সামনে থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে, কুরআনের প্রতি সরাসরি আক্রমণ করে যদি কেউ তার কোনো কথাকে ভুল ও কোনো শিক্ষাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়, তাহলে তাতে সে সফলকাম হতে পারবে না। পেছন থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত কখনো এমন কোনো তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কৃত হবে না, যা কুরআনের কোনো সত্যের বিপরীত হবে। এমন কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না, যাকে সঠিকভাবে জ্ঞান বলা যায় এবং যা কুরআনে বর্ণিত জ্ঞানকে খণ্ডন করতে পারে। কোনো অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এমন হতে পারে না, যা এ কথা প্রমাণ করতে পারে যে, আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, আইন-কানুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং কৃষ্টি ও রাজনৈতিক বিষয়ে কুরআন মানুষকে যে পথ দেখিয়েছে তা সঠিক নয়।

فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

বলত, এর আয়াতগুলো স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি কেন? কেমন আজব কথা! অনাবর ভাষায় বাণী (পাঠানো হলো), অথচ (যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে) তারা হলো আরবী ভাষী।[৮] (হে নবী!) এদেরকে বলে দিন, যারা মুমিন তাদের জন্য তো (এ কুরআন) হেদায়াত ও রোগের আরোগ্য বটে, কিন্তু যারা ঈমান আনে না, এটা তাদের কানের জন্য বধিরতা এবং চোখের জন্য অন্ধত্ব। তাদের অবস্থা তো এমন, যেন দূর থেকে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে।

রুকূ' ৬

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। ঐ কিতাব নিয়েও এমন মতবিরোধ হয়েছিল। (হে নবী!) আপনার রব যদি আগেই একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে মতভেদকারীদের মধ্যে এখনি চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেওয়া হতো। আসল কথা এই যে, এরা ঐ ব্যাপারে অত্যন্ত পেরেশান হওয়ার মতো সন্দেহে পড়ে আছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

৪৬. যে নেক আমল করবে সে নিজের জন্যই ভালো করবে। আর যে বদ আমল করবে এর পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। (হে নবী!) আপনার রব বান্দাহদের জন্য যালিম নন।

৮. এটা সেই হঠকারিতার একটি নমুনা, যার দ্বারা নবী করীম (স)-এর মোকাবিলা করা হচ্ছিল। কাফিররা বলত, মুহাম্মদ একজন আরব। সুতরাং সে যদি আরবী ভাষায় কুরআন পেশ করে, তবে কীভাবে এ কথা বিশ্বাস বা ধারণা করা যায় যে, সে নিজেই তা রচনা করেনি। এ বাণীকে আল্লাহর নাযিল করা বাণী বলে শুধু তখনই মানা যেত, যখন মুহাম্মদ তার অজানা কোনো ভাষায় যেমন– ফারসি বা রোমক কিংবা গ্রিক ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিতে শুরু করত। এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলছেন, এখন তাদের নিজের ভাষায়, যে ভাষা তারা বুঝতে পারে, যখন কুরআন নাযিল করা হয়েছে তখন তারা এই অভিযোগ করছে যে, একজন আরবের মাধ্যমে আরবী ভাষায় কেন এ বাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি অন্য কোনো ভাষায় এ বাণী পাঠানো হতো, তখন এ লোকেরাই অভিযোগ করত যে, ব্যাপারটি তো বেশ! আরবদের মধ্যে একজন আরবকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তার প্রতি বাণী নাযিল করা হলো এমন এক ভাষায়, যা রাসূল নিজেও বুঝেন না এবং তার জাতিও বুঝে না।

পারা ২৫

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَٰتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا۟ ءَاذَنَّٰكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. কিয়ামতের সময়ের ইলম আল্লাহরই দিকে ফিরে যায়। ফুলের কলি থেকে যেসব ফল বের হয় সে সম্পর্কেও তিনিই জানেন। কোন্ মাদি গর্ভ ধারণ করেছে আর কে বাচ্চা প্রসব করেছে তাও তাঁরই জানা। তারপর তিনি যেদিন এসব লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, 'আমার ঐ সব শরীকরা কোথায়?' তারা জবাব দেবে, 'আমরা তো আগেই আরয করেছি যে, আজ আমাদের মধ্যে কেউই এর সাক্ষ্য দেবে না।'

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا۟ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾

৪৮. তখন ঐ সব মা'বুদ তাদের থেকে হারিয়ে যাবে, যাদেরকে তারা এর আগে ডাকত এবং তারা বুঝে নেবে, এখন তাদের জন্য আশ্রয় নেবার আর কোনো জায়গা নেই।

لَّا يَسْـَٔمُ ٱلْإِنسَٰنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَـُٔوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. মানুষ কখনো কল্যাণের জন্য দোয়া করতে ক্লান্ত হয় না। আর যখন কোনো আপদ তার উপর এসে যায়, তখন হতাশ ও মনভাঙা হয়ে যায়।

وَلَئِنْ أَذَقْنَٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِندَهُۥ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾

৫০. কিন্তু কঠিন সময় কেটে যাওয়ার পর যখন আমি তাকে আমার রহমতের মজা ভোগ করাই, তখন সে বলে, এটা তো আমারই প্রাপ্য। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত কখনো আসবে। তবে যদি সত্যিই আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তখন অবশ্যই তাঁর কাছেও আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। অথচ যারা কাফির তাদেরকে আমি নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবো, তারা কী কাজ করে এসেছে। আর তাদেরকে অবশ্যই আমি অত্যন্ত মন্দ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাব।

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَـَٔا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ۝

৫১. মানুষকে যখন আমি নিয়ামত দান করি তখন সে (আমার দিক থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে পাশ কাটিয়ে চলে। কিন্তু যখনই তার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন সে লম্বা চওড়া দোয়া করতে থাকে।

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِۦ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ ۝

৫২. (হে নবী!) এদেরকে বলুন, তোমরা কি এ কথা কখনো ভেবে দেখেছ যে, যদি সত্যিই এটা (কুরআন) আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে, আর তোমরা তা অস্বীকার করতে থাক তাহলে এমন ব্যক্তির চেয়ে আর কে বেশি গোমরাহ্ হতে পারে, যে এর বিরোধিতায় লিপ্ত?

سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ۝

৫৩. শিগ্‌গিরই আমি এদেরকে সৃষ্টিজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাব, যাতে তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ কুরআন বাস্তবিকই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার রব সব কিছুই দেখছেন?

أَلَآ إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌۢ ۝

৫৪. জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই এরা তাদের রবের সাথে দেখা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে আছে। শুনে রাখুন, তিনি প্রতিটি জিনিসকে ঘিরে আছেন।[৯]

৯. অর্থাৎ, কোনো জিনিস যেমন তাঁর কর্তৃত্বের বাইরে নেই, তেমনি তাঁর জ্ঞানের অগোচরেও নেই।

৪২. সূরা শূরা

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

৩৮ নং আয়াতের 'শূরা' শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাযিলের সময়

কোনো সহীহ্ রেওয়ায়াত থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে সূরার কথাগুলো থেকে বোঝা যায়, সূরাটি এর আগের সূরা 'হা-মীম 'সাজদাহ্'র পরিপূরক। মনে হয়, সূরা হা-মীম সাজদাহ্ নাযিলের পরপরই এ সূরা নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরাটিতে এভাবে কথা শুরু করা হয়েছে যে, নবী করীম (স) আল্লাহর যেসব বাণী তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন, তা শুনে তোমরা কেমন আজে-বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছ? কোনো মানুষের কাছে ওহী আসা ও মানুষকে সঠিক পথ দেখানো কোনো নতুন বা আজব ঘটনা নয়। ইতিহাসে এটাই প্রথম ঘটনা নয়। এর আগে আল্লাহ বহু নবী-রাসূলের কাছে ওহী পাঠিয়েছেন। আসমান ও জমিনের খালিক ও মালিককে মা'বুদ ও শাসক মানাও কোনো আজব ব্যাপার নয়; বরং তাঁর রাজ্যে বাস করে তাঁকে ছাড়া তাঁর অন্য কোনো সৃষ্টিকে খোদা মানাই আজব ব্যাপার। তোমাদের কাছে তাওহীদ পেশ করায় নবীর প্রতি তোমরা রাগ দেখাচ্ছ। অথচ তোমরা যে শিরক করছ তা এমন মহা অপরাধ যে, এতে আল্লাহ রাগ করে তোমাদের উপর আকাশ ভেঙে ফেলে দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। তোমাদের এ ধৃষ্টতা দেখে ফেরেশতারাও অবাক। তোমাদের উপর না জানি, কখন আল্লাহর গযব নাযিল হয় সে ভয়ে তারা অস্থির।

এরপর বলা হয়েছে, কোনো মানুষকে নবী বানানো বা কেউ নিজেকে নবী বলে দাবি করার মানে এটা নয় যে, তিনি সৃষ্টিজগতের ভাগ্য-বিধাতা। একমাত্র আল্লাহই সবার ভাগ্যের মালিক। নবীকে শুধু পথ দেখানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে যারা গাফেল তারা সতর্ক হয় ও সরল-সঠিক পথে আসে। নবীর কথা না মানলে আযাব দেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহর হাতে; নবীর হাতে নয়। তোমাদের সমাজে তথাকথিত ধর্মনেতা বা পীর-ফকিররা দাবি করতে পারে যে, তাদের কথা না মানলে বা তাদের সাথে বে-আদবি করলে তারা অভিশাপ দিয়ে ধ্বংস করে দেবে। নবী এ ধরনের কোনো দাবি নিয়ে এসেছেন বলে মনে করে থাকলে তা মন-মগজ থেকে ঝেড়ে ফেল। তোমাদের কোনো মন্দ হোক, নবী তা চান না। নবী কেবল তোমাদের কল্যাণই চান। তোমরা যে পথে চলছ তাতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে বলে তিনি তোমাদেরকে সাবধান হতে বলছেন।

তারপর আল্লাহ তাআলা আরেকটি বিষয়ের আসল মর্ম বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি মানুষ ও জিন ছাড়া অন্য সব সৃষ্টিকে তাঁর দেওয়া নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বাধ্য করেছেন। তাদেরকে মানা ও না মানার স্বাধীনতা দেননি। মানুষকেও তেমনিভাবে তিনি বাধ্য করতে পারতেন। মানুষকে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ দেওয়ার কারণেই তারা কুপথে চলে অশান্তি ভোগ করছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন যে, মানুষকে নিজের বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে স্বাধীনভাবে ফায়সালা করার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে বলেই মানুষ আল্লাহর খলীফা হওয়ার মর্যাদা ও বিশেষ রহমত পাওয়ার সুযোগ পায়। কুপথে চলার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুপথে চলে পুরস্কারের ভাগী হতে পারে। এ ইখতিয়ার না থাকলে মর্যাদা ও পুরস্কার লাভ করার কোনো সুযোগই হতো না।

যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র অভিভাবক হিসেবে মেনে নেয়, তিনি তাকে সৎপথে চলার তাওফীক দেন এবং তাঁর বিশেষ রহমতের মধ্যে শামিল করে নেন। আর যে তাঁর ইখতিয়ার সঠিকভাবে ব্যবহার না করে ভুল পথে চলার ফায়সালা করে এবং এমন সব সত্তাকে অভিভাবক হিসেবে মেনে নেয়, যারা অভিভাবক হওয়ার যোগ্যই নয়, সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। আল্লাহই একমাত্র অভিভাবক। যে অভিভাবক চিনতে ভুল করবে সে কিছুতেই সফল হবে না।

এরপর রাসূল (স)-এর পেশকৃত দীন আসলে কী, তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. ঐ দীনের প্রথম ভিত্তি হলো এই যে, যেহেতু আল্লাহই সৃষ্টিজগৎ ও মানুষের খালিক ও মালিক এবং আসল অভিভাবক, সেহেতু তিনিই একমাত্র আইনদাতা। মানুষকে দীন ও শরীআত দান করার ইখতিয়ার একমাত্র তাঁরই। অন্য কোনো সত্তার এ অধিকার নেই। প্রাকৃতিক জগতে যেমন সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহর, মানবসমাজেও আইন দেওয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাঁরই। যারা আল্লাহর এ ক্ষমতাকে স্বীকার করে না, প্রাকৃতিক জগতে আল্লাহর ক্ষমতাকে তাদের স্বীকার করা অর্থহীন।

২. আল্লাহর দীন একটিই। যুগে যুগে সকল নবী ও রাসূলকে ঐ একই দীন দিয়ে পাঠানো হয়েছে। কোনো নবীই আলাদা কোনো দীন চালু করেননি। তাওহীদই সব নবীর দীন। এক আল্লাহর দাসত্ব করাই ঐ দীনের শিক্ষা।

৩. আল্লাহর দীনকে স্বীকার করে চুপচাপ বসে থাকার জন্য দীনকে পাঠানো হয়নি। একমাত্র আল্লাহর দীনই পৃথিবীতে বিজয়ী থাকবে; অন্যদের রচিত দীনের অধীনে থাকার জন্য এ দীনকে পাঠানো হয়নি। নবীগণ দীনের শুধু তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেননি, তাঁদেরকে দীন কায়েমের আদেশ দিয়েই পাঠানো হয়েছে এবং এ কঠিন দায়িত্বই তাঁরা পালন করেছেন।

৪. এটাই ছিল মানবজাতির আসল দীন। কিন্তু নবী-রাসূলগণের পরবর্তী যুগে দীনকে ব্যবসার মাধ্যম বানিয়ে একশ্রেণীর ধর্মনেতা দীনকে কায়েম করার বদলে নিজেদেরকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে নিছক দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য দীনের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টি করে নতুন নতুন ধর্মের জন্ম দিয়েছে। পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, এসবই আল্লাহর দীনকে বিকৃত করেই তৈরি করা হয়েছে।

৫. এখন মুহাম্মদ (স)-কে এ উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে যে, সব কৃত্রিম ধর্ম ও মানুষের রচিত সকল দীনের বদলে তিনি ঐ আসল দীন মানুষের নিকট পেশ করবেন ও তা কায়েম করতে চেষ্টা করবেন। এ নবীকে আল্লাহর রহমত হিসেবে মেনে নিয়ে শুকরিয়া আদায় না করে যদি তোমরা বিগড়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, তাহলে এটা তোমাদের অজ্ঞতা ও বোকামি। তোমাদের বাধার পরওয়া না করে, অত্যন্ত মযবুতভাবে দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব তিনি পালন করতে থাকবেন। তোমরা যেসব কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও জাহেলী আচার-অনুষ্ঠানকে ধর্ম হিসেবে পালন করছ, সেসবকে তিনি মেনে নেবেন না।

৬. আল্লাহর দীনকে বাদ দিয়ে অন্যদের বানানো দীন ও আইনকে মানা আল্লাহর বিরুদ্ধে যে কত বড় ধৃষ্টতা, সে বিষয়ে তোমাদের চেতনাই নেই। তোমরা এটাকে দুনিয়ার সাধারণ ব্যাপার মনে করছ। এতে তোমরা কোনো দোষ দেখতে পাও না; কিন্তু আল্লাহর নিকট এটা জঘন্যতম শিরক ও চরমতম অপরাধ। যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনের বদলে নিজেদের মনগড়া দীন চালু করছে এবং যারা তাদেরকে মেনে নিয়েছে তাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এভাবে দীন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করার পর বলা হয়েছে–

তোমাদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। একদিকে কিতাব নাযিল করে তোমাদের সামনে আসল সত্য পেশ করা হয়েছে, অপরদিকে এ কিতাব যারা মেনে চলে তারা কেমন উন্নত মানের মানুষ হয়ে গড়ে ওঠে, তা নবীর সাথীদেরকে দেখে বুঝতে পার। এরপরও যদি তোমরা হেদায়াত লাভ করতে না পার তাহলে দুনিয়ার অন্য কোনো জিনিসই তোমাদেরকে সঠিক পথে আনতে পারবে না। তোমরা যদি এভাবেই গোমরাহিতে ডুবে থাক, তাহলে এর মন্দ পরিণতির জন্যও তৈরি থাক।

উপরে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তার ফাঁকে ফাঁকে সূরাটিতে সংক্ষেপে তাওহীদ ও আখিরাতের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, দুনিয়াপূজার পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, আখিরাতের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে এবং কাফিরদের ঐ সব নৈতিক দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে, যা তাদের আখিরাতে বিশ্বাসের পথে বাধা ছিল। সূরার শেষ দিকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে :

১. মুহাম্মদ (স) নবুওয়াত লাভের আগে কিতাব কী তা জানতেন না এবং ঈমান সম্পর্কেও তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ তিনি এ দুটো জিনিস নিয়ে মানুষের সামনে এলেন। তাঁর নবী হওয়ার এটাও একটা প্রমাণ। নবী না হলে তিনি এসব কথা কোথায় পেলেন?

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যা শিক্ষা দেন তা সরাসরি আল্লাহর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তা বলে হাসিল করেছেন বলে তিনি দাবি করেন না। সব নবী-রাসূল যে তিনটি উপায়ে শিক্ষা লাভ করেছেন, ঐ একই নিয়মে তিনিও ইলম হাসিল করেছেন– (১) ওহীর মাধ্যমে, (২) পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ পেয়ে এবং (৩) ফেরেশতার মাধ্যমে।

এ কথাটি এ কারণে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যাতে বিরোধীরা এ অপবাদ দিতে না পারে যে, রাসূল (স) আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার দাবি করেন।

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٣ رُكُوْعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

حٰمٓ ۚ ①

১. হা-মীম।

عٓسٓقٓ ②

২. আইন-সীন-কাফ।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৩. (হে নবী!) এভাবেই মহাশক্তিশালী ও মহাকৌশলী আল্লাহ আপনার কাছে ও আপনার আগের (রাসূলগণের) কাছে ওহী পাঠিয়ে এসেছেন।[১]

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ④

৪. আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তিনি সবার উপর মর্যাদাবান এবং সুমহান।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤

৫. ঐ সময় কাছে এসে গেছে, যখন আসমানসমূহ উপর থেকেই ফেটে পড়বে।[২] ফেরেশতারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করছে এবং দুনিয়াবাসীদের জন্য গুনাহ মাফ চাচ্ছে। জেনে রাখ, আসলে আল্লাহই ক্ষমাশীলও মেহেরবান।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ڮ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑥

৬. যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে তাদের অভিভাবক[৩] বানিয়ে রেখেছে, আল্লাহই তাদের হেফাযতকারী। (হে নবী!) আপনি তাদের জিম্মাদার নন।

---

১. অর্থাৎ, যে কথা কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে, এ কথাই ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-এর প্রতি নাযিল করেছেন এবং পূর্ববর্তী রাসূলদের প্রতিও তিনি এ একই বাণী নাযিল করে এসেছেন।

২. অর্থাৎ, আল্লাহর খোদায়ীতে কোনোভাবে কোনো সৃষ্ট বস্তুকে অংশীদার গণ্য করা কোনো মামুলি কথা নয়। এটা এমন গুরুতর কঠিন কথা যে, এর জন্য যদি আসমান ফেটে যায় তাহলেও তা অসম্ভব কিছু নয়।

৩. মূলে আউলিয়া শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ খুবই ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথহারা মানুষের বিভিন্ন ধারণা-বিশ্বাস ও বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি রয়েছে। এসব ব্যাপারকে পবিত্র কুরআনে 'আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে ওলী বানানো' বলা হয়েছে। কুরআন অনুসারে মানুষ ঐ সত্তাকেই নিজের ওলী বলে গণ্য করল– (১) যার কথামতো সে চলে, যার উপদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী সে কাজ করে এবং যার নির্ধারিত পদ্ধতি, প্রথা, বিধি ও শৃঙ্খলা সে অনুসরণ করে; (২) যার নেতৃত্বে সে বিশ্বাস করে

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾

৭. (হে নবী!) এভাবেই আমি আরবী কুরআন আপনার উপর ওহী করে পাঠিয়েছি, যাতে জনবসতিসমূহের কেন্দ্র (মক্কা শহর) ও এর আশপাশের লোকদেরকে সতর্ক করে দেন এবং সবার একত্র হওয়ার দিন সম্পর্কে ভয় দেখান, যার আসার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এক দল বেহেশতে যাবে, আর এক দল দোযখে যাবে।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾

৮. আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি তাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর যালিমদের জন্য কোনো অভিভাবক নেই, কোনো সাহায্যকারীও নেই।

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾

৯. এরা কি (এমনই বোকা যে) তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে? অভিভাবক তো শুধু আল্লাহই। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন।

রুকূ' ২

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾

১০. তোমাদের[৪] মধ্যে যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য হয়, সেসবের ফায়সালা করা আল্লাহর কাজ। ঐ আল্লাহই আমার রব। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং আমি তাঁরই দিকে রুজু করছি।

এবং মনে করে যে, সে তাকে সঠিক পথ দেখায় ও ভুল পথ থেকে রক্ষা করে; (৩) যার সম্পর্কে সে এই ধারণা করে যে, আমি দুনিয়ায় যা কিছু করি না কেন, তার খারাপ পরিণতি থেকে এবং যদি খোদা থেকে থাকেন ও পরকালের অস্তিত্বও সত্য হয় তবু তার শাস্তি থেকে সে তাকে রক্ষা করে নেবে; (৪) যার সম্পর্কে সে এ ধারণা করে যে, সে দুনিয়ায় অলৌকিক উপায়ে তাকে সাহায্য করে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে, রিযক হাসিলের উপায় দান করে, সন্তান-সন্ততি দান করে, তার মনোবাসনা পূর্ণ করে এবং অন্য সকল প্রকার প্রয়োজনও পূর্ণ করে।

৪. এখানে ১৬ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভাষণ যদিও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে 'ওহী', কিন্তু এখানে বক্তা হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (স), আল্লাহ তাআলা নন। মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা যেন তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'তুমি এ ঘোষণা কর'। এর উদাহরণ সূরা ফাতিহা। তা আল্লাহর বাণী বটে, কিন্তু বান্দাহ নিজের পক্ষ থেকে দোয়া হিসেবে তা আল্লাহর দরবারে পেশ করে।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

১১. আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। যিনি তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তেমনিভাবে যিনি গৃহপালিত পশুর মধ্যেও (তাদের নিজেদের মধ্য থেকে) জোড়া বানিয়েছেন। এ নিয়মেই তিনি তোমাদের বংশধারা ছড়িয়ে দেন। (সৃষ্টি জগতে) কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। আর তিনি সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২. আসমান ও জমিনের সকল ভাণ্ডারের চাবি তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা অঢেল রিযক দেন, আর যাকে ইচ্ছা মেপে দেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রতিটি জিনিসের ইলম রাখেন।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনি তোমাদের জন্য দীনের ঐ সব নিয়ম-কানুনই ঠিক করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন ও যা আমি (হে নবী!) এখন আপনার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি এবং যার হেদায়াত আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাকীদসহ দিয়েছিলাম যে, এ দীনকে কায়েম করুন। আর এ ব্যাপারে একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যাবেন না। (হে নবী!) এ কথাটিই এই মুশরিকদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়, যার দিকে আপনি তাদেরকে ডাকছেন। আল্লাহ যাকে চান তাকে আপন করে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে আসার পথ তাকেই দেখান, যে তাঁর দিকে রুজু হয়।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا

১৪. মানুষের মধ্যে যে বিভেদ দেখা দিয়েছে তা তাদের কাছে ইলম আসার পরই হয়েছে। এটা এ কারণেই হয়েছে যে, তারা একে অপরের সাথে বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল। আপনার রব যদি আগেই ঘোষণা না করতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফায়সালা মুলতবী রাখা হবে, তাহলে তাদের

الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ⑭

(বিভেদের ব্যাপারে) চূড়ান্ত ফায়সালা করেই করে দিতেন। তাদের পর যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ বানানো হয়েছে তারা ঐ বিষয়ে পেরেশান হওয়ার মতো সন্দেহে পড়ে আছে।[৫]

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ⑮

১৫. (যেহেতু এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে) এ কারণে (হে নবী!) এখন আপনি ঐ দীনের দিকেই দাওয়াত দিন এবং যেভাবে আপনাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে তারই উপর মযবুত হয়ে কায়েম থাকুন। আর তাদের কামনা-বাসনা অনুসরণ করবেন না। তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করেছেন, আমি তারই প্রতি ঈমান এনেছি, আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, যেন আমি তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করি। আল্লাহই আমাদের রব এবং তোমাদের রবও তিনিই। আমাদের আমল আমাদের জন্য আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া[৬] নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তাঁরই দিকে সবাইকে যেতে হবে।

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ⑯

১৬. আল্লাহর ডাকে সাড়া দেওয়ার পর যারা (সাড়াদাতাদের সাথে) আল্লাহর ব্যাপারে ঝগড়া করে, তাদের যুক্তিতর্ক আল্লাহর নিকট বাতিল। তাদের উপর আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য কঠোর আযাব রয়েছে।

৫. অর্থাৎ, পরবর্তী বংশধরদের এ নিশ্চিত বিশ্বাস নেই যে, যে কিতাবগুলো তারা পেয়েছে তা বিষয় ও ভাষায় কতটা স্বরূপে বর্তমান আছে এবং তার মধ্যে কতটা ভেজাল ও মিশ্রণ ঘটেছে। তাদের নবীরা কী শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে কথাও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসসহ জানে না। প্রত্যেকটি জিনিস তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত ও তাদের মনে জটিল অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

৬. অর্থাৎ, যুক্তিসঙ্গত দলিল-প্রমাণ দ্বারা কথা বোঝানোর যে হক ছিল তা আমরা পূর্ণরূপে পালন করছি। সুতরাং এখন অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কী? তোমরা করলেও আমরা তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই।

ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

১৭. তিনি আল্লাহই যিনি সত্যসহ এই কিতাব ও মীযান নাযিল করেছেন।[৭] তুমি কি জানো, হয়তো চূড়ান্ত ফায়সালার সময় কাছেই এসে গেছে।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِى ٱلسَّاعَةِ لَفِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

১৮. যারা তা আসবে বলে বিশ্বাস করে না, তারাই এর জন্য তাড়াহুড়া করে। কিন্তু যারা এর প্রতি ঈমান রাখে তারা তাকে ভয় করে এবং তারা জানে যে, তা অবশ্যই আসবে। ভালো করে শুনে রাখ, যারা ঐ সময়টা (কিয়ামত) আসার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য বিতর্ক করে, তারা গোমরাহীতে অনেক দূর চলে গেছে।

ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। যাকে যা চান তা-ই দান করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও মহাশক্তিমান।

রুকূ' ৩

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْءَاخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾

২০. যারা আখিরাতের চাষের জমি চায়, আমি তার কৃষিভূমি বাড়িয়ে দিই। আর যারা দুনিয়ার ক্ষেতফসল চায় তাকে দুনিয়া থেকেই কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখিরাতে তার কোনো হিস্যা নেই।

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ

২১. এ লোকেরা কি আল্লাহর সাথে এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে, যারা তাদের জন্য দীনের মতো এমন কোনো তরীকা ঠিক করে দিয়েছে, যার কোনো অনুমতি আল্লাহ দেননি?[৮] যদি ফায়সালার বিষয়টা আগেই

৭. 'মীযান' মানে দাঁড়িপাল্লা। অর্থাৎ, আল্লাহর শরীআত যা দাঁড়িপাল্লার মতো ওজন দ্বারা সঠিক ও বেঠিক, সত্য ও মিথ্যা, অত্যাচার ও ন্যায়বিচার এবং ন্যায়পরায়ণতা ও অন্যায়-পরায়ণতার মধ্যে কী পার্থক্য তা স্পষ্ট করে দেয়।

৮. স্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছে, এ আয়াতে 'শরীকগণ' অর্থ সেই সব মানুষ, যাদেরকে মানুষ (শরীক ফীল-হুকুম) আদেশ দানে শরীকরূপে গণ্য ও মান্য করে। অর্থাৎ, যাদের শেখানো চিন্তাধারা ও ধারণা-বিশ্বাস এবং মতবাদ ও দর্শনকে মানুষ বিশ্বাস করে, যাদের দেওয়া মূল্যমানগুলোকে তারা মেনে চলে, যাদের নৈতিক মূলনীতিগুলো এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির মানদণ্ডগুলোকে লোক গ্রহণ করে এবং যাদের রচিত আইন-বিধান ও পদ্ধতিগুলোকে নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনুসরণ করা কর্তব্য মনে করে।

وَإِنَّ الظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

ঠিক করা না হতো, তাহলে তাদের মধ্যে কবেই মীমাংসা করে দেওয়া হতো। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

تَرَى الظَّٰلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

২২. তোমরা দেখতে পাবে যে, এসব যালিম– তারা যা কামাই করেছে ঐ সময় এর পরিণামের ভয় করবে এবং তা তাদের উপর আসবেই। আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা বেহেশতের বাগানে থাকবে। তারা যা চাইবে তা-ই তাদের রবের কাছে পাবে। এটা খুবই বড় মেহেরবানী।

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

২৩. এটাই ঐ জিনিস, যার সুখবর আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দাহদেরকে দেন, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে। (হে নবী!) এ লোকদেরকে বলুন, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। তবে আত্মীয়তার ভালোবাসা অবশ্যই চাই।[৯] যে নেকী কামাই করবে, আমি তার জন্য ঐ নেকীর মধ্যে শোভা বাড়িয়ে দেবো। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও মর্যাদাদাতা।

৯. এ আয়াতের তিন রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে– (১) আমি তোমাদের কাছে এই কাজের জন্য কোনো পুরস্কার চাই না, কিন্তু আমি অবশ্যই চাই যে, তোমরা (কুরাইশরা) কমপক্ষে সেই আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা কর, যা আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে। এটা কেমন যুলুম যে, সবার আগে তোমরাই আমার দুশমনিতে উঠে-পড়ে লেগে গেছ। (২) আমি এই কাজের জন্য তোমাদের কাছে এ ছাড়া অন্য কোনো পুরস্কার চাই না যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আগ্রহ সৃষ্টি হোক। (৩) যেসব তাফসীরকারগণ আরেক রকম তাফসীর করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মীয় দ্বারা গোটা বনী আব্দুল মুত্তালিবকে বুঝিয়েছেন। কেউ কেউ এর অর্থ শুধু হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা) এবং তাঁদের বংশধর পর্যন্ত সীমিত রেখেছেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই ব্যাখ্যাকে কিছুতেই সঠিক মনে করা যায় না– প্রথমত, যে সময় পবিত্র মক্কা নগরীতে সূরা শূরা নাযিল হয় সে সময় হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-এর বিবাহই হয়নি। বনী আব্দুল মুত্তালিবের সকলেই মুহাম্মদ (স)-কে সহযোগিতা করেনি; বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ খোলাখুলিভাবেই শত্রুদের সঙ্গী ছিল এবং আবু লাহাবের শত্রুতা তো সারা দুনিয়ার লোকই জানে। দ্বিতীয়ত, নবী করীম (স)-এর আত্মীয়-স্বজন শুধু বনী আব্দুল মুত্তালিবই ছিল না; তাঁর সম্মানিতা মাতা, তাঁর সম্মানিত পিতা এবং তাঁর শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী হযরত খাদিজার মাধ্যমে কুরাইশদের অন্যান্য পরিবারেও তাঁর আত্মীয়তা ছিল। এসব পরিবারে তাঁর উত্তম সমর্থকরাও ছিলেন এবং নিকৃষ্টতম শত্রুও ছিল। তৃতীয়ত, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে একজন নবী যে উচ্চ মর্যাদায় থেকে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকেন, তাঁর পক্ষ থেকে এ বিরাট মহান কাজের জন্য এ পুরস্কার চাওয়া– 'তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাস, এতটা নিম্নমানের কথা, কোনো রুচিবান মানুষ ধারণাও করতে পারে না যে, আল্লাহ নিজের নবীকে এই কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবী কুরাইশগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে এ কথা বলেছেন।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٤﴾

২৪. এরা কি এ কথা বলে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ রচনা করে নিয়েছে? (হে নবী!) যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে আপনার দিলের উপর মোহর মেরে দিতেন।[১০] আল্লাহ বাতিলকে মুছে ফেলেন এবং হককে নিজের হুকুমে হক প্রমাণ করে দেখান। নিশ্চয়ই তিনি মনের গোপন কথাও জানেন।

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাহদের তাওবা কবুল করেন এবং গুনাহ মাফ করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে তিনি জানেন।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে তাদের দোয়া তিনি কবুল করেন এবং তাঁর মেহেরবানীতে তিনি আরো বেশি দেন। আর কাফিরদের জন্য কঠোর আযাব রয়েছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

২৭. যদি আল্লাহ তাঁর সব বান্দাহদেরকে অঢেল রিযক দান করতেন তাহলে তারা দুনিয়াতে বিদ্রোহের তুফান চালিয়ে দিত। কিন্তু তিনি একটা হিসাব অনুযায়ী যতটুকু ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাহদের খবর রাখেন এবং তাদের দিকে লক্ষ্য রাখেন।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনিই সেই সত্তা, যিনি মানুষের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি নাযিল করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই প্রশংসার যোগ্য অভিভাবক।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, আসমান ও জমিনের সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যত প্রাণী ছড়িয়ে রেখেছেন সেসব। তিনি যখন ইচ্ছা তাদের সবাইকে একত্র করার ক্ষমতা রাখেন।

১০. অর্থাৎ, হে নবী! ওরা আপনাকেও তাদের মানের লোক ভেবে নিয়েছে। এরা যেমন স্বার্থের খাতিরে যত বড় মিথ্যা হোক না কেন তা সহজেই বলতে পারে, তেমনি তারা মনে করছে আপনিও নিজের দোকানদারি চমকানোর জন্য একটা মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এটা আল্লাহ তাআলারই রহমত যে, তিনি আপনার অন্তরে ওদের অন্তরে মতো মোহর মেরে দেননি।

রুকূ' ৪

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

৩০. তোমাদের উপর যে মুসীবতই এসেছে তা তোমাদের দুহাতের কামাইর কারণেই[১১] এসেছে। অবশ্য তিনি বহু গুনাহ এমনিতেই মাফ করে দেন।

وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

৩২. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো ঐ জাহাজ, যা সমুদ্রের মধ্যে পাহাড়ের মতো দেখায়।

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

৩৩. আল্লাহ যখন চান বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। তখন জাহাজ সমুদ্রের পিঠে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এমন প্রত্যেক লোকের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যে সবরকারী ও শোকরকারী।

أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ

৩৪. অথবা (জাহাজের আরোহীদের) অনেক গুনাহ মাফ করে দিয়েও তাদের মাত্র কতক কামাই-এর কারণে তাদেরকে তিনি ডুবিয়ে দিতে পারেন।

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ

৩৫. আমার আয়াতসমূহ নিয়ে যারা বিতর্ক করে তারা ঐ সময় জানতে পারবে যে, তাদের জন্য আশ্রয় নেবার কোনো জায়গা নেই।

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

৩৬. যা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তা দুনিয়ার কয়দিনের জীবনের সাজ-সরঞ্জাম মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা যেমন বেশি ভালো, তেমনি স্থায়ী, ঐ সব লোকের জন্য, যারা ঈমান এনেছে ও তাদের রবের উপর ভরসা করেছে।

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

৩৭. আর যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রয়েছে এবং যারা রাগ হয়ে গেলেও মাফ করে দেয়।

১১. সে সময়ে পবিত্র মক্কা শহরে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩৮. আর যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে ও নামায কায়েম করে এবং তাদের সব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় ও আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর যারা তাদের উপর বাড়াবাড়ি করা হলে তার মোকাবিলা করে।[১২]

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

৪০. মন্দের বদলা সমান পরিমাণ মন্দ। তারপর যে মাফ করে দেয় ও সংশোধন করে তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪১. আর যে যুলুম হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়, তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

৪২. যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে অবশ্যই দোষ দেওয়া যায়। এরাই ঐসব লোক যাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

৪৩. অবশ্য যে সবর করে ও ক্ষমা করে তার এ কাজ অবশ্যই বড় উঁচু মানের হিম্মতের মধ্যে গণ্য।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

রুকূ' ৫

৪৪. যাকে আল্লাহ স্বয়ং গোমরাহ করেন, আল্লাহর পর তার জন্য আর কোনো অভিভাবক নেই। তোমরা দেখতে পাবে, এসব যালিমরা যখন আযাব দেখবে তখন তারা বলবে, 'এখন ফিরে যাওয়ার কোনো পথ আছে কি?'

وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ط وَتَرَى الظّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾

১২. এখান থেকে ৪৩ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত কথাগুলো আগের আয়াতের ব্যাখ্যা।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾

৪৫-৪৬. তুমি দেখবে যে, যখন তাদেরকে দোযখের সামনে আনা হবে তখন অপমানের ভারে নত হয়ে থাকবে এবং চোখের এক অংশ খুলে আড় চোখে দোযখের দিকে তাকাবে। আর যারা ঈমান এনেছিল তারা ঐ সময় বলবে, আজ কিয়ামতের দিন নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা নিজেদেরকে এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সাবধান! নিশ্চয়ই যালিমরা চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর তাদের জন্য কোনো অভিভাবক থাকবে না, যে আল্লাহর মোকাবিলায় তাদেরকে সাহায্য করবে। যাকে আল্লাহ গোমরাহীতে ফেলে দেন, তার জন্য বাঁচার কোনো পথ নেই।

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও, ঐ দিনটি আসার আগেই, যাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো উপায় আল্লাহর পক্ষ থেকে নেই। ঐ দিন তোমাদের জন্য আশ্রয়ের কোনো জায়গা থাকবে না এবং এমন কেউ থাকবে না, যে তোমাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করবে।[১৩]

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. এখন যদি এরা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে (হে নবী!) আমি তো আপনাকে তাদের হেফাযতকারী হিসেবে পাঠাইনি। আপনার উপর তো শুধু বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বই দেওয়া হয়েছে। মানুষের অবস্থা এই যে, যখন আমি তাকে আমার রহমত ভোগ করাই তখন সে অহংকারে ফুলে যায়। আর তাদের হাতে তারা যা করেছে তা যদি মুসীবতের আকারে তাদের উপর এসে পড়ে, তখন মানুষ চরম না-শোকরী করে।

১৩. মূল শব্দগুলো হচ্ছে 'মা-লাকুম মিন নাকীর'। এর আরও কয়েকটি অর্থ আছে— (১) তোমরা নিজেদের আমলের কোনো একটিও অস্বীকার করতে পারবে না। (২) তোমরা তোমাদের পোশাক বদল করে লুকাতে পারবে না। (৩) তোমাদের প্রতি যে ব্যবহারই করা হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে তোমরা কোনো প্রতিবাদ করার সুযোগ পাবে না। (৪) তোমাদেরকে যে অবস্থার মধ্যে রাখা হবে, তা বদলানোর কোনো সাধ্য তোমাদের থাকবে না।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۗءُ عَقِيْمًا ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

৪৯-৫০. আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের বাদশাহীর মালিক। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন। যাকে চান শুধু কন্যা সন্তান দেন। যাকে চান তাকে শুধু পুত্র সন্তান দান করেন। যাকে ইচ্ছা ছেলে ও মেয়ে মিলিয়ে দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা বানিয়ে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু জানেন এবং সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۗئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

৫১. কোন মানুষেরই এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তিনি হয় ওহীর (ইঙ্গিত) মাধ্যমে[১৪], অথবা পর্দার আড়াল থেকে[১৫], কিংবা তিনি কোনো বাণীবাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর হুকুমে যা চান ওহী হিসেবে দেন।[১৬] নিশ্চয়ই তিনি সুমহান ও মহাকৌশলী।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۭ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِنَا ۭ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۝

৫২-৫৩. এভাবেই (হে নবী!) আমি আমার হুকুমে আপনার কাছে এক রূহকে ওহী করেছি।[১৭] কিতাব কাকে বলে, আর ঈমান-ই বা কী জিনিস তা আপনি কিছুই জানতেন না। কিন্তু সেই রূহকে আমি একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি, যার মাধ্যমে আমার বান্দাহদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিশ্চয়ই আপনি সরল-সঠিক পথের দিকে (মানুষকে) হেদায়াত করছেন– ঐ আল্লাহর পথের দিকে, যিনি আসমান ও জমিনের সব জিনিসের মালিক। সাবধান! সকল ব্যাপার আল্লাহরই দিকে ফিরে যায়।

১৪. এখানে ওহী অর্থ 'ইল্‌কা' বা 'ইলহাম' তথা মনের মধ্যে কোনো কথা জাগিয়ে দেওয়া বা স্বপ্নে কিছু দেখানো– যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইউসুফ (আ)-কে দেখানো হয়েছিল।

১৫. অর্থাৎ, বান্দাহ এক আওয়াজ শুনে; কিন্তু সে বক্তাকে দেখতে পায় না। যেমন হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা। তূর পর্বতে একটি গাছ থেকে হঠাৎ তিনি আওয়াজ শুনতে পেলেন; কিন্তু তিনি বক্তাকে দেখতে পেলেন না।

১৬. এটা হলো 'ওহী' আসার সেই নিয়ম, যেভাবে সকল আসমানি কিতাব নবীদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

১৭. এর অর্থ শুধু সবশেষের নিয়মে নয়; বরং উপরের আয়াতের তিন রকম নিয়মেই ওহী পাঠানো হয়েছে। এখানে 'রূহ' অর্থ 'ওহী' অথবা সেই শিক্ষা, যা ওহীর মাধ্যমে রাসূল (স)-কে দেওয়া হয়েছে।

৪৩. সূরা যুখরুফ

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরাটির ৮৫ নং আয়াতের 'যুখরুফ' শব্দটিকেই এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে।

নাযিলের সময়

কোনো সহীহ্ রেওয়ায়াত থেকে এ সূরা নাযিলের সময় জানা যায় না। সূরার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে সূরা মু'মিন, হা-মীম সাজদাহ্, ও শূরার আলোচ্য বিষয়ের সাথে যথেষ্ট মিল দেখা যায়। মক্কার কাফিররা যে সময়ে রাসূল (স)-কে হত্যা করার জন্য ফন্দি-ফিকির করছিল, ঐ তিনটি সূরা ঐ সময়েই নাযিল হয়েছে। এ সূরার ৭৯ ও ৮০ নং আয়াতে এ বিষয়ে ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। তাই মাক্কী যুগের ঐ সময়েই এ সূরা নাযিল হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

আলোচ্য বিষয়

কুরাইশ ও আরববাসীরা যেসব জাহেলী আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কার আঁকড়ে ধরেছিল, এ সূরায় জোরেশোরে এর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে এবং খুবই মযবুত ও আকর্ষণীয় উপায়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, ঐসবের পক্ষে কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। সূরার এ আলোচনা সমাজের বিবেকবান ও যুক্তি-বুদ্ধির অধিকারী সবাইকে চিন্তা করতে বাধ্য করে যে, আমাদের জাতি কেমন করে এমন বাজে আকীদা আঁকড়ে ধরে আছে এবং যে মানুষটি আমাদেরকে এসব কুসংস্কার থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছেন তার বিরুদ্ধে এভাবে আদা-জল খেয়ে লেগে আছে?

সূরার আলোচনা এভাবে শুরু হয়েছে– তোমরা চাও যে, তোমাদের বিরোধিতা ও আপত্তির কারণেই এই কিতাব নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু দুষ্ট লোকদের বাধা দেওয়ার কারণে আল্লাহ্ কখনো নবী-রাসূল পাঠানো ও কিতাব নাযিল করা বন্ধ করেননি; বরং যে যালিমরা বাধা দিয়েছে তাদেরকেই তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন। এখনো তিনি তা-ই করবেন। আরো পরে ৪১ ও ৪৩ নং আয়াতে এবং ৭৯ ও ৮০ নং আয়াতে এ বিষয়ে পুনরায় বলা হয়েছে।

যারা রাসূল (স)-কে হত্যা করতে চাচ্ছিল তাদেরকে শুনিয়ে নবী করীম (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আপনি জীবিত থাকুন বা না থাকুন, এ যালিমদেরকে আমি অবশ্যই শাস্তি দেব। দুশমনদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, আমার নবীর বিরুদ্ধে যদি তোমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাক, তাহলে আমিও তোমাদের বিরুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত নেব।

কাফিররা কিন্তু এ কথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই আসমান-জমিন এবং তাদেরকে ও তাদের মা'বুদদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ কথাও বিশ্বাস করে যে, তারা যত নিয়ামত ভোগ করছে, সবই আল্লাহর দান। তা সত্ত্বেও আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে বিনা যুক্তিতেই অন্য কতক সত্তাকে তারা শরীক করে।

আজব ব্যাপার যে, এরা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানকে লজ্জা ও অপমানজনক মনে করে, অথচ আল্লাহর বান্দাহদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে মনে করে। তারা ফেরেশতাদেরকে দেবী বলে। মেয়েদের মতো আকারে তাদের মূর্তি বানায়। তাদেরকে মেয়েলি পোশাক ও অলংকার পরায়। এদেরকে আল্লাহর কন্যা হিসেবে পূজা করে। এ বেকুবরা কেমন করে জানল যে, ফেরেশতারা নারী?

তাদের এসব মূর্খতা ও কুসংস্কারের সমালোচনা করলে তারা তাকদীরের দোহাই দিয়ে বলে, আমরা যা করছি তা যদি আল্লাহ করতে না দিতেন তাহলে কেমন করে করতে পারতাম? আল্লাহ পছন্দ করেন বলেই আমরা এগুলো করতে পারছি।

অথচ আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দ কোন্‌টা, তা আল্লাহর কিতাব থেকেই জানতে হবে। যত চুরি, ডাকাতি, খুন ও যিনা হচ্ছে তা করতে আল্লাহ নিজে বাধা দিচ্ছেন না বলে কি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, এসব আল্লাহ পছন্দ করেন? এ যুক্তি মেনে নিলে তো সব অপরাধই জায়েয ও বৈধ হয়ে যায়।

শিরকের পক্ষে তাদের ঐ তাকদীরের দোহাই যে একেবারেই বাজে যুক্তি, তা প্রমাণ হওয়ার পর যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, আর কোনো যুক্তি আছে কি? জবাবে তারা বলে, বাপ-দাদার আমল থেকেই তো এসব চলে এসেছে। ভাবখানা এই যে, যেন এ যুক্তিই যথেষ্ট।

অথচ মক্কার কাফিররা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর বলে গৌরব প্রকাশ করত। যদি বাপ-দাদাকেই অনুকরণের দোহাই দেওয়া হয়, তাহলে ইবরাহীম (আ)-এর আদর্শ মেনে নাও না কেন? তিনি তো বাপ-দাদার মূর্তিপূজাকে যুক্তিবিরোধী বলেই দেশ ত্যাগ করে মক্কায় চলে এসেছেন। যদি পূর্বপুরুষদেরকে মানতেই হয় তাহলে সবচেয়ে গৌরবময় পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে না মেনে তোমাদের জাহিল পূর্বপুরুষকে বাছাই করলে কেন?

যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোনো নবী বা আল্লাহর কোনো কিতাব কি কখনো আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করার শিক্ষা দিয়েছে? এর জবাবে তারা দলিল হিসেবে দেখায় যে, খ্রিস্টানরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহর বেটা হিসেবে পূজা করে। প্রশ্ন করা হলো যে, কোনো নবী বা কিতাব এ শিক্ষা দিয়েছে কি না? তারা জবাবে প্রমাণ হিসেবে নবীর পথভ্রষ্ট উম্মতের উদাহরণ দিলো। ঈসা (আ) কি এ কথা বলেছিলেন যে, আমি আল্লাহর পুত্র, আমার উপাসনা কর?

মক্কার কাফিররা রাসূল (স)-কে নবী হিসেবে না মানার আরো একটি অজুহাত দেখাত। তারা বলত, আল্লাহ যদি আমাদের কাছে কোনো নবী পাঠাতে চাইতেন তাহলে মক্কা বা তায়েফের কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বাছাই করতেন। এ একই যুক্তি মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে ফিরাউন পেশ করে বলেছিল, আসমানের বাদশাহ যদি আমার মতো জমিনের বাদশাহর কাছে কোনো দূত পাঠাতেন, তাহলে তাকে সোনার অলঙ্কার পরিয়ে একদল ফেরেশতাকে আর্দালি হিসেবে পাঠাতেন। এক মিসকীন এসে আমার সামনে নবী দাবি করছে। মিসরের বাদশাহী আমার। এ দেশের নদ-নদী আমার হুকুমেই চলে। মূসার কী মর্যাদা আছে?

কাফিরদের দাবিকে ফিরাউনের দাবির সাথে তুলনা করে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদেরও ফিরাউনের দশাই হবে।

এভাবে কাফিরদের সব বাজে যুক্তি একটার পর একটা খণ্ডন করে যুক্তিপূর্ণ জবাব দেওয়ার পর স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, আল্লাহর কোনো সন্তানাদি নেই, আসমান ও জমিনের আলাদা আলাদা আল্লাহ নেই। যারা জেনে-বুঝে গোমরাহীর পথে চলে তাদের জন্য এমন কোনো সুপারিশকারী নেই, যে এমন লোকদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

আল্লাহ একাই গোটা সৃষ্টিজগতের খোদা। অন্য কেউ তাঁর খোদায়ী গুণাবলি, ক্ষমতা ও অধিকারে শরীক নেই; বরং সবাই তাঁর দাস। তাঁর দরবারে একমাত্র এমন লোকই শাফাআত করতে পারে, যে নিজেও সত্য পথের পথিক এবং যাদের পক্ষে শাফাআত করবে তারাও দুনিয়ায় সত্য পথে চলেছে।

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨٩ رُكُوْعَاتُهَا ٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

حٰمٓ ۝١

১. হা-মীম।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢

২. এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ।

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٣

৩. আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।[১]

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٤

৪. আসলে এটা উম্মুল কিতাবে[২] (হেফাযত করা) আছে, যা আমার কাছে বড়ই মর্যাদাবান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরা কিতাব।

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ۝٥

৫. তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী কাওম হওয়ার কারণে আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এই উপদেশমূলক শিক্ষা পাঠানো কি বন্ধ করে দেবো?

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ۝٦

৬. আগে গত হয়ে যাওয়া লোকদের মধ্যেও আমি কতবার নবী পাঠিয়েছি।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٧

৭. এমন কখনো হয়নি যে, তাদের কাছে কোনো নবী এসেছেন, আর তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।

فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٨

৮. তারপর যারা এদের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আগের জাতিসমূহের উদাহরণ অতীত হয়ে গিয়েছে।

১. কুরআন মাজীদের শপথ এই কথার উপর করা হয়েছে যে, এ কিতাবের রচয়িতা আমি, মুহাম্মদ (স) নন। কসম করার জন্য কুরআন মাজীদের যে গুণটি বাছাই করা হয়েছে তা হচ্ছে, এই কিতাব সুস্পষ্ট। কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের কসম করার গুণ উল্লেখ করা দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, হে মানুষ! এ খোলা কিতাব তোমাদের সামনেই আছে। চোখ খুলে তোমরা তা দেখ। এ কিতাবের বিষয়বস্তু, এর শিক্ষা, এর ভাষা সবই এই সত্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করেছে যে, এর রচয়িতা বিশ্বপ্রভু আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না।

২. 'উম্মুল কিতাব'-এর অর্থ মূল কিতাব। অর্থাৎ, সেই কিতাব, যা থেকে সকল নবীর কাছে কিতাবসমূহ পাঠানো হয়েছে। সূরা বুরূজে এর জন্য 'লাওহিম মাহফূয' (সুরক্ষিত ফলক) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটা এমন ফলক, যার লেখা কখনো মুছে যেতে পারে না এবং যা সব রকমের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾

৯. যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে যে, যিনি মহাশক্তিশালী ও মহাজ্ঞানী তিনিই এসব সৃষ্টি করেছেন।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾

১০. তিনিই কি নন, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য দোলনা (আরামে থাকার জায়গা) বানিয়ে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে তোমাদের জন্য রাস্তা বানিয়েছেন[৩] যাতে তোমরা (যেখানে যেতে চাও) পথ খুঁজে পাও?

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

১১. যিনি আসমান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি নাযিল করেন এবং এর দ্বারা মরা জমিনকে জীবিত করেন। এভাবেই একদিন জমিন থেকে তোমাদেরকে বের করা হবে।

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٤﴾

১২-১৩-১৪. যিনি সকল জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকা-জাহাজ ও পশু তৈরি করেছেন, যার উপর তোমরা সওয়ার হয়ে থাক, যাতে তোমরা যখন তাদের পিঠে চড়ে বেড়াও তখন তোমাদের রবের নিয়ামতের কথা স্মরণ কর এবং এ দোয়া কর, পাক-পবিত্র তিনি, যিনি আমাদের জন্য এ জিনিসগুলোকে অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে এসবকে আয়ত্তে আনার সাধ্য আমাদের ছিল না। একদিন আমাদেরকে আমাদের রবের দিকেই ফিরে যেতে হবে।

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

১৫. (এসব কিছু জানা ও মানা সত্ত্বেও) এসব লোক তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকেই কতককে তাঁর অংশ বানিয়ে নিয়েছে। আসল কথা এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট নিয়ামত অস্বীকারকারী।

৩. পাহাড়সমূহের মাঝে মাঝে এবং পাহাড়ি এলাকায় ও সমতল ভূমিতে প্রাকৃতিক রাস্তা হিসেবে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বুকে নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এগুলোর সাহায্যে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর উপর এটাও আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত দয়া যে, মানুষ বিভিন্ন এলাকা চিনতে পারে এবং এক এলাকার সঙ্গে অন্য এলাকার পার্থক্য বুঝতে পারে।

রুকূ' ২

أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّأَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. আল্লাহ কি তার সৃষ্টির মধ্য থেকে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন, আর তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন?

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾

১৭. অথচ অবস্থা এই যে, এরা যে ধরনের সন্তানকে রাহমানের সাথে সম্পর্কিত করে, এদের কাউকে যদি তেমন সন্তানের সুখবর দেওয়া হয়, তাহলে তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং তার মন দুঃখে ভরে যায়।

أَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহর ভাগে ঐ সব সন্তান পড়ল, যারা অলংকারাদির মধ্যে বেড়ে উঠে এবং তর্কাতর্কিতে নিজের কথা স্পষ্ট করে বলতেও পারে না?

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. এরা ফেরেশতাদেরকে– যারা রাহমানের খাস বান্দাহ-মহিলা গণ্য করে। এরা কি তাদের দৈহিক গঠন দেখেছে? তাদের সাক্ষ্য লিখে নেওয়া হবে এবং এদেরকে এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এরা বলে, যদি রাহমান চাইতেন (যে আমরা যেন তাদের ইবাদত না করি) তাহলে আমরা কখনো তাদের পূজা করতাম না।[৪] এরা এ ব্যাপারে আসল সত্য মোটেই জানে না, শুধু আন্দাজ অনুমানে কথা বলে।

أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আমি কি এদেরকে এর আগে কোনো কিতাব দিয়েছিলাম, যার কোনো সনদ (এদের ফেরেশতা-পূজার পক্ষে) তাদের কাছে আছে?

بَلْ قَالُوْٓا إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. (অবশ্যই তা নেই) বরং এরা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি তরীকার উপর পেয়েছি। আর আমরা তাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি।

৪. তাকদীর দ্বারা তারা আপন গোমরাহীর পক্ষে দলিল পেশ করেছিল। চিরকাল এটাই অপরাধীদের বাহানা।

২৩. (হে নবী!) এভাবেই আপনার আগে আমি যে জনপদেই কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি, সেখানকার সচ্ছল লোকেরা এ কথাই বলেছে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটি তরীকার উপর পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি।

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. (প্রত্যেক নবী তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছেন) তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে পথে চলতে দেখেছ, আমি যদি এর চেয়েও বেশি সঠিক পথ তোমাদেরকে দেখাই (তবুও কি তোমরা সে পথেই চলতে থাকবে?)। তারা ঐ সব রাসূলকে এ জবাবই দিয়েছে, যে দীনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, আমরা অবশ্যই তা অস্বীকার করি।

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. শেষ পর্যন্ত আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। এখন দেখে নাও যে, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾

রুকূ' ৩

২৬-২৭. (ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম তার পিতাকে ও তার কাওমকে বললেন, তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সম্পর্ক শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾

اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾

২৮. ইবরাহীম এ কথাটি তার পেছনে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন, যাতে তারা এদিকে ফিরে আসে।[৫]

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

৫. অর্থাৎ, যখনই সত্য পথ থেকে তারা একটু সরে যায়, তখনি যাতে এ কালেমা তাদেরকে পথ দেখানোর জন্য মওজুদ থাকে এবং তারা এরই দিকে ফিরে আসে। এই ঘটনা কুরাইশ কাফিরদেরকে লজ্জা দেওয়ার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'তোমরা পূর্বপুরুষকে অনুসরণের নীতি গ্রহণ করলেও তোমাদের শ্রেষ্ঠ পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-কে বাদ দিয়ে তোমরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট পিতৃপুরুষদেরকে পছন্দ করছ।'

بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾

২৯. (এ সত্ত্বেও তারা যখন অন্যদের ইবাদত করতে লাগল, তখনো আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিইনি) বরং তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে আমি জীবিকা দিতে থাকলাম, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট করে বলার মতো রাসূল এসে গেলেন।

وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. কিন্তু যখন সত্য এদের কাছে এসে গেল তখন এরা বলল, এটা তো জাদু। আমরা তা মানতে অস্বীকার করছি।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩১. তারা বলে, দুটি শহরের বড় লোকদের কারো উপর এই কুরআন নাযিল করা হলো না কেন?[৬]

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. (হে নবী!) এরা কি আপনার রবের রহমত বণ্টন করে? দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে আমিই তো জীবন-যাপনের উপকরণ বিলি-বণ্টন করেছি এবং তাদের মধ্যে কতক লোককে অপর কতক লোকের উপর বেশি মর্যাদা দিয়েছি। যাতে তারা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে। আপনার রবের রহমত (নবুওয়াত) ঐ সম্পদ থেকে অনেক বেশি মূল্যবান, যা (তাদের নেতারা) জমা করছে।

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا ۗ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ

৩৩-৩৪-৩৫. সব মানুষ একই তরীকার অনুসারী (কাফির) হয়ে যাবে এ আশংকা যদি না থাকত, তাহলে যারা রাহমানের সাথে কুফরী করে, আমি তাদের ঘরের ছাদ, যে সিঁড়ি দিয়ে তারা তাদের বালাখানায় উঠে সে সিঁড়ি, তাদের দরজাগুলো এবং তাদের ঐ সব আসন, যার উপর তারা ঠেস দিয়ে বসে– এসব রূপা ও সোনার বানিয়ে দিতাম। এসব তো শুধু দুনিয়ার জীবনে ভোগ করার জিনিস। আর (হে নবী!) আপনার রবের

৬. দুটি শহর অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফ। কাফিরদের বক্তব্য ছিল, যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহর কোনো রাসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি তাঁর উপর কোনো কিতাব নাযিল করার ইচ্ছা করতেন তবে কেন্দ্রীয় শহর দুটির মধ্য থেকে কোনো বড় লোককে অবশ্যই এজন্য তিনি বাছাই করতেন।

الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

নিকট আখিরাত শুধু মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে।

রুকূ' ৪

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

৩৬. যে ব্যক্তি রাহমানের যিকর থেকে গাফিল থাকে, আমি তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দিই। আর সে তার বন্ধু হয়ে যায়।

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এই শয়তানরা এ লোকদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা দেয়। আর তারা নিজেরা মনে করে যে, তারা ঠিক পথেই চলছে।

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾

৩৮. অবশেষে যখন এ ব্যক্তি আমার কাছে আসবে তখন সে তার শয়তানকে বলবে, 'হায়! আমার ও তোর মাঝখানে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের মতো দূরত্ব হতো! তুই তো জঘন্য সাথী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিস।'

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. ঐ সময় তাদেরকে বলা হবে, যখন তোমরা যুলুম করেই ফেলেছ, তখন আজ তোমাদের এ কথা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তোমরা ও তোমাদের শয়তানরা একই আযাবে শরীক থাকবে।

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٠﴾

৪০. (হে নবী!) এখন কি আপনি বধিরদেরকে শোনাবেন? অথবা অন্ধ ও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে থাকা লোকদেরকে কি পথ দেখাবেন?

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

৪১-৪২. আমি আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিই, কিংবা তাদের নিকট যে আযাবের ওয়াদা করেছি তা আপনাকে দেখিয়ে দিই, আমাকে তাদের কাছ থেকে তো প্রতিশোধ নিতেই হবে। আর এদের বিরুদ্ধে আমি পূর্ণ ক্ষমতা রাখি।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরুন। নিশ্চয়ই আপনি সরল-সঠিক পথেই আছেন।

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. আসল সত্য হলো, এ কিতাব আপনার ও আপনার কাওমের জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয় এবং এ জন্য তোমাদেরকে শিগ্গিরই জবাবদিহি করতে হবে।[৭]

وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. আপনার আগে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি রাহমান ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদও নির্ধারিত করেছিলাম, যার দাসত্ব করা যায়?[৮]

রুকূ' ৫

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহসহ ফিরাউন ও তার দরবারিদের কাছে পাঠালাম। তিনি তাদেরকে বললেন, আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল।

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তারপর তিনি যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনসমূহ পেশ করলেন, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল।

وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۫ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আমি তাদেরকে একের পর এক নিদর্শনসমূহ দেখাতে থাকলাম, যার প্রতিটি আগেরটির চেয়ে বড়। আর আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা তাদের আচরণ থেকে ফিরে আসে।

وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. প্রত্যেক আযাবের সময় তারা (মূসাকে) বলত, হে জাদুকর! তোমার রবের নিকট তোমার যে পদমর্যাদা রয়েছে এর জোরে তুমি তাঁর কাছে দোয়া কর। আমরা অবশ্যই সঠিক পথে এসে যাব।

৭. অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির পক্ষে এর থেকে বড় কোনো সৌভাগ্য হতে পারে না যে, সব মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তাঁকে কিতাব নাযিল করার জন্য বাছাই করেছেন। কোনো জাতির পক্ষেও এর থেকে বড় কোনো সৌভাগ্যের কল্পনা করা যায় না যে, দুনিয়ার অন্য সব জাতিকে ত্যাগ করে আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন, তাদের ভাষায় কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে দুনিয়ায় আল্লাহর কালামের বাহক হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। যদি কুরাইশ ও আরববাসীদের এই মহা সম্মানের অনুভূতি না থাকে এবং তারা যদি এর অমর্যাদা করতে চায়, তবে এমন একসময় আসবে, যখন তাদেরকে এর জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

৮. রাসূলদেরকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ তাঁদের আনীত কিতাবসমূহ থেকে জানা।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ٥٠

৫০. কিন্তু আমি যখনই তাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দিতাম তখন তারা তাদের কথা থেকে ফিরে যেত (তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করত)।

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَٰرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيٓ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٥١

৫১. একদিন ফিরাউন তার কাওমকে ডেকে বলল, মিসরের বাদশাহী কি আমার নয়? আর এই নদীগুলো কি আমার নিচে দিয়েই বয়ে যাচ্ছে না? তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ না?

أَمْ أَنَا۠ خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۙ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ٥٢

৫২. আমি বেশি ভালো, না এই ব্যক্তি– যে হীন ও নগণ্য এবং যে নিজের কথাও স্পষ্ট করে বলতে পারে না?

فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ٥٣

৫৩. তার কাছে সোনার বালা কেন পাঠানো হলো না? অথবা একদল ফেরেশতা কেন তার সাথী হিসেবে এল না?

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَٰسِقِينَ ٥٤

৫৪. সে তার কাওমকে সামান্য ও তুচ্ছ মনে করেছে। আর তারাও তাকে মেনে নিয়েছে। আসলে তারা ফাসিক কাওমই ছিল।[৯]

فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٥

৫৫. অবশেষে যখন তারা আমাকে রাগিয়ে দিলো তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং সবাইকে এক সাথে ডুবিয়ে মারলাম।

فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْءَاخِرِينَ ٥٦

৫৬. এভাবেই আমি তাদেরকে পরবর্তী লোকদের জন্য পূর্বসূরী ও শিক্ষণীয় উদাহরণ বানিয়ে রাখলাম।

৯. এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে এক অতি বড় সত্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যখন কোনো দেশের শাসক জনগণকে তার মর্জিমতো যেমন খুশি তেমন শাসন করতে চায় এবং খোলাখুলি সব রকমের অপকৌশল চালাতে থাকে, সব রকমের ধোঁকা, প্রতারণা ও দাগাবাজি করতে চায়, খোলা বাজারে মানুষের বিবেক কেনা-বেচার কারবার চালাতে থাকে এবং যারা তাতে রাজি না হয় তাদেরকে নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে দমন করতে থাকে, তখন মুখে সে এ কথা না বললেও কাজের মাধ্যমে সে স্পষ্টরূপে এ কথা প্রকাশ করে যে– আসলে সে দেশবাসীকে জ্ঞান-বুদ্ধি, চরিত্র ও পুরুষত্বের দিক দিয়ে খুব ছোট মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এ বোকা, বিবেকহীন ও ভীরু লোকদেরকে আমি যেদিকে ইচ্ছা করি হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এরপর যদি তার এ চেষ্টা সফল হয় এবং দেশের অধিবাসীরা তার হাতবাঁধা গোলাম বনে যায়, তবে তারা নিজেদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করে দেয় যে, সেই শয়তান শাসকটি তাদের সম্পর্কে যা ভেবেছিল বাস্তবিকই তারা তা-ই। আর এ অপমানকর অবস্থার মূল কারণ হচ্ছে, তারা সকলে আসলেই ফাসিক লোক।

রুকূ' ৬

৫৭-৫৮. যেই মাত্র ইবনে মারইয়ামের উদাহরণ দেওয়া হলো, তখনই (হে নবী!) আপনার কাওম শোরগোল শুরু করে দিলো এবং বলল, 'আমাদের মা'বুদ ভালো, না সে।'[১০] শুধু তর্কের খাতিরে তারা এ উদাহরণ আপনার সামনে পেশ করেছে। আসলে এ লোকগুলো বড়ই ঝগড়াটে।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۝٥٧ وَقَالُوٓا ءَأٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۝٥٨

৫৯. ইবনে মারইয়াম এক বান্দাহ ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না, যার উপর আমি নিয়ামত বর্ষণ করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলের জন্য তাঁকে আমার কুদরতের এক নমুনা বানিয়ে দিয়েছিলাম।

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ ۝٥٩

৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য থেকেই ফেরেশতা বানিয়ে দিতে পারি, যারা পৃথিবীতে তোমাদের স্থান দখল করবে।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۝٦٠

৬১. নিশ্চয়ই (ইবনে মারইয়াম) কিয়ামতেরই এক নিদর্শন। কাজেই তোমরা এতে সন্দেহ করো না[১১] এবং আমার কথা মেনে নাও। এটাই সরল-সোজা পথ।

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝٦١

১০. এর আগে ৪৫ নং আয়াতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তোমাদের আগে যেসব রাসূল অতীত হয়েছেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি কি করুণাময় আল্লাহ ছাড়া উপাসনার জন্য অন্য উপাস্যও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম?' মক্কাবাসীদের সামনে যখন ভাষণ দেওয়া হচ্ছিল তখন এক ব্যক্তি এই প্রশ্ন তুলল যে, 'খ্রিস্টানরা মারইয়ামপুত্র ঈসাকে খোদার পুত্র গণ্য করে কি তাঁর ইবাদত করে না? তবে আমাদের উপাস্য দেবতা মন্দ কি?' এ প্রশ্ন করতেই কাফিরদের পক্ষ থেকে এক জোরদার অট্টহাসি তোলা হয় ও চিৎকার শুরু হয় যে, 'এর কি কোনো উত্তর আছে?'

১১. এর অনুবাদ এও হতে পারে যে, 'এটা কিয়ামতের জ্ঞানের একটি মাধ্যম'। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা (আ)-কে কিয়ামতের চিহ্ন বা কিয়ামতের জ্ঞানের উপলক্ষ কোন্ অর্থে বলা হয়েছে? অনেক তাফসীরকার বলেন, এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর দ্বিতীয় বার দুনিয়ায় আসার কথা বোঝানো হয়েছে, বহু হাদীসে যার সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী আয়াত অনুযায়ী এ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তাঁর দ্বিতীয় আগমন শুধু সেই লোকদের জন্য কিয়ামতের জ্ঞানের উপলক্ষ হতে পারে, যারা সে সময়ে বর্তমান থাকবে বা তাঁর পরে জন্ম নেবে। মক্কার কাফিরদের জন্য তিনি কীভাবে এই জ্ঞানের মাধ্যম হতে পারেন? মক্কাবাসীদেরকে কেমন করে এ কথা বলা ঠিক হবে যে, 'সুতরাং তোমরা এতে সন্দেহ করো না?' অন্য ব্যাখ্যাকারগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা সেই ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করি। এখানে হযরত ঈসা (আ)-এর পিতা ছাড়া সৃষ্টি হওয়া, মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করা এবং মৃতকে জীবিত করাকে কিয়ামতের সম্ভাবনার একটি দলিল বলা হয়েছে। আল্লাহ

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾

৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে তা থেকে বিরত না করে। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৩-৬৪. যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট হিকমত নিয়ে এসেছি এবং এ উদ্দেশ্যে এসেছি যে, তোমাদের নিকট এমন কতক বিষয়ের মর্মকথা প্রকাশ করব, যা নিয়ে তোমরা মতভেদ করছ। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। তোমরা তাঁরই দাসত্ব কর। এটাই সরল-সোজা পথ।[১২]

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾

৬৫. কিন্তু (তার এ সুস্পষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল নিজেদের মধ্যে মতভেদ করল।[১৩] অতএব যারা যুলুম করেছে তাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাব রয়েছে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٦٦﴾

৬৬. এ লোকেরা কি এখন এ অপেক্ষায়ই আছে যে, হঠাৎ তাদের উপর কিয়ামত এসে পড়ুক এবং তারা টেরও না পাক?

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ঐ দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকীরা ছাড়া আর সব বন্ধু-বান্ধবই একে অপরের দুশমন হয়ে যাবে।

তাআলার বাণী অর্থ হচ্ছে, যে আল্লাহ বিনা পিতায় সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন, যে আল্লাহর একজন বান্দাহ মাটির পুতুলের মধ্যে জীবন দিতে পারেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারেন তাঁর পক্ষে তোমাদের এবং সকল মানুষের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার জীবিত করার কথা অসম্ভব মনে করছ কেন?

১২. অর্থাৎ, ঈসায়ীরা যা কিছু বলুক ও করুক না কেন, ঈসা (আ) নিজে কখনো এ কথা বলেননি যে, 'আমি আল্লাহ অথবা তাঁর পুত্র এবং তোমরা আমার ইবাদত কর'; বরং সকল নবীদের যে দাওয়াত ছিল এবং এখন মুহাম্মদ (স) যে দাওয়াত দিচ্ছেন তাঁর দাওয়াতও একই ছিল।

১৩. অর্থাৎ, একদল তাঁকে অস্বীকার করে তাঁর বিরোধিতার সীমা এত দূর ছাড়িয়ে গেল যে, তাঁর প্রতি অবৈধ জন্মের অপবাদ আরোপ করল; আর অন্য দল তাঁকে বিশ্বাস করে এতটা বাড়াবাড়ি করল যে, তাঁকে খোদা বানিয়ে বসল। এরপর একজন মানুষের খোদা হওয়ার সমস্যাটি তাদের জন্য এমন এক জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়াল, তার জট খুলতে খুলতে তাদের মধ্যে অসংখ্য উপদল সৃষ্টি হলো।

রুকূ' ৭

يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَآ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۝

৬৮-৬৯-৭০. যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দাহ হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলা হবে, হে আমার বান্দাহরা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা কোনো দুশ্চিন্তায়ও পড়বে না। তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও। তোমাদেরকে খুশি করে দেওয়া হবে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ۚ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

৭১-৭২-৭৩. সোনার থালা ও পানপাত্রসমূহ তাদের চারপাশে ঘুরানো হবে। সেখানে এমন সব জিনিস থাকবে, যা মনের চাহিদা মেটাবে এবং চোখ জুড়াবে। আর তাদেরকে বলা হবে, তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে। তোমরা দুনিয়াতে যেসব আমল করেছ এর বদলায় তোমরা এই বেহেশতের ওয়ারিশ হয়েছ। তোমাদের জন্য এখানে অনেক ফল রয়েছে, যা থেকে তোমরা খাবে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝

৭৪. নিশ্চয়ই অপরাধীরা তো চিরকাল দোযখের আযাব ভোগ করবে।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝

৭৫. কখনো তাদের আযাব কমিয়ে দেওয়া হবে না। আর তারা সেখানে হতাশ হয়ে পড়ে থাকবে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۝

৭৬. আমি তাদের উপর কোনো যুলুম করিনি। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করছিল।

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ۝

৭৭-৭৮. (তারা দোযখের ফেরেশতাকে ডেকে বলবে) হে মালেক![14] তোমার রব যদি আমাদেরকে শেষ করে দেয় তাহলেই ভালো হয়। জবাবে সে বলবে, তোমরা

১৪. কথার প্রসঙ্গ থেকে সহজেই বোঝা যায়, 'মালিক' অর্থ দোযখের দারোগা।

لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ⑱

এভাবেই পড়ে থাকবে। আমরা তোমাদের কাছে 'সত্য' নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের বেশির ভাগ লোকের নিকট সত্যই অপছন্দনীয় জিনিস ছিল।[১৫]

أَمْ أَبْرَمُوٓا۟ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ⑲ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَىٰهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ⑳

৭৯-৮০. এরা কি কিছু একটা করার ফায়সালা করে ফেলেছে?[১৬] ঠিক আছে, তাহলে আমিও ফায়সালা করে নিচ্ছি। তারা কি মনে করে যে, আমি এদের গোপন কথা ও কানাঘুষা শুনতে পাই না? আমি অবশ্যই সব কিছু শুনতে পাই। আর আমার ফেরেশতারা তাদের কাছেই আছে এবং সব লিখে রাখছে।

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَٰبِدِينَ ㉑

৮১. (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, যদি রাহমানের সত্যিই কোনো সন্তান থাকত, তাহলে আমি তার প্রথম ইবাদতকারী হতাম।

سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ㉒

৮২. আসমান ও জমিনের রব, যিনি আরশের মালিক, তিনি ঐ সব থেকে পাক-পবিত্র, যা তারা তাঁর প্রতি আরোপ করে থাকে।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ㉓

৮৩. তাদেরকে যে দিনের ভয় দেখানো হচ্ছে সে দিনটি তারা না দেখা পর্যন্ত তাদেরকে বাতিল চিন্তা ও খেল-তামাশায় পড়ে থাকতে দিন।

وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ㉔

৮৪. তিনিই ঐ সত্তা, যিনি আসমানেও ইলাহ এবং জমিনেও ইলাহ। আর তিনি মহাকৌশলী ও মহাজ্ঞানী।

---

১৫. দোযখের দারোগার এ কথাটি– 'আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম' আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল হিসেবেই বলা হয়েছে। যেমন– সরকারের কোনো অফিসার সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলতে গিয়ে 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করেন এবং তার অর্থ হয় আমাদের সরকার এ কাজ করেছেন বা এ আদেশ দিয়েছেন।

১৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে কোনো চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কুরাইশ সরদাররা নিজেদের গোপন বৈঠকগুলোতে যেসব আলোচনা করেছিল এখানে তার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৮৫. মহাসম্মানিত ঐ সত্তা– আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা আছে সব কিছুর বাদশাহী তাঁরই হাতে। কিয়ামতের ইলমও তাঁরই কাছে আছে। তোমাদের সবাইকে তাঁর দিকেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَتَبٰرَكَ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৬. এ লোকেরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে তারা শাফাআতের কোনো ইখতিয়ার রাখে না। তবে কেউ যদি ইলমের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তাহলে আলাদা কথা।[১৭]

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৭. যদি তোমরা এদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে 'আল্লাহ'।[১৮] তাহলে তারা কোন্ দিক থেকে ধোঁকা খাচ্ছে?

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৮. রাসূলের এই কথার কসম, হে আমার রব! এরাই ঐ কাওম, যারা ঈমান আনছে না।[১৯]

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৯. আচ্ছা, ঠিক আছে। (হে নবী!) এদেরকে উপেক্ষা করুন এবং (বিদায়ী) সালাম বলে দিন। শিগ্‌গিরই তারা জানতে পারবে।

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

১৭. অর্থাৎ, যদি কোনো লোক এ কথা বলে যে, যেসব সত্তাকে সে মা'বুদ বানিয়ে রেখেছে তারা নিশ্চিতরূপে সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের এমন শক্তি আছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা মাফ করিয়ে নেবেন, তবে সে কি দাবি করে বলতে পারে যে, জ্ঞানের ভিত্তিতে সে এ কথার সত্যতার সাক্ষ্য দান করতে পারে?

১৮. এ আয়াতের দুই রকম অর্থ রয়েছে– (১) যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা উত্তর দেবে 'আল্লাহ'। (২) যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর যে, 'তোমাদের এই মা'বুদের স্রষ্টা কে, তবে তারা জবাবে বলবে 'আল্লাহ'।

১৯. অর্থাৎ, শপথ রাসূলের এই কথার যে, 'হে রব! এরা হচ্ছে সেই লোক, যারা ঈমান আনবে না।' এ কথার মর্ম হলো, এই লোকদের আচরণ আজব! এরা নিজেরাই স্বীকার করে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ও তাদের মা'বুদদের স্রষ্টা, কিন্তু এর পরেও স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে তারা সৃষ্ট জিনিসের ইবাদত করার জিদ ধরে থাকে।

৪৪. সূরা দুখান

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

সূরার ১০ নং আয়াতের 'দুখান' শব্দকেই এ সূরার শিরোনাম বানানো হয়েছে।

নাযিলের সময়

কোনো সহীহ রেওয়ায়াত থেকে এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় জানা না গেলেও সূরার আলোচনা থেকে বোঝা যায়, যে সময় সূরা যুখরুফ ও এর আগের কয়েকটি সূরা নাযিল হয়েছিল, ঐ সময়ই এ সূরাও নাযিল হয়। তবে এ সূরাটি ঐগুলোর কিছু দিন পর নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়।

এ সূরার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে। কাফিরদের বিরোধিতা যখন চরমে পৌঁছেছিল, তখন রাসূল (স) দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ! ইউসুফ (আ)-এর সময় যেমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তেমনি একটি দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য কর।' রাসূল (স) আশা করেছেন যে, এমন একটি বিপদ এলে এদের মন নরম হতে পারে।

এ দোয়া কবুল হলো। এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো, সবাই অস্থির হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ানসহ কতক কুরাইশনেতা রাসূল (স)-এর কাছে এসে অনুরোধ করল, তোমার কাওমকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। ঐ অবস্থায়ই সূরাটি নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়

মক্কার কাফিরদেরকে উপদেশ দান ও সাবধান করার জন্যই সূরাটি নাযিল করা হয়। ভূমিকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে :

১. এই কুরআনকে তোমরা মুহাম্মদ (স)-এর নিজের রচনা মনে করে বিরাট ভুল করেছ। এটা বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহর রচিত কিতাব।

২. তোমরা এ কিতাবের মর্যাদা ও মূল্য বুঝতেও ভুল করেছ। তোমরা এটাকে তোমাদের জন্য আপদ মনে করছ। অথচ এক মহা বরকতময় রাতে এ কিতাব নাযিল হয়। তোমাদের কাছে রাসূল ও কিতাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তটি বড়ই কল্যাণময় ছিল।

৩. তোমরা এ ধারণার মধ্যে ডুবে আছ যে, তোমরা এ রাসূল ও এ কিতাবের বিরোধিতা করে জিতে যাবে। অথচ এমন এক বিশেষ মুহূর্তে এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে, যখন আল্লাহ তাআলা সবার কিসমতের ফায়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহর ফায়সালা এমন দুর্বল নয় যে, কেউ ইচ্ছা করলেই তা বদলাতে পারে। তা ছাড়া তাঁর ফায়সালায় কোনো ভুল থাকতে পারে না। এ ফায়সালা বিশ্বজাহানের মালিকের। তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ জয়ী হতে পারবে না।

৪. তোমরা তো আল্লাহকে আসমান ও জমিন এবং প্রতিটি জিনিসের মালিক বলে জান এবং জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ারে বলে স্বীকার কর। এ সত্ত্বেও অন্য কোনো সত্তাকে মা'বুদ বলে দাবি করছ কেমন করে? বাপ-দাদাদের কাল থেকে এটা চলে এসেছে বলা ছাড়া কি এর অন্য কোনো যুক্তি আছে? বাপ-দাদারা এ বোকামি করেছে বলেই অন্ধভাবে তোমরা তা-ই করতে থাকবে?

৫. আল্লাহ সবার রব এবং সবার প্রতিই দয়াবান। তোমাদেরকে রিযক দিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। রব হিসেবে তোমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখানোও তাঁর দায়িত্ব। তাই তিনি রাসূল পাঠান ও কিতাব নাযিল করেন। সূরার প্রথমদিকে এ কথাগুলো বলার পর ঐ সময় যে দুর্ভিক্ষ চলছিল সে কথা বলা হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় কাফিররা নিজেরাও আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিল যে, এ বিপদ দূর করে দিলে আমরা ঈমান আনব।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (স)-কে বলা হয়েছে, এরা ঈমান আনার লোক নয়। যে রাসূলের জীবন, চরিত্র, কাজ-কর্ম ও কথা-বার্তায় স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি আল্লাহর রাসূল, সেই রাসূল থেকেই যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, শুধু একটি দুর্ভিক্ষ কী করে তাদেরকে হেদায়াত করবে?

অপরদিকে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের উপর থেকে এ বিপদ সরিয়ে দিলেই তোমরা ঈমান আনবে বলে যে ওয়াদা করছ তাও মিথ্যা ওয়াদা। তোমরা ঈমান আনার পাত্র নও। আমি আযাব সরিয়ে নিচ্ছি। এখনই বোঝা যাবে, তোমরা ঈমান আনার ওয়াদা পালন কর কি না। তোমাদের মাথার উপর দুর্ভাগ্য খেলা করছে। তোমাদের জন্য আরো বড় আঘাত দরকার। দুর্ভিক্ষের আঘাত যথেষ্ট নয়।

এ প্রসঙ্গে ফিরাউন ও তার কাওমের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে, কুরাইশরা বর্তমানে যে বিপদে পড়েছে, ফিরাউনের কাওমের উপর কয়েকবারই এ জাতীয় বিপদ এসেছিল। ফিরাউন বিপদের সময় মূসা (আ)-এর কাছে দোয়া করতে আবেদন জানিয়েছে এবং ঈমান আনার ওয়াদা করেছে; কিন্তু পরে সে ওয়াদা পালন করেনি।

এরপর আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাফিররা আখিরাতে বিশ্বাস করতে মোটেই রাজি ছিল না। তারা বলত, 'আমরা কাউকে মরার পর জীবিত হয়ে আসতে দেখিনি। তোমার দাবি সত্যি হলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে আন।' এর জবাবে আখিরাতের পক্ষে দুটো দলিল পেশ করা হয়েছে :

১. যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না, অবশ্যই তাদের নৈতিক অধঃপতন হয়ে থাকে। কারণ, তারা দায়িত্বহীন জীবনযাপন করে।

২. আখিরাত কোনো খেলার বিষয় নয় যে, কেউ চাইলেই মৃতকে জীবিত করে আনতে পারে। এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনি এর জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আল্লাহ একদিন সবাইকে আদালতে হাজির করবেন। যারা সেখানে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে তাদের কী দশা হবে, তা সূরার শেষদিকে উল্লেখ করা হয়েছে। যারা সফল হবে তারা কী পুরস্কার পাবে, তাও বলা হয়েছে। সবশেষে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, তোমাদের নিজের ভাষায় তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যদি বুঝতে না চাও এবং চরম পরিণতির জন্য গোঁ ধরে থাক, তাহলে অপেক্ষা কর। আমার নবীও অপেক্ষা করতে থাকবেন। যা হওয়ার তা যথাসময়ে দেখতে পাবে।

সূরা দুখান

৫৯ আয়াত, ৩ রুকূ', মাক্কী

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٩ رُكُوْعَاتُهَا ٣

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ۚ ﴿١﴾

২. এই সুস্পষ্ট কিতাবের কসম।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ ﴿٢﴾

৩. আমি এ কিতাব এক মঙ্গলময় ও বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি।[১] কারণ আমি মানুষকে সতর্ক করার ইচ্ছা করেছিলাম।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾

৪-৫-৬. এটা ঐ রাত ছিল, যে রাতে আমার হুকুমে প্রতিটি বিষয়ের হিকমতপূর্ণ ফায়সালা দেওয়া হয়ে থাকে।[২] (হে নবী!) আপনার রবের রহমত হিসেবে আমি একজন রাসূল পাঠাতে যাচ্ছিলাম। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ ﴿٤﴾ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۭ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ ﴿٦﴾

৭. তিনিই আসমান ও জমিনের রব এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা আছে সেসবেরও রব, যদি তোমরা সত্যিই ইয়াকীন করে থাক।

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾

৮. তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।[৩] তিনিই জীবন দান করেন এবং মউত দেন। তিনিই তোমাদের রব এবং আগে গত হয়ে যাওয়া তোমাদের বাপ-দাদাদেরও রব।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۗىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾

৯. (কিন্তু এসব লোকের ইয়াকীন নেই) বরং এরা সন্দেহের মধ্যে পড়েই খেলছে।

بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾

১০-১১. ঠিক আছে, ঐ দিনের জন্য অপেক্ষা কর, যেদিন আসমান স্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে, যা মানুষকে ঢেকে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاۗءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٠﴾ يَّغْشَى النَّاسَ ۭ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾

১. অর্থাৎ, লায়লাতুল কদর।

২. এর দ্বারা জানা যায়, আল্লাহ তাআলার রাজকীয় বিধানে এটা এমন একটি রাত, যে রাতে তিনি ব্যক্তি, জাতি ও দেশসমূহের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁর ফেরেশতাদেরকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেন। তারপর ফেরেশতারা সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মতৎপর হয়ে থাকে।

৩. 'ইলাহ' অর্থ যথার্থ ইলাহ, যাঁর হক হচ্ছে– শুধু তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) করা হবে।

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

১২. তখন তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও। আমরা ঈমান আনছি।[৪]

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾

১৩-১৪. এদের গাফলতি কোথায় দূর হচ্ছে? এদের অবস্থা তো এই যে, তাদের কাছে 'রাসূলে মুবীন'[৫] এসে গেছেন। এ সত্ত্বেও তারা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে, এ লোক তো শেখানো পড়ানো এক পাগলা।

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

১৫. আমি আযাব কিছুটা সরিয়ে নিচ্ছি। তারপরও তোমরা তা-ই করবে, যা আগে করছিলে।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

১৬. যেদিন আমি বড় আঘাত হানব, সেদিনই আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নেব।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭. এর আগে আমি ফিরাউনের কাওমকে এই পরীক্ষায়ই ফেলেছিলাম। তাদের কাছে একজন মহান রাসূল এসেছিলেন।

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহর বান্দাহদেরকে আমার হাতে দিয়ে দাও। আমি তোমাদের জন্য এক আমানতদার রাসূল।

وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। আমি তোমাদের সামনে (আমার রাসূল হওয়ার) স্পষ্ট সনদ পেশ করছি।

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

২০. তোমরা আমার উপর হামলা করবে, এ ব্যাপারে আমি আমার রব ও তোমাদের রবের নিকট আশ্রয় নিয়েছি।

৪. এ আয়াতসমূহে ও ১৬ নং আয়াতে কিয়ামতের আযাবের উল্লেখ আছে। ১৫ নং আয়াতে যে আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে ঐ দুর্ভিক্ষের আযাব, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় মক্কাবাসীরা যার কবলে পড়েছিল।

৫. অর্থাৎ, এমন রাসূল, যাঁর রাসূল হওয়া অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল।

وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١﴾

২১. যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন, তাহলে আমাকে (আমার অবস্থায়) ছেড়ে দাও (অন্তত হামলা করা থেকে বিরত থাক)।

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. অবশেষে তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, এরা এক অপরাধী কাওম।

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. (আল্লাহ্ জবাবে বললেন) আচ্ছা, তাহলে রাতের মধ্যেই আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়ুন। আপনাদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করা হবে।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. সমুদ্রকে শুকনো অবস্থায়ই ছেড়ে দিন। নিশ্চয় তাদের গোটা বাহিনীই ডুববে।

كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿٢٧﴾

২৫-২৬-২৭. কত বাগ-বাগিচা, ঝরনা, ফসলাদি ও জমকালো মহল ছিল, যা তারা ছেড়ে গিয়েছে। কত ভোগ-বিলাসের সরঞ্জাম তাদের পেছনে পড়ে রইল, যা নিয়ে তারা আনন্দে মেতে থাকত।

كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. এ হলো তাদের পরিণাম। আমি অন্য কাওমকে এসব জিনিসের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

২৯. তাদের জন্য আসমানও কাঁদেনি, জমিনও কাঁদেনি। আর তাদেরকে সামান্য একটু অবকাশও দেওয়া হয়নি।

রুকূ' ২

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

৩০-৩১. এভাবেই আমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক আযাব (ফিরাউন) থেকে নাজাত দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে সীমা লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে উঁচু মানের লোক ছিল।

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

৩২. (বনী ইসরাঈলের) অবস্থা জেনে-শুনেই আমি দুনিয়ার অন্যান্য কাওমের উপর তাদেরকে পছন্দ করেছিলাম।

وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. তাদেরকে এমন সব নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, যার মধ্যে সুস্পষ্ট পরীক্ষা নিহিত ছিল।

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۝

৩৪-৩৫. এরাই ঐ সব লোক, যারা বলে, আমাদের প্রথম মউত ছাড়া আর কিছুই নেই। এরপর আমাদের আবার উঠিয়ে আনা হবে না।

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

৩৬. যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে উঠিয়ে আন।

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

৩৭. এরাই কি ভালো, না 'কাওমে তুব্বা'[৬] ও তাদের আগের লোকেরা? আমি তাদের ধ্বংস করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা অপরাধী ছিল।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ۝

৩৮. এই আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা আছে, এসব আমি খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি।

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৩৯. এদের উভয়কে আমি সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

৪০. এদের সবাইকে উঠিয়ে আনার জন্য নির্দিষ্ট দিনটিই ফায়সালা করার দিন।

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

৪১-৪২. সে দিনটি এমন, যখন কোনো নিকটাত্মীয় তার কোনো নিকটতম আত্মীয়েরও কোনো কাজে আসবে না। আর আল্লাহ যার প্রতি রহম করেন সে ছাড়া কোথাও থেকে কোনো সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছবে না। নিশ্চয়ই তিনি মহাশক্তিশালী ও মেহেরবান।

রুকূ' ৩

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۝ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۝ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۝ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ۝

৪৩-৪৪-৪৫-৪৬. নিশ্চয়ই যাক্কুম গাছ গুনাহগারদের খাদ্য হবে, যা তেলের তলানীর মতো হবে। পেটের মধ্যে এমনভাবে বলক উঠবে, যেমন ফুটন্ত পানিতে হয়।

৬. 'তুব্বা' হিময়ার গোত্রের সম্রাটদের উপাধি ছিল। যেমন 'কিসরা', 'কাইসার', 'ফিরাউন' ইত্যাদি উপাধি বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের বিশেষ পদবি ছিল। সাবা কাওমের এক শাখার সাথে এদের সম্পর্ক ছিল। রাসূল (স)-এর আগমনের পূর্বে এরা কয়েক শতাব্দী ধরে আরবের শাসন পরিচালনা করেছিল।

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

৪৭-৪৮. (হুকুম হবে) তাকে ধর এবং টেনে-হিঁচড়ে দোযখের মাঝখানে নিয়ে যাও। তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও।

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

৪৯. এখন পরিণাম ভোগ কর। তুই তো বড়ই শক্তিমান সম্মানিত মানুষ।

إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

৫০. নিশ্চয়ই এটা ঐ জিনিস, যার আসার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করতে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

৫১-৫২. নিশ্চয়ই মুত্তাকী লোকেরা নিরাপদ জায়গায় থাকবে, বাগান ও ঝরনার মধ্যে।

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা রেশম ও মখমলের পোশাক পরে সামনা-সামনি বসবে।

كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. এটাই হবে তাদের মর্যাদা। আমি ডাগর ডাগর চোখওয়ালা হূরদের সাথে তাদেরকে বিয়ে দেবো।

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾

৫৫. সেখানে তারা নিশ্চিন্তে সব রকম মজার জিনিস চেয়ে নেবে।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾

৫৬. সেখানে তারা কখনো মউতের যন্ত্রণা ভোগ করবে না। দুনিয়াতে যে মউত এসেছিল তা তো এসেই গেছে। আর আল্লাহ তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।

فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

৫৭. (হে নবী!) এটা আপনার রবের বিশেষ মেহেরবানী। এটাই বিরাট কামিয়াবী (সাফল্য)।

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. (হে নবী!) আমি এই কিতাবকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা নসীহত লাভ করে।

فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. এখন আপনিও অপেক্ষায় থাকুন। নিশ্চয়ই তারাও অপেক্ষায় আছে।

৪৫. সূরা জাছিয়াহ্

মাক্কী যুগে নাযিল

নাম

২৮ নং আয়াতের 'জাছিয়াহ্' শব্দটি দিয়েই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে।

নাযিলের সময়

আগের কয়েকটি সূরার মতোই এ সূরাটি নাযিলের সময় সম্পর্কে কোনো সহীহ্ রেওয়ায়াত পাওয়া যায় না; তবে আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সূরা দুখানের পরপরই এ সূরা নাযিল হয়েছে। আলোচ্য বিষয় থেকে এ দুটো সূরাকে যমজ বলেই মনে হয়।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে মক্কার কাফিরদের সন্দেহ, সংশয় ও আপত্তির বিস্তারিত জবাব দেওয়ার পর কুরআনের দাওয়াতের বিরুদ্ধে তারা যা কিছু করছিল সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

তাওহীদের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেই আলোচনা শুরু করা হয়েছে। মানুষের নিজের জীবন থেকে শুরু করে আসমান ও জমিনে ছড়িয়ে থাকা বহু নিদর্শনের দিকে ইশারা করে বলা হয়েছে, তোমরা যেদিকেই চোখ মেলে তাকাও, প্রতিটি জিনিসই তাওহীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। নানা রকম জীব-জন্তু, রাত-দিন, বৃষ্টির পানি ও এর দ্বারা উৎপন্ন গাছ-গাছড়া, বাতাস এবং মানুষের জন্ম ইত্যাদির দিকে খোলা মনে লক্ষ করলে কি এ কথা বোঝা যায় না যে, এগুলো একই পরিকল্পনাকারীর সৃষ্টি? কোনো রকম গোঁড়ামি, অন্ধ-বিশ্বাস ও হঠকারী মনোভাব বাদ দিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে তার মন অবশ্যই বলে উঠবে যে, এ বিশাল সৃষ্টিজগৎ খোদাহীন নয় এবং এসব বহু খোদার কারবারও নয়; বরং এক আল্লাহই এসব সৃষ্টি করেছেন এবং একমাত্র তাঁরই রাজত্ব এখানে কায়েম আছে। তবে যারা এ কথা না মানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সন্দেহের মধ্যে ডুবে থাকার জন্য জিদ ধরছে, তাদের কথা আলাদা। তারা কখনো এ মহাসত্যের প্রতি ঈমান আনবে না।

দ্বিতীয় রুকূ'র শুরুতে বলা হয়েছে, দুনিয়ায় মানুষ যত জিনিস ব্যবহার করছে এবং যত বস্তু ও শক্তি মানুষের সেবা করছে সেসব আপনা-আপনিই কোথাও থেকে চলে আসেনি। দেব-দেবীরাও এসব সরবরাহ করেনি; বরং আল্লাহ নিজেই দয়া করে এসবের ব্যবস্থা করেছেন। কেউ সঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে তার মনই বলে দেবে, এসব একমাত্র আল্লাহরই দান এবং এর জন্য একমাত্র তিনিই শুকরিয়া পাওয়ার যোগ্য।

এরপর কাফিরদেরকে তাদের হঠকারিতা, অহংকার, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কুফরীতে লিপ্ত থেকে কুরআনের দাওয়াতের বিরোধিতার জন্য কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে, এ কুরআন ঐ নিয়ামতই নিয়ে এসেছে, যা এক সময় বনী ইসরাঈলকে দেওয়া হয়েছিল বলেই তারা সকল জাতির উপর মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা ঐ নিয়ামতের প্রতি অবহেলা করে দীনের ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তারা ঐ মর্যাদা হারাল।

এখন ঐ মহানিয়ামত তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এটা এমন হেদায়াতনামা, যা মানুষকে দীনের পরিষ্কার রাজপথ দেখিয়ে দেয়। যারা মূর্খতা ও বোকামি করে তা কবুল করবে না, তারা নিজেদের ধ্বংসই ডেকে আনবে। যারা তা মেনে চলবে তারাই আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের ভাগী হবে।

কাফিরদের সম্পর্কে রাসূল (স)-এর সাথীগণকে বলা হয়েছে, এরা আল্লাহকে ভয় করে না। এরা তোমাদের সাথে যে অন্যায় আচরণ করছে তাতে সবর করে থাক। আল্লাহ তাদেরকে দেখে নেবেন এবং তোমাদেরকে সবরের বদলা দেবেন। তারপর আখিরাত সম্পর্কে কাফিরদের জাহেলী ধ্যান-ধারণার আলোচনা করা হয়েছে। কাফিররা বলত, 'এ দুনিয়ার জীবনই সব। এরপর আর কোনো জীবন নেই। ঘড়ি যেমন চলতে চলতে এক সময় বন্ধ হয়ে যায়, সময়ের গতিতে একসময় আমরাও মরে শেষ হয়ে যাব। মরার পর রূহ শেষ হয়ে যাবে। আবার তা দেহে ফিরিয়ে আনা হবে না। আবার জীবিত করা হবে বলে যারা দাবি কর, তারা মৃত বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে তা প্রমাণ কর।' এসব কথার জওয়াবে বলা হয়েছে :

১. তোমরা যেসব কথা বলছ তা কোনো বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলনি। নিছক মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ। সত্যিই কি তোমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছ যে, মরার পর আর কোনো জীবন নেই?

২. তোমাদের এ ধারণার ভিত্তি কী? কোনো মরা মানুষকে আবার জীবিত হয়ে ফিরে আসতে দেখনি বলেই কি তোমাদের ধারণা সঠিক বলে মনে কর? তোমরা কোনো জিনিসকে দেখতে পাচ্ছ না বলেই কি এ কথা প্রমাণ হয় যে, তা নেই?

৩. ভালো ও মন্দ, বাধ্য ও অবাধ্য, যালিম ও মযলুম সবাইকে একই সমান মর্যাদা দেওয়া কি যুক্তি, বিবেক ও ইনসাফের বিরোধী নয়? ভালো কাজের ভালো ফল ও মন্দ কাজের মন্দ ফল হওয়া কি বিবেকের দাবি নয়? এটা কি ইনসাফের কথা যে, কোনো যালিমের শাস্তি হবে না, কোনো মযলুমের ফরিয়াদ শোনা হবে না, কোনো নেক লোক পুরস্কার পাবে না, কোনো বদ লোক শাস্তি পাবে না? সবার একই পরিণাম হবে? ইনসাফের দাবি হচ্ছে, এসবের জন্য আখিরাত হওয়া উচিত।

   যালিম ও দুষ্ট লোকেরা তাদের অপকর্মের কুফল দেখতে চায় না বলেই আখিরাতে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করলে কুকর্ম করা বন্ধ করতে হবে বলেই ঐ ভুল ধারণার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রাজ্যে কোনো অনিয়ম চলতে পারে না। তাঁর সৃষ্টি ইনসাফভিত্তিক। তিনি সৎ ও অসৎ, ভালো ও মন্দকে এক সমান করার মতো যুলুম করবেন না।

৪. আখিরাতে অবিশ্বাস নৈতিক জীবনের জন্য মারাত্মক। যারা নাফসের গোলাম তারাই আখিরাতে বিশ্বাস করতে চায় না। আখিরাতে বিশ্বাস করলে নাফসের গোলামির পথে বাধা সৃষ্টি হয়। আখিরাতে অবিশ্বাসের ফলে মানুষ চরম গোমরাহীর শিকার হয়, নৈতিক অনুভূতি হারিয়ে ফেলে এবং হেদায়াত লাভের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

এসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পর আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন, তোমরা যেমন নিজে নিজেই সৃষ্টি হওনি, আমিই সৃষ্টি করেছি, তেমনি তোমরা নিজে নিজেই মরে যাবে না, আমিই মৃত্যু দিই। এমন এক সময় আসবে, যখন আমি তোমাদের সবাইকে আবার জীবিত করে একত্র করব।

মূর্খতা ও বোকামির দরুন যদি সে কথা মানতে না চাও, মেনো না। কিন্তু যখন ঐ সময়টি আসবে তখন নিজের চোখেই দেখতে পাবে যে, তোমরা আমার সামনে হাজির আছ এবং তোমাদের গোটা আমলনামা তৈরি আছে, যা তোমাদের প্রতিটি কাজের সাক্ষী হয়ে আছে। তখন টের পাবে যে, আখিরাতে বিশ্বাস না করা এবং এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য কত বড় চড়া মূল্য তোমাদেরকে দিতে হচ্ছে।

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٣٧ رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

حٰمٓ ﴿١﴾

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

২. এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে, যিনি মহাশক্তিশালী ও মহাকৌশলী।

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

৩. নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনে মুমিনদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৪. তোমাদের নিজেদের পয়দা হওয়ার মধ্যে এবং ঐ সব প্রাণীর মধ্যে যা আল্লাহ (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিচ্ছেন, ঐ সব লোকের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা ইয়াকীন রাখে।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

৫. আর রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে, আল্লাহ আসমান থেকে যে রিযক নাযিল করেন এবং এর মাধ্যমে মরা পৃথিবীকে জীবিত করে তোলেন এর মধ্যে এবং বাতাসের ঘুরাফেরার মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা আকল রাখে।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾

৬. এসব হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি (হে নবী!) আপনার সামনে ঠিক ঠিক বর্ণনা করছি। এখন আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনসমূহের পর এমন আর কী আছে, যার প্রতি এরা ঈমান আনবে?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾ يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾

৭-৮. ধ্বংস এমন মিথ্যুক ও বদ-আমলকারী লোকের জন্য, যার সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়। আর সে তা শুনে, তারপর পুরো অহংকারের সাথে কুফরীকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে, যেন সে শুনেইনি। (হে নবী!) এমন লোককে আপনি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুখবর দিয়ে দিন।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ

৯. যখন সে আমার আয়াতসমূহের কোনো কথা জানতে পারে, তখন সে তা নিয়ে ঠাট্টা-

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٩﴾

বিদ্রূপ করে। এরাই ঐ সব লোক, যাদের জন্য অপমানকর আযাব রয়েছে।

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾

১০. তাদের সামনেই দোযখ রয়েছে। এরা দুনিয়াতে যা কিছু কামাই করেছে, এর মধ্যে কোনো জিনিসই তাদের কোনো কাজে আসবে না। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে তারাও এদের কোনো কিছুই করতে পারবে না। তাদের জন্য মস্ত বড় আযাব রয়েছে।

هَٰذَا هُدًى ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾

১১. এই কুরআন আগাগোড়া হেদায়াত। যারা তাদের রবের আয়াতের সাথে কুফরী করেছে তাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।

রুকূ' ২

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

১২. তিনিই তো আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে অনুগত করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর হুকুমে জাহাজগুলো এর মধ্যে চলে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (রিযক) তালাশ করতে পার। হয়তো তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

১৩. তিনি আসমান ও জমিনের সব জিনিসকেই তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। এসবই তাঁর নিজের পক্ষ থেকে[১]। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে ঐ সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

১৪. (হে নবী!) যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বলে দিন, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো মন্দ দিন আসার ভয় করে না, তাদের আচরণকে যেন তারা মাফ করে দেয়, যাতে আল্লাহ নিজেই এক কাওমকে তারা যা কামাই করেছে-এর বদলা দিতে পারেন।

১. এর দুটি অর্থ– (১) আল্লাহর এ দান দুনিয়ার রাজা-বাদশাহের দানের মতো নয়, যা প্রজাদের কাছ থেকে জোগাড় করে প্রজাদের মধ্যেই কিছু লোককে দান করা হয়; বরং এই বিশ্বের সকল নিয়ামত আল্লাহর নিজের সৃষ্টি এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে মানুষকে তা দান করেছেন। (২) এই নিয়ামতসমূহের সৃষ্টিকাজে আল্লাহর কোনো শরীক নেই এবং মানুষের জন্য এই সব নিয়ামতের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্তার কোনো হাত নেই। একা আল্লাহ তাআলাই এসবের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই নিজের পক্ষ থেকে মানুষকে তা দান করেছেন।

১৫. যে নেক আমল করবে সে তা নিজের জন্যই করবে। আর যে অসৎ কাজ করবে এর পরিণাম সে নিজেই ভোগ করবে। এরপর তোমাদের সবাইকে তোমাদের রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

১৬. এর আগে আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। আমি তাদেরকে পবিত্র জিনিস থেকে রিযক দিয়েছিলাম এবং দুনিয়ার সব মানুষের উপর তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছিলাম।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ﴿١٦﴾

১৭. আর তাদেরকে দীনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট হেদায়াত দিয়েছিলাম। তারপর তাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো তা (না জানার কারণে নয়, বরং) ইলম এসে যাওয়ার পরই হয়েছে। এটা এ কারণেই হয়েছিল যে, তারা একে অপরের সাথে বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐ সব বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করেছিল।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. এরপর এখন (হে নবী!) আমি আপনাকে দীনের ব্যাপারে এক পরিষ্কার রাজপথের (শরীআত) উপর কায়েম করে দিলাম। কাজেই আপনি এটাকেই মেনে চলুন। ঐ সব লোকের কামনা-বাসনার অনুসরণ করবেন না, যারা জানে না।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯. আল্লাহর মুকাবিলায় তারা আপনার কোনো কাজেই আসতে পারে না।[২] যালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর মুত্তাকীদের বন্ধু হলেন স্বয়ং আল্লাহ।

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾

২০. এই (কুরআন) সকল মানুষের জন্যই সুস্পষ্ট নসীহত এবং যারা ইয়াকীন রাখে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

هٰذَا بَصَاۤىِٕرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২. অর্থাৎ, যদি আপনি তাদেরকে খুশি করার জন্য আল্লাহর দীনের মধ্যে কোনো প্রকার রদবদল করেন তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

২১. যারা পাপ কাজ করেছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে, আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তাদেরকে এক সমান করে দেবো, যাতে তাদের হায়াত ও মউত এক রকম হয়ে যায়? তারা যে ফায়সালা করেছে তা খুবই মন্দ।

রুকূ' ৩

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. আল্লাহ তো আসমান ও জমিনকে সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেককে সে যা কামাই করেছে এর বদলা দেওয়া যায়। আর তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. তুমি কি কখনো ঐ লোকের অবস্থা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, যে তার নাফসকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। আর আল্লাহ ইলমের ভিত্তিতেই[৩] তাকে গোমরাহ করে দিয়েছেন। তার কান ও দিলে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছেন। আল্লাহর পর আর কে আছে, যে তাকে হেদায়াত দান করতে পারে? তোমরা কি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এরা বলে, জীবন তো শুধু আমাদের দুনিয়ার এ জীবনই। এখানেই আমাদের জীবন ও মরণ। আর কালের চক্র ছাড়া আর কোনো জিনিস নেই, যা আমাদেরকে ধ্বংস করে। আসলে এ বিষয়ে এদের কোনো ইলম নেই। এরা শুধু আন্দাজ-অনুমানে কথা বলে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. তাদেরকে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো শোনানো হয়, তখন তাদের কাছে এ ছাড়া আর কোনো যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে উঠিয়ে আন।

৩. আসল শব্দগুলো হচ্ছে 'আদাল্লাহুল্লাহু 'আলা ইলমিন' এ শব্দগুলোর এক অর্থ এটা হতে পারে যে, সে ব্যক্তি আলেম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে গোমরাহ করা হয়েছে। কেননা, সে নাফসের গোলাম বনে গিয়েছিল। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, সে যে নাফসের গোলাম হয়ে গেছে সে বিষয়ে আল্লাহর নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে গোমরাহ করে দেওয়া হয়েছে।

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. (হে নবী!) এদেরকে বলুন, আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন। তারপর তিনিই তোমাদেরকে মউত দেন। এরপর তিনি ঐ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জমা করবেন, যার আসার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না।

রুকূ' ৪

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. আসমান ও জমিনের বাদশাহী আল্লাহরই। আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে সেদিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَتَرٰى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعٰى إِلٰى كِتٰبِهَا ۚ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. ঐ সময় তুমি প্রতিটি দলকে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখবে। প্রত্যেক দলকে ডাকা হবে, যেন তারা আসে এবং তাদের আমলনামা দেখে। (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যে আমল করেছিলে, আজ তোমাদেরকে এর বদলা দেওয়া হবে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. (আরও বলা হবে) এটাই আমাদের তৈরি করানো আমলনামা, যা তোমাদের ব্যাপারে ঠিক ঠিক সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমরা যা কিছুই করতে আমি তা-ই লিখিয়ে রাখতাম।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾

৩০. অতঃপর যারা ঈমান এনেছিল ও নেক আমল করেছিল তাদেরকে তাদের রব তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করে নেবেন। এটাই সুস্পষ্ট কামিয়াবী।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ أَفَلَمْ تَكُنْ آيٰتِي تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

৩১. আর যারা কুফরী করেছিল (তাদেরকে বলা হবে) আমার আয়াত কি তোমাদেরকে শোনানো হতো না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং অপরাধী হয়ে গিয়েছিলে।

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ

৩২. যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য এবং কিয়ামত যে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, 'কিয়ামত কী জিনিস তা

إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢﴾

আমরা জানি না। আমরা তো কিছুটা অনুমান করি মাত্র। এ বিষয়ে আমাদের ইয়াকীন নেই।'

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. ঐ সময় তাদের আমলের মন্দ ফলাফল প্রকাশ পাবে। আর তারা ঐ জিনিসেরই ফেরে পড়ে যাবে, যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদেরকে বলে দেওয়া হবে, 'আজ আমিও তোমাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে ভুলে যাচ্ছি, যেমনি তোমরা এই দিনের দেখা হওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলে। এখন দোযখই তোমাদের ঠিকানা এবং তোমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারীও নেই।

ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এ জন্য তোমাদের এ পরিণাম হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতকে হাসি-ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে নিয়েছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল। কাজেই আজ এদেরকে দোযখ থেকে বেরও করা হবে না এবং মাফ চাওয়ার সুযোগও দেওয়া হবে না।[8]

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾

৩৬. সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আসমানের রব, জমিনেরও রব এবং রাব্বুল আলামীন।

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

৩৭. আসমান ও জমিনে তাঁরই বড়ত্ব কায়েম আছে এবং তিনিই মহাশক্তিশালী ও মহাকৌশলী।

৪. এই শেষ কথাটি এভাবে বলা হয়েছে যে, যেমন কোনো মনিব নিজের কিছু খাদেমকে ধমক দেওয়ার পর অন্যকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আচ্ছা, এখন এই অপদার্থদের জন্য শাস্তি হচ্ছে এই।'

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত